



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যোগে এমন ভাবে থাকো যেন স্মরণ করতে করতেই কলিযুগের এই ঘোর-তমসাম্পন্ন রাত্রির অবসান হয়ে বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারো - তখনই আসবে প্রকৃত দিন। সত্যি কি আশ্চর্যের তোমাদের এই তীর্থ-যাত্রা"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেন হয় তোমাদের ?

উত্তর :- যেহেতু তোমরা জানো যে, তোমরা আত্মারা যখন স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছবে, একমাত্র তখনই অন্য সব আত্মাদেরও কল্যাণ হবে। সেইসব আত্মারাও তখন নিজেদের ঘর শান্তিধামে পৌঁছতে পারবে। যদিও স্বর্গ-রাজ্যে যাবার জন্য বি.কে.-রা লালায়িত নয়। যেহেতু তোমরাই তো সেই স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করছো, যেখানে এত কষ্ট করে তোমরাই তা তৈরী করছো- তাই সেখানকার মালিকানা তো তোমাদেরই। এছাড়া তোমাদের অন্য কোনও ইচ্ছাই নেই। লোকেদের তো কত প্রকারেরই ইচ্ছা থাকে, ভগবানের সাথে সাক্ষ্যাতির প্রবল আগ্রহ থাকে তাদের, অথচ দেখো, সেই ভগবান স্বয়ং তোমাদেরকে পাঠদানে রত।

গীত :- ওহে নিশীথ রাতের যাত্রীরা

ওম্ শান্তি! গীতের এই "ওহে নিশীথ রাত্রির যাত্রীরা ... বাচ্চারা,এর অর্থ তো তোমরা নিশ্চয় বুঝেছো, যদিও তা বোধগম্য হয় তোমাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। তোমরা যদি তোমাদের স্ব-দর্শন চক্রকে ঘোরাতে থাকো এবং স্মৃতিতে তা থাকে, তবে অবশ্যই তা অনুভব করতে পারবে- দিন অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যের কতটা নিকটে পৌঁছেছো তোমরা। বাচ্চারা, তোমাদের তো তা বোঝানোই আছে- বেহদের এই রাত ও দিনের বিষয়টা। বেহদের রাত অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত। শাস্ত্রেও এর কত সুন্দর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রে কিন্তু এমন বলা হয় না যে তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাত। না, আসলে তা ব্রহ্মার দিন ও ব্রহ্মার রাত এমনই বলা হয়। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ সেখানে থেকেই রাজ-কার্য পরিচালনা করেন। এদিকে সৃষ্টি চক্রকেও অবশ্যই তার নিজের ধারায় আবর্তিত হতে হয়। (দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্তের ধারায়) সেই হিসাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ভার প্রতিবারই ফিরে আসে সত্যযুগেই। চক্রের এই ধারা অনুমায়ী সেই একই ভাবে সত্যযুগের পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ-ও আসে চক্রের নিয়ম অনুসারেই। অতএব সত্যযুগেও তো সেই একই রাজা এসে তার রাজ্য-ভার গ্রহণ করবেন। একমাত্র শিববাবাই এই বিশেষ জ্ঞান বি.কে.-দের শোনান ব্রহ্মার মাধ্যমে। যা কেবলমাত্র তোমরাই এই সৃষ্টি-চক্রের বিশেষ জ্ঞান পেয়ে থাকো, কোনও দেবতারাও তা পায় না। একমাত্র তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতেই এই সৃষ্টি-চক্র আবর্তনের জ্ঞান আছে। তাই বলা হয় ব্রহ্মার আর ব্রহ্মাকুমারদের ও ব্রহ্মাকুমারীদের রাত। কিন্তু সেই তোমরাই এখন এগিয়ে চলেছো প্রকৃত দিনের দিশায়। সত্যযুগকে দিন আর কলিযুগকে রাত বলা হয়। তোমরা তো এটাও জানো যে, তোমাদের এই যাত্রা শুরু হয় কল্পের এই সপ্তমযুগে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগ শুরুর মধ্যবর্তী বিশেষ সময়কালে। যদিও তোমাদের এই তীর্থ-যাত্রা শুরু হয়েছে কলিযুগে, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করা আছে সেই সত্যযুগই। তাই আত্মাতে অবশ্যই এই ধারণা ধারণ করতে হবে- পঞ্চভূতের এই নশ্বর শরীর ত্যাগ করে, আত্মাকে ফিরে যেতে হবে তার প্রকৃত পিতা পরমাত্মার কাছে। তোমাদের এই শরীরের অন্ত তখনই হবে, যখন তোমাদের লক্ষ্য পুরো হবে, অর্থাৎ

বাবা-যতক্ষণ না তোমাদেরকে এই যোগ-বিদ্যা শেখানো ও জ্ঞানের পাঠ সম্পূর্ণ করে পড়ানোও বন্ধ করে দেবেন - ততক্ষণ পর্যন্ত। বাচ্চারা, তোমরাও তো এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এ ভাবেই স্মরণে থাকতে থাকতেই, রাতের যেমন অবসান হয়ে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বাবার কাছেও পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ তখন তোমাদের দিন। এমনই সুন্দর চমকপ্রদ তোমাদের এই স্মরণের তীর্থযাত্রা। বাবা এই দিনের স্থাপনা করেন, তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের জন্য। আর সেই সুবর্ণ-দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আগত প্রায়। যেহেতু এখনও তোমরা এই ঘোর অন্ধকার কলিযুগেই রয়েছো - তাই, এই সময়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে।

বাবা ঔঁনার বি.কে. বাচ্চাদের আরও বোঝাচ্ছেন - সবাইকে তো মরতেই হবে। লোকেরা জানতে চায়, কখন তা হবে ? বিনাশ-পর্বই বা কখন হবে ? তোমরা বি.কে.-রা তো তোমাদের দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা সেই বিনাশকে দেখেছো। আর আগামীতে এই চর্মচক্ষুতে অবশ্যই দেখতে পাবে সেই নতুন স্থাপনা। তোমরা যার সাক্ষ্যাতকার করে থাকো, উনিও (ব্রহ্মা) এই চর্ম চক্ষুতেই তা অবলোকন করেন। এই ব্রহ্মাই এসবের মুখ্য ভূমিকায়, তাই তো বলা হয় যে, ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন। যিনি স্পষ্ট রূপে তা অবলোকন করেন সেই বিনাশ আর স্থাপনা। যাবতীয় সবকিছুই উনি দিব্য-দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, আর বাস্তবে অবশ্যই তাই ঘটবে। ভক্তি-মার্গেও যা কিছু ঘটে, ঘটনার পূর্বেই তার সাক্ষ্যাতকার হয়ে থাকে ওনার দিব্য-দৃষ্টি দ্বারা। তোমরাও তেমনি দিব্য-দৃষ্টিতে তা দেখতে পারো। তাই তো তোমাদেরও আর এই বিনাশী দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতিই কোনও ইচ্ছা বা মোহ জাগে না। পরমপিতা পরমাত্মার একটু দর্শন পাবার জন্য জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীদের কত আগ্রহ থাকে। কিন্তু এখানে তো সেই পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে স্বয়ং এই পাঠ পড়ান। ফলে তোমাদেরও ইচ্ছা জাগে সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছোবার পরেই অন্য-সবার কল্যাণ সাধিত হতে পারে। তোমরা বি.কে.-রা এখন জানতে পেরেছো, অসীম বেহদের এই বাবা, যিনি মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা, যিনি বীজরূপ, একমাত্র উনিই কল্প-বৃক্ষের এই বিস্তারের আদি-মধ্য-অন্তের ঝাড়কে জানেন। তেমনি বি.কে.-রাও এমন বাবা ও বাবার আশীর্বাদী-বর্সার গুণকে জানে। যেমন আম-গাছের ঝাড়কে দেখে সবাই তার বৈশিষ্ট্য বলে দিতে পারে। বীজ থেকে প্রথমে যেমন দু-চারটি পাতা বেড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি হতে হতে পরে তা বড় গাছে পরিণত হয়। কিন্তু সব কিছুর মূলই হলো বীজ। এ তো গেল জড়-বীজ কথা। আর এই চৈতন্য-বীজরূপী (বৃক্ষপতি) বাবা হলেন, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। তাই তো ওনাকে 'নলেজফুল' বা 'জ্ঞানের সাগর' বলা হয়।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এটা তোমাদের একটা পাঠশালা। যেখানে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ানো হয়, আর তার সাথে সাথে তোমরা যোগ-বিদ্যারও অভ্যাস কর। এই বিশেষ বিদ্যার দ্বারাই তো তোমরা ভবিষ্যতের রাজকুমার/রাজকুমারী হও। কিন্তু তা ধারণ করার জন্য আত্মসুদ্ধির প্রয়োজন অবশ্যই। কারণ, এখন এই দুনিয়ায় সবাই যে অপবিত্র। কিন্তু অন্যদের যদি তা বলে যে, তোমরাও অপবিত্র বা পতিত, তা তারা অবশ্যই মানবে না। তারাই আবার বলে যে, কৃষ্ণপুরীতেও একে অপরকে দুঃখ-কষ্ট দিত, যেহেতু সেই সময়ে সেখানে কংস, রাবণ, ইত্যাদি এমন ধরনের লোকেরা ছিল। আবার যে একে অন্যকে সুখ দেয়, তাকে পবিত্র বলে। স্বর্গ-রাজ্যে কিন্তু কেউ-ই কারওকে কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেয় না। সেখানে তো বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খায়। কেউ কারও দুঃখের কারণও হয় না। কিন্তু এসব কথার মর্মার্থ অন্যেরা তো বুঝবেই না। তারা যে যেমন শাস্ত্র

পড়ে, তাদের মন-বুদ্ধিতে তেমনই ধারণা জন্মায়। দেবতার পূজারীরা নিজেরাই নিজেদের কপাল চাপড়ায়। যেমন হিন্দুরা, দেব-দেবীর নিন্দা-গ্লানি-অমর্যদা করে নিজেরাই নিজেদের কপাল পোড়ায়। অথচ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজের প্রবর্তকদের কত গুণগান-মহিমা-স্তুতি করে। দেবতাদের নিন্দা করা অর্থাৎ হিন্দু-ধর্মেরই গ্লানি করা। গীতাতেও তা স্পষ্টরূপে বলা আছে -

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

[অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

. (শ্রীমদ্ভগবদগীতা:--- গুণ-যোগ, চতুর্থ অধ্যায়।]

গীতা-শাস্ত্রেও স্পষ্ট রূপে ভারতের নামও নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই ভারতই যেমন চূড়ান্ত ব্রহ্মে পরিণত হয়, তেমনি আবার এই ভারত-ই শ্রেষ্ঠও হয়। শ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্মী-নারায়ণও এই ভারতেরই। ব্রহ্ম মানুষেরা নতশিরে শ্রেষ্ঠ মানুষের সামনে মাথা ঠেকে। যদিও সাধু-সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে, তবুও কিন্তু ভগবানকে জানতে পারে না তারা। উপরন্তু তারা নিজেদেরকেই ভগবান বলে প্রচার করে। গুরু-গোঁসাইরাও তো পতিত। যেহেতু তারাও তো বিকারী কাজ-কর্ম করে। বিকারীদেরকেই পতিত বলা হয়। পতিতরাই পবিত্রদের নমস্কার করেন। তাই তারা সাধু-সন্ন্যাসীদের গুরু বানান, যদি তারা অন্ততঃ কিছুটাও পবিত্র হতে পারে। খুব কমই আছে আজকাল, যারা প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী। আর তা হলেও বা কি, গুরু-গোঁসাই করলে কি আর তাতে কোনও প্রাপ্তি হবে ? যেখানে সে নিজেই অপবিত্র পতিত। কিন্তু নতুন ভক্ত-আত্মারা এলে, তাদের মহিমাও তো কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কারও যদি পুত্র-সন্তানের প্রাপ্তি হয়, কারও কোনও ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হলে, ভক্তরা খুব খুশী হয়ে যায়। আর এরকম কারও কিছু হতে দেখলে সবাই মিলে গুরু-গুরু করতে থাকে। বাস্তবে গুরু কিন্তু করা উচিত সদগতি প্রাপ্তির জন্য। আর সেই গুরুকে অবশ্যই হতে হবে, যিনি ৫-বিকারকে ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে। তা না হলে তেমন ব্যক্তিকে গুরু বানিয়ে গৃহস্থদের কি বা লাভ হবে ? এমন অনেক বড়-বড় গৃহস্থী-গুরু আছে, যদের হাজার-হাজার অনুগামী আছে। আবার কেউ একজন একবার গুরু হতে পারলে, পরম্পরায় ওনার মনোনীত ব্যক্তিকে সেই আসনের অধিকারী হয়। শিষ্যরা তো গুরুর চরণ-ধোয়া জলও পান করে, যা একেবারেই অবুঝের মতন অন্ধ-শ্রদ্ধা। যদিও মানুষেরাই এমন বলে যে, "হে ভগবান, তুমি তো অন্ধের যষ্টি!" কিন্তু তার অর্থ এমনটা করা উচিত নয় মোটেই। এই অন্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিহীন এমনটা বানায় মায়া-রাবণ। ফলে সবাই পাথরের মতন নির্বোধ হয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে সতর্ক করে বলেন - বাচ্চাদের কাছে উনি আসেনই সর্ব শাস্ত্রের আদি অর্থাৎ সার শোনার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি নারদের কথা জানান - "নারায়ণ নারদকে বলেছিলেন, তুমি যখন লক্ষ্মীকে বিয়ে করতে এতই আসক্ত, তবে তার আগে আয়নায় তুমি তোমার মুখ-মণ্ডলকে দেখে নিজেই বিচার কর, লক্ষ্মীর উপযুক্ত মনে হয় কি নিজেকে ?" এছাড়া লক্ষ্মীর নিবাস তো স্বর্গ-রাজ্যে। তোমরা নিজেরা এখন তা খুব ভালই জানো, তোমরা যা পুরুষার্থ করছো তার দ্বারাই তোমরা নিজেদেরকে বুঝতে পারবে, ভবিষ্যতের লক্ষ্মী বা নারায়ণের সাথে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠতে পারছো কি না! আর তার নমুনা এখানেই বুঝতে পারবে। অনেকেই এমন আছে, চেহারায় যদিও তারা মানুষ, কিন্তু চাল-চলন, চরিত্র যেন অসভ্য বাঁদরের মতন। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন - "তোমরাও নিজেদের সেগুলিকে নিজেরাই বিচার করে দেখ, তা না হলে, হয়ত লোকেরাই তোমাদের বলবে, কি করে তোমরা এমন আশা করতে পারো যে তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে চলেছো ? তখন তাদেরকে বোঝাতে হবে- আরে আমরাই

তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করি। আমরা নিজেরা যেখানে এত কষ্ট করে দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলি, সেখানকার মালিক তো আমরাই হবো, কেউ না কেউ তো রাজত্ব করবেই সেখানে। - তাই না ?

বাবা তো বার বার বোঝাতে থাকেন, মানুষের প্রধান শত্রু হলো কাম-বিকার। আর এর কারণেই মানুষেরা আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। কাম-বিকারই অর্দ্রেক কল্পের সবচেয়ে প্রধান শত্রু। যদিও অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকের চিত্রপটে সুখ ও দুঃখ উভয়েই আছে। কিন্তু সুখের জীবন থেকে দুঃখের জীবনে নিয়ে যাবারও তো কেউ না কেউ থাকে। আর সে হলো 'রাবণ'! অর্দ্রেক-কল্প এই রাবণেরই রাজত্ব চলে। বাচ্চারা, এসব কথা কেবল তোমরাই জানো। কিন্তু এই জানাটাও তোমাদের জ্ঞানের-মাত্রার ক্রমিক অনুসারে। ভেবে দেখ, লোকেরা বলে যে, কৈলাশ পর্বতে শংকর-পার্বতীর বাস। এমন কি সেখানে রাষ্ট্রপতির মতন ব্যক্তিত্বরূপে অমরনাথ, কৈলাস-পর্বত ইত্যাদি জায়গায় যায়। তবুও কিন্তু তারাও এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারে না যে, শংকর-পার্বতী সেখানে আসবেই বা কি প্রকারে ? আচ্ছা, পার্বতীর কি এতই দুর্গতি হয়েছিল যে, শংকর সেখানে বসে তাকে অমরকথা শোনাবে ? তাদের স্থান তো সূক্ষ্ম-বতনে। যেখানে দুর্গতির কোনও প্রশ্নই নেই। ভক্তি-মার্গের লোকেরা কত দূর-দূরান্তে যায় কেবল ঠেলা-ধাক্কা আর হোঁচট খেতে। এরই নাম ভক্তি-মার্গ। এখানে দুঃখ-কষ্ট পেতে হয় সকলকেই। যে যতই ভক্তি কর না কেন, তার প্রাপ্তি তো অল্প সময়ের জন্য। আর কি সেই প্রাপ্তি ? - যতক্ষণ তীর্থ-ভ্রমণে থাকবে, ততক্ষণ পবিত্র থাকার আনন্দ। কিন্তু তাতে আবার এমনও আছে, যেমন কোনও মাদকাসক্ত ব্যক্তি মদের নেশা ছাড়া থাকতেই পারে না। সে তো লুকিয়ে হলেও মদের বোতল নিয়ে যাবে সাথে করে। তারপরেও কি একে তীর্থ-যাত্রা বলা চলে ? এ রকমের কতই না নোংরামো আছে ভক্তি-মার্গে, যা বলার কথা নয়। তীর্থস্থানগুলিতেই আবার কত প্রকারের বিকারের ব্যবস্থা থাকে, যা সহজ লভ্যও বটে। যেহেতু এইসব মানুষদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, তাই তারা ভাবে এই ভক্তি-মার্গ কতই না ভাল এবং এই দিশাতেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। ফলে এই ভক্তির কারণে অর্দ্রেক কল্প ধরে তারা কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। আর ভক্তি-মার্গের এই অর্দ্র-কল্প যখন শেষ হয়, একমাত্র তখনই ভগবান স্বয়ং আসেন ধরাতে, পরমাত্মা বাবা আসেন তার আত্মাধারী বাচ্চাদের ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া গেল। আর তাই যদি হতো, তবে তো ভগবানর প্রতি এত কাতর প্রার্থনা করে ওনাকে ডাকার প্রয়োজনই বা কি থাকতো ? তবে তারা ভগবানকে এত স্মরণই বা কেন করবে ? আসলে তাদের এই ধারণাটাই নেই, ভগবানকে ঠিক কখন পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, ভক্তির ফল হিসাবে কৃষ্ণের সাক্ষ্যাংকার হতে পারে, ব্যস্ এটুকুই যা। তাতেই তারা ভেবে নেয় ভগবানকে পেয়ে গেছে। নিজেদেরকে বৈকুণ্ঠবাসী ভেবে খুব আনন্দও পায়। তারা ভাবে যে, কৃষ্ণ-দর্শন যখন হয়েছে, তবে তো সেই কৃষ্ণ-পুরীতেই রয়েছে তারা। কিন্তু বাস্তবে কি তারা কৃষ্ণ-পুরীতে যেতে পারে ? - অবশ্যই না। আসলে ভক্তি-মার্গে এমন অনেক প্রকারের অন্ধ-শ্রদ্ধা রয়েছে। বাচ্চারা, এসব বিষয়ে তোমরা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিদার হয়েছো। বাবা কোনও এক বিশেষ সাধারণের শরীরকে আধার করেন বলেই তো ওনাকে এত নিন্দা-গালি-গালাজ শুনতে হয়। তবে ঐ বিশেষ শরীরকে আধার না করলে, আর কার শরীরকেই বা আধার বানাবেন ? কৃষ্ণের শরীরকে আধার করে তো আর গালি-গালাজ শোনা যায় না। উপরন্তু এই পতিত দুনিয়ায় কৃষ্ণের আত্মাকে পবিত্র বানাতেই তো ওনার এই আগমন। যেহেতু কৃষ্ণ পতিত থাকলে সেই পবিত্র দুনিয়ায় প্রবেশই করতে পারবে না যে। এছাড়া কৃষ্ণকে তো কেউ-ই পতিত-পাবনও বলে না। লোকেরা তো একথাও বোঝে না যে, প্রকৃত পতিত-

পাবন কে। উনি আসেনই বা কি পদ্ধতিতে। তাই তাদের মধ্যে সেই বিশ্বাসও আসে না সেভাবে। আর শাস্ত্রগুলিতেও তা লেখা নেই, নিরাকারী পরমাত্মা শিববাবা কি প্রকারে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তাকে আধার বানায়। তবে তারা কিন্তু একথাও বলে, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হয়। কিন্তু তারাই আবার তা ভুলে যায়, কখন-কিভাবে তা হয়ে থাকে। সেই হিসাব মতো, প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে কল্পের এই সঙ্গম সময়েই। তবেই তো ব্রাহ্মণদের দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা হবে। অথচ মানুষেরা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এখন তোমরাই তাদেরকে সেই সঠিক দিশা দেখাবে। যেখানে বাবা স্বয়ং কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের সেবা করে চলেছেন। এখন তোমরা তা অনুধাবন করতে পারছো। এতদিন ধরে তোমরা এই ৫-বিকারের বশে একদম অসভ্য বাঁদরের মতন স্বভাবের হয়ে গেছিলে। অথচ, তোমরা বি.কে.-রই একদা দেব-দেবী ছিলে, আর আজ - যা একেবারেই বলার মতন নয়। তাই তো বাবা এসেছেন, সেই তোমাদেরকেই আবার উন্নত থেকে উন্নততর করে গড়ে তুলতে। অতএব এমন বাবার প্রতি কত অধিক প্রেম থাকা উচিত। এসব কিছু তোমাদের কে শোনাচ্ছেন - বাবা না কি দাদা ? অনেক বাচ্চাই তা জানে না। তাই বাবা বলছেন- তা ভেবে দেখ, আমার পক্ষে কি তা সম্ভব, সর্বদাই এই শরীররূপী (ব্রহ্মার) রথে অবস্থান করা ? তা তো আর সম্ভব নয়। আমি তো আসি কেবলমাত্র আমার কর্ম-কর্তব্য পালন ও বাচ্চাদের সেবা করতে।

বাবার কাছে খবর এসেছে- কেউ একজন জানতে চেয়েছে, এটা কি সম্ভব যে, কোনও মানুষ অন্য কোনও মানুষকে সুখ দিতে পারে কি না ? সুখ দেওয়াটা কি মানুষের হাতে ? তখন সেই প্রশ্নকারীকে উত্তর দিয়েছে- না, তা সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষদের সেই সুখ প্রদান করতে পারেন। এ ব্যাপারে মানুষের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই। তখন কোনও একজন (বি.কে.) তাকে বোঝালেন, মানুষ-ই মানুষকে সুখ দিতে পারে। মানুষই সবকিছুই করে থাকে। বরং ঈশ্বরের হাতেই কিছু নেই। তখন বাবা তাকে জানান, আরে, কাকে কি দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ? জাগতিক সবকিছুই তো ঈশ্বরের হাতেই। বরং তাকে বোঝানো উচিত - সবাইকে শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত। পরমপিতার শ্রীমৎ ছাড়া কেউ কারওকে কোনও প্রকারের সুখ দিতেই পারে না। নিজের বড়াই করা উচিত নয়। এই শ্রীমৎ অনুসারেই তোমরা সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাও। এটাই বোঝার যে, কত বড় ভুল বাচ্চাদের দ্বারাও হয়ে যায়। যেখানে জাগতিক লোকেরা বলছে এসব কিছু ঈশ্বরেরই হাতে, সেখানে বি.কে. হয়েও সে বলছে তা মানুষের হাতেই আছে। বাস্তবে, এ ক্ষমতা তো কেবলমাত্র বাবার হাতেই। বাবার শ্রীমৎ ছাড়া কেউ কিছু করতেই পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ কানাকড়ি শূণ্য কপর্দকহীন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, "রাবণ মানুষদেরকে একেবারে পাথরের মতন নির্বোধ বানিয়ে ফেলে। এমত অবস্থায় আমি এসে তোমাদেরকে পরশ-পাথরের মতন দৈবীশ্রী ও বুদ্ধিমান বানাই। অতএব যা কিছু মহিমা করবে, তা সবই একমাত্র এই বাবারই।" আমরা যেন কেবলমাত্র শ্রীমত অনুসারেই চলি। যেহেতু ঈশ্বর বিনা কোনও মনুষ্যই কারওকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারে না। আচ্ছা -

ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে বাবা আমাদেরকে এত সেবা যত্ন করে দেবতার মতন উন্নত বানাচ্ছেন, এমন বাবার প্রতি বাচ্চাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রকৃত ভালবাসা অবশ্যই রাখতে হয়। দেবতার মতনই সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) সর্বদাই এক ও একমাত্র এই বাবারই মহিমা করতে হবে। কখনও নিজের বড়াই করবে না।

বরদান :- সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা সফলতার ফল প্রাপ্ত করতে পারা জ্ঞানী ও যোগী আত্মা হও

বিস্তার :- যে জ্ঞানী আর যোগী আত্মা হয়, তার প্রতিটি কর্মই স্বতঃস্ফূর্ত ও যুক্তিযুক্ত হয়। যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্ম। তখন যে কোনও কর্মের বীজ হোক, তা বিনা ফলে বিফলে যায় না। যে যুক্তিযুক্ত হয়, যে কোনও সময়ে, যে কোনও সংকল্পে, বাণী কিস্বা কর্মতে সে তা করতে পারে। তার সেই সংকল্পও হবে যুক্তিযুক্ত। এমনটা করা উচিত হবে না, যদিও আমি তা করতে চাইনি, কিন্তু হয়ে গেল। এমনটা ভাবতে চাইনি, তবুও তা ভাবলাম। রাজযুক্ত(সকল রহস্য যার জ্ঞাত), যোগযুক্তের লক্ষণই হল - যুক্তিযুক্ত।

স্নোগান :- যার হৃদয় বড়, তার ভাণ্ডার সদাই ভরপুর (পূর্ণ) থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা হলেন অলৌকিক মুসাফির(যাত্রী), যিনি তোমাদের সুন্দর করে তৈরি করেন, তোমরা এমন যাত্রীকে স্মরণ করতে করতে ফাস্ট ক্লাস হয়ে যাও

প্রশ্ন:- প্রত্যেক গডলি স্টুডেন্টের সঙ্গম যুগে কোন্ পুরুষার্থ করার শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- গডলি স্টুডেন্টদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যে এই সময়ে পবিত্র হয়ে রাজস্ব পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করো। প্রত্যেকে নিজের চিন্তা করো ও অন্যদের বলো যে বেহদের বাবার কাছে বর্ষা নিতে হলে এই শেষ জন্মে পবিত্রতার রাথী বেঁধে নাও , এই মৃত্যু লোকে বৃদ্ধি করা বন্ধ কর । বাবার আপন হয়ে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হও। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী এই সময় ভাইসলেস হলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে ভাইসলেস হয়ে যাবে।

গান:- ও দূরের যাত্রী.....

ওমশান্তি। এই গানের রেকর্ড তো সবাই শুনছে দূরের যাত্রী আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। তোমরা জানো তিনি আমাদের মাতা-পিতা , তিনি হলেন সুদূরের নিবাসী। এই মাতা-পিতা কাছে বাস করেন। সব মানুষ ঐ সুদূরের যাত্রীকে স্মরণ করে। দূরের যাত্রী পরিস্থান স্থাপন করেন , যাকে স্বর্গ , হেভেন বলা হয়। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বলা হয়। সেখানে কোনো দুঃখ নেই। যে সুদূরের যাত্রী -- এইভাবে কে আহ্বান করে ? যদি সবার মধ্যে পরমাত্মা আছেন তবে তো ডাকার প্রয়োজন নেই যে হে পরমাত্মা আসুন। এই কথা নিশ্চিত যে সবাই দূরের যাত্রী , সবাইকে যাত্রা করতে হবে সেখান থেকে এখানে আসার। বাস্তবে সব মানুষের আত্মারা হল পরম ধাম নিবাসী। এখানে এসেছে পার্ট করতে। অনেক দূরত্বের এই যাত্রা। কিন্তু আত্মা পৌঁছে যায় সেকেন্ডে। বিমান ইত্যাদিও এত কম সময়ে যাত্রা করেনা। আত্মা তো সেকেন্ডে সূক্ষ্ম বতন , মূল বতনের দিকে উড়ে যায়। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করে বা উপর থেকে যে নতুন আত্মারা আসে , তাদের একই টাইম লাগে। নতুন আত্মারা তো আসতেই থাকে তাইনা। বৃদ্ধি হতেই থাকে । আত্মা যত তীর বেগে দৌড় দেয় সেরকম আর কেউ করতে পারেনা।

তোমরা জানো বাবাকেও যাত্রা করতে হয়। তিনি একবার এসেই সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভক্তরাও জানে ভগবান এসে আমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাবে। এখানে এসে মিলিত হবে, তাও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। গায়নও করে -- আমাদের পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করুন। আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তোমরা জানো যে যারা ভালো ভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তারা-ই কাছে আসবে। আশ্চর্য কিনা। তিনি-ই হলেন তোমাদের পিতা , সদগুরুও হলেন তিনি। নাহলে বাবাকে আলাদা , টিচারকে আলাদা করে স্মরণ করা হয়। সারা জীবন পিতা এবং শিক্ষক দুইজনই স্মৃতিতে থাকে। আজকাল ছোট বয়স থেকেই গুরুর কাছে দীক্ষিত করে দেওয়া হয় ফলে মাতা পিতা , টিচার , গুরু স্মরণে থাকে। তারপরে যখন নিজের রচনা রচিত হয় তখন নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরও স্মরণ থাকে। তখন মাতা পিতার স্মরণ কম হয়ে যায়। এখন তোমাদের স্মরণে রয়েছে, সেই একমাত্র যাত্রীর। আত্মা হল পবিত্র, যদি নতুন শরীর ধারণ করে তবে সেইটি হবে ফাস্ট ক্লাস। পরমাত্মা বলেন আমি তো নতুন শরীর ধারণ করিনা। আমি আসি তোমাদের সুন্দর করে

তৈরি করতে । বৈকুণ্ঠে সবকিছু হয়ই সুন্দর। বাড়ি ঘর ইত্যাদি হীরে-জহরাত দিয়ে সাজানো থাকে। এই মুসাফির বা যাত্রী হলেন কত অলৌকিক ! কিন্তু তোমরা ঋণে ঋণে ভুলে যাও কারণ তোমাদের লড়াই হল মায়ার সঙ্গে। মায়া তোমাদের স্মরণ করতে দেয়না। বাবা বলেন তোমরা আমায় কেন স্মরণ করোনা ? তারা বলে বাবা কি করি পরবশ অর্থাৎ মায়ার বশে বশীভূত হয়েছি। আপনাকে ভুলে যাই তখন সেই খুশীর অনুভূতি থাকেনা। রাজার কাছে জন্ম হলে বাচ্চারা খুব খুশী হয়। কিন্তু দ্বাপরে রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও সুখ-দুঃখ থাকে। কেউ ক্রোধ করলে দুঃখ হয়। এমন নয় রাজার বংশে ক্রোধ করা হয়না। প্রিন্স প্রিন্সেস দের ক্রোধে বশীভূত হয়ে উট্টো কথা বলে দেয়। বাচ্চা যোগ্য না হলে সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে না । সন্তানদের মধ্যে বড়জন যোগ্য না হলে ছোটজনকে বসানো হয়। এখানে বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকো। বাচ্চারা আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে ভারতের রাজা করি। এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল অর্থাৎ দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। এই কথা শুধু তোমরাই জানো যে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ ব্রহ্মা দ্বারা।

তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি জানো। বাকি কোনো মানুষ ঔঁনার বায়োগ্রাফি জানেনা। আমরা গড ফাদার কেন বলি , সে কথাও জানেনা। কেন আহবান করে ? আমাদের বর্সা প্রদান করুন। কিন্তু সেসবের প্রাপ্তি হয় কিভাবে , সে কথা কেউ জানেনা। বর্সা তো বাবার কাছেই প্রাপ্ত হবে। বাবা হলেন যাত্রী। এই যে সবাই সুন্দর ছিল, তাদের মায়া কালো কড়ি তুল্য করেছে। যাত্রী ও সুন্দরী-র একটি কাহিনী আছে। এই যাত্রী কতজনকে সুন্দর করেন এবং কত উঁচু স্থান প্রদান করেন ! বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। আমরা বাবার আপন হয়েছি , উনি আমাদের ভগবান-ভগবতী করে দেন। বলেন তোমাদের আত্মা মলিন হয়েছে তাই শরীরও এইরকম প্রাপ্ত হয়েছে। এবারে আমায় স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হবে ফলে শরীরও নতুন প্রাপ্ত হবে। তোমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী মহারাজা-মহারানী ছিলে , এখন মায়া অপরিচ্ছন্ন করেছে। আমাকেও বিস্মৃত করিয়েছে। এও খেলা। এখন তোমরা জানো প্রত্যেক যাত্রীকে পরিস্থানের অথবা স্বর্গের মালিকে পরিণত করছেন। তাই ঔঁনার মতানুযায়ী চলতে হবে। এমন নয় যে বাপদাদাকে বাচ্চাদের মতানুযায়ী চলতে হবে। না, বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবাকে নিজের মতামত দেবেনা। ব্রহ্মার মত হল বিখ্যাত। তিনি হলেন জগৎ পিতা তো নিশ্চয়ই জগৎ মাতাও এমন হবেন। জগদম্বার মতানুসারে সকলের স্বর্গের মনস্কামনা পূরণ হয়। এমন নয় এই জগদম্বাকে কোনো মানুষের মতামত অনুযায়ী চলতে হবে। না। মানুষ তো জগদম্বা , জগৎপিতার মতামত জানেনা। তারা বলে ব্রহ্মা স্বয়ং নেমে এলেও তোমরা নিজেদের শোধরাবে না। জগদম্বার উদ্দেশ্যে কেন বলেনা ? মানুষ একেবারেই জানেনা যে এঁদের পূজো কেন করা হয় এবং এঁরা কারা ? এইসব এখন তোমরা জানো। দেখ , মাঝে মাঝে সবদিকে যান মতামত দিতে। একদিন গভর্নমেন্টও এই মাতা-পিতার বিষয়ে জানবে। কিন্তু শেষে তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। এইসময় রাজা-রানীর রাজত্ব তো নেই। দুনিয়া জানেনা এইসব কিছু ড্রামায় রিপোর্ট হচ্ছে। প্রথমে আমরাও কি জানতাম যে আমরা হলাম এক্টর। শুধু কথায় বলা হত যে আত্মা অশরীরী এসে দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করে। কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের বিষয়ে কেউ জানেনা যে কে নম্বর ওয়ান পূজ্য আত্মা পূজারী হয়। কিছুই জানেনা।

এখন তোমরা জানো পরম ধামের এই যাত্রী খুবই অনুপম। ঔঁনার মহিমা হল অপরম অপার । এটা তো হল পতিত দুনিয়া, যে পতিত থেকে পবিত্র হবে সে নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো স্বর্গে যাবেনা। রাজ যোগ পুরো দুনিয়া শিখবেনা। সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র হবে তার জন্যে সাফাই-

এর দরকার আছে। তারপরে তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় এসে রাজস্ব করতে হবে তাই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সাফাই হয়। সত্যযুগে কত সাফাই ছিল ! সোনা রূপার মহল থাকে। অথাহ সোনা থাকে। একটি কাহিনী শোনানো হয় -- সূক্ষ্ম বতনে অনেক সোনা দেখে , বলল -- একটু নিয়ে যাই কিন্তু এখানে কি আর আনতে পারে। এখন তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বৈকুণ্ঠের দর্শন করছ যা এখন স্থাপন হচ্ছে। রচয়িতা হলেন বাবা। তিনি হলেন মালিক । মালিক , নাথকে বলা হয়। যখন কেউ অনাথ হয় তখন বলা হয় এর কোনো নাথ নেই। নাথ না থাকলে লড়াই ঝগড়া করে।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা পরম ধাম থেকে এসেছি , আমরা হলাম দূরদেশী। এখানে শুধু পার্ট করতে এসেছি। বাবাকে অবশ্যই আসতে হয়। এখন আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম গড ফাদারলি স্টুডেন্ট। ইনি-ও শুনছেন। যেমন ইনি পবিত্র হয়ে রাজস্ব পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করেন তেমনই তোমরাও করছ। সবাই আহবান কর -- হে দূরের যাত্রী এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করুন, সুখধাম নিয়ে চলুন। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ। সেটা হল ভাইসলেস (পবিত্র) দুনিয়া, সেই দুনিয়াই এখন ভাইসেস (পাপের দুনিয়া) দুনিয়া হয়েছে। ভাইসলেস দুনিয়ায় সবাই ভাইসলেস থাকে। এখানে সবাই হল বিকারী , নাম হল দুঃখ ধাম, নরক। বাবা এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন , বাচ্চারা তোমাদের পুনঃ রাজ্য ভাগ্য প্রদান করা -- এই হল বাবার কর্তব্য। ওঁনাকে বলা হয় দূরের যাত্রী। আত্মা ওঁনাকেই স্মরণ করে -- হে পরম পিতা পরমাত্মা। জানে যে আমরাও সেখানে পরমধামে পরম পিতার কাছে বাস করি। এই কথা বাবা বুঝিয়েছেন আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন পতিত হয়েছি। আহবান করে - ও দূরের যাত্রী আসুন । আমরা তমো প্রধান পতিত হয়েছি , আপনি এসে আমাদের সতো প্রধান করুন। তমো প্রধান থেকে সতো প্রধান হই , আবার সতো প্রধান থেকে তমো প্রধান হব। উনি দূরের মুসাফির এসে এনার দ্বারা তোমাদের পড়াচ্ছেন -- মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে। সুতরাং পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। বাবা এসে প্রবৃত্তি মার্গ দেন এবং বলেন এই একটি শেষ জন্মে পবিত্র হও তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই পবিত্রতার উপরেই ঝগড়া হয়। অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। বাচ্চারা তোমাদের এবং শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। এখন সবারই হয়েছে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। বাবাকে জানেনা , ওঁনার বিপরীতে স্থিত। বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বলে দিলে তো কোনো প্রীত থাকেনা।

এখন তোমরা বাচ্চারা বল আমরা সব কিছু থেকে প্রীত বা টান সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করি তো ওঁনার কাছে বর্সা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করব। বাবা বলেন যদিও গৃহস্থে থাকো কিন্তু যদি পরিস্থানের পরী হতে চাও তবে ভাইসলেস হও। নাহলে সেখানে জন্ম নেবে কিভাবে? এইটি হল ভাইসেস ওয়ার্ল্ড, নরক। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড স্বর্গকে বলা হয়। সৃষ্টি তো একটিই থাকে শুধু নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়। এখন বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে তো নিশ্চয়ই ওঁনার মতানুযায়ী চলতে হবে। শ্রীমৎ গায়ন করা আছে। ভগবান বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের এমন ভগবতী-ভগবানে পরিণত করি। বাস্তবে তোমরা দেবী দেবতাদের ভগবতী-ভগবান বলতে পারোনা , এই সূক্ষ্ম বতন বাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয় , ভগবান নয়। সবচেয়ে উঁচু হল মূল বতন , সেকেন্ড নম্বরে হল সূক্ষ্ম বতন। এই স্থূল বতন হল থার্ড নম্বরে। এখানকার নিবাসীদের ভগবান বলবে কিভাবে ? পাপময় দুনিয়াকে পাপমুক্ত দুনিয়ায় পরিণত করেন একজনই। এবারে যে যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা জানে যে

মাতা-পিতা , জগদম্বা, জগৎপিতা গিয়ে সর্বপ্রথম মহারাজা-মহারানী হবেন। এখন তো তাঁরাও পড়াছেন। পড়াচ্ছেন শিববাবা। স্মরণও ওঁনাকেই করতে হবে। তোমরা এখন ওঁনার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত কর। বাবা বলছেন এই শেষ জন্মে আমার মতামত অনুযায়ী ভাইসলেস হয়ে থাকলে ২১ জন্ম তোমরা ভাইসলেস থাকবে। পুরুষার্থ করার এই হল সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন আমি এসেছি তাই তোমরা এই জন্মে আমার মতানুযায়ী চলে ভাইসলেস হও। প্রত্যেককে নিজের চিন্তা করতে হবে এবং যে আসবে তাকেও বলতে হবে বেহদের বাবার কাছে বর্ষা (স্বর্গের অধিকার) নিতে হলে পবিত্রতার রাখী বাঁধো। মৃত্যু লোকে বৃদ্ধি করবেন। এখানেতো আদি -মধ্য-অন্ত দুঃখ আছে। অসুরী সম্প্রদায় । সত্যযুগে দেবী দেবতারা রাজত্ব করতেন। এখন নরকবাসী তাঁদেরই পূজা করে। তারা জানেনা আমরা-ই পবিত্র পূজ্য ছিলাম। এখন আমাদের আবার পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত হতে হবে। তোমরা কি চাও যে আমাদের যে সন্তান জন্ম নেবে তারা নরকবাসী হোক ? নরকে আর সন্তান জন্মের প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে বরং স্বর্গে গিয়ে প্রিন্স জন্ম হবে। বাবার আপন হলে তোমরা যোগ্য হও। আজকাল বাচ্চারাও দুঃখ দেয়। বাচ্চা জন্ম হলে আনন্দ , মৃত্যু হলে দুঃখ। সত্যযুগে গর্ভেও মহল , বাইরে এসেও মহলে নিবাস। এখন বাবা তোমাদের নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করছেন।

আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। বাবার বাচ্চাও , উনি টিচার তখন স্টুডেন্টও। গুরু রূপ হলে সম্পূর্ণ ফলোয়ার্স । আমরা আত্মারা বাবার ফলোয়ার্স। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। না হলে সাজা ভোগ করতে হয়। বাকি ব্যবসা ইত্যাদি তো করতে হবে , নাহলে সন্তান পালন করবে কিভাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সব দিক থেকে বুদ্ধির টান সরিয়ে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পবিত্র হয়ে পরীক্ষানের পরী হতে হবে।

২) মাতা-পিতার শ্রেষ্ঠ মতে আমাদের চলতে হবে। দেহ-অভিমান বশতঃ তাদের নিজের মতামত দেবে না ।

বরদান :- সময়ের গুরুত্ব বুঝে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী নলেজফুল মহান আত্মা হও

ব্যাখ্যা: ৬৩ জন্ম তো ব্যর্থ করেছ এখন সমর্থ হওয়ার এই একটি জন্ম ব্যর্থ নষ্ট কোরো না। কারণ সঙ্গম যুগের প্রতিটি সেকেন্ড পদ্মগুণ আয় জমা করার সময়, এই সময়টি হল উপার্জন করার সীজনের যুগ তাই কখনও সমর্থকে ছেড়ে ব্যর্থের দিকে যাবেনা। নলেজফুল হয়ে যত নিজে সমর্থ হবে ততই অন্যদের সমর্থ করবে। এইভাবে সময়ের গুরুত্ব যে বুঝে নেয় সে স্বতঃই মহান হয়ে যায়।

স্লোগান - একমাত্র বাবার আদেশ অনুসারে চলতে থাকো তাহলেই সম্পূর্ণ বিশ্ব তোমার কাছে স্বতঃই সমর্পিত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সেবায় কখনো অলস হবেনা। বিচার সাগর মন্থন করে বাবা যা শোনান, তাকে কার্যে (অ্যাক্টে) পরিণত করতে হবে"

প্রশ্ন : বাবা কোন্ বাচ্চাদের প্রতি খুশি থাকেন ?

উত্তর : যারা নিজেদের সেবা নিজেরাই করে। বাবাকে অনুসরণ করে, তাই সুপুত্র। বাবার দেখানো রাস্তাতেই চলে। এই বাচ্চাদের প্রতি বাবা খুশি থাকেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা কখনোই নিজেরদের উপর কৃপার অভাব রেখোনা না। নিজেরদেরকে সতর্ক করার জন্য সর্বদা নিজের এইম পঅবজেক্টের ছবি পকেটে রাখবে এবং বার-বার তা দেখতে থাকবে, তাহলে অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। রাজকীয় নেশাতে থাকতে পারবে।

গীত:- ওম নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি। তোমরা, বাচ্চারা যার মহিমা গীত শুনছো তিনি তোমাদের সম্মুখে বসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যদি কেউ ভালো কাজ করে যান তাহলে পরে সকলেই যাবার পর তাঁর মহিমা কীর্তন করে। যেমন শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তাহলে তাঁর মহিমা গান নিশ্চয় হবে। সন্ন্যাসীদের ডিন্যাস্টি বলা হবে না। অন্য ধর্মে রাজাদের ডিন্যাস্টি চলতে থাকে। সন্ন্যাসীদের রাজাদের মতন ডিন্যাস্টি হয় না। যেমন খ্রিস্টানদের রাজ্য চলতে থাকে। ধর্মও আছে, রাজ্যত্বও আছে। তেমনি এটাও (দেবতাদের) ধর্মও এবং রাজ্যত্বও, যার ছবিও বানানো হয়েছে। নিচে রাজযোগের তপস্যা করছে আর উপরে রাজধর্মের ছবি। রাজধর্মের জন্য তোমাদের এখানকার ছবি দেওয়া হয়। সেই নাম রূপের ভবিষ্যৎ ছবি তো আর হাতে নেই। তোমরা জানো, আমরা এখন রাজযোগ শিখছি। এরপর মুকুট সমেত রাজ্যত্ব করবো। সেই নাম রূপ সব পাণ্টে যাবে। এই ছবিও বাচ্চাদেরকে নিজেদের কাছে রাখা উচিত। যাতে বাচ্চারা বুঝতে পারে, ভবিষ্যতে রাজপদ আমরাই পাবো। যারাই ব্রাহ্মণদের কুলভূষণ এবং যাদের বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস তো সকলেরই হয়। বলে আমরা নারায়ণকে বরণ করবো। তাহলে রাজযোগের ছবি, উপরে রাজ্যত্বের ছবি এবং তার উপর শিববাবার ছবি থাকা উচিত। এর উপরে কনট্রাস্ট দেখানো হোক - উনি শঙ্করাচার্য, ইনি হলেন ভগবান শিবাচার্য। ইনি জ্ঞানের সাগর। শঙ্করাচার্য জ্ঞানবান, জ্ঞান শোনান। উনি কিসের জন্য জ্ঞান শোনান? হঠ যোগী কর্ম সন্ন্যাসী বানানোর জন্য। ওনার ছবিই আলাদা। তাঁর আসন আলাদা তাই তাঁর ছবি বানানো উচিত। হঠযোগের আসন, গেরুয়া বস্ত্র, মুন্ডিত মস্তক.....এরকম ছবি দেখানো উচিত। তাহলে কনট্রাস্ট প্রমাণিত হয়। তাঁদের পুনর্জন্ম এখানেই হয়। এই সবার উপর বিচার মন্থন করে তোমরা অনেক কাজ বা সেবা করতে পারো। কিন্তু এমন পুরুষার্থী খুবই বিরল। মায়া সেবায় অত্যন্ত আলস্য উৎপন্ন করে, ভীষণ ধোকা দেয়। অতএব সন্ন্যাস ধর্মেরও ছবি বানিয়ে লিখে দেওয়া উচিত - শঙ্করাচার্যের দ্বারা স্থাপিত হঠযোগ, কর্ম সন্ন্যাস কবে আরম্ভ হল। কখন সম্পূর্ণ হবে। তোমরা যে কোনো ধর্মের সন - তারিখ বের করতে পারো। সকলেই ধর্ম, পন্থ ও মঠ এক সময়েই হয়।

অতএব এই সব বিষয়ে বিচার মন্বন করার পর কার্যে আসা উচিত । কনট্রাস্ট দেখাতে হবে। ওটা হলো শঙ্করাচার্যের স্থাপনা এবং এটা শিবাচার্যের। এই রাজযোগ অর্ধেক কল্প পর্যন্ত থাকে। শিববাবা তখনই আসেন যখন হঠযোগের বিনাশ হয় এবং রাজযোগ আরম্ভ হবে। অতএব এইরকম যুক্তির দ্বারা ছবি বানাতে হবে। ওই হঠযোগ দ্বাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। রাজযোগের ২১ জন্মের রাজধানী থাকে। পুনরায় লিখতে হবে- ওটা হলো হঠযোগ, ওখানে ঘর-দুয়ার ত্যাগ করতে হয়, সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি থেকে সন্ধ্যাস নিতে হয়। আমাদের তো প্রত্যেকটা ছবিতে লিখিত রয়েছে । আর কাদেরও এই রকম লিখিত ছবি হয় না। তোমরা তিথি-নক্ষত্র সবই জানতে পারো। সুতরাং বাড়িতেও রাজযোগ ও রাজপদের ছবি দেখে নেশাছল্ল হয়ে যাবে। তোমাদের দেবতাদের ছবির সামনে হাত জোড় করার দরকার নেই। তোমরা নিজেরাই তো তা হচ্ছে । সামনে ছবি দেখে খুশির পারা উর্ধ্বমুখী হবে এবং মনের আয়নায়ে নিজে মুখও দেখবে - আমরা কি এই রকম লক্ষ্মী, এই রকম নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য ? নাহলে তো লজ্জা পাবে। যারা যোগে থেকে বিকর্মের বিনাশ করে , তারাই ওতো উঁচু পদ পেতে পারে। এটা হলো ভবিষ্যতের জন্য পড়াশুনো , অন্য সব পড়াশুনো করা হয় এই দুনিয়ার জন্য, এই জন্মের জন্য। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যই এই পাঠ পড়া। এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। মানুষ যাদের ভক্তি করে তাদের ছবি পকেটে রাখে। যেমন বাবা শ্রী নারায়ণের ছবি রাখতেন। কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না যে আমরাই এরকমই হবো। বাবা বলেন তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। সুতরাং এই ছবি এবং সন্ধ্যাসীদেরও ছবি পকেটে থাকুক। আত্মীয়-স্বজনদের এই ছবির দ্বারা বোঝালে তারা খুব খুশি হবে। তাদেরকেও করুণা করতে হবে। কেউ বুকু বা নাই বুকু আমাদের কাজ হলো প্রত্যেককে বোঝানো। আমাদেরকে ভগবান রাজযোগ শেখান , উনি ছাড়া কেউ রাজযোগের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরী করতে পারবেন না। অতএব ছবি দেখলে খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে।

মানুষ চাকরি করতে যায়, পথে মন্দির দেখতে পেলে হাত জোর করে। সেটা হলো ভক্তি। তোমাদের তো এই জ্ঞান রয়েছে - আমরাই এরা। আমরা জাগদম্বার সন্তান । জগদম্বা নর থেকে নারায়ণে রূপান্তরের কর্তব্য পালন করেন। তোমরাও তো তাই করো না। তোমরাও তো মাস্টার জাগদম্বা। তোমাদের স্মৃতির মন্দিরও আছে। তোমরা চৈতন্য রূপে এখানে বসে আছো। বোঝানো যেন এতো ক্লিয়ার হয় যেন মানুষ বোঝে। দিলওয়ারা মন্দিরেও কত স্মরণিক তৈরী হয়ে আছে, নিচে তপস্যার ছবি উপরে বৈকুণ্ঠ আঁকা রয়েছে । কত সুন্দর মন্দির বানানো আছে। তোমরাও এই ছবি বানিয়ে নিজেদের অফিসে রাখতে পারো, তোমাদের স্মৃতিতেও তাহলে আসবে। মনমনাভাব এবং স্বদর্শনচক্রেরও স্মৃতি মনে আসবে। শিববাবা আমাদের পড়ান , আমরা পুনরায় রাজা-রানী হবো। নিজেরাই ছবি বানিয়ে নিজেদেরকে সতর্ক করতে থাকবে। আমরা ২১ জন্মের জন্য পূজারী থেকে পূজ্যতে রূপান্তরিত হই , সুতরাং ছবির দ্বারা নিজের সেবার হবে এবং অন্যকে বোঝানোর সেবাও হবে। এইরকম বাচ্চাদেরকে বাবাও খুশি থাকেন । যে সব বাচ্চারা না অনুসরণ করবে, না সুপুত্র হবে, বাবাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। বলবেন বাচ্চারা নিজেদেরকে করুণা করেন। বাবার দেখানো পথ অনুসরণ না করলে পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই ধরনের ছবির দ্বারাও তোমরা খুব সাহায্য পাবে। তোমরা খুব ভালো ভাবে কাকে বোঝাতে পারবে। ওটা হলো হঠযোগ এবং এটা রাজযোগ। ওই গুরুরা তো রাজযোগ শেখাতে পারে না আমরা অসীমের সন্ধ্যাসী। সন্ধ্যাসের অর্থ পাঁচ বিকার থেকে সন্ধ্যাস। ওরা পবিত্র হয় জঙ্গলে গিয়ে। আমরা গৃহস্থ থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকি তাই এই অলংকার বিষ্ণুকে দেখানো হয় । আমরা এই রকম হই - এটা বোঝাতে খুব বুদ্ধির চতুরতার

প্রয়োজন, বাবাও খুব চতুর কিনা! তোমাদের তো দৈবী গুণও ধারণ করতে হয়। খুব মিষ্টি মেজাজ হওয়া উচিত। বাবার টেম্পার দেখো, কত সুন্দর। যদিও ওঁনাকে কালেরও কাল বলা হয়, কিন্তু উনি মোটেও কঠোর নন। উনি তো বোঝান, আমি এসে সকলকে নিয়ে যাই এবং এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতের দ্বারা সুন্দর ফুল হতে হবে। তোমাদের, সব আত্মাদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। নাটকের অঙ্গ হিসাবে তোমাদেরকে যেতেই হবে। তোমাদেরকে এখন এমন কর্ম শেখাই, যে কর্ম করলে অনুতপ্ত হতে হয় না। তারপর তোমাদের সকলকে নিয়ে যাই। এটাও বলবো - কি করে যাবে, কে থাকে। পরে যখন কাছা-কাছি হবে তখন সব বলবো। যতক্ষণ জীবিত, নতুন-নতুন পদ্ধতি বোঝাতে থাকবে। পিতার নির্দেশনে চললে তিনিও খুশি হন। সকলেই সেবা কার্যে সহযোগিতা পাবে। খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। বাবা নানারকম যুক্তির কথা বলেন। বড়ো ছবি ছবি বানিয়ে সেন্টারে রাখতে পারো। যাতে মানুষ কনট্রাস্ট বুঝতে পারে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -২৮-০৩-১৯৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন, এমন অভ্যাস করো - এখানে সবকিছু দেখো, নিজের ভূমিকা পালন করো- কিন্তু বুদ্ধি শুধু বাবার দিকেই যেন থাকে। জানা আছে এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দুনিয়া ত্যাগ করে আমাদেরকে গৃহে ফিরতে হবে। এই খেয়ালটা আর কারো বুদ্ধিতে হবে না। আর কেউ এটা বোঝে না। তারা মনে করে এই দুনিয়া বহু দিন ধরে চলতেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন আমাদের নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। রাজযোগ শিখছি। আর কিছুদিন পরেই সত্যযুগের নতুন দুনিয়া অর্থাৎ অমরপুরীতে যাব। এখন তোমরা রূপান্তরিত হচ্ছে। আসুরিক মানুষ থেকে বদলে দৈবী মানুষ তৈরী হচ্ছে। বাবা মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করছেন। দেবতাদের দৈবী গুণ থাকে। তারাও মানুষই, কিন্তু তাদের দৈবী গুণ রয়েছে। এখানকার মানুষদের রয়েছে আসুরী গুণ। তোমরা জান এই অসুরি রাবনরাজ্য আর থাকবে না। এখন আমরা দৈবী গুণ ধারণ করছি। নিজেদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্মীভূত করছি। করো বা নাই করো, সে তো সকলেরই ভবিষ্যৎ জানে। প্রত্যেককে নিজেকে দুর্গতি থেকে সদগতি অর্থাৎ সত্যযুগে নিয়ে যাবার জন্য পুরুষাকার করতে হবে। সত্যযুগে বিশ্বের বাদশাহী আছে। একটাই রাজ্য হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো বিশ্বের মহারাজা-রানী, তাই না! দুনিয়ায় কেউ এসব কথা জানেনা। ওয়ান ওয়ান থেকে তাদের রাজত্বের (সত্যযুগী রাজত্ব) সূচনা হয়। তোমরা জানো যে আমরা সেটাই হতে যাচ্ছি। পিতা বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উচ্চে নিয়ে যান তাই বাবা নমস্কার করেন। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্র, জ্ঞানই লাকি নক্ষত্ররাজি। তোমরা লাকি। তোমরা সেটা বুঝতে পার যে বাবা সঠিক অর্থেই নমস্কার করেন। পিতা এসে গহন সুখ প্রদান করেন। এই জ্ঞান ভীষণ ওয়ান্ডারফুল। তোমাদের রাজকীয়তাও ওয়ান্ডারফুল। তোমাদের আত্মাও ওয়ান্ডারফুল। রচনাকার ও রচনার আদি, মধ্য ও অন্তের সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদেরকে নিজের মতন তৈরী করার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রত্যেকেরই ভাগ্য তো পূর্ব কল্প অনুযায়ী নির্ধারিত। তাও বাবা সকলকে পুরুষার্থ করান। এটা বলা যাবে না যে অষ্ট রত্ন কারা হবে। নাটকে বলার কোনো ভূমিকাই নেই।

পরে ক্রমশঃ তোমরা নিজেদের ভূমিকাও জেনে যাবে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তার ভাগ্যও তেমন হবে। বাবা আছেন রাস্তা দেখানোর জন্য। এরপর যে যতটা সেটাই চলতে পারে। এনাকে তো সুস্থলোকে দেখতে পাওয়া যায়, প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে সাথে বসে আছেন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু মুহূর্তে হওয়া যায়। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে। বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করলে কথাটা একদম সঠিক মনে হয়। যতই ত্রিমূর্তি বানাক - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর কে? তা তারা বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো। তোমরা কত পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী বাচ্চা। দেবতাদের পায়ে পদ্মফুল দেখানো হয়। পদ্মপতির নামও প্রখ্যাত। গরিব সাধারণেরাই পদ্মপতি হয়। কোটিপতিরা আসেনা। ৫-৭ লাখ ওয়ালাদের সাধারণ বলা হবে। এখন তো ২০-২৫ হাজার কোনো ব্যাপারই নয়। কেউ পদ্মপতি যদি হয়ও, তাও এক জন্মের জন্য। সে যদি আসেও কিছু জ্ঞান নিয়েও থাকে, তবুও সব স্বাহা তো করবে না। তারাই সব কিছুই স্বাহা করেছিল যারা যজ্ঞ রচনার প্রথম দিকে এসেছিল। ঝট করে সকলের পয়সা কাজে লেগে গেল। গরিবের পয়সাই কাজে লেগে যায়। সাহকারদের বলা হয় এখন সেবা করো। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হলে সেন্টার খোলো, পরিশ্রমও করো। দৈবী গুণও ধারণ করো। বাবাকে দীনবন্ধুও বলা হয়। ভারত এখন সবথেকে দরিদ্র দেশ। ভারতের আদমশুমারিই সবথেকে বেশি। প্রথমে এসেছে না। যারা স্বর্ণযুগে ছিল তারাই লৌহ যুগে এসেছে। অত্যন্ত দরিদ্র। ব্যয় করতে করতে সব শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝান, এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। নিরাকার ঈশ্বর তো সেই - এক। বলিহারি তো সেই একজনেরই। অন্যদের বোঝানোর জন্য তোমরা কত পরিশ্রম করো। কত ছবি আঁকো। পরে ক্রমশঃ ভালো করে বুঝে যাবে। নাটকের ঘড়ি তো টিক-টিক করে চলতেই থাকে। এই নাটকের টিক-টিক তোমরা বোঝো। সারা দুনিয়ার নাটক হুবহু কল্পের পর কল্প এক্যুরেট রিপিট হয়। প্রতি সেকেন্ডের পর সেকেন্ড চলতে থাকে। বাবা এ সব কথাই বোঝান, তার পরও বলেন মন্বনাত্তব। বাবাকে স্মরণ করো। কেউ কেউ আগুন বা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, কিন্তু লাভ কি? এর দ্বারা খোড়াই আয়ু বৃদ্ধি হয়! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি অলৌকিক বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুডনাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) নিজের মেজাজ (টেম্পার) খুব মিষ্টি রাখতে হবে। শ্রীমতে বাবার মতন প্রিয় হয়ে নিজেকে ফুলের মতন বানাতে হবে।

২) নিজেকেই নিজের উপর করুণা করতে হবে। নিজেকে সতর্ক করার জন্য এইম অবজেক্ট সামনে রাখতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের উপরও করুণা করতে হবে।

বরদান : - নিজের উদারতার দ্বারা সকলকে আপন অনুভব করাতে সমর্থ বাবার মতন সর্বস্ব ত্যাগী ভব

সর্ব - বংশ ত্যাগী সে যার সংকল্প, স্বভাব, সংস্কার ও প্রকৃতি পিতার মতন। পিতার যা স্বভাব তোমাদেরও তাই যেন হয়। বাবার মতন স্নেহ, করুণা ও উদারতার সংস্কার হলে, তাকেই বিশাল হৃদয়বান বলা হবে। বিশাল হৃদয় অর্থাৎ সকলকে আপনজন মনে হওয়া। বিশাল হৃদয়বান হলে তন,

মন, ধন এবং সম্পর্কে সফলতা বৃদ্ধি হয়। সংকীর্ণমনাদের পরিশ্রম বেশি হয়, সফলতা কম হয়।
বিশাল হৃদয়, উদার হৃদয় হলেই বাবার সমান হয়, আর তার প্রতি সাহেবও সদয় হন।

স্লোগান :- পরিপক্ব হওয়ার জন্য পরীক্ষাকে শুভ-সংকেত মনে করে খুশি থাকো।

সম্পন্ন আত্মা সদা নিজের এবং সেবার প্রতি সন্তুষ্ট

আজ দূর দেশবাসী বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য বাচ্চাদের এই সাকার দুনিয়ায় বাবা সাকার রূপের আধার নিয়ে বাচ্চাদের এবং এই সাকারী পুরানো দুনিয়াকে দেখছেন। পুরানো দুনিয়া অর্থাৎ অস্থিরতার দুনিয়া। বাপদাদা অশান্ত দুনিয়ার জাঁকজমক দেখে বাচ্চাদের অনড় স্থিতির দিকে তাকিয়ে আছেন। অস্থিরতার এইসব দৃশ্য তোমরা সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখ। খেলার এইসব দৃশ্য আরও তোমাদের অচল সুইট হোম এবং নিজের নির্বিঘ্ন সুইট রাজধানী মনে করিয়ে দেয়। মনে করতে পারো তোমরা, কোন্ ঘর তোমাদের, তোমাদের রাজ্য কেমন ছিল, এখন কোন্ রাজ্যই বা আসতে চলেছে এবং কোন্ ঘরে তোমরা যাচ্ছ? আজ এই দৃশ্য দেখে বাপদাদা অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করছিলেন। অস্থিরতার এই দুনিয়ায় থেকে আর কতদিন এই দৃশ্য দেখে যেতে হবে! বাচ্চাদের এই অল্পবিস্তর সহন করার দৃশ্য দেখে ব্রহ্মাবাবা তাঁর হৃদয়ে এই উপলব্ধিই করছেন যে এখন থেকে তিনি সব বাচ্চাদের সৃষ্টিবতনে ডাকবেন। তোমাদের এই অভিপ্রায় পছন্দ? উড়তে পারবে তোমরা? কোনও রসি ইত্যাদিতে তোমরা বেঁধে নেই তো? কোনরকম মোহবশে তোমাদের পাখা কোথাও আটকে নেই, তাই না? এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ তোমরা? বাপদাদা তো সেকেন্ডে উড়ে যাবেন, কিন্তু তোমরা যদি প্রস্তুতি নিতে নিতে থেকে যাও, তখন! তোমরা প্রস্তুত, তাই না? সর্বাগ্রে, তোমাদের নিজেদের দুটো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে-

১) আমি কি স্বতন্ত্র আত্মা? নিজের পুরুষার্থের গতির সাথে নিজে সন্তুষ্ট? আত্মারা, যারা আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে আছে তাদের সেবার থেকে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির সন্তুষ্টির রেসপন্স পাচ্ছি কি?

২) দ্বিতীয়তঃ, সেবায় আমি নিজের প্রতি সন্তুষ্ট? যথার্থ শক্তিশালী বিধির প্রয়োগ করে রিটার্ন হিসেবে সাফল্য কি আমি প্রাপ্ত করতে পারছি? আমার রাজ্যের জন্য আমি কি ভ্যারাইটি আত্মাদের, যেমন, রাজ্য অধিকারী, রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী, রয়্যাল প্রজার অধিকারী এবং সাধারণ প্রজার অধিকারী সব আত্মাদের সংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে আমরা প্রস্তুত করেছি? বাবা হলেন করাবনহার, কিন্তু নিমিত্ত করনহার, বাচ্চাদেরই বানান, কারণ তোমরা কর্মের প্রারম্ভ লাভ করো। নিমিত্ত বাচ্চাদেরই কর্ম করতে হয়, ব্রহ্মাবাবার সাথে সম্বন্ধে তোমরা সব বাচ্চাদেরই আসতে হবে। বাবা তো প্রিয় হয়েও পৃথক থাকবেন। সুতরাং, এইরকম চেকিং করে তারপর বাবাকে জানাও, তোমরা প্রস্তুত কিনা! কার্য তো অর্ধ-সম্পন্ন করে তোমরা যাচ্ছ না, তাই না? সম্পূর্ণ না হলে আত্মা কর্মাভীত হতে পারেনা আর বিনা সম্পূর্ণতায় বাবার সাথে ফিরেও যেতে পারেনা। তাঁর সাথে একমাত্র তারাই ফিরে যেতে পারবে যারা সমান হয়। তোমরা তো তাঁর সাথেই যেতে চাও, তাই না? নাকি তাঁর পিছু পিছু পরে আসবে? তোমরা শিবের বরযাত্রীতে তো আসছ না, আসছ কি? এখন বাবাকে বলো তোমরা প্রস্তুত কিনা! নাকি ভাবছো, ছু মন্তর বলবে আর ম্যাজিক হয়ে যাবে! শিবমন্ত্রই ম্যাজিক মন্ত্র। সেই মন্ত্র তোমরা তো পেয়েই গেছ। ব্রহ্মাবাবার খুব উদ্বিগ্ন ছিলো, বাচ্চাদের না কোনো অসুবিধে হয়! অসুবিধে হয়েছে নাকি মনোরঞ্জন হলো? (আজ বর্ষা হওয়ার কারণে টেন্ট ইত্যাদি সব ভেঙে পড়েছে) শুধু কি টেন্টই ধ্বংসে গেল নাকি অন্তঃস্থলও নড়ে গেল? হৃদয় তো মজবুত, তাই না! কি হবে, কিভাবে যাবো এইরকম দোটারার মধ্যে থেকে না। অন্ততঃ নতুন কিছু তো দেখ! তোমরা তো কেউ কখনো আবুর আবহাওয়া দেখনি, তাই না? সেটারও একটা অনুভব হচ্ছে।

পাহাড়ী বর্ষাও তো তোমাদের দেখা দরকার ! এও এক বিনোদন দৃশ্য দেখেছিলে তোমরা । তোমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার সঙ্কল্প তো করছো না, তাই না ! এটা ভালো যে অন্ততঃ শেষদিনে তুফান এসেছে ! কিছু নতুন খবর তো গিয়ে শোনাবে কি কি দেখেছো ! খবরে যা বলবে তাতে চিত্ত বিনোদন হবে, তাই না ! বাস্তবে, তোমরা তো সব অনড় । এখন, আরও অনেক কিছু হওয়ার আছে ! এতো কিছুই না ! এও তব্ব পরিবর্তনের লক্ষণ । এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন তব্বের গতি তীব্র হচ্ছে, স্ব-পরিবর্তনের গতিও এইরকম হতে হবে । আচ্ছা ।

এইভাবে সদা স্ব-পরিবর্তনে তীব্রগতিতে চলে, নিজের সম্পূর্ণতা দ্বারা সেবার কার্য সম্পন্ন করে, সদা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অস্থিরতার পার্টকেও চিত্ত বিনোদনমূলক পার্ট মনে করে অটল হয়ে যারা দেখে, এমন সদা শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

১) সদা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে স্থিত হয়ে ড্রামার সব দৃশ্যকে দেখ তোমরা ? সাক্ষীভাবের স্থিতি ড্রামাতে হিরো পার্ট প্লে করাতে সদা সহযোগী হয় । যদি সাক্ষীভাব না থাকে তো হিরোপার্ট অভিনয় করতে পারবেনা । হিরোপার্টধারী থেকে তোমরা তখন সাধারণ পার্টধারী হয়ে যাবে । সাক্ষীভাবের স্থিতি সদাই ডবল হিরো বানায় । এক, হীরে সমান বানায় আর এক হিরো পার্টধারী বানায় । সাক্ষীভাব অর্থাৎ দেহ থেকে পৃথক হয়ে আত্মা মালিকভাবের স্টেজে স্থিত থাকবে । এর অর্থ হলো, দেহ থেকে আলাদা হয়েও, এর মালিক হওয়া । এই দেহ দ্বারা কর্ম করাও, করোনা । এইরকম সাক্ষীস্থিতি সদা থাকে ? সাক্ষী স্থিতি সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায় ? তোমরা যদি সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো তো কোনরকম বিঘ্ন বা অসুবিধে থাকতেই পারবেনা । এটাই মূল অভ্যাস । এটাই সাক্ষী স্থিতির প্রথম এবং লাস্ট পার্ট, কারণ লাস্টে যখন চারিদিক অস্থিরতার পরিবেশে ছেয়ে যাবে, তখন সাক্ষীস্থিতির দ্বারাই বিজয়ী হবে । অতএব, এই পার্ট মজবুত করো । আচ্ছা -

২) সদা নিজেকে সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? সঙ্গমযুগ শ্রেষ্ঠ যুগ, পরিবর্তনের যুগ, আত্মা আর পরমাত্মার মিলন মেলার যুগ । এইভাবে যদি সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ভাবো তো কত আছে ! এই বিশেষত্বগুলোই স্মৃতিতে বজায় রেখে সমর্থ হও । যেমন স্মৃতি তেমন স্বরূপ নিজে থেকেই হয়ে যায় । সুতরাং সদা জ্ঞানের মনন করতে থাকো । মনন করলে শক্তি দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করতে পারো । যদি মনন না করো, শুধু শোনায়ে বা শোনানোতে তুমি শক্তিস্বরূপ হতে পারবে না, শুধু জ্ঞান শোনানোর স্পিকার হবে ! তোমরা বাচ্চারা মননের যে ছবি দেখাও তা ভক্তিমার্গেও দেখানো হয়েছে । কিভাবে মনন করো, সেই ছবি মনে আছে তোমাদের ? বিষ্ণুর ছবি দেখনি ! কিভাবে আরামে শুয়ে জ্ঞানের মনন-চিন্তন করছেন । মনন করে চিন্তন করে পুলকিত হচ্ছেন । তাহলে এই চিত্র কার ? শয্যা কেমন দেখেছ ! একটা সাপকে শয্যা বানিয়েছেন অর্থাৎ বিকার অধীন হয়েছে । তার ওপরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন । নীচের জিনিস অধীন, আর মালিক তার ওপরে । যখন তোমরা মায়াজিৎ হও, তখন নিশ্চিন্ত থাকো তোমরা । মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার, যুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই । অতএব, তোমরা নিশ্চিন্ত, আর মননের দ্বারা নিজেদের প্রফুল্ল রেখেছো । সুতরাং এইভাবে তোমরা নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ, মায়াজিৎ হয়েছে কিনা । কোনও বিকার যেন আঘাত না করে । রোজ নতুন নতুন পয়েন্ট স্মৃতিতে রেখে সেসব মনন করো তো তুমি নিজে খুব আনন্দ পাবে, সুখানুভবে থাকবে কারণ বাবার দেওয়া ধনভাণ্ডার মননে সেই সবকিছু তোমার নিজের অনুভব হবে । যেমন ভোজন প্রথমে

আলাদাথাকে, যে থাকে তার থেকে । যেমনই হোক, ভোজন একবার হজম করে নিলে সেই ভোজন রক্ত হয়ে শক্তিরূপে নিজের হয়ে যায় । সেইরকম জ্ঞানও মনন করলে নিজের হয়ে যায়, তুমি তখন উপলব্ধি করবে, এটা তোমার নিজের ভাণ্ডার ।

৩) সবাই তোমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? শ্রেষ্ঠ আত্মা অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম সদা শ্রেষ্ঠ হবে কারণ সাধারণ জীবন থেকে বেরিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবনে প্রবেশ করেছে । কলিযুগ থেকে সরে গিয়ে সঙ্গমযুগে এসেছ । এখন যুগ বদলে গেছে, জীবন বদলে গেছে, তখন জীবন বদল হওয়া অর্থাৎ সবকিছু বদলে যাওয়া । নিজের জীবনে এইরকম পরিবর্তন দেখতে পাও ? কোনো কর্ম, চলন সাধারণ মানুষের মতো যেন না হয় । তারা হলো লৌকিক আর তোমরা অলৌকিক । অলৌকিক জীবন সম্বলিত আত্মা লৌকিক জীবনে থাকা আত্মার থেকে আলাদা হবে । চেক করো তোমাদের সঙ্কল্প সাধারণ বা অলৌকিক কিনা ! চেক করার পরে যদি দেখ সেগুলো সাধারণ, তখন চেষ্টা করে নাও । কোনো খাওয়ার জিনিস তোমার সামনে রাখা হলে যেমন চেক করে নাও খাওয়ার বা নেওয়ার উপযুক্ত কিনা, যদি তা না হয়, তোমরা সেটা নাও না, ছেড়ে দাও ! সেইরকম কর্ম করার আগে কর্মকে চেক করো । সাধারণ কর্ম করতে করতে তোমাদের জীবন সাধারণ হয়ে যায়, আর তারপর দুনিয়ার লোকদের মতো তোমরাও তাদের সাথে মিশে যাও । অনন্যসুলভ এবং পৃথকভাবে প্রতীয়মান হও না । যদি পৃথকভাব (ন্যারাপন) না হয় তাহলে বাবারও প্রিয় হবে না । মাঝে মাঝে যদি তোমাদের এমন উপলব্ধি হয় যে, তোমরা বাবার ভালোবাসা পাচ্ছ না, তবে অবশ্যই বুঝবে কোথাও পৃথকভাবের অভাব আছে এবং কোথাও তোমরা মোহবশে আটকে আছ । এর কারণ তোমরা পৃথক হতে পারনি আর সেইজন্যই বাবার ভালোবাসা অনুভব করতে পারছনা । নিজের দেহ থেকে বা সম্বন্ধ থেকে বা কোনো বস্তু থেকে তোমরা আলাদা হতে পারনি, স্থূল বস্তু পর্যন্ত তোমাদের যোগভঙ্গ করার নিমিত্ত হতে পারে । সম্বন্ধের ক্ষেত্রে হয়তো মোহ নেই, কিন্তু খাওয়ার বস্তুতে বা পরার কোনো বস্তুতে আকর্ষণ থাকবে । একটা ক্ষুদ্র বস্তুও অনেক বড় লোকসানের কারণ হতে পারে । সুতরাং, সদা পৃথকভাব অর্থাৎ অলৌকিক জীবন । গৃহস্থ লোকে যেমন বলে, চলে, গার্হস্থ্য জীবনে থাকে সেইরকম যদি তোমরাও থাকো তবে কি প্রভেদ হবে ! সুতরাং দেখ তোমরা নিজেদের কতটা পরিবর্তন করেছে ! লৌকিক সম্বন্ধে তুমি শ্বাশুড়ী হও বা পুত্রবধূই হও, শুধু আত্মাকে দেখ । সে পুত্রবধূ নয়, কিন্তু আত্মা । যদি তুমি আত্মাকে দেখ, হয় খুশি থাকবে নয়তো করুণা থাকবে, বেচারী এই আত্মা পরবশ অজ্ঞানে আছে, কোনকিছু জানেনা আর আমি জ্ঞানবান আত্মা, কোনকিছু সম্বন্ধে অজ্ঞান এই আত্মাকে কৃপা করে অবশ্যই নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা পরিবর্তন করবো । তোমার দৃষ্টি এবং বৃত্তি চেষ্টা করতে হবে । নয়তো তোমার পরিবারে প্রভাব পড়বে না । সুতরাং বৃত্তি এবং দৃষ্টি পরিবর্তনই অলৌকিক জীবন । যে কাজ অজ্ঞানী করে, তা তোমরা করতে পারোনা । তাদের সঙ্গে রঙ তোমার ওপর যেন লাগতে না পারে । নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ- আমি জ্ঞানী আত্মা, আমার প্রভাব অজ্ঞানীর ওপর পড়ে । যদি না পড়ে তবে এর অর্থ তোমার শুভ ভাবনা নেই ! সেইজন্য তোমার কিছু বলায় তাদের ওপর প্রভাব পড়বে না, কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম ভাবনা যা হবে তার ফল তুমি অবশ্যই লাভ করবে । আচ্ছা ।

৪) প্রতি পদে সর্বশক্তিমান বাবা সাথে থাকার অনুভব করো তোমরা ? যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন সেখানে সর্বপ্রাপ্তি নিজে থেকেই হবে । যেমন বীজ আছে তো তার মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের অস্তিত্বও আছে । এইভাবে যখন সর্বশক্তিমান বাবার সাথে থাকে তো তুমি সদা ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ,

সদা তুষ্ট, সদা সম্পন্ন হবে । তুমি কখনো কোনো ব্যাপারে কমজোর হবেনা । কখনো কোনো কম্পলেন্টস (নালিশ .) থাকবে না । সদা কমপ্লিট । কি করবো, কিভাবে করবো এইরকম কোনো কম্পলেন্ট থাকবে না । তাঁর সাথে আছে তো সদা বিজয়ী । তোমরা যখন সরে যাও তখন অনেক লম্বা লাইন হয়ে যায় । এক কিয়োঁ (প্রশ্ন) ক্যু (লাইন) বানিয়ে দেয় । সুতরাং তোমরা নিশ্চিত হয়ে যাও কখনো প্রশ্নের ক্যু হতে দেবেনা । ভক্ত এবং প্রজাদের লাইন হবে হয়তো, কিন্তু কিয়োঁর ক্যু অর্থাৎ প্রশ্নের লাইন যেন না হয় । যারা সদা তাঁর সাথে আছে তারা যাবেও তাঁর সাথে । তোমরা সদা তাঁর সাথে আছ, সদা থাকবে এবং তাঁর সাথে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাই না ? অনেককালের দুর্বলতা অস্তে বিশ্বাসঘাতকতা করবে । যদি কোনও দুর্বলতার রসি থেকে যায় তো উড়তে পারবে না । অতএব, সব রসিগুলো চেক করো । ব্যস্ সময়ের বাঁশি বাজার সাথে সাথে ডাক আসলে তোমাদের যেতে হবে । হিন্মতে বসে মদতে বাপ অর্থাৎ যে বাচ্চা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যায়, বাবার সহযোগ তার অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । বাবা যখন তোমাদের সহায় আছেন, তখন সেখানে মুশকিল কিছুই নেই । সবকিছু সম্পন্ন হয়েই আছে ।

৫) সদা নিজেদের মাস্টার সর্বশক্তিমান অনুভব করো তোমরা ? এই স্বরূপের স্মৃতি বজায় রাখলে সব পরিস্থিতিতে এমন অনুভব হবে যেন বিপরীত পরিস্থিতি একটা সাইড সীন । যখন তোমরা সেটাকে বিপরীত পরিস্থিতি বলে মনে করো, তোমরা বিভ্রান্ত হও । যাই হোক, সেগুলোই যখন সাইড সীন মনে হয়, তোমরা সহজেই সেসব পার করে যাও কারণ সেইসব দৃশ্য দেখে তোমরা খুশির অনুভব করো, ভয় পাওনা । সুতরাং, বিদ্ব আর বিদ্ব থাকেনা, সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাধন হয়ে যায় । পরীক্ষা তোমাকে পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করে । তাইতো এই বিদ্ব, বিপরীত পরিস্থিতি এবং পরীক্ষা তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে, এগুলো সম্পর্কে এমনই তো ভাবো তোমরা, তাই না ? তোমরা সর্বদা এমন ভাবো, এটা কেন হলো, কি হলো ? সুতরাং এটা ভাবতেও তোমাদের টাইম চলে যাচ্ছে । ভাবা অর্থাৎ থামা । মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনো থামেনা । সদা নিজের জীবনে উড়তি কলার অনুভব করে ।

৬) বরদাতা বাবার দ্বারা সর্ব বরদান প্রাপ্ত হয়েছে ? মুখ্য কোন বরদান বাবার থেকে লাভ করেছে ? এক তো সদা যোগী ভব আর দ্বিতীয় পবিত্র ভব । তাহলে এই দুই বরদান জীবনে সদা অনুভব করতে পারো ? তোমাদের জীবন যোগী জীবন বানিয়েছ নাকি যোগ লাগাতে হবে এমন যোগী ? যোগ লাগানোর যোগী দু'চার ঘন্টা যোগ লাগাবে, তারপরেই খেলা শেষ ! কিন্তু যোগী জীবন নিরন্তর । সুতরাং তোমাদের নিরন্তর যোগী জীবন । এমনই পবিত্র ভব'র বরদান পেয়েছো । পবিত্র ভব'র বরদান দ্বারা পূজ্য আত্মা হয়েছে । যোগী ভব'র বরদান দ্বারা সদা শক্তিস্বরূপ হয়েছে । তাহলে তো শক্তিস্বরূপ আর পবিত্র পূজ্যস্বরূপ দুইই হয়ে গেছ, তাই না ! সদা পবিত্র থাকো ? শুধুমাত্র কখনো কখনো পবিত্র থাকো এমন না তো ? কারণ একদিন অপবিত্র হলে তখন অপবিত্রতার লিস্টে এসে যাবে । তাহলে পবিত্রতার লিস্টে আছো ? কখনো ক্রোধ আসেনা তো ? ক্রোধ করা বা মোহবশ হওয়াকে অপবিত্রতা বলা হবে । মোহ কি অপবিত্রতা নয় ? নষ্টমোহা যদি না হতে পারলে তো স্মৃতিস্বরূপও হতে পারবে না । কোনো বিকার আসতে দিওনা । যখন কোনো বিকারকে আসতে দেবেনা তখনই বলা হবে পবিত্র এবং যোগী ভব ।

বাপদাদা সব বাচ্চাদের কাছে আশা করেন, সব বাচ্চারা দূঢ় সঙ্কল্প করবে কখনো তারা ব্যর্থ ভাবে না, ব্যর্থ করবেনা, ব্যর্থের রোগ সদাকালের জন্য শেষ করবে । এই একটা দূঢ় সঙ্কল্প সদা সর্বদার জন্য তোমাদের সফলতার প্রতিমূর্তি গড়ে তুলবে । সদা সতর্ক থাকতে হবে অর্থাৎ ব্যর্থকে শেষ করতে হবে । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা দিব্য সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধিস্বরূপ ভব

সময়োপযোগী বিধি দ্বারা দিব্য বুদ্ধিকে ইউজ করলে তুমি সর্ব সিদ্ধি নিজের হাতের মধ্যে পেয়ে যাবে । সিদ্ধি কোনো বড় জিনিস নয়, শুধু দিব্য বুদ্ধির জাদু । আজকাল যেমন জাদুকররা হাতের কৌশলে ভেলকি দেখায়, এই দিব্য বুদ্ধির দক্ষতা সর্ব সিদ্ধিকে হাতের মুঠোয় এনে দেয় । তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সকল দিব্য সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছো, এইজন্য আজও ভক্তরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে তোমাদের মূর্তির কাছে যায় ।

স্লোগানঃ- যাদের কাছে সর্বশক্তিমান বাবার সর্বশক্তি আছে তাদের কখনো পরাজয় হতে পারে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের মজলিসে এসেছেন, এখন তোমরা জ্ঞান অমৃতের মজলিস পালন করছো, তোমাদের ঘুরে বেড়ানো এখন শেষ হয়েছে, এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে"

প্রশ্ন :- অনেক প্রকার তুফানে স্মরণকে সহজ বানানোর বিধি কি ?

উত্তর :- শরীর নির্বাহ করে ৫ - ১০ মিনিটও বুদ্ধিকে শিববাবার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করো, এই শরীরকে ভুলতে থাকো । আমি অশরীরি আত্মা, অভিনয় করার জন্য এই শরীরে এসেছি । এখন আবার অশরীরি হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে । এমন ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলো । এক সৎ বাবার সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গ যেন থাকে, অন্য সঙ্গ থেকে নিজেদের রক্ষা করলে স্মরণ সহজ হয়ে যাবে ।

গীত :- এসে গেছো আমার হৃদয়ে তুমি.....

(আ গয়ে দিল মে তুম্ / মেরে মহফিল মে তুম্ / মেরে নজরো সে বাঁচকে অব কথা যাওগে তুম্)

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে আর এর অর্থও বাচ্চারা নিজের মনে বুঝতে পেরেছে । তবুও বাবা বুঝিয়ে বলেন কারণ বাবা এখন এই মজলিসে এসেছেন । এই মজলিস যেমন তোমাদের তেমনি সমগ্র দুনিয়ার । ভগবান বলেন, আমি আসি ভক্তদের মজলিসে, তাহলে সবাই ভক্ত হলো । এরমধ্যেও আমি বিশেষ করে সেই ভক্তদের মজলিসে আসি, যেই ভক্ত আমি পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে এসেছে । যেই আত্মাদের বুদ্ধিতে পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণ আছে, আমি তাদের মজলিসেই আসি । মজলিসে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের জ্ঞান অমৃতের মজলিস করছি । যারা এসে বাবার হয়েছে, তারা বুঝতে পারে, বাবা এসেছেন - আমাদের এই মজলিসে । এরপর নম্বর অনুসারে সবাইকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । বিশেষ করে এই মজলিস বাচ্চারা তোমাদের জন্য আর সাধারণ ভাবে সবার । যেখানে বাবা থাকেন, সেখানে বাচ্চারাও থাকবে । বাবা বলেন, আমিও অশরীরি, তোমরাও যখন অশরীরি ছিলে তখন আমার কাছেই ছিলে । তিনি স্মরণ করিয়ে দেন - তা পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে । অনেক অনেকদিন আগে ---- বলা হয় না । পাঁচ হাজার বছরের থেকে বড় ভ্রমণ আর হয় না । ভারতবাসী বাচ্চারা ভুলে গেছে যে, শিব ভগবান কখন এসেছিলেন, অথচ তাঁর জয়ন্তী পালন করতে থাকে । তারা বলে, তিনি এসেছিলেন অবশ্যই, অনেক - অনেকদিন আগে, কিন্তু কবে এসেছিলেন এ কেউই জানে না । কেই বলবে লাখ বছর আগে, কেউ অন্য কিছু বলবে । সঠিক তো কেউই জানে না । এ তো একমাত্র বাবাই বলতে পারেন । তিনি বলেন বাচ্চারা, পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি তোমাদের কাছে এই মজলিসে এসেছিলাম । দুনিয়াতে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয় । সেই দিন তাদের গিয়ে জিপ্তোস করো যে, তোমরা বলো এনার কতো বছর হয়েছে ? গান্ধীর জয়ন্তী পালন করে, তখন চট করে বলে দেবে এতো বছর হয়েছে শিবের কথা কেউই বলতে পারে না । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো, শিবের আসার তো অনেক সময় হয়ে গেছে । ওরা তো কিছুই জানে না । বলা হয় জন্ম মৃত্যু রহিত, নাম রূপ থেকেও পৃথক । আরে, নাম - রূপ থেকে পৃথক হলে কার জয়ন্তী পালন করো ? তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক তো হতে পারে না । নিশ্চই তিনি এই ভারতেই এসেছিলেন তাই তো তোমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করো । তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে বলো ? তোমরা স্মরণ করো কিন্তু তিনি কখন এসেছিলেন ? অবশ্যই যখন ভক্তির সময় সম্পূর্ণ হয় তখনই ভগবানকে ঘর থেকে

আসতে হয় । ভগবান কোন্ রূপে আসেন, এ কেউই জানে না । খুব চালাকি করে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারপর বোঝাতে হবে । ভগবান তো হলেন নিরাকার । তোমরা তাঁর পূজা করো, বলো - হে পরমাত্মা, হে ভগবান, তাঁকে কেউ দেবতা বলবে না । দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তাহলে এই তিন চিত্রের উপর বোঝাতে হবে । তোমরা যখন শিবের মন্দিরে যাবে, তখন তাদের জিজ্ঞেস করবে, ইনি কবে এসেছেন এবং কিভাবে এসেছেন ? নিরাকারী দুনিয়া থেকেই তো সবাই আসে । পরমপিতা পরমাত্মাকে তো পতিত পাবন বলা হয় তাহলে তিনি কি করেছেন ? পতিতকে পবিত্র কিভাবে করেছেন ? অবশ্যই সাকারে এসে মুখ দিয়েই বুঝিয়েছিলেন । নিশ্চই কোনো শিক্ষা দিয়েছিলেন । এমনভাবে তো কেউই বলতে পারে না । অবশ্যই তিনি মানুষের শরীরেই আসবেন । ভগবান নতুন দুনিয়ার রচনা করতেই আসেন । তাহলে অবশ্যই কারোর শরীরেই এসেছিলেন । গায়ন আছে যে, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়েছিলো । ব্রাহ্মণ সৃষ্টির নাম লেখা হয় নি । ব্রহ্মার মুখ কমল দিয়ে মনুষ্য রচনা করা হলে, অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণই হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী রচনা করেছিলেন । কেবলমাত্র পুরুষ রচনা করলে বৃদ্ধি কিভাবে হবে ? আবার কেবল মহিলা রচনা করা হলেও বৃদ্ধি কিভাবে হবে ? তাই এই দুইই হলো ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । না হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কিভাবে হবে ? নিঃসন্দেহে পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা, ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে ব্রহ্মার শরীরে আসতে হবে । এইকথা খুব ভালোভাবে বুঝে যে ধারণ করবে, সেই অন্যকে বোঝাতে পারবে । যারা সম্পূর্ণ রাজযোগী হবে , বাবাকে আর রাজস্বকে স্মরণ করতে থাকবে, যাদের জন্য বাবা বলেন, বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী হও । সবাই তো সম্পূর্ণ স্মরণ করে না । বাবার কাছে আসে, বলে জ্ঞান তো সহজ, চক্রও বুঝেছি । ৮৪ জন্মের রহস্যও ঠিক বুঝেছি । ৮৪ জন্ম তো সম্পূর্ণ নিতে হবে আর যারা প্রথম দিকের নশ্বরে থাকবে তারাই ৮৪ জন্ম নেবে, এ সবই তো ঠিক আছে । কিন্তু স্মরণে থাকা, এ বড় মুশকিল । যোগে অনেক প্রকারের তুফান আসে, তাকে কিভাবে বশ করবে ? তার উপায়ই বা কি ? কোন্ সময় আছে, যখন খুব ভালোভাবে স্মরণ করা যাবে ? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এমনিতে তো চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে স্মরণ করো । এখন তোমরা এখানে বসে আছো, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে কি স্মরণ করো ? এখন যেই স্ত্রীর নাম শুনলে অমনি বুদ্ধি স্ত্রীর দিকে চলে গেলো । বুদ্ধির কাজ তো হয়েই গেলো, তাই না । এমনিতে তোমরা শরীর নির্বাহের জন্য যে কাজই করো না কেন, শিববাবার সঙ্গে বুদ্ধিকে যুক্ত করার প্রয়াস করো । পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটও স্মরণ করো । হ্যাঁ, এই মায়াও অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মায়ার তুফান খুব জোরে আসবে । তবুও তোমরা তোমাদের পুরুষার্থ করে চলো । এই শরীরকে ভুলে যাওয়া বা বাবার স্মরণে থাকা, কথা একই । নিজেকে অশরীরি আত্মা মনে করতে হবে । আমি প্রকৃতপক্ষে অশরীরি ছিলাম । অভিনয় করার জন্য এই শরীর ধারণ করেছি, আবার অশরীরি হয়ে ঘরে ফিরে যাবো । বুদ্ধিতে কেবল বাবা আর বাবার ঘর যেন স্মরণে থাকে, বাবার ঘর হলো সেই জায়গা, যেখানে এখন যেতে হবে । আবার বুদ্ধিতে এও আছে যে, বাবার সম্পত্তি হলো সত্যযুগ । তাহলে এক বাবার স্মরণেই তাও স্মরণে আসবে । ভক্তি মার্গে বুদ্ধি তো অন্য দিকে যায় । কন্যার বিয়ে হয়ে গেলে একে অপরকে স্মরণ করে । ভক্তিতে কেউ বসলেও মায়া বিঘ্ন আনে । বুদ্ধি কাজ - কারবারের দিকে চলে যায় । মায়ার তো শত্রুতা থাকে, তাই না । ভক্তরা যদি দেবতাদের স্মরণ করে তাহলেও বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় । মায়া বুদ্ধিকে সঠিক ঠিকানায় লাগতে দেয় না । অফিসে গেলেও সেই কাজে বুদ্ধি থেকে যায় । পরীক্ষায় পাস করলে তখন এই কাজ করতে হয় । তাতেও বুদ্ধি লেগে যায় । অব্যক্ত জিনিসে বুদ্ধি লাগালে মায়া অনেক হয়রানি করে । ভক্তদেরও অনেক মুশকিলে সাক্ষাৎকার হয় । যখন অনেক তীব্র ভক্তি

করে তখন বাবা খুশী হন । এখন তো ভক্তির কোনো কথাই নেই । এখন তো হলো জ্ঞান । বাস্তবে ভক্তিও একজনেরই করা চাই । অব্যভিচারী ভক্তি হলে সাক্ষাৎকারও হবে । আজকাল তো সবাই ব্যভিচারী হয়ে গেছে । সবাইকে স্মরণ করতে থাকে, তাই বাবা আর সাক্ষাৎকারও করান না । একজনের প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকলে বাবাও সাক্ষাৎকার করান । তাই বাবা বোঝান, এক আমিকে স্মরণ করো । মুখে কিছুই বলতে হবে না । তোমরা যখন স্ত্রীকে স্মরণ করো, তখন কি মুখে কিছু বলতে হয় ? খেয়াল এলেই বুদ্ধি চলে যায় । এই বেহদের বাবা তো সদা সুখদানকারী । তাই এখন তোমাদের বন্ধন করান সেই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে । তাই তাঁকে স্মরণ করার প্রয়ত্ন করো । মায়া তো তুফান আনবেই । সম্পূর্ণ দুনিয়া শত্রু হয়ে যাবে, তবুও বাবাকে ভুলো না । যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন তো অনেক মানুষ আছে যারা সারাদিনে ভগবানের নাম পর্যন্ত নেয় না । অনেক খারাপ সঙ্গ হয় তাই গায়ন আছে ---- সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতন আনে । সত্য পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গই পতিত থেকে পবিত্র করবে । এখন তো সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত, তাদের পতিত - পাবনের সঙ্গ চাই । তাই তাঁকে অবশ্যই এখানে সাকারে তো আসতেই হবে, তাই না । সত্য হলেন একজন । এই সত্যের মজলিসেই তোমরা বসে আছো । তোমরা জানো যে --- আমাদের আত্মাদের সঙ্গ এখন পরমপিতা পরমাত্মার সাথে । বাবা বলেন, আমার স্মরণেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । কেবল সঙ্গ হলেই মুরলী শুনবে, বাকি কি করবে, বুদ্ধির যোগও বাবার সঙ্গে চাই । বুদ্ধির যোগ যদি বাবার সাথে থাকে তাহলে তিনিই উদ্ধার করবেন অর্থাৎ পবিত্র করবেন । পবিত্র হওয়া ছাড়া তাঁর কাছে কেউই যেতে পারে না । বাবা নিজেই শেখান --- আমার সাথে কিভাবে যোগ লাগাবে । পড়ানোর জন্য তিনি নিজে সামনে আসেন । বুদ্ধির যোগ অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে একের সঙ্গে জুড়তে হবে, তখনই বিকর্ম বিনাশ হবে এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই । পবিত্র দুনিয়া হলো স্বর্গ, সেখানের সুখ অপার । এমন নয় যে সেখানেও দুঃখ আছে বা দৈত্য আছে । সেখানে তো দুঃখের নাম - নিশানা থাকে না, তাও একুশ জন্মের জন্য । বাবা তো এখানে এসে পড়ান । ভগবান উবাচঃ হলো, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাতে সহজ রাজযোগ শেখাই । মানুষের বুদ্ধিতে তো কৃষ্ণের ছবিই এসে যায় । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমাদের শিববাবা পড়ান, যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । সব মানুষ বলে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, আমি বলি কৃষ্ণের এই জ্ঞান ছিলোই না । রাত - দিনের তফাত হলো, তাই না । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের জ্ঞান দান করছেন । এ হলো স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিকালদর্শী হওয়া । ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিন কালকে জানা । সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্ত এবং তিন লোককেও জানা । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্থূলবতনকেও তোমরা জানো । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর হিসাবেই সবাই জানে । বাকি এতে কোনো কষ্টের ব্যাপার নেই । শরীর নির্বাহও তো করতে হবে । এমন বলা হয় না যে, কন্যাদেরও শরীর নির্বাহের অর্থে মাথা ঠুকতে হবে । কন্যাদের তাদের পতির কাছে থাকতে হবে । শরীর নির্বাহের কর্ম পতিকে করতে হবে । কন্যাদেরও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । এক কাহিনী আছে না ---- এক কন্যা, বাবাকে বলেছিলো, আমি আমার ভাগ্যে খাই । তোমরা কন্যারাও তো নিজেদের পুরুষার্থ করছো । যত পড়বে, শ্রীমতে চলবে, তো একুশ জন্ম রাজ্য করতে পারবে । কন্যাদের কাজ হলো পড়া এবং স্বশুর বাড়ি যাওয়া । তোমাদেরও বিষ্ণুপুরী স্বর্গে পাঠানো হয় । যত পড়বে তত উঁচু পদ পাবে । ওরা তো এমনি করেই কাহিনী শোনায় । সত্য কথা হলো এখানে । বাবা নিজে বসে তার রহস্য শোনান । তোমরা সকলে কন্যা । অধর কন্যারাও তাদের জীবন বানাচ্ছে । বাবা এমন কর্ম শেখান যে দুঃখী বা বিধবা হতে হয় না । কিন্তু খুব সামান্য বিশেষ কয়েকজনই উঁচু ভাগ্য বানাতে পারে । কেউ কেউ তো ভাগ্য বানাতে বানাতে আবার আশ্চর্যবত ভাগিনী হয়ে যায়, বাবাকেও তালুক দিয়ে দেয় । ডিভোর্সও দিয়ে দেয়, কেননা শিববাবা

হলেন বাবাও আবার পতিরও পতি । এমন বাবাকে বাচ্চারা তালুক দিয়ে দেয় । ভাগ্যে গভী টেনে দেয় । তোমরা সজনী তাই ডিভোর্স দিয়ে দিলে কড়ি তুল্য হয়ে যাবে । এমনও গায়ন আছে -- আশ্চর্যবত ডিভোর্স দেবন্তি, তালুক দেবন্তি ---- যেই বাবার থেকে একুশ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য মেলে, তাঁকেও তালুক দিয়ে দেয় । কেউ কেউ এসে বাবার হয়ে যায় । আবার কেউ কেউ মহামুখও হয় । যারা বাবাকে ছেড়েও দেয় আবার ডিভোর্সও দিয়ে দেয় । চলন দেখেই তা বোঝা যায় । বিকারে চলে যায় আবার চুপ করে এসে বসে, পরে বাবাকে লিখে জানায়, বাবা ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো । এখন শত গুণ দণ্ড তো হয়ে গেলো, তা কি করে বাতিল করা যাবে । তবুও সত্য কথা বললে অর্ধেক মারু হয়ে যায় ---- এই কারণে বাবা বলেন , লুকিয়ে কখনো বিকারে যেও না । না ফ্যামিলিয়ারিটিতে থাকতে হবে । ক্রোধে অনেক ভূত থাকে যা অনেককে দুঃখ দেয় । বাবাকে পাঁচ বিকারের দান দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের উচ্চ ভাগ্য বানানোর কারণে বিকর্ম বিনাশ করার পুরুষার্থ করতে হবে । পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে ।

২) কুসঙ্গের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । পতিত পাবন বাবার সঙ্গে থেকে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে ।

বরদান :- নিজের ফিচার-এর (চেহারা) দ্বারা অনেকের ফিউচার শ্রেষ্ঠ করে, শ্রেষ্ঠ সেবাদারী হও

বাণীর সেবা তো যথাশক্তি সময়ই প্রমাণ করে কিন্তু সঙ্গম যুগের যে ভবিষ্যৎ ফরিস্তা স্বরূপ, তা তোমাদের চেহারায়ে নজরে আসবে, তখনই সহজ সেবা করতে পারবে । যেমন জড় চিত্র তাঁর ছবি বা চেহারার দ্বারা অন্তিম জন্ম পর্যন্ত সেবা করে চলেছে, তেমনই তোমাদের চেহারায়েও সদা সুখ, শান্তি আর খুশীর ঝলক যদি থাকে তখনই শ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারবে । তোমাদের চেহারা দেখে যে কোনো দুঃখী, অশান্ত, বিভ্রান্ত আত্মা তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ফিউচার বানিয়ে নেবে ।

স্লোগান :- ভাগ্যবিধাতা বাবাকে যদি নিজের সর্ব সম্বন্ধী বানিয়ে নাও তাহলেই সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন দয়ালু হয়ে প্রত্যেককে জীবন দান করতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অনেক মানুষ সৌভাগ্যবান হয়"

প্রশ্ন:- এই সময় দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ হল গরিব তাই তাদের কি কি সুবিধা তোমাদের দিতে হবে ?

উত্তর :- তোমাদের কাছে যে জন অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী রুটি নিতে আসবে তাদের ঝুলি খুব স্নেহের সাথে তোমাদের ভরতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে। প্রত্যেককে স্নেহ দিয়ে পরিচালনা করতে হবে, কেউ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসে নিজের জীবন দান নিতে, তাই ভান্ডার খুলে দাও। তাদেরকে সৌভাগ্যবান করতে তোমাদের দরজা সর্বদা খোলা থাকে উচিত। যদি জীবন দান করার বদলে লাখি মারো তবে সেটা বিশাল বড় পাপ হবে ।

গীত :- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। বেহদের পিতা পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা দেহে বসে বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা তোমরা মাতা পিতার আপন হয়েছ, এই শৈশব ভুলে যেও না। ঐ লৌকিক শৈশবের কথা কেউ ভুলে যায়না। ঘরে পরিবারে মা-বাবার সঙ্গে বাচ্চারা থাকে। মাতা-পিতাকে চিনে জেনে বড় হয়। মা বাবার পেশা সম্বন্ধেও তারা জানতে পারে। এখন এখানে তোমরা আপন হয়েছ নিরাকার বাবার। বাবা হলেন ভান্ডারী, অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন। তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজের ঝুলি ভরো, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যে। যদি মাতা পিতাকে ভুলে যাও তবে ঝুলি খালি হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা এখানে নিজের জীবন উঁচু করছ। খুব বিশাল ভারী বর্সা প্রাপ্ত করছ। এখানে তোমরা বাবার কাছে আসো অনেক সম্পন্নশীল হতে। দরিদ্র থেকে বিত্তবান হতে , দরিদ্র তো সকলেই। দরিদ্ররা আসে নিজের আজীবিকা প্রাপ্ত করতে অথবা ২১ জন্মের জন্যে নিজের অধিকার নিতে অর্থাৎ বর্সা প্রাপ্ত করতে। সুতরাং তাদের অবিনাশী জ্ঞান খাজানা প্রাপ্ত করতে বাচ্চারা তোমাদের সব রকমের সুবিধা দিয়ে সাহায্য করতে হবে কারণ এই খাজানা কোথাও আর প্রাপ্ত হবেনা। সবাইকে সুখ দিতে হবে। প্রত্যেককে স্নেহ সহকারে চালাতে হবে। যাতে কেউ অসন্তুষ্ট না হয় এবং অবিনাশী জ্ঞান রতন রূপী রুটি নিতে এলে তাদের ঝুলি ভরতে হবে। দূর করবেনা। বাবার কাছে বাচ্চারা আসে ভান্ডার ভরপুর করতে। দরিদ্র দের দান করলে তারা খুশি হয়। কেউ খারাপ মানুষ হলে গরীবদের দূর করে দেয়। যে ধর্মাত্মা হবে, দয়ালু হবে, সে গরীবদের ডেকে কিছু দেবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই সময় দুনিয়ায় সবাই হল গরিব। যদিও ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু তারাও কাঙাল হয়ে যায়। টাকা পয়সা সব মাটিতে মিশে যাবে। ঐ ধনের নেশা থাকার দরুন এই জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত করা তাদের জন্যে খুব কঠিন কাজ। বাবা তো হলেন গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ, যে সন্তান রূপে কাছে আসে সে আপন হোক বা পর -- বাবার কাছে নিজের উঁচু জীবন প্রাপ্ত করতে, ২১ জন্মের জন্যে গরিব থেকে ধনী হতে আসে। সত্যযুগে তো সবাই বিত্তবান হয়। যদিও নম্বর অনুসারে গরীবও হয় কিন্তু এমন গরীব নয় যে কুঁড়ে ঘরে থাকবে। এখানে তো কত আবর্জনার মধ্যেও বাস করে। সেখানে এমন কথা নেই।

সুতরাং যেখানে তোমাদের সেন্টার আছে, ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা আছে। তাদের কাছে অনেক মানুষ আসে -- নিজের জীবন দান প্রাপ্ত করতে। তোমরা বাচ্চারা ভান্ডার খুলে দাও , জীবন দান কর। এই টি কত পুণ্যের কাজ। যদি ভান্ডার খুলে আবার বন্ধ করে দেবে তাহলে এতজনের কি অবস্থা হবে বলা ! দুঃখে থাকবে। আমরা জানি তারা অনেক দুঃখে আছে তারা কাঙাল। এখানে এসে ভাগ্যবান হয়। তাইজন্যে সদা এই দরজা খোলা থাকা উচিত। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। সদা সুখী হতে হলে কত দান করা উচিত। শিববাবা যিনি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন সেসব অন্যদের দান করতে হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল , এখন নেই তারপর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। অর্থাৎ বাবা এসে রাজ যোগ শেখান। তোমাদের অন্যদের শেখাতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে -- যেখানে অনেক মানুষ এসে নিজের ভাগ্য তৈরি করতে পারে। সবাইকে জীবন দান করতে হবে। যদি জীবন দান না করে দূর করবে তো অনেক পাপ হবে। খুব স্নেহের সঙ্গে বোঝাতে হবে। মায়া এমন যে একদম অজ্ঞান করে দেয়। বাবাকে ত্যাগ করলে আগের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থা হয়। প্রতিটি সেনা বাহিনীতে পলাতক হয়। অনেকে গুপ্তচর হয়। আমাদের লড়াই হল মায়ার সঙ্গে। যারা সন্তান হয়ে মায়ার কাছে ফিরে যায় তারা পলাতক হয়। অনেককে দুঃখ দেয়। কত অবলা , কন্যারা বন্দি হয়। আমাদের জ্ঞান হল উচ্চ মানের, উৎকৃষ্ট। মা-বাবার বর্ষা অর্থাৎ বিষ পান করা ও করানো বন্ধ হয়। এই কাজটি খুব খারাপ , তাই অতীতকে ভুলে যাও। অর্ধকল্প তো সবাই পতিত হয়েছে, এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা এর দ্বারা তোমাদের দুর্গতি হয়েছে। এখন এই কাজ বন্ধ কর , এইটি হল পতিত দুনিয়া যাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ , সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া তো বলা যাবেনা। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন সূর্যবংশী । রাম-সীতাকেও চন্দ্রবংশী , ঋত্রিয় বলা হবে। মানুষ তো তাদেরও ভগবান ভাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী তে রাত দিনের তফাৎ আছে। তারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়ার মালিক এবং এরা ১৪ কলা সম্পূর্ণ , দুই কলা কম হয়ে যায়। দুনিয়া একটু পুরানো হয়ে যায়। সূর্যবংশী দের নাম হল বিখ্যাত। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা সূর্যবংশী হব। দুই কলা কম হবেই বা কেন। স্কুলে যদি কেউ ফেল করে তাহলে মা-বাবার নাম বদনাম করে। পাস করলে খুশী হয়। ফেল করলে মন খারাপ হয়। কেউ তো ডুবে মরে। যারা ফুল পাস করে তারা সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের বংশে জন্ম হয়। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। নিশ্চিতরূপে এই সময় বাবা এসে প্রথমে ব্রাহ্মণ কুল স্থাপনা করে তাদেরকে বসে পড়ান। যারা ভবিষ্যতে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রূপে পরিণত হয় , এর জন্যে পড়তে হবে , পড়াতে হবে। পড়া না করলে বোঝা বইবে। এখানে তোমাদের সামনে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নেই। বোঝানো হয় পাঠশালায় আমরা পড়ি মানুষ থেকে দেবতা হতে। সাষ্কাংকারও করেছে তবে তো বলে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ হব। সেকি আর এমনি হওয়া যাবে। বাবা ছাড়া কেউ পরিণত করতে পারেননা। গীতা পাঠ করে যারা তারাও এমন বলবেনা যে আমরা রাজার রাজা করি। মন্মনাভব , আমার সন্তান হও। এইসব কেবল প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা বলতে পারেন। নিজেকে কেউ প্রজাপিতা ব্রহ্মা-ও বলতে পারবেনা। যতই মিথ্যা বেশ ধারণ করুক কিন্তু এইসব কথা বোঝাতে পারবেনা। এইসব তো শিববাবা-ই বোঝান। মানুষ খোড়াই বলবে মন্মনাভব, তারা কল্পের রহস্য খোড়াই বোঝাবে যে কল্প কত বছরের হয়। চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে । কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এই নলেজ প্রাপ্ত কর। মোটা বুদ্ধি এত পড়তে পারেনা পরীক্ষা ভীষন কঠিন। আ.ই.এস-এর পরীক্ষায় খুব কম জনের সাহস হয়। গভর্নমেন্টও বোঝে যে পরীক্ষা কঠিন থাকলে কমজন পাস করবে। এখানেও লিমিট আছে। ৮ জন নম্বর ওয়ানে যাবে তারপর রয়েছে ১০৮ । এই সময়ে কোটি কোটি হবে ভারত বাসী। তার মধ্যে যারা দেবী দেবতা ধর্মের

হবে তারা যুক্ত হবে। ৩৩ কোটি দেবতাদের গায়ন আছে। তাদের মধ্যে ৮ জন এক নম্বর সূর্যবংশী হয়। প্রিন্স প্রিন্সেসও সংখ্যায় অনেক হবে তাইনা। পরীক্ষাটি খুব-ই কঠিন। ৮ জন বিজয় মালার মুক্তো রূপে পরিণত হয়। এর মধ্যেও এক তো মাশ্মা হলেন কুমারী এবং ব্রহ্মাবাবা হলেন বৃদ্ধ। মাশ্মা হলেন যুবতী। ভালো ভাবে পড়াশোনা করে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মা বাবাও বৃদ্ধ বয়সে পড়াশোনা করে পরীক্ষা তো পাস করেন। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা পরিশ্রমের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের ভগবান পড়ান, এইটি তো খুব ভাগ্যের কথা যে ভগবানের আপন হয়ে ওঁনার সার্ভিসে যুক্ত হওয়া। সিন্ধু প্রদেশে তোমরা সবাই এসেছ তার মধ্যেও অনেকে ছেড়ে চলে গেছে। অন্যরা যারা তীব্রতর হয়ে বেরিয়েছে তারা তো কামাল। অনেককে নিজ সমান পরিণত করেছে। তাই সম্মান তো দিতে হবে তাইনা। ভাট্টি থেকে ৩০০ জন বেরিয়েছে নম্বর অনুযায়ী। এখন তো সংখ্যায় হাজার হয়ে গেছে। নতুন সেন্টার খুলে গেছে। কত মানুষ এসে নিজের জীবন হীরে তুল্য করে নিচ্ছে। নিজের জীবন পরিণত করে অন্যদেরও পরিবর্তন করা উচিত। অনুজ্ঞল আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে হবে। খুব স্নেহের সঙ্গে এক একজনকে হাত করতে হবে। কোথাও যেন তাদের পা পিছলে না যায়। যত বেশি সেন্টার থাকবে তত বেশি জন জীবন দান প্রাপ্ত করবে। পবিত্র হীরের মতন জীবন তৈরি করবে। এখন তো পতিত কড়ি তুল্য হয়েছে। তাই বাবা বলেন পুরুষার্থ করে সূর্যবংশে এস। বাবাকে স্মরণ কর। এমন নিলেন না যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে স্মরণ কর। অনেক মানুষ জিঞ্জাসা করে শংকরের পাঁট কি ? প্রেরণা দ্বারা কিভাবে বিনাশ করেন ? বলো, এইসব তো গায়ন আছে , ছবি আছে। এই বিষয়ে বোঝানো হয় বাস্তবে তোমাদের এইসব কথার সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই। প্রথমে বুঝে নাও আমাদের বাবার কাছে বর্সা নিতে হবে। মন্মনাভব হয়ে যাও। শঙ্কর কি করেন, অমুকে কি করেন, এইসব জানবার কি দরকার আছে। তোমরা শুধু দুইটি শব্দ মনে রাখো বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ কর তাহলেই রাজধানী প্রাপ্ত হবে। বাকি শংকরের গলায় সাঁপ কেন দেওয়া হয়েছে , যোগে এমনভাবে কেন বসে আছে এইসব কথার সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই। মূখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। যদিও এমন এমন প্রশ্ন তো অনেক উঠবে, তাতে তোমাদের কি লাভ হবে । তোমরা সব কথা ভুলে যাও।

বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আমরা বাবার সংবাদ প্রদান করি । স্মরণ না করলে বিকর্ম জিত হবেনা, তখন জ্ঞানের ধারণা হবে কিভাবে। কেউ উল্টো প্রশ্ন করলে তাকে বল প্রথমে জ্ঞান তো বুঝে নাও। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ কর। বাকি সব কথা ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে সব বুঝতে পারবে। বর্সা প্রাপ্ত করতে সাহস দেখাও। আমরা বাবার সংবাদ প্রদান করি তারপর করো বা না করো তোমাদের ইচ্ছে। বাবার কাছে পবিত্র হয়ে যাবে তখন নতুন পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হবে। স্ব দর্শন চক্র ঘোরাও। শুধুমাত্র ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো। যে যত স্মরণ করবে সে বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে , আর কিছু জপ তপ ইত্যাদি করতে হবেনা, এইসব থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। দ্বাপর থেকে হদের বর্সা নিয়েছ। এখন বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে হবে। এখন তোমরা যে বর্সা প্রাপ্ত কর সেইটি ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী হয়ে যায়। সেখানে তোমরা এইসব কিছুই জানতে পারোনা যে আমরা এই বর্সা কিভাবে প্রাপ্ত করি বা এই হল অবিনাশী বর্সা। এইসব তোমরা একজন জেনেছ যে ২১ জন্ম রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করব। সেখানে শুধুই সুখের মজা । মানুষ বুঝবে বর্সা সবাই পিতার কাছে প্রাপ্ত করবে। কিন্তু সেখানে হয় তোমাদের এখনকার পুরুষার্থের প্রালঙ্ক , যা ২১ জন্ম চলে। এমন নয় যে ঐ সময়ে কোনও সু-কর্ম কর। এখানে তো তোমরা এমন সু-কর্ম শেখো যার ফলে তোমরা জন্ম জন্ম রাজবংশে জন্ম গ্রহণ

কর। বাবা আদেশ দেন এক পবিত্র হও এবং আমায় স্মরণ কর। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে সেই জ্ঞান পয়েন্ট স্মরণ করলে আমরা চক্রবর্তী রাজা রানী রূপে পরিণত হই। কত সহজ এই কথা। কন্যাদের জন্যে তো খুবই সহজ। অধর কুমারীদের জন্যে সিঁড়ি নামতে পরিশ্রম হয়। যেখান সেখান থেকে কুমারীদের সংখ্যা বেশি হয়। এই সময় বিবাহ করা মানে সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া। এখানে শিব প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাহ হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৌভাগ্য সম্পন্ন হওয়া, স্বর্গে। তোমরা এখন গড ফাদারলি সার্ভিসে যুক্ত আছ, এর ফল কি প্রাপ্ত হবে? তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। এই হল প্রকৃত উপার্জন। বাকি সবার হল মিথ্যা উপার্জন, তাই তো খালি হাতেই যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ... দেখ হারানিধি শব্দের অর্থ কত সুন্দর। এমনভাবে আর কেউ বলতে পারেনা। খুব বেছে বেছে এক একজন মিলিত হয়েছে। আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... তোমরা যে ৫ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হয়েছে, তাদের বলা হয় বেহদের হারানিধি বাচ্চা। নিশ্চিতরূপে এখন কল্পের সঙ্গমে বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হও। তারপরে ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে মিলিত হবে। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তাদেরই বাবা পড়াবেন এবং তারা কল্প কল্প পড়তে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি স্ব দর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজীব আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে হবে। খুব স্নেহ সহকারে এক একজনকে সামলাতে হবে। কোনও কারণে কারো যেন পা পিছলে না যায় -- সে থেয়াল রাখতে হবে।

২) পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদের জন্যে অন্য সব প্রশ্ন ছেড়ে বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। অনেককে জীবনদান করতে হবে।

বরদান :- ফলো ফাদার করে নম্বর অনুযায়ী বিশ্বের রাজ্যাধিকারীর আসন প্রাপ্তকারী সিংহাসনে বিরাজিত হও

ব্যাখা: যেমন বাবা বাচ্চাদের এগিয়ে দেন, নিজে ব্যাকবোন থাকেন তেমন ভাবে ফলো ফাদার কর। এখানে যত বাবাকে ফলো করবে ততই সেখানে নম্বর অনুযায়ী বিশ্ব রাজ্যের আসন প্রাপ্তকারী সিংহাসনে বিরাজিত হবে। যত এই সময়ে সদা বাবার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, খেলা পড়াশোনা করবে ততই সেখানে সঙ্গে থাকবে। যে বাচ্চাদের যত কাছে থাকার স্মৃতি থাকে তাদের ন্যাচারাল নেশা, নিশ্চয় স্বতঃই থাকে। সুতরাং হৃদয় দিয়ে সর্বদা এই অনুভব করো যে অনেক বড় বাবার সাথী হয়েছি, এখনও আছি এবং আগামী অনেক বড় থাকব।

স্লোগান - সেবার ফল ও বল প্রাপ্তকারী শক্তিশালী হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের মেজাজ খুব মিষ্টি করো, ভুল করেও কাউকে দুঃখ দিও না, খারাপ কথা বলা, ক্রোধ করা, বকাঝকা ... এসবই দুঃখ দেওয়া"

প্রশ্ন : - মায়া বাচ্চাদের পরীক্ষা কোন্ রূপে নিয়ে থাকে ? ঐ পরীক্ষায় দুট থাকার বিধি কি ?

উত্তর :- মূখ্য পরীক্ষা আসে কাম আর ক্রোধ রূপে, এই দুই বিকার সহজে পিছন ছাড়ে না । ক্রোধের ভূত প্রতি মুহূর্তে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে থাকে, দেখে তুমি কারো উপর ভোঁ -ভোঁ করছ না তো! অনেক রকম তুফান এসে দীপককে নেভানোর চেষ্টা করবে । এই পরীক্ষায় দুটতার সাথে সফল হতে গেলে এক সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে, অন্তরে যেন খুশির দামামা বাজতে থাকে । জ্ঞান আর যোগবলই এই পরীক্ষায় সফলতা আনতে পারে ।

গীত :- নির্বলের লড়াই বলবানের সাথে ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বোঝে আর বাবাও বোঝান যে তোমরা আবার এসেছ পারলৌকিক বাবার কাছে, আর সবাই লৌকিক বাবা । এখানে সব আসুরি বুদ্ধি, আর সত্য যুগে দৈবী বুদ্ধি । আসুরির পরে আবার দৈবী অবশ্যই হতে হবে। আসুরি আর দৈবী, পতিত আর পবিত্রতার মধ্যে অনেক পার্থক্য । তোমরা জান, আমরা পবিত্র ছিলাম আর রাবণই পতিত বানিয়েছে । এখন আবার বাবার কাছ থেকে পবিত্র দুনিয়ার বর্ষা নিষ্ছি, সত্যযুগী রাজ্য - ভাগ্য - তাও আবার ২১ জন্মের জন্য। যখন বাবা বাচ্চাদের বলেন তখন স্মরণ করে আবার ভুলে যায় । যে কথা স্মৃতিতে থাকে তা আরও সবাইকে বলার জন্য মন ছটফট করে, স্মৃতিতে না থাকলে মন আর ছটফট করে না। খুশির উচ্ছলতাও আর থাকে না । নিরুৎসাহিত মুখাবয়ব দেখা দেয়। এখন তোমরা জান যে আমরা আবার হারানো সত্য যুগী রাজ্য ভাগ্য পেতে চলেছি । খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নিজেদের হৃত রাজ্য তো পুনরুদ্ধার করেছে ; কিন্তু মায়া যে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল সেটা কারো জানা নেই । খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তো রাজ্য নিয়েছিল কৌশল করে, অনশন ধর্মঘট ইত্যাদি করে । এখানে তো ওসব নেই । তোমাদের অন্তরে আছে যে ৫ হাজার বছর আগের মতোই আবার রাজ্য - ভাগ্য ফিরে পাই, বাবার শ্রীমতে চলে । এখানে তলোয়ার ইত্যাদি কোনও কিছু চালানোর মত দেওয়া হয়না । বলা হয় বাচ্চারা মিষ্টি টেম্পারের হও, খুব মিষ্টি হও । সত্য যুগে বাঘে গরুতে একসাথে জল খায় । একে অপরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে থাকে । কোনও দুর্ভোগ নেই, এখানে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয় । কাম বিকার এও দুর্ভোগজনক। কাউকে খারাপ কথা বলা বা রাগ দেখানো, তিরস্কার করা এও দুঃখ দেওয়া । বাবা বলেন কাউকে এমন দুঃখ দিওনা । নিজের মেজাজ খুব মিষ্টি করো । ভুল করেও দুঃখ দিওনা । শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয় যে অনেক রানীকে নিয়ে পালিয়েছেন, এটাও বলা হয় যে, তাদের সুখ দিতেই পলায়ন করেছেন । এখন তোমরা বুঝেছ যে, কৃষ্ণের জন্য একথা নয়। ভাগবতের সাথে গীতা, গীতার সাথে আবার মহাভারতের লড়াইয়ের যোগাযোগ আছে । এখনই হল সেই সঙ্গমযুগ, এখানে কৃষ্ণের কোনও নামই নেই, কৃষ্ণের রাজধানী হল সত্য যুগে । কৃষ্ণ কখনও কোনও পতিতকে পবিত্র বানাতে রাখি বেঁধে দেন নি। এ হোল পতিতকে পবিত্র বানাবার উত্সব। সুতরাং পতিত পাবন তো পরমাত্মা, নাকি কৃষ্ণ । কৃষ্ণের জন্ম তো সত্য যুগে হয়েছিল, ওখানে তো কংস , রাবণ , সুর্পনখা ইত্যাদি হতেই পারে না । এখন এই সময় হলো

আসুরি সম্প্রদায় । এখন এইসব কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে , আমরা বেহদের বাবার কাছে থেকে অনেকবার রাজযোগ শিখে ২১ জন্মের রাজ্য পদ পেয়েছি আবার মায়ার ফাঁদে পড়ে রাজ্য-ভাগ্য হারিয়েছি । যারা মাতা, বাপদাদার হৃদয়ের সমীপ বাচ্চা তারাই সিংহাসনে বিরাজমান হবে । যারা আদেশ পালনকারী নয় তারা কি পদ পাবে ! পদ পাওয়া উচিত সূর্যবংশে ; নয়তো পাই পয়সার দাস দাসী হতে হবে। বাপদাদার আজ্ঞা পালন করে না । ব্রহ্মার মতও প্রখ্যাত । শিববাবার শ্রীমতও প্রখ্যাত সুতরাং ব্রহ্মা আর শিববাবার বাচ্চাদের মতও প্রখ্যাত হওয়া উচিত । তোমাদের শিববাবা আর ব্রহ্মা দুজনের মতেই চলা উচিত তবেই তো শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । মাতা - পিতাও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কতো সুন্দর ধারণা করে সব বাচ্চাদের পড়ান । মুরলী সব বাচ্চাদের কাছে পৌঁছায় । এনার পাটাই হল পড়ানোর । কিছু বাচ্চা এমনও আছে যারা মা বাবার থেকেও ভালো পড়ায় । শিববাবার কথা তো শ্রেষ্ঠতম । কিন্তু মাম্মা বাবার থেকেও এ সময় হুঁশিয়ার বাচ্চা আছে । সম্পূর্ণ তো কেউ হয়ে ওঠেনি কিছু না কিছু কাঁটা লাগে, মায়াও তীরবিদ্ধ করে । তুফান এসে দীপ নেভানোর চেষ্টায় থাকে । যতই জ্ঞান আর যোগে থাকবে ততই এই ঘৃত তোমাদের নিভে যাওয়া জ্যোতিকে জ্বালিয়ে রাখবে । কোনও দীপকে ঘৃত কম হলে আলোও কম হয়ে যায় । আমি নিজে এর অনুভবী । মহাবীরের (রুস্তম) সাথে মায়াও প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াই করবে ।

বাবা বুঝিয়েছেন দীপক নেভাতে অনেক রকম তুফান আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনও রকম বিকর্ম না হয় । কেউ যদি কিছু বলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবার অভ্যাস করতে হবে । ক্রোধও মানুষের সর্বনাশ ঘটায় । এটাও পরীক্ষা, ক্রোধের ভূত এসে দরজায় ধাক্কা দেবে ; দেখে ক্রোধের বশবর্তী হয়েছে কিনা। আর কেউ যদি (ক্রোধে) ভোঁ- ভোঁ শুরু করে তো দীপক নিভে যাবে । মায়া সবার পরীক্ষা নিতে থাকবে । বোঝা যায় যে এর মধ্যে তো ক্রোধ ছিল না এখন আবার তা এসেছে । বাবার কাছে অনেক ভালো - ভালো বাচ্চা ছিল, কিন্তু মায়ার তুফান সহ্য করতে না পারার জন্য নীচে নেমে গেছে। বলে ভাগ্যে নেই । আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারিনি । বাচ্চাদের তো পরীক্ষার জন্য দূততা থাকা উচিত হনুমানের মতো । এটা হল একটা উদাহরণ - হনুমান কেউ ছিল না বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুশির দামামা বাজা উচিত । সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগে থাকলে সহজেই বাবার সাহায্য পাওয়া যায় । কোনও হাতিয়ার প্রয়োজন হয়না । বাবা সব যুক্তি দিয়ে বোঝান । বাবাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে । ক্রোধেরও মাত্রা আছে। কাম বিকার রূপী ভূত খুব খারাপ । কারও মধ্যে যেন কাম বিকার প্রবেশ না করে। যোগবলে তাকে বিনাশ করতে হবে । যোগবলে ক্রোধও বিনাশ হয় । প্রতি মূহুর্তে দরজায় কড়া নাড়ে । কোনও কমজোরি দেখলেই ঢুকে পড়ে । এই ৫ চোর (বিকার) অনেক নীচে নামিয়ে দেয় । আমরা কত সাহকার ছিলাম, ৫ বিকার কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে । সবচেয়ে বড়ো সর্দার হলো কাম, দ্বিতীয় নম্বরে ক্রোধ । কাম হলো বিকারের রাজা, সহজে এ পিছন ছাড়ে না । অতি বড়ো শত্রু, ভীষণ যন্ত্রণা দেয় । অবলা নারীরা এর জন্য কত নির্যাতন সহ্য করে। তাদের আবেদন শোনা হয় না ; এই আবেদন শুধু বাবাই শোনে, কিন্তু প্রকৃত সত্যি যে বলবে তার কথাই শুনবেন, মিথ্যে শুনবেন না । সুতরাং এই বিকার মানুষকে একদম নোংরা বানিয়ে দেয় । ক্রোধ রূপী রোগ যেমন নিজের সর্বনাশ ঘটায় ঠিক তেমনই অন্যদেরও খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় । লড়াই শুরু হয়ে যায় আর বাবার কাছে যারা আসে তাদেরও আসা বন্ধ হয়ে যায় । তারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর জন্ম জন্মান্তরের অবিনাশী জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে যায় । এইভাবে

যারা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বর্সা প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায় তারা কতখানি পাপের ভাগীদার হয় । সে আর বলার নয় । তারা নিজের উপর কৃপার বদলে অভিশাপ ডেকে আনে । কেউ বিশ্বাসঘাতক হলে কতজন ঋতির শিকার হয় । ভবিষ্যৎ হীরে তুল্য জীবন তৈরিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর তাই বাবা বলেন - মহাপাপী, অবুঝ অবিবেচক, মহা মূর্খ দেখতে হলে এখানে দেখো । সংবাদপত্রে উল্টো পাল্টা খবর প্রকাশে মাতাদের কতরকম বিপদের মধ্যে পড়তে হয় । জেনেশুনেও যদি কেউ কিছু করে তবে ধর্মরাজের অনেক সাজা পেতে হবে । বাবা বলেন এমন কোনও বিশ্বাসঘাতকতা কোনো না যাতে অবলারা অত্যাচারিত হয় । মাথায় রক্ত চড়ে গেলে তারা তলোয়ার উঠিয়ে মারতে উদ্যত হয় । তারপর তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয় । কারও কারও এমন ক্রোধের ভূত দাপিয়ে বেড়ায় যে ভবিষ্যৎ অবিনাশী জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয় । বাবা বলেন এদের জন্য কড়া শাস্তি রাখা আছে । যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার উপর পাপের বোঝা চড়ে । যে জ্ঞান মার্গের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠবে সেই বৈকুণ্ঠরস আশ্বাদন করতে পারবে। আর তা না হলে মায়ার বশে যদি নীচে নামতে থাকে তবে অধোগতি লাভ করবে ... হয় বৈকুণ্ঠের মালিক না হলে চাকর । এমন কাজ যে করবে সে পাপাত্মা হবে । অনেকের দুঃখের নিমিত্ত হবে । বাবার দয়া হয় । মাতাদের সম্মান দিতে হয় । বন্দে মাতরম্ গীত গাওয়া হয় । বাবা এসে জ্ঞান রূপী কলস মাতাদের অর্পণ করেন । ওদের উপর অনেক অত্যাচার হয় । হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি অনেক সহযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু কেউ সহযোগ দেওয়ার পরিবর্তে যদি উল্টো কাজ করে তবে কতখানি ঋতি হয়ে যায়। সুপুত্র হতে হবে, অসুরদের দেবতা বানাতে হবে।

বাবা তোমাদের জীবিত অবস্থাতেই তোমাদের নতুন চিত্র নির্মাণ করেন । শিল্পীরা চিত্র নির্মাণ করে, যে খুব ভালো চিত্র নির্মাণ করতে পারে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এখানে বাবা বলেন আমি জ্ঞান আর যোগবলে তোমাদের এমন চিত্র নির্মাণ করছি যে, এই শরীর ত্যাগ করার পর আবার তোমরা অনিন্দ্য সুন্দর শরীর লাভ করবে। মনুষ্য থেকে দেবতা হবে । জ্ঞান যোগবলে কতো গৌরবর্ণ হবে । বাবার মতো এতো নিপুণ কারীগর আর কেউ হবে না । এটাই বাবার কর্তব্য - মনুষ্য থেকে দেবতা বানানো । এটাই হলো প্রথম সারির সার্ভিস, যাতে সারা দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যায় । সেই মিষ্টি বাবাকে কেউ জানে না, বলে সর্বব্যাপী । মনুষ্যের বুদ্ধিতে এতটুকুও জ্ঞান নেই যে এখন এটা পতিত নরকের দুনিয়া । এটা শুধু তোমরা বাচ্চাদেরই বুদ্ধিতে আছে । যতো বড়ো বড়ো কোটিপতি আছে সবার ধন- সম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে । বড়ো দুঃখী হয়ে শরীর ছাড়বে । আজকাল তো বড়ো বড়ো মানুষকেও হত্যা করা হয়, এতটাই শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে যে আর বোলো না । খুব খারাপ সময় আসছে । এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছ ভবিষ্যতের জন্য, আর কেউ ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করছে না । পুরুষার্থ করতে করতেও মায়ার আকর্ষণে আবার আগের মতোই হয়ে যায় । মায়া একদম পথভ্রষ্ট করে দেয় আর তাই খুব সাবধানে চলতে হবে । যতটা সম্ভব খুশির সাথে বাবার স্মরণে থাকতে হবে । আমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সুখের বর্সা নিচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করলে খুশি অনুভব হবে । ওরা তো চোখ দিয়ে মহল দেখে আর খুশি অনুভব করে কিন্তু তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা জেনে গেছ যে আমরা বাবার কাছ থেকে সদা সুখের বর্সা লাভ করে থাকি, যদি বাবার শ্রীমতে চলি তবেই । সাবধান তো করতেই থাকেন বাবা -- বাচ্চারা শ্রীমতে চলে খুব মিষ্টি হয়ে ওঠো , নীরবে শুধু বাবাকে স্মরণ করো ।

বাচ্চারা তোমাদের মতো এতো সৌভাগ্যশালী এই সৃষ্টিতে আর কেউ নেই । তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ওখানে অনেক সুখ । তোমরা এটাও জানো যে, রাজযোগ তারাই শিখবে যারা কল্পের প্রথমে শিক্ষা লাভ করেছিল । তোমরা দেখ যে পান্ডারা সার্ভিস করে ফুল বা কুড়ি বাগবানের (বাগানের মালিক, মালি, বাবা) কাছে নিয়ে আসে। সেই সার্ভিসের জন্য পুরস্কারও প্রাপ্তি হয় । জ্ঞান অতি সহজ । এই জীবন অতি মূল্যবান বলা হয় । পাথর থেকে হীরে আর গরীব থেকে সাহকার হয় । গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে তা গোপ -গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । কারা এই গোপ - গোপী ? যেমন বাবা বলেছেন এ হলো বড়ো লটারি । বাবা স্বর্গের রচয়িতা সুতরাং বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করা অতি সহজ । বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম বড়ো কথা ? ওখানে অন্য কোনও ধর্ম নেই । বাচ্চারা জেনে গেছে যে আধাকল্প ধরে আমরা অনেক দুঃখ দেখেছি, এখন খুব ভালো করে শুধু পুরুষার্থ করা উচিত । এই দুনিয়াতে কেউ সুখী হতে পারে না । ওখানে সবাই সুখী হবে । এমন সুখের রাজ্যে উঁচু পদ প্রাপ্তিতে অনেক মজা । বক্সিং এ চড় খেয়ে খেয়ে আর নীচে পড়ে যেও না । বিকারগ্রস্ত হলে আবার চোট লাগবে । ক্রোধও খুব খারাপ । বারংবার চোট খেলে আবার নীচে নামতে থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন কোনও কর্ম যেন না হয় যাতে কৃপালাভের বদলে অভিশাপ প্রাপ্তি হয় । কোনও ভূতের বশবর্তী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা অনুচিত ।

২) শ্রীমতে চলে খুব মিষ্টি হতে হবে, নীরব হয়ে থাকতে হবে । খুব মিষ্টি মেজাজে কথা বলতে হবে । কখনও কাম বিকার বা ক্রোধের বশবর্তী হবে না ।

বরদান :- "নতুন কিছু নয়"- এই স্মৃতি স্বরূপে সব প্রশ্নকে সমাপ্ত করে বিন্দু লাগাতে সমর্থ অচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভব

যা কিছুই হোক না কেন, বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে কোনো কিছুই "নতুন কিছু নয়" । প্রতিটি দৃশ্যের অনেক বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে । নতুন কিছু নয় এই স্মৃতিতে থেকে, চঞ্চল না হয়ে, সদা দৃঢ়তার শক্তিতে স্থিত হতে হবে । নতুন কোনও কিছু হলে এটাই আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়িয়ে আসে যে এটা কেন , কিসের জন্য, এমনটা কি হয় ? কিন্তু যা কিছু হচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। তাতে কি, কেন প্রশ্ন থাকা উচিত নয় । বিন্দু লাগাতে হয় । এভাবে যদি প্রতিটি দৃশ্যকে দেখে বিন্দু লাগাতে সমর্থ হও তবে হয় - হয় তেও বাহ বাহ-র গীত গাইতে থাকবে ।

স্লোগান :- সুখদাতা বাবার সুখ স্বরূপ বাচ্চা হয়ে যদি থাক তবে দুঃখের ডেউ কখনও স্পর্শ করবে না ।

০৮-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অতি প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবার যথার্থ পরিচয় কিভাবে জানানো যায়, সেই যুক্তিই বের কর। নিখুঁত সঠিক বাক্যে আল্ফ বা আল্লাহ-র পরিচয় দিতে পারলে, সর্বব্যাপীর ব্যাপারটাই সমাপ্ত হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের চয়ন করা বাচ্চাদের কি এমন দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য ?

উত্তর :- জ্ঞানের প্রতিটি পয়েন্টের উপরেই খুব ভাল রীতিতে সর্বদিক বিচার সাগর মন্বন করে, এক ও একমাত্র এই বাবার সঠিক পরিচয় সবাইকে জানানো। তার সাথে সাথে এটাও জানাতে হবে, কে তাদের পুণ্যাত্মা বানান আর কে বানায় পাপাত্মা - তা তাদেরকে সঠিক উপায়ে বোঝানো বাচ্চাদেরই কর্তব্য। রাবণ-রাজ্যের ফল হানিকারক 'কুল-ফল' খেয়ে অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে, তাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের চয়নে সাহায্য করা। যুক্তিযুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিও বের করতে হবে সেবার জন্য। ঈশ্বরীয় সেবায় ব্যস্ত থাকতে পারলে, অপার খুশীও পাওয়া যায়।

গীত :- ওগো প্রিয় থেকেও
. প্রিয়তম আমার, তুমি এসো আমার
. কাছে এসো, আমার কাছে !

ওঁম্ শান্তি! পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে সর্বদা রচয়িতা নামেই ডাকা হয়। লোকেরা বলে থাকে, পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই রচয়িতা তিনি। কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে হবে, মানুষের কথা তো আগে শোনো ও ভাবো - পরমপিতা যিনি রচয়িতা, তিনি কিভাবে মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচনা রচেন। এই মানুষেরাই ওনাকে বাবা সম্বোধনে ডাকতে থাকে, যখন তারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে। সবাই তখন ঐ এক রচয়িতা বাবাকেই স্মরণ করে। অতএব প্রথমেই একথা বোঝাতে হবে যে, মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা কে ? সেই এক রচয়িতাই সবার বাবা। আলোচনার শুরুতে এ ভাবেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। কিন্তু যখন তা আত্মা-স্বরূপে আসবে তখন, না তো আত্মার না পরমাত্মা-বাবার অন্য কোনও পরিচয় থাকে। আর যদি তার মধ্যে "অহম্ আত্মা"- এই পরিচয়ের ভাব থাকে, তখন বুঝে নিও সে আসলে কার সন্তান। আসলে আমরা সবাই তো পরমপিতা পরমাত্মারই সন্তান। সেই এক ও একমাত্র বাবাই হলেন এসবের রচয়িতা। সে হিসেবে সর্বাগ্রে নিশ্চয় মনুষ্য সৃষ্টি-জগতেরই রচনা করবেন তিনি। আর ওনার রচিত সেই নতুন দুনিয়া যা হবে স্বর্গ-রাজ্য। যেহেতু তিনি বাবা, তাই স্বর্গ-রাজ্যই রচবেন তিনি। কারণ দুঃখ-কষ্টের কোনও রচনা বাবা রচবেন, এমনটা হতে পারে না কখনই। যেখানে আমরা বি.কে.-বাচ্চারা এমন বাবার সন্তান, যিনি স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অতএব আমাদের সেই স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত - না কি পরমধামেই থেকে যাওয়া উচিত ? যা কিছুই হোক না কেন, অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে আসতে তো হবে সবাইকে। বিচার-সাগর মন্বনের এটা একটা সুন্দর যুক্তি। যখনই সময় পাবে, তখনই এই বিচার-সাগরই মন্বন করবে। সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু-গোঁসাইরাও কেউ-ই যথার্থ রীতিতে বাবাকে জানে না। এই বাবা যখন রচয়িতা, তখন তো অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যই রচবেন তিনি। অন্য সব আত্মারা তখন নির্বাণ-ধামেই থাকবে। আত্মাদের পিতা পরমাত্মার এই নির্বাণ-ধামই সকল আত্মার প্রকৃত ঘর, যেখানে বাবাও স্বয়ং থাকেন তার বাচ্চাদের

সাথেই। বাচ্চারা, বেহদের সেই বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগ (যোগ-সাধনা) স্থাপন করতেই তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়। বাবার সাথে যোগের যোগাযোগ না হওয়ার কারণেই, ধারণার অভাবে মানুষের দ্বারা পাপ-কর্ম হয়ে যায়, যার প্রভাব সরাসরি আত্মায় ময়লা-আবর্জনার প্রলেপ পড়ে। আর এই ময়লা-আবর্জনা প্রলেপের মূল কারণ বাবাকে স্মরণ না করা। ভগবান তো কেবল এক ও একমাত্র একজনই। যিনি প্রিয় থেকেও প্রিয়তম এবং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। যেখানে অপার সুখ। আর এখানে এত দুঃখ-কষ্ট হবার কারণেই লোকেরা ভগবানকে স্মরণ করে। যে কোনও বাবাই বাচ্চাদের জন্ম দেন, সুখ দেবার উদ্দেশ্যেই।

সত্যযুগ ও ত্রেতাকে বলা হয় সুখধাম। আর বর্তমান এই সময়কালটা কলিযুগ। এর পরেই আবার সত্যযুগ আসবে। অতএব বাবাকে তো এখন আসতেই হবে। এমন ধরনের বিষয়গুলিকে বিচার-সাগর মন্ডন করে, তবেই কারওকে বোঝাতে বসবে। এখানে তো সরাসরি বাবার দ্বারাই বাবার পরিচয় পাও তোমরা। জাগতিক সাধারণ মানুষেরা সেই প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবাকে জানেই না। আর তারা যখন বাবাকেই জানে না, তাই তো নিজেকেও ওনার বাচ্চা বলে মানতে পারে না। সেখানে আমরা এখন এই বাবাকে জানতে পেরেছি, তাই তো অতি অবশ্যই ওনাকে স্মরণ করতে হবে। যদিও উনি সব আত্মাদেরই অসীম-বেহদের বাবা। সেই নিরাকার বাবা-ই এই সাকার প্রজাপিতার (ব্রহ্মা) দ্বারা ওনার রচনা রচান। অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বি.কে. বাচ্চাদের দ্বারা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাবা অবশ্যই তবে পরমপিতাই হবে, যেহেতু পরমপিতাই এই মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের সৃষ্টিকর্তা।

নতুন কেউ এলে, প্রথমেই তাকে বাবার সঠিক পরিচয় জানাতে হবে। আল্ফ বা আল্লাহ্ অর্থাৎ ভগবানকে মনে পড়লেই, অতি সহজেই সে সবকিছুই বুঝতে পারবে তখন। এই আল্ফকে না জেনে কেউ-ই ঠিক মতন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। আর অন্য লোকদেরও সেভাবেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে, যে যেভাবে সহজেই তা সঠিক বুঝতে পারবে, তখন তারাও ভাববে তোমরা বি.কে.-রা সঠিক কথাই বলছো। বেহদের বাবাই যে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, এমন কথা আর কেউ-ই এভাবে বোঝাতে পারে না। তেমনি আবার নরক-রাজ্যেরও রচয়িতাও অবশ্যই কেউ না কেউ তো হবেই। এই বাবা যেমন পবিত্র বনাবার কারিগর, তেমনি পতিত বানাবার কারিগরও অবশ্যই কেউ আছে। এই পয়েন্টের উপরেই খুব ভালভাবে সহজ-সরল পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে- কে এই বাবা আর কেনই বা আমরা স্মরণ করি ওনাকে। বিকারী রাবণকে তো আর স্মরণ করা যায় না! কিন্তু, লোকেরা তো একেবারেই অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে, তাই না তো তারা পবিত্র বানাবার রাম-পরমাত্মাকে জানে, আর না জানে পতিত বানাবার কারিগর রাবণকে। এখানকার ফর্ম পূরণ করাবার পূর্বেই, তাদেরকে প্রথমেই বাবার সঠিক পরিচয় জানাতে হবে। অন্যরা কেই কোথায়ও এমন প্রশ্ন করতেই পারবে না, তোমরা যেখানে আত্মাধারী তবে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা কে ? আত্মা তো সব মনুষ্যেরই থাকে। তাই তো জীব-আত্মা, পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা.... এভাবেই বলা হয়ে থাকে। পুণ্য-আত্মা বানাবার কারিগর এই বাবা, আর সেই আত্মাকেই আবার পাপ-আত্মা বানায় কে ? এই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটাও খুবই জরুরী। যে বাবা এমন সুন্দর স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, আমরা আত্মাধারীরা সবাই যার বাচ্চা, সেই বাবাকে কি তোমরা জানো ? যেহেতু তিনি আমাদের বাবা, তাই অবশ্যই আমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়াই বনিয়ো দেবেন তিনি। কিন্তু বর্তমান সময় কালটা পতিত দুনিয়ার, তাই তো লোকেরা পবিত্র বাবাকে ডাকতে থাকে-

"পতিত পাবন বাবা তুমি এসো"। এত সব পতিত মনুষ্যদের পবিত্র কে বানায় ? আর পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপীই বিরাজমান হন, তবে তো সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে না, "ওহে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এবার এসো"। তিনি সর্বব্যাপী হলে, ওনাকে তো ডাকার প্রয়োজনই নেই। তাই এখন আপনাদের খুব সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছি শুনুন, যা ব্রহ্মার উপদেশ। যে ব্রহ্মার এই হিতোপদেশ খুবই বিখ্যাত জগতে। আমরা সেই ব্রহ্মারই মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা। সেই ব্রহ্মাকে আবার যিনি সদুপদেশ দিয়ে থাকেন, তিনি অবশ্যই অতি উচ্চ হবেন। (তিনি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা) ব্রহ্মা সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই পুত্র। যিনি সব আত্মারই পিতা। আর ইনি (সাকার ব্রহ্মা) হলেন প্রজাপিতা, সাকার মানুষদের পিতা। বাচ্চারা, তোমরা যদি এমন ধরণের জ্ঞানগুলির বিচার-সাগর মন্বন করে সেবা করতে পারো, তবে তোমরাও খুব আনন্দ পাবে তাতে। যে কেউ তোমার সামনে আসবে, তাকেই এমন সব জ্ঞান-রত্নের উপহার দেবে। যেখানে এই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নানা প্রকারের জ্ঞান-রত্ন চয়ন করান, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিকে পরিণত হও, সেখানে রাবণ এসে তোমাদেরকে হানিকারক ফল- 'কুল' খাওয়া শেখায়।

শিবের বা অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র ও মূর্তি, সেগুলি তৈরী করা হয় পাথরের। আর এই পাথরকে পূজো করতে করতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাও এমন পাথর-বুদ্ধির অর্থাৎ নির্বোধে পরিণত হয়েছে। এমন কি বাস্তবে যিনি বিচিত্র অর্থাৎ নিরাকার শিব, তাকেও পাথরের বানিয়ে রেখেছে। এই চৈতন্যরূপী শিববাবাই বিশেষ কোনও সময়কালে অবশ্যই ধরায় আসেন তার চৈতন্যরূপী আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। আর সেই বিশেষ সময়ে সাকার ব্রহ্মার উপস্থিতিও অবশ্যই থাকবে। ব্রহ্মার প্রধান সহযোগী ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতীও থাকবে নিশ্চয়। বাস্তবে তারা এখন এই সময়ে উপস্থিত এখানেই। সরস্বতীর মহিমা-কীর্তনে তো বলাই আছে, উনি সবারই মনোকামনা পূর্ণ করেন। অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন প্রদানকারী জ্ঞানের-দেবী বা গডেজ্ অফ নলেজ। তাই তো শাস্ত্রকারেরা সরস্বতীর হাতে বীণা-বাদ্যযন্ত্রও দিয়েছে। এইসব পয়েন্টগুলিও বুদ্ধিতে ধারণ করে তার প্রয়োগ করতে হবে। যে ভাষণ করবে, তাকে অবশ্যই এই পয়েন্টগুলির বিচার-সাগর মন্বন করতেই হবে। প্রথমে সাধারণ ভাবে তা লিখে নিয়ে পরে তারও সূক্ষ্ম পয়েন্ট-গুলিকে মন্বন করতে হবে মনের গভীরে। বড়-বড় বিখ্যাত ভাষণকারীরা খুব সতর্কতার সাথে ভাষণ করে। তাদের সেই ভাষণ পয়েন্ট অনুযায়ী একেবারে সঠিকও হয়। ভাষণ করার সময় একটুও আটকে গেলো তো, তখন মান-সন্মান সব ধূলায় মিটিয়ে গেল। তাই তো ভাষণকারীরা এ বিষয়ে আগে-ভাগেই বাড়ীতে খুব ভালভাবে অভ্যাস করে নেয়। সাথে একথাও যথেষ্ট মনে রাখতে হবে যে, কত সুন্দর ভাবে লোকেদের কাছে বাবার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু সেবা তো তোমাদের করতেই হবে। যেখানে এত-এত লোকেরা বিকারী গুরুদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে। যদিও সেইসব গুরু-গোঁসাইরা সদগতি করতে পারে না কারওকেই। পতিত-পাবন নিরাকার একমাত্র ভগবানকেই বলা হয়। তিনি সর্বব্যাপী এই জ্ঞান পোষণ করায়, (তাতে ওনার গ্লানি হওয়ায়) আজ পর্যন্ত কারও সদগতি হয়নি। পতিত-পাবন তো কেবলমাত্র এক ও একমাত্র শিববাবা। যাকে রুদ্র-ও বলা হয়ে থাকে। এই রুদ্র-যজ্ঞই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জগতে। এত বিশাল-বড় যজ্ঞের রচনা আর কারও দ্বারাই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ কত বছর ধরে চলে ? -- যতদিন ধরে এই জ্ঞানের পাঠ চলতেই থাকবে, ততদিন। জাগতিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে লোকেরা নানা প্রকার শাস্ত্রের উপযোগ করে। সেখানে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ইত্যাদি পাঠ করে শোনায়। অজ্ঞানী লোকেরা তাকেই রুদ্র-যজ্ঞ বলে থাকে। বাস্তবে তোমাদের এই যজ্ঞই হলো রুদ্র যজ্ঞ - যা লাগাতর বহু সময়, অনেক বছর ধরে চলতেই থাকে। আর জাগতিক

লোকেদের রুদ্র-যজ্ঞ খুব বেশী হলে মাসাবধি চলতে পারে। আর দেখো, তোমাদের এই যজ্ঞ কতদিন কত বছর ধরে চলে আসছে। ফলে পুরোনো যা কিছু ময়লা-আবর্জনা সে সবেৰ বিনাশও হয়ে যায়। এমন কি সমগ্র পুরোনো দুনিয়ায় যা কিছুই আছে, তা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। এবার আন্দাজ করো - কত বিশাল এই রুদ্র-যজ্ঞ। সব শরীরধারীর নশ্বর-দেহ এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে ভস্মে পরিণত হলে, তবেই তো সব আত্মারা পরমধাম ফিরে যেতে পারবে।

যতক্ষণ না বাবা আসে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পার না। (উনি ছাড়া) মায়ার এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তই বা কে করবে ? আর তেমন কারওকে তো অবশ্যই দরকার। তাই তো মালিক (ভগবান) স্বয়ং আসেন এখানে। এমনটা মোটেই সম্ভব নয়, উনি সর্বব্যাপী বসেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়বেন। উনি স্বয়ং এখানে এই দুনিয়ায় আসেন। আমরা ওনারই সন্তান এবং নাতি-নাতিনীও। বাস্তবে যা তোমরা বি.কে.-রা। সেই বাবাই এখন এখানে এসে স্বয়ং ওনার নিজের পরিচয় জানাচ্ছেন। সাথে সাথে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কার্যও চলছে। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে রাজ-যোগের ঋষি, আর অন্যেরা হঠ-যোগের ঋষি। এ নিয়ে তারা আবার আলোচনাও করে, হঠ যোগের ঋষিদের গুরুত্ব বেশী না কি রাজ যোগের ঋষিদের। এসব কেবলই অজ্ঞানী ভক্তি-মার্গের আলোচনা মাত্র, কিন্তু তোমাদের পথ তো জ্ঞান-মার্গের। এই ভক্তি আর জ্ঞানের পরিমাপের দাঁড়ি-পাল্লার কিছু গল্প-গাঁথাও আছে। দুনিয়ার যাবতীয় পুঁথি-শাস্ত্র একদিকে আর অন্যদিকে কেবলমাত্র একটি গীতা। তাতে দেখা যায় যে গীতার দিকটাই ভারী হয়ে গেছে। এই গীতার জ্ঞানেই জ্ঞানী রাজ-ঋষিরা, যেখানে হঠ-যোগীদের কত অনেক শাস্ত্রের সমাহার। একদিকে ওদের যাবতীয় সবকিছুকে রাখো আর অপরদিকে কেবল গীতাকে রাখো। যদিও বাস্তবে, ঐ গীতা ব্রহ্মাকুমারীসের নয়। তোমাদের গীতা হলো জ্ঞান। আর এই গীতার ভগবান স্বয়ং আসেন তোমাদের সদগতি করতে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের মন ও বুদ্ধিতে এসব অবশ্যই থাকা দরকার। কেউ বুঝতে পারল বা না পারল - প্রত্যেক এক একজনের দায় কিন্তু তোমার উপরেই বর্তাবে। যেহেতু তা বোঝানোর দ্বায়িত্ব তোমার। মৃত্যুর আগে তো সবারই তখন সেই দৃষ্টি আসে। এই জ্ঞান-যজ্ঞের বহিঃশিখা থেকেই সেই বিনাশের জ্বালামুখীর সৃষ্টি। তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডব বাচ্চাদের প্রভু পরমপিতা পরমাত্মা। পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র পরমাত্মা, কৃষ্ণ অবশ্যই নয়। কৃষ্ণ তো কত ছোট রাজকুমার। তাকে তো কেউ গড়-ফাদার বা ঈশ্বরীয় পিতা বলে না। সন্তান-সন্ততি হলে তবেই তো তাকে বাবা বলা হয়। যেখানে কৃষ্ণ নিজেই একজন বাচ্চা, সেক্ষেত্রে ওনাকে বাবা বলবই বা কি প্রকারে ? জাগতিক নিয়মে কিন্তু তা বলে না। কৃষ্ণের আবার সাথীরও প্রয়োজন। তাদের দুজনের বাচ্চা হলে তবেই তো কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে। আর তখন আবার ঘর-গৃহস্থীর ব্যাপার এসে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানে তো নিরাকার বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তা গৃহস্থ ব্যবহারের মধ্যে পড়ে না, যিনি সদা-কালের পবিত্র। কৃষ্ণ যেখানে মাতার গর্ভে জন্ম নেয়, তাই তাকে তো আর পতিত-পাবন বলা যায় না।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে তো এই ব্রহ্মার শরীরেই অবস্থান করতে হবে। অতএব প্রজাপতির সাকারী শরীরও থাকতে হবে সেই সময়কালে। আর এই কারণেই ওনার নাম ব্রহ্মা, যার সাধারণ শরীরে প্রবেশ করেন নিরাকার শিববাবা। ৮৪ জন্ম কর্মভোগের পর এটাই ব্রহ্মার আত্মার জন্মের অন্তিম জন্ম, আর বর্তমান সময়ে ওনার এখন বানপ্রস্থ অবস্থা - অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনুভবী রথ (শরীর)! কথিত আছে অর্জুন অনেককেই গুরু

বানিয়ে, নানাবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে অনেক জ্ঞানও অর্জন করেছিল। তোমরাও অন্যদের এভাবে বোঝাতে পারো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কি তারা শুনেছে কখনও ? আর ব্রহ্মা যদি থেকে থাকে তবে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বও অবশ্যই থাকবে। এই বর্ণ বা বংশ-কুলটাই প্রধান বিষয়। সৃষ্টি-চক্রেও এই বর্ণের উল্লেখ থাকে। এই কুলগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ-কুলই সংখ্যায় সবচেয়ে ছোট কুল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদেরকে জ্ঞান ধারণ করতে হয়। সংখ্যায়ও তারা যথেষ্ট কম থাকে। ব্রাহ্মণদের থেকে দেবতাদের সংখ্যা থাকে কিছু বেশী। তার থেকে বেশী থাকে ক্ষত্রিয়, তারও বেশী বৈশ্য, আর সবচেয়ে বেশী শূদ্র। অতএব এবার বোঝো, তোমরা ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় কত কম। সেই কম সংখ্যার মধ্যেও আবার অনেক কম ব্রাহ্মণই আছে যাদের খুশীর পারদ সর্বদাই উর্দ্ধগতিতে। এ বিষয়ে বাবা জানাচ্ছেন, খুশীর পারদ উর্দ্ধগতি হয়, অমৃতবেলার যোগ-অভ্যাসে। দিন ও রাতের বায়ুমণ্ডল তো তেমন শুদ্ধ থাকে না। তাই তা যোগের সহায়কও হয় না। আর এই কারণেই অমৃত-বেলার এত মাহাত্ম্য। সেই সময়ে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আত্মার শরীরের সম্পর্ক থেকে নিরাসক্ত ও স্বতন্ত্র থাকে। যা খুবই শুভ-মুহূর্ত। বস্তুতঃ, সব সময়েই চলতে-ফিরতে, কর্ম-কর্তব্য করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু হঠাৎ করে এক জায়গায় বসে পড়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম, সেই স্মরণ স্থায়ী বা যোগযুক্ত হয় না। ঋষি-মুনি ও ভক্ত লোকেরাও অমৃতবেলায় উঠে মন্ত্র পাঠ ও কীর্তন ইত্যাদি করে। যেহেতু সেই সময়ে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ থাকে। তাই সে সময়ে কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তাকে বলতে হবে, এখন আমার জ্ঞান-পাঠের সময়। এটা কোনও অন্ধশ্রদ্ধার ব্যাপার নয়। এখন নিরাকার বাবা শিক্ষক রূপে আমাদের সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। মানুষেরা তাতে হতভম্ব ও আশ্চর্য হয়ে যাবে, যিনি নিরাকার তিনি আবার পড়াবেন কিভাবে। কিন্তু ভগবানের একথাও তো সত্য, তাই উনি অবশ্যই শরীরে প্রবেশ করে রাজযোগ শিখেয়ে থাকেন। তখন তিনি সেই শরীরের আধারকে ভাড়া (ভর) করেন। তাই, সর্বাগ্রে যথেষ্ট যুক্তি-যুক্ত ভাবে বাবার পরিচয় জানাতে হবে। সর্বব্যাপী বললে তো আর আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভগবানের মহাবাক্য কানে ঢুকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে বুঝতে পারে না।

ভগবান হলেন নিরাকার, ব্রহ্মা হলেন সাকার প্রজাপিতা, আর তোমরা বি.কে.-রা হচ্ছেো ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মার শরীরে এসে অবস্থান করে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। যতক্ষণ তোমরা বাবার পরিচয় দিতে থাকবে, ততক্ষণ বাবাও স্মরণে থাকবে। (ফর্ম) যারা যারা লিখবে বাবা নিরাকার, তাদেরকে অবশ্যই ভাল করে বোঝাতে হবে। আবার যারা যারা লেখে, এসবের কিছুই জানি না,- তাদেরকে বলতে হবে, আরে তোমরা তোমাদের প্রকৃত পিতাকেই জানো না ? তাকে পরমপিতা-পরমাত্মা বল যেখানে, তবে তো ওনার কোনও অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কেউ না কেউ তো হবেনই তিনি। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, তোমাদের আগামী ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের আজীবিকা যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা এই পরমপিতা-পরমাত্মার কাছ থেকেই। আর এতে যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাদের মাথায় বিশাল পাপের বোঝা চাপে। এতসব জেনেও অনেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা তা জানে না, তাদের অবশ্য কোনও দোষ হয় না। হিসেব করে দেখতে গেলে বর্তমানের গোটা দুনিয়াটাই তো অবুঝের। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ-সূমন স্মরণ ও ভালবাসা এর প্রতিটি অক্ষরের অর্থ তোমরা নিশ্চয় জানো বাচ্চারা। সর্বাগ্রে মাতা-পিতা, তারপরে বাপদাদা। মাতা-পিতা

তাকেই বলা যায়, যে সন্তানকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলে। এই দুয়ের পরে আসে বাপদাদা, এরও পরে আসে জগদম্বা। এসব অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্য ব্যাপার। প্রথম গুহ্য রহস্যের হেঁয়ালি কথাটি - যা বুঝতে পারলে মানুষ খুবই লাভবান হয়। এরও পরে সিকিলধে অর্থাৎ হারানিধি - (বহুদিনের হারিয়ে যাওয়াকে খুঁজে পাওয়া) - যা কিনা দ্বিতীয় রহস্যের হেঁয়ালি। এরপর আসে ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী- এটাও একটা নতুন রহস্যের হেঁয়ালি। প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যেই এমনই হেঁয়ালি লুকিয়ে আছে।..... আচ্ছা !

স্বদর্শন চক্রধারী, চোখের তারার মণির মতন রত্নধারী বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সূমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলার শুভ মুহূর্তে খুব প্রেম-পূর্বক বাবাকে অনেক অনেক ভালবেসে স্মরণ করে খুশীর পারদকে বাড়াতে হবে। চলতে-ফিরতেও স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) পাপ কর্ম এড়ানোর জন্য কিস্বা জ্ঞানকে খুব ভালভাবে ধারণ করার নিমিত্তে এক ও একমাত্র বাবার সাথে বুদ্ধিযোগে যোগযুক্ত হবার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সন্তুষ্ট থেকে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে নিজে সদা সন্তুষ্ট থাকে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করে, তা যা কিছুতেই হোক না কেন, কেউ যতই তা থেকে বিচ্যুত করাতে চায় না কেন, কিন্তু তাতেও সতর্ক ভাবে নিজেকে সন্তুষ্ট রেখে অপরকেও সন্তুষ্ট করতে হবে। এই স্মৃতি স্মরণে থাকলে কখনই ক্রোধ আসবে না। এমন কি যদি কেউ বার বার ভুলও করে, তবুও তাকে পরিবর্তন করার জন্য ক্রোধ করবে না। বরং দয়াবান হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দৃষ্টি রাখলে সহজেই সে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমের অনুভবী হতে পারলে কোনও বাধাই তোমাকে আটকাতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সত্য বাবার সঙ্গে সত্যপরায়ণ হয়ে থাকো তাহলে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন জমা হতে থাকবে"

প্রশ্ন:- কোন্ প্রাপ্তি ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারবে না ?

উত্তর :- মানুষের চাহিদা থাকে শান্তি বা সুখ প্রাপ্ত হোক। শান্তি প্রাপ্ত হয় মুক্তিধামে এবং সুখ প্রাপ্ত হয় জীবন মুক্তিতে। তো মুক্তি ও জীবনমুক্তি এই দুয়ের প্রাপ্তি ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করাতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের এখন এমন বিভ্রান্ত আত্মাদের প্রতি দয়া অনুভব হওয়া উচিত। তারা ভাগ্যহীন হয়ে পথ খুঁজছে , হয়রান হচ্ছে। তাদের পথ দেখাতে হবে ।

গীত : ন্যায়ের পথে বাচ্চারা দেখাও তোমরা এগিয়ে, এই দেশ হল তোমাদের কালকের.....

ওম্ শান্তি। এই গীতটি হল বাচ্চাদের জন্যে কারণ সত্যের পথে সত্য বাবার নির্দেশ অনুযায়ী বাচ্চারা এগিয়ে চলেছে। তারপর কেউ ভালো করে চলে , কেউ চলেনা। যে চলবে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। না চললে সে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবেনা। পিতা বা প্রিয়তমের সঙ্গে সততা পরায়ণ হয়ে থাকতে হবে কারণ ওঁনার সত্য মত প্রাপ্ত হয়। অন্যরা সব মিথ্যা মতামত দেয়। মানুষ, মানুষকে মিথ্যা মতামত দেয়। গায়নও আছে মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া এখানে সবই মিথ্যা। সত্যথও মিথ্যা হয়না। যে সত্যথওের জন্যে তোমরা পুরুষার্থ করছ। সুতরাং বাচ্চাদের বাবার সঙ্গে খুব সত্য হয়ে থাকতে হবে। তিনি হলেন বেহদের পিতা। সত্য হয়ে থাকলে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন করে পদমপতি হতে থাকবে। মিথ্যুক পদমপতি হতে পারবেনা। অর্থাৎ বাবাকে মিথ্যা বলা খুব খারাপ। সর্বদা সত্য হয়ে থাকা উচিত , নাহলে সত্যথওে এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবেনা। আচ্ছা, এই হল বাচ্চাদের প্রতি সাবধানী বার্তা।

এবারে বাচ্চাদের কাউকে বোঝানোর উপায় শিখতে হবে যে অবুঝ কে কিভাবে বোঝাবে। অবুঝ কেন বলা হয় ? কারণ মানুষ বোঝেনা। বলে যে মানুষ সৃষ্টির রচয়িতা হলেন পরমাত্মা । কিন্তু রচনা এই কথা জানেনা যে তাদের রচয়িতা কে । ভক্তি ইত্যাদি করে -- শান্তি অথবা সুখের জন্য। পূর্বে আমরাও এমন করতাম , যখন বাবাকে পাইনি। কৃষ্ণের ভজন গায়, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে প্রসন্ন করতে সাধনা করে, কিন্তু তাঁর কাছে কি চাই, তা জানা নেই। আমাদের রচয়িতা কে, কিছু জানা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যত দিন বাবার পরিচয় জানা ছিলনা আমরাও অনেক রকমের সাধনা, ভক্তি করেছি। করতে করতে তার পরিণাম কি হয়েছে ? কিছুই না। সৃষ্টিকে তো তমো প্রধান হতেই হবে। তাহলে এত যে সাধনা করা হয় তার পরিবর্তে কি লাভ হয় , সেসব বিচার করাই হয়না , এখন জ্ঞান হয়েছে যে কিছুই প্রাপ্তি হয়না। কি চাই -- সে কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। সন্ন্যাসীরা বলবে নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্যে আমরা সাধনা করি। কিন্তু সে তো তখন সম্ভব যখন পথের ঠিকানা জানা থাকবে , একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে তবে তো ঠিকানা বলতে পারবে, অর্থাৎ কেউ তো পথের ঠিকানা বলতে পারেনা। যারা এসেছে তাদের পুনর্জন্ম নিতে হয় । অস্তিম সময় পর্যন্ত পুনর্জন্ম নিতে হবে। যতক্ষণ না সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে বা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জর্জরিত হচ্ছে ততক্ষণ সবাইকে থাকতে হবে। মানুষ অনেকের জন্যে ভাবে, অমুক জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে,

বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে বা স্বর্গে গেছে। বাস্তবে স্বর্গে তো কেউ যায়না। স্বর্গ কোথায়, নির্বাণ ধাম কোথায়, সেখানে কি হয়, সেখানে গিয়ে ফিরে আসা যায় কবে ! কিছুই জানেনা। তোমরা সবকিছু জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ যদি আসে তবে তাকে জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি চাও ? গুরুর কাছে মনস্কামনা কি কর ? বাস্তবে তাদের মনস্কামনা তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা জানো। মনের কামনা কি রাখা উচিত, কি প্রাপ্তি করার কামনা রাখা উচিত -- সেও কেউ জানেনা। এখানে কিছুই ভালো লাগেনা, তাহলে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সাধনা করে। এবারে যাওয়ার জন্যে দুটি ধাম আছে নির্বাণ ধাম বা শান্তিধাম। সেখানে আত্মারা নিবাস করে। তোমরা কি সেই ধামে যেতে চাও ? বাচ্চারা তোমাদের তাদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত। তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। পথ জানা নেই। গাইড হলেন একজন। তিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যান বা জীবনমুক্তি প্রদান করেন একজন-ই। তিনি যতক্ষণ আসছেননা ততক্ষণ কারো মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয়না। এই দুই সম্পত্তি একমাত্র বাবার কাছে আছে। যতক্ষণ ভগবান নিজে ভক্তের কাছে না আসেন ততক্ষণ সেসব প্রাপ্তি হতে পারেনা। স্বর্গে সুখ ও শান্তি দুটোই আছে। শান্তি কেন বলা হয়েছে ? কারণ সেখানে লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয়না। যদিও প্রকৃত শান্তিধাম হল নির্বাণ ধাম। যেখানে সব আত্মারা শান্ত থাকে, তারপর আত্মারা যখন অর্গ্যাঙ্গ প্রাপ্ত করে তখন কথা বলে। অর্থাৎ সেখানে সুখ শান্তি দুই-ই আছে। সুখ হয় সম্পত্তি দ্বারা। সেখানে অর্থাৎ সত্যযুগে তো সম্পত্তি অনেক আছে। এখানে সম্পত্তি নেই তাই মানুষ রুটিও পরিশ্রম করে খায়। সম্পত্তি থাকলে বিমান, বিশাল মহল ইত্যাদি সবই হল বৈভব। অর্থাৎ সম্পত্তিও চাই, শান্তিও চাই। সুস্থ শরীরও চাই। এইসব কিছু বাবা প্রদান করেন। বোঝান হয় এই কলিযুগ হল দুঃখ ধাম। নতুন দুনিয়া হল সুখধাম। সেখানে দুঃখ হয়না। পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সেখানে সব আছে। দ্বিতীয় হল মুক্তিধাম, সেখানে কেউ সর্বদা থাকতে পারেনা। পুনর্জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করতেই হবে। ততক্ষণ পরম ধামে থাকবে যতক্ষণ পার্টে নামছে। সত্যিকারের মিষ্টি মধুর নিবাসের কথা স্মরণ করে, নাটকে সর্বদা নম্বরের সীমা থাকে। অমুক ড্রামায় এতজন অ্যাক্টর, এইসব তো অনাদি তৈরি করা ড্রামা। সীমিত নম্বর রয়েছে, ভারতে ৩৩ কোটি দেবতাদের লিমিট আছে। এইসময় অনেকে কনভার্ট হয়ে গেছে। তাই যে আসবে তাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে কি ইচ্ছে নিয়ে এসেছ ? কি চাও ? দর্শন করে কোনো লাভ তো হয়না। গুরুর কাছে কিছু ইচ্ছে নিয়ে যায় সবাই। একটি ইচ্ছে থাকে কিছু প্রাপ্তি হোক। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হোক, কেউ চায় এমন পথ বলে দাও যাতে সর্বদা শান্তিতে থাকতে পারি। মন বড় চঞ্চল। বলা শান্তি তো পরমধামে প্রাপ্ত হবে। এক হল শান্তিধাম, দ্বিতীয় হল সুখধাম, তৃতীয় হল দুঃখধাম। তোমরা কি চাও তবে আমরা বলি এই সাধনা বা ওই পুরুষার্থ কর। সাধনা বা পুরুষার্থ একই কথা। ভক্ত সাধনা করে অন্যত্র যাওয়ার জন্যে অথবা পরম ধামে ফিরে যাওয়ার জন্যে। মোক্ষ তো কেউ প্রাপ্ত করেনা। এই হল তৈরি করা ড্রামা। সন্ন্যাসীদের নিজের সন্ন্যাসী ধর্মে আসতেই হবে। খ্রিস্টিয়ান ধর্ম ক্রাইস্টের দ্বারা স্থাপন হবে। সত্যযুগ, নতুন দুনিয়ায় পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে, তাকে বলা হয় সুখধাম, শিবালয়। এই হল বৈশ্যালয়। তোমরা কি চাও ? শান্তি চাও ? সে তো শান্তিধামে প্রাপ্ত হবে। তাও তখন যতক্ষণ সুখধামের অর্থাৎ দেবী দেবতাদের পার্ট আছে। তারপর তো সবাইকে নম্বর অনুযায়ী পার্ট প্লে করতে আসতে হবে। তোমরাও পুরুষার্থ করলে বৈকুণ্ঠে যাবে। ভারত বৈকুণ্ঠ ছিল, এইভাবে বলা উচিত। বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। তিনি এসে বাচ্চাদের আসল পরিচয় দেন। পিতা না হলে সন্তানের পরিচয় হবে কিভাবে। এমন তো নয় যে বুঝবে আমরা হলম ভগবানের সন্তান। যদি এমন হয় তবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বলা তো ভগবান কি রচনা করেন ? তিনি তো স্বর্গের রচনা করেন। তাহলে তোমরা নরকে ধাক্কা কেন

থাও , তখন ৮৪ জন্ম বলতে হয়। ভগবান তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছেন তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন নরকে এসে পড়েছ। এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। তোমরা এইসব জানোনা আমরা বলি। তোমরা প্রথমে স্বর্গে ছিলে পরে ৮৪ জন্ম ভোগ কর। এখন বাবা ও স্বর্গকে স্মরণ করো। পদ্মফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে হবে, তোমাদের হল হঠযোগ। এই হল রাজ যোগ। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। এই হল প্রবৃত্তি মার্গ। তোমাদের পথ আলাদা, নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের। এই হল প্রবৃত্তি মার্গ জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করার। আমাদেরও বাবা বলে দিয়েছেন। এবারে তোমরা বাবাকে স্মরণ কর তাহলে অগ্নিম কালে যে মতি সেই অনুযায়ী গতি হবে। বিকর্মের বোঝা তখন বিনাশ হবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে। এই দুটি স্থান আছে যেখানে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়। তোমাদের কি চাই ? তোমরা কি স্বর্গে যেতে চাও ?

গায়ন আছে তুমি আমাদের মাতা-পিতা.... যদি ঘন সুখ চাই তো গৃহস্থ থেকে রাজ যোগ শেখ। পবিত্র থাকতে হবে তারপর দুজনের মধ্যে যে থাকবে, কোনো বন্ধন নেই। স্বর্গের মালিক না হতে চাইলে বাঁধবে কি করে, বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র থাকতে হবে। এক সন্ন্যাসী লিখেছিলেন আমি সাধু কিন্তু পথের পুরো ঠিকানা আমার জানা নেই। শুনেছি আপনারা পথ বলে দেন । আমি কি করি ? আমি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হলে ফলোয়ার্স দেব সঙ্গে আসব। কিন্তু এভাবে কেউ হতে পারেনা। তারা ভাবে ফলোয়ার্স দেব যা বলা হবে তারা সেসব পালন করবে। কিন্তু এমন তো হয়না। বি. কে.দের নাম শুনেই বলবে এদের জাদু লেগেছে। হ্যাঁ , কেউ কেউ বেরিয়ে আসে, কিন্তু আমরা কখনও সন্ন্যাসীদের আশ্রম হাতিয়ে নেবনা। ধরে নাও কেউ বুঝল যে এই পথ ভালো, তাহলে কি আমরা তাদের আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করব কি ? কুমারীরা গিয়ে ভাষণ করবে , যদি পছন্দ হয় তবে থাকবে। বাকি আশ্রম নিয়ে আমরা কি করব ? তারা লেখে আমরা এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ? তখন তাদের উত্তর দেওয়া উচিত তোমরা সাধনা কর কোথায় যাওয়ার জন্যে ? মুখ্য উদ্দেশ্য টি কি ? কার সঙ্গে দেখা করতে চাও ? কোথায় যেতে চাও ? তোমরা হলে হঠ যোগী সন্ন্যাসী , আমাদের এই হল রাজ যোগ। পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। এই কলিযুগ হল দুঃখ ধাম , সত্যযুগ হল সুখ ধাম। কলিযুগে দেখো অনেক ধর্ম , কত লড়াই ঝগড়া। সত্যযুগে হল একটি ধর্ম। ঐ হল সত্য প্রধান দুনিয়া। যথা রাজা রানী তথা প্রজা , সবাই সত্য প্রধান। এখানে আছে যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সবাই তমো প্রধান। এই হল কাঁটার জঙ্গল , ঐটি ফুলের বাগান। সুতরাং পথ আছে দুটো। হঠযোগ ও রাজ যোগ। এই রাজ যোগ হল স্বর্গের জন্যে। রাজার রাজা হবে স্বর্গে। স্বর্গ স্থাপনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা সন্ন্যাস ধর্মে থাকব তাহলে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করা হবেনা। গৃহস্থ থাকতে হবে। এই হল নিয়ম যা ছেড়ে পালিয়েছ তার-ই কল্যাণ করতে হবে। প্রথমে তুমি ভালো করে বোঝ তারপরে হবে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। তোমরা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ। যদি বা বাল ব্রহ্মচারী হও তবে মাতা-পিতাকে ত্যাগ করেছ, তাদেরও বোঝাতে হবে। নিয়ম তো প্রথমে বোঝাতে হবে।

পুরানো দুনিয়াকে নতুন করার কাজ তো একমাত্র বাবার। বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয়। তিনি পতিতদের পবিত্র করেন, নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। স্বর্গে বাস করেন দেবী দেবতা। বাকিরা সবাই নির্বাণ ধামে বাস করে। সবাইকে সুখ শান্তি প্রদান করেন যিনি, তিনি একমাত্র বাবা। বাবা আসেন এক ধর্মের স্থাপনা করে অন্য সব ধর্মের বিনাশ করতে এবং তখন সবাই পরমধামে

বাস করবে। এই হল বিনাশের সময়। সবাই হিসাব নিকেশ পূর্ণ করে ফিরে যাবে। সব আত্মারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে। কেউ কিছু জন্ম, কেউ কিছু জন্ম পার্ট প্লে করে। সবাইকে তমো প্রধান হতেই হবে। বাকি কেউ ফিরে যেতে পারেনা। আর না-ই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বাকি থাকল মুক্তি-জীবনমুক্তি, আমরা জীবনমুক্তির জন্যে পুরুষার্থ করি। এতে মুক্তিও রয়েছে। তোমরা যদি মুক্তি চাও তবে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। এই একটি পথ বাবা নিজে বলে দেন এবং স্ব দর্শন চক্রও ঘোরাতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে তাহলেই স্বর্গে আসবে। সুতরাং সন্ন্যাসীদের তাহলে গৃহস্থে আসতে হবে, তার জন্যে সাহস চাই। এক জ্ঞানেশ্বর গীতা আছে যাতে লেখা আছে, একটি সন্তান জন্ম দিয়ে যদি সন্ন্যাস কর তাহলে বংশ বৃদ্ধি হবে। তাহলে তো কেউ বাল ব্রহ্মচারী হতে পারবেনা। বাল ব্রহ্মচারী ভীষ্ম পিতামহের খুব মান আছে। কিন্তু মানুষ তো একে অপরকে বিশ্বাস করেনা। ভাবে গৃহস্থে থেকে বিকারগ্রস্ত হবেনা, এতো অসম্ভব। কিন্তু তারা কি ভগবান সর্ব শক্তিবানের সাহায্য পেয়েছে। না কারো কাছে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করে স্বর্গের স্থাপনা করার শক্তি আছে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে সুখে নিয়ে যাওয়া, পরমাত্মা ব্যতীত এই কর্ম কেউ করতে পারেনা। দুটি দরজার চাবি বাবার কাছে আছে। স্বর্গের দরজা খোলে সাথে মুক্তির দরজাও খোলে। মুক্তিতে না গিয়ে স্বর্গে আসবে কিকরে। দুই দরজা একসঙ্গে খোলে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মুক্তির জন্যে বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে এবং জীবন মুক্তির জন্যে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে, (এই অলৌকিক পার্ট) পড়তে হবে।

২) যারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায় দয়ালু হয়ে তাদের ঘরের পথ বলে দিতে হবে । মুক্তি ও জীবন মুক্তির বর্ষা প্রত্যেককে বাবার থেকে প্রাপ্ত করাতে হবে।

বরদান :- সর্বদা বিজি থেকে প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন কারী মায়াজিত হও

ব্যাখা: তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হয়েছ সর্বদা বিজি থাকার জন্যে, যারা বিজি থাকে তারা বড় বড় বিজনেসম্যান হয় তাদের প্রতি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন জমা হয়। সম্পূর্ণ কল্পে এমন বিজনেস কেউ করতে পারেনা এবং যারা সদা বিজি থাকে তাদের কাছে মায়া আসেনা কারণ মায়াকে রিসিভ করার মতন সময় তাদের নেই । তাই সর্বদা এই রুহানী নেশায় থাকো যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম আছে। কিন্তু এমন হবে যত নেশা তত নির্মাণ চিত্ত।

স্লোগান - নিজের সেবাকে বাবার সামনে অর্পণ করে দাও তাহলে সফলতা নিশ্চিত।

"মিষ্টি বাচ্চারা -ভগবান এসেছেন সমস্ত ভক্তদের ভক্তির ফল মুক্তি-জীবনমুক্তির ঠিকানা দেবার জন্য তোমরা এখন ভক্ত থেকে উত্তরাধিকারী হয়েছ"

প্রশ্ন : কোন্ স্মৃতি ধারণ করে থাকলে তোমাদের হৃদয়ে খুশির ঢাক-ঢোল বাজতে থাকবে ?

উত্তর : সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে, মোস্ট বিলভেড বাবা এসেছেন আমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য, রাজাদের রাজা করার জন্য। আমরা এখন সূর্যবংশী রাজা রানী তৈরী হচ্ছি। বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, ওয়েলদি বানাচ্ছেন । আমাদের সত্যযুগী রাজ্যে সবকিছুই ফার্স্ট ক্লাস হবে। তত্ত্বও সত্যপ্রধান হবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই ফুলের মতন হবে। এই স্মৃতিতেই হৃদয়ে খুশির ঢাক-ঢোল বাজতে থাকবে।

ওম শান্তি। বাচ্চারা জানে ,বাবা পরমধামে থাকেন। বাবা নিজে স্বয়ং বলেন এখন আর তোমরা ভক্ত নও। এখন তো তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। ভক্তরা ভগবানকে খুঁজতে থাকে। ভক্তদের ভগবান বলতে পারবে না। ভক্ত অনেক, ভগবান এক । ভক্তরা যখন মানব তাহলে ভগবানকেও মানুষের রূপেই আসতে হয়। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এক, ভক্ত অনেক। সকল মানুষই এখন ভক্ত, ভগবানকে স্মরণ করে। মনে করে ভগবানকে কোনো এক সময় আসতে হবেই। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, অবশ্যই একজনই হবেন। অনেকজন তো হবেন না। ভগবান মনুষ্যের রূপে এসে ভক্তদের বোঝান। অর্ধেক কল্প ধরে আমাকে স্মরণ করে। নাটকের অঙ্গ অনুসারে ভক্তিমাগে অবশ্যই স্মরণ করতেই হবে। পুনরায় আমি ভগবান, মানুষের রূপ ধারণ করে ভক্তদের কাছে আসি। ভক্তরাও মানুষ তাই আমাকেও মানুষদের সাথেই মিলিত হতে হয়। অবশ্যই মানুষের রূপ ধারণ করতে হয়, কোনো কচ্ছপ বা কুমিরের নয়। বাবা বলেন আমি এসে বাচ্চাদেরকে আমার পরিচয় দিই। আমার পার পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই আমিই এসে পরিচয় দিই যে আমি এসেছি। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছেন। এটাও বোঝান আমি কোন্ বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করি। এই (ব্রহ্মা) হলেন সবথেকে বড়ো ভক্ত। ভক্ত তো একজন নয়। যারাই পুরানো ভক্ত আছে, তাদের হিসাব কষে দেন। সেই প্রাচীন দেব-দেবীরা যারা সত্যযুগে ইত্যাদিতে ছিল, তারাই ভক্তি মাগে এসে পুনরায় ভক্তি আরম্ভ করে । তাহলে এরা হলো সব পুরানো ভক্ত। তারাই পুরো ভক্তি যুক্ত ছিল। তারাই এসেছে ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ করে দেবী-দেবীর পদ প্রাপ্ত করতে। পুনরায় এসে সম্মুখ মিলিত হচ্ছে। তোমরা জানো, তোমরা ভক্ত ছিলে, পুরো দুনিয়াই ভক্ত। ভগবান এসেছেন ভক্তদের রক্ষাকর্তা হয়ে, কেননা ভক্তরা বড়ো দুঃখী। ভক্তরা এটা জানেনা যে শান্তি এব সুখ কোথায় পাওয়া যায় ! ভগবান এসে বোঝান যখন আমি আসি, বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি। অসীমের বাবা নিশ্চয় অসীমের উপহার আনবেন। এখন তোমরা বুঝেছ যে, তোমরা ভক্ত নও। ভগবান এসে নিজেরই উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। ভক্তরা উত্তরাধিকারী নয়। তারা এমন মনে করে না যে তারা বাচ্চা। বাবার কাছে উত্তরাধিকার পেতে হবে। তারা তো সর্বব্যাপী বলে দেয়, তাহলে ভগবান কোথা থেকে আসবেন। এখন তোমাদের অবশ্যই উত্তরাধিকার পেতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো। উত্তরাধিকারও প্রথমশ্রেণীর চাই। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নয়। সকল ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, তাঁর সাক্ষাতের আশা রাখে । কিন্তু জানেনা কি করে তাঁর কাছে যাবে। তাই ভগবানকেই আসতে হয়। উনি পড়ানো, তোমরা জানো ভগবান এসেছেন সবাইকে ভক্তির ফল দেবার জন্য বা সকলকে

সুখী করার জন্য। ভগবানকে এখনই আসতে হয়। উনি হলেন রুহানি পান্ডা । বাস্তবে মানুষের সত্যিকারের তীর্থ হলো মুক্তি এবং জীবনমুক্তিধাম । স্বর্গের দেবতাদের জড় চিত্রগুলি এখানে আছে । সেই সব জড় চিত্রগুলির কাছে যাত্রা করতে যায় । সেটা হয়ে যায় শরীরী যাত্রা । দিলওয়ারা মন্দিরে বা জগদম্ভার কাছে তীর্থ যাত্রা করতে যায়, সেটা হলো ভক্তি । ভগবান এসে এইসব যাত্রার ধাক্কা থেকে মুক্ত করেন। যখন ভক্ত ভগবানের সাথে মিলিত হয় তখন তিনি ভক্তির দুঃখ থেকে তাদেরকে মুক্ত করে ঠিকানা লাগান । বাবা বলেন অন্যান্য সব ধর্মের সকলকেও ঠিকানা লাগাতে আমি এসেছি। আসল হলো মুক্তি, জীবনমুক্তিধাম। সকলকেই নিজের ধাম অথবা স্বর্গ ধামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। আমরা ভগবানের কাছে যাই। কারা স্মরণ করে ? স্মরণ করে এই অর্গানস এর দ্বারা। বাবা বলেন এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান টপটপ করে পড়তে থাকে । নিশ্চয়ই অবিনাশী ড্রামা অনুসারেই বাবা এসেছেন। বাচ্চাদের রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যাবেন। গাইড হয়ে এসেছেন। তোমাদেরকে রুহানি তীর্থে যেখানে যেতে হবে সেখান থেকে আর ফিরে আসতে হবে না । এখানে আছে অল্প কালের জন্য শারীরিক তীর্থ । এই জড় তীর্থ একসময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তোমরা আবার সব তীর্থে যাও। সত্যিকারের তীর্থ একটাই - মুক্তিধাম এবং দ্বিতীয় হলো জীবনমুক্তিধাম। সেই সব তীর্থে যাওয়ার জন্য ভক্তরা শারীরিক তীর্থ করতে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রা করার পর মুক্ত হয়ে আমরা অলৌকিক তীর্থে চলে যাবো, পুনরায় এই মৃত্যু-লোকে আসতেই হবে না । মুক্তিধামে গিয়ে বসবে, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় স্বর্গে গেলে আসা-যাওয়া চলতে থাকবে। স্বর্গবাসী হয়ে যাবে। তোমরা জানো বাবা আমাদের স্বর্গবাসী তৈরী করছেন। আমরা স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই দুনিয়ার কেউই জানেনা, সকলেই একদম মূর্থ। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েও কোনো লাভ নেই। এখনকার পরিস্থিতিতে তো এটাই বলবে। স্বল্পকালের সুখকে অল্পই বলা হবে । অটেল মিষ্টান্ন আর অল্প মিষ্টির মধ্যে অন্তর তো আছেই।

এখন তোমরা বুঝতে পার যে আমরা সূর্যবংশী রাজা-রানীতে হতে যাচ্ছি আর বাকী দুনিয়ার মানুষের আশা হল কেবল সম্পদশালী হওয়ার । সুখী হতে গেলে সম্পদ তো অবশ্যই চাই। সম্পদের সাথে চাই হেল্থ। হেল্থ, ওয়েল্থ থাকলে অনেক সুখও থাকে। এই দুনিয়ায় হেল্থ, ওয়েল্থ দুইই পাওয়া যায় না। এক জন্মে একজন মানুষের কাছে এগুলো একসাথে থাকতে পারে না। ওখানে তো তোমরা ২১ জন্মের জন্য হেলদি এবং ওয়েলদি থাকো। ওখানে তো আনা পত্র খুব সম্ভাব্য হবে। টাকা-পয়সার তো দরকারই পরবে না। পয়সার পরিবর্তে হয়তো মোহর দেবে আর জিনিসপত্রও ফার্স্টক্লাস হবে। তবু সতোপ্রধান হলে জিনিসপত্রও খুব ভালো হবে । ভোজনাডিও কত মজাদার হবে। এখন তো তোমাদের অন্তরে ঢাক-ঢোল বাজতে থাকা উচিত। মোস্ট বিলাভেড বাবা এসেছেন। বলেন আমি তোমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা স্মরণ করেছো। বিলাভেড বলেই তো স্মরণ করো। মানুষ তো কিছুই জানেনা। বাবা আমাদের রাজাদের রাজা, স্বর্গের মালিক, বিশ্বের মালিক বানান । দেবী-দেবতারা তো বিশ্বের মালিক, তাই না। কিন্তু তাদেরকেও ছোট বেলা থেকে কালিমা লিপ্ত করে দিয়েছে। কত মিথ্যা দোষারোপ করে দিয়েছে। মায়া একদম ১০০ শতাংশ নন-সেন্স বুদ্ধি বানিয়ে দেয়। এটাও নাটকের খেলা। অতএব মোস্ট বিলাভেড বাবা বলেন আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। ফুল হও। আত্মা ফুলের মতন হলে শরীরও সুন্দর পাবে। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা এটা কার মহিমা গীতি ? কুকুর, বেড়াল সকলের মধ্যে ঈশ্বর

থাকলে কি তাকে মাতা পিতা.... ইত্যাদি বলা হবে? মানুষের বুদ্ধির দুর্ভাবস্থা কি হয়েছে ! জৌলুস কত দেখায়। এটাকে বলা হয় মায়ার পাম্প। রাবনের রাজ্যে মানুষদের অহংকারের নেশা কত। জানেনা কিছুই। তোমাদের মধ্যেও যাদের জ্ঞান ধারণের ভালো ক্ষমতা আছে, তাদের কত নেশা হয়। জ্ঞানের ধারণা না থাকলে চেহারা যতই মানুষ হোক স্বভাব বাঁদরের মতন। তোমরা বাচ্চারা এখন বোঝো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সকল মানুষকেই শ্রেষ্ঠ দৈবীগুণধারী বানাই অর্থাৎ আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ দৈবী রাজস্থান বানাই । যাদের এই নেশা হবে তারাই একথা বলবে। যেখানেই ভাষণ দাও, বলবে আমরা শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণ করছি। ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, আমরা তাঁর মতেই চলেছি। যাদব এবং কৌরব উভয়ই রাবণের মত অনুসরণ করে আর আমরা হলাম পান্ডব, ভগবানের শ্রীমতে চলি। জয় আমাদেরই হয়। কৃষ্ণ কোনো স্বর্গের স্থাপনা করে না। ভগবান বাবাই স্থাপনা করেন। আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাই । আর কেউ এটা বলতে পারবেনা যে আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলেছি। হ্যাঁ, এটা বলতে পারে যে ঈশ্বরের প্রেরণায় করি। বাবা তো বলেন আমি এই (ব্রহ্মার) শরীরে এসে মত দিই । এর মধ্যে প্রেরণার কোনো ব্যাপারই নেই। তাহলে সর্বপ্রথম নিরাকারের মহিমা গান করতে হবে। উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তাঁর মতই আমরা অনুসরণ করি। তিনি হলেন আমাদের পিতা। পরমধামে থাকেন। স্বর্গের রচয়িতা। যারা জানে তারাই তাঁর মহিমা গান করবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে পবিত্রকারী তো একজনই হবেন । অনেকে নিশ্চই হবে না। তাহলে আমরা ছাড়া সকলেই রাবণের মত অনুসরণ করে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজস্থান বানাচ্ছি । এই সব নানা ধর্ম, সবই বিনাশ হতে হবে। আমরা যারা বি. কে, আমরা সকলেই এটা প্রাক্টিক্যালি অনুভব করেছি। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তোমরাও তাই, কিন্তু আমরা এখন প্রাক্টিকালে আছি। পুনরায় ভক্তি মার্গে গাওয়া হবে - পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মানুষের সৃষ্টি রচনা করেছেন। তারা ভাবে ঝট করে দেবতা হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়। আগে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা হয় তারপর বর্ণের বিষয়ে বোঝানো উচিত। গল্প, নাটক ইত্যাদির করে কোনো লাভ নেই। সরাসরি বাবার শিক্ষার বিষয়েই বোঝানো উচিত। বাবা আমাদের কি বলেন ? হে মিষ্টি বাচ্চারা, হে আত্মারা সমস্ত সভাতেই বলা উচিত - আমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করছি - দেবতা হওয়ার জন্য। উনি আমাদের রাজযোগ শেখান। গীতার ভগবানও নিরাকারই । তিনি সাকার রূপে আসেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা এই সব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরা নির্গত হন। আমরা হলাম বি. কে. পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মার মুখের দ্বারা রচনা করেছেন। আমরা শিববাবার পৌত্র। বি. কে. দের পরিচয় দেওয়া উচিত। তোমরা সব আত্মারা শিবের পত্র, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। এখন পুনরায় এই নতুন রচনা রচিত হচ্ছে। এইভাবে বোঝানো উচিত। যাতে তারা বোঝে যে অবশ্যই আমরা শিবের পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান। আমরা ওনার দ্বারা সৃষ্ট তাই আমাদের নাম ব্রহ্মকুমার-ব্রহ্মকুমারী। কল্প পূর্বে এরাই ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছিল। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে ! এইভাবে নানা উপায়ে চক্রের রহস্য বুদ্ধিতে বসানো উচিত। প্রথমে তো বাবার পুরো পরিচয় দেওয়া উচিত। বাবা আমাদের বলেছেন ,এখন আমরা তোমাদের জানাচ্ছি। এই সৃষ্টি রূপী নাটকের চক্রাকার আবর্তন কেমন করে হয়, চক্রবর্তী রাজা কীভাবে হতে হয় - এটাই হল নলেজ । এতে অস্ত্র ইত্যাদির কোনো প্রশ্নই নেই। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো মানুষই জানবে। মানুষ্য সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটা অবশ্যই জানা উচিত । আমরা বাবার কাছে শুনি তাই চক্রবর্তী রাজা হই। তোমাদেরকেও যদি বেহদের (অসীমের) বাবার কাছে সুখ প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করো। বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। যদি তাঁর দ্বারা বেহদের সুখ পাওয়া

যায় তবে কী তাঁকে স্মরণ করা উচিত নয় ! লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার বাচ্চারা সন্তুষ্ট নয়। আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের সুখ পাই । বাকি সব কিছুই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী । তোমরা বলো শাস্ত্র ইত্যাদি অনাদি। কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও তো কলিযুগের এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি । দুনিয়া ক্রমশ পতিত হয়ে যাচ্ছে। লাভ তো কিছুই হয় নি। এখন বাবা স্বয়ং এসেছেন, আমরা তাঁর পৌত্র ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। বাস্তবে উনি তো তোমাদেরও পিতা। এই রকম সুন্দর-সুন্দর করে বোঝালে তারাও গলে হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনের জন্য মুখ্য সার ---

১) রুহানি যাত্রায় তৎপর থেকে, স্মরণের দ্বারা আত্মা এবং শরীর দুইই ফুলের মতন সুন্দর বানাতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) আমরা সরাসরি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ, মানব মাত্রকেই দৈবীগুণ সম্পন্ন বানানোর সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছি - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে।

বরদান : - স্বমানের সাথে নির্মাণ (বিনম্র) স্বরূপ হয়ে সকলকে মান প্রদানকারী পূজনীয় আত্মা ভব।

যে বাচ্চারা অবিনাশী স্বমানে স্থিত থাকে তারাই পূজ্য আত্মা হয়। কিন্তু যতটা স্বমান ততটা নির্মাণও আবশ্যিক । স্বমানের অভিমান ভালো নয়। এমন নয় যে আমি তো উঁচুতে পৌঁছে গেছি, অন্যরা ছোট বা তাদের প্রতি যেন ঘৃণার ভাব না থাকে। আত্মা যেমনই হোক সকলের প্রতি করুণার দৃষ্টি যেন থাকে, অভিমানের (অহংকারী) নয়। এইরূপ নির্মাণকারী আত্মারা প্রত্যেককে আত্মিক দৃষ্টিতে দেখে সম্মান দেবে। অপমান করবে না।

স্লোগান :- বাপদাদার স্নেহে পালিত হয়ে উড়তে থাকো - এটাই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার - স্মৃতি, বৃত্তি এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা (পবিত্রতা)

আজ বাপদাদা তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের রেখা দেখছেন, যে কর্মের রেখা দ্বারাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাগ্যের রেখা টানা হচ্ছে। বাবা সব ব্রাহ্মণের কর্ম রেখা বা কর্ম কাহিনী বা কর্মের খাতা দেখেছিলেন। বাস্তবে, তোমরা সব বাচ্চারা ভাগ্যবিধাতা বাবার, কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা, বাবার ডাইরেক্ট উত্তরাধিকারের অধিকারী বাচ্চা। এইসঙ্গে স্বয়ং বিধাতা বাপদাদা সব বাচ্চাদের গোল্ডেন চান্স দিয়েছেন, কারণ তোমরা বিধাতার বাচ্চা, তোমরা যত ভাগ্য বানাতে চাও আর সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ হতে চাও, তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অধিকার দেওয়ায় নশ্বরক্রম নেই, ফ্রিডম আছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে। আর সাথে ড্রামা অনুসারে তোমাদের বরদানী সময়েরও সহযোগ আছে। সেটাও সকলের সমান আছে। তবুও এমন গোল্ডেন চান্স পেয়েও বেহদের প্রাপ্তিকে তোমরা হদের ক্রমিক নশ্বরে নিয়ে আসো। বাবা বেহদের, বরসা বেহদের, অধিকারও বেহদের কিন্তু যারা নিচ্ছে নশ্বরবার হয়ে যাচ্ছে - এইরকম কেন? সংক্ষেপে এর দু'টো কারণ আছে এক, বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা নেই; ক্রিয়ার নয়। দুই, প্রতি পদক্ষেপে তোমরা সাবধান নও অর্থাৎ তোমরা কেয়ারফুল নও। এই দুই কারণে তোমরা নশ্বরবার হয়ে যাও মুখ্য বিষয় হলো স্বচ্ছতার। একেই বলা হয় পবিত্রতা অথবা প্রথম বিকারের ওপর জয়। তোমরা যখন ব্রাহ্মণ জীবনকে আপন করেছো তো এটাকে মুখ্য আধার বলা, নবীনতা বা অলৌকিকতা বা তোমাদের জীবনের শৃঙ্গারই বলা, এটা পবিত্রতা। ব্রাহ্মণ জীবনের চ্যালেঞ্জ কামজিৎ হওয়া। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতার লক্ষণ হলো, অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো। যেমন, জাগতিক ব্রাহ্মণের চিহ্ন তাদের টিকি এবং পৈতে, তেমনই প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ হলো পবিত্রতা এবং মর্যাদা। তোমাদের জন্ম এবং তোমাদের জীবনের চিহ্ন সবসময় রাখতে হবে। পবিত্রতার প্রথম আধারস্বরূপ পয়েন্ট হলো, 'স্মৃতির পবিত্রতা'। আমি শুধু আত্মা নই, কিন্তু আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। আত্মা শব্দ তো সবাই বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মা সদা এই বলবে যে আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। শ্রেষ্ঠ আত্মা। পূজ্য আত্মা। বিশেষ আত্মা। তোমার স্মৃতিতে এই পবিত্রতা আধারমূর্ত্ত। সুতরাং প্রথম আধার মজবুত করেছ? এই অক্যুপেশন সদা তোমাদের স্মৃতিতে থাকে? তোমার অক্যুপেশন অনুযায়ী কর্ম নিজে থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায়? প্রথমে তোমাদের স্মৃতিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। তারপরে তোমাদের দৃষ্টি এবং বৃত্তি। তোমাদের স্মৃতিতে যখন এসেই গেছে, আমি পূজ্য আত্মা তো পূজ্য আত্মার বিশেষ গায়ন কি? সম্পূর্ণ নির্বিকারী, সর্বগুণসম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ। এটাই পূজ্য আত্মার কোয়ালিফিকেশন। এমন আত্মা প্রকৃতিগতভাবে নিজেকে এবং সবাইকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? অলৌকিক পরিবারের হোক বা লৌকিক পরিবারের, অথবা লৌকিক স্মৃতিতে থাকা আত্মাই হোক, সদা সবার প্রতি এই দৃষ্টি থাকতে হবে, এই আত্মারা পরম পূজ্য অথবা তাদের পূজার যোগ্য বানাতে হবে। যদি পূজ্য আত্মাদের প্রতি অর্থাৎ অলৌকিক পরিবারের আত্মাদের প্রতি কোনরকম অপবিত্র দৃষ্টি থাকে, তাহলে এর অর্থ এই স্মৃতির ফাউন্ডেশন দুর্বল এবং এটা মহা মহা মহাপাপ। যখন পূজ্য আত্মার প্রতি অপবিত্রতা অর্থাৎ এইরকম দৈহিক দৃষ্টি থাকে যে, এই সেবান্বিতা খুব ভালো, এই শিক্ষক খুব ভালো তো তাদের মধ্যে কি ভালত্ব আছে? ভালত্ব হলো শ্রেষ্ঠ স্মৃতির এবং শ্রেষ্ঠ দৃষ্টির। যদি সেই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি না থাকে তাহলে ভালত্ব কিসের? এটাও স্বর্ণমৃগ-এর রূপ। এটা সার্ভিস নয়, এটা সহযোগিতা নয়, কিন্তু নিজেকে সবার থেকে বিয়োগী বানানোর আধার। এই বিষয়ে বারবার অ্যাটেনশন দাও।

যে শিক্ষকেরা বাবার দ্বারা তৈরি হয়েছে বা সেবার সহযোগী হয়েছে, সে ভাই হোক বা বোন, তাদের অর্থাৎ সেবাধারী আত্মাদের সেবার মুখ্য লক্ষণ ত্যাগ এবং তপস্যা, এই গুণের আধারে সদা তাদের ত্যাগী এবং তপস্বী হওয়া দেখ, কিন্তু দৈহিক দৃষ্টিতে নয়। এটা শ্রেষ্ঠ পরিবার যখন, তখন সদা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি রাখা কারণ এই মহাপাপ কখনো তোমাদের প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব করাতে পারেনা। কারণ কোনো না কোনো কর্মে, সঙ্কল্পে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে সদা ডিফেক্ট বা এফেক্টের অস্থিরতা থাকবে এবং তুমি কখনো পারফেক্ট স্থিতি অনুভব করতে পারবে না। সুতরাং সদা চেক করো, পূজ্য আত্মা থেকে পাপ আত্মা হয়ে যাওনি তো ! এই এক বিকার থেকে অন্য সব আরও বিকার নিজে থেকেই জন্ম নিয়ে নেয়। প্রবল আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না হলো তো ক্রোধ-সার্থী প্রথমে আসে। অতএব, এই বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে কোরোনা, এই সম্পর্কে অমনোযোগী হয়োনা। তুমি হয়তো ভাবছো, বাহ্যিকভাবে সম্বন্ধ শুভ, সেবার সম্বন্ধ আছে কিন্তু এই রয়্যাল রূপের পাপ বাড়িও না। যে কেউই এই পাপে দোষী হোক না কেন, অন্যকে দোষী বানিয়ে নিজেকে অসাবধানী বানিও না। আমিও দোষী হতে পারি, এই সতর্কতা যতক্ষণ না অবলম্বন করছো ততক্ষণ মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেনা। তোমার মন্ডা সঙ্কল্পের, বোলের এবং সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা যে কোন রকমের বিশেষভাবে পরবশ হওয়াও মোহ'র লক্ষণ। আমরা কিছু করিনা, আমরা শুধু ভাষণ দিই, ভাষণে এই অধীনতাও মোহের পার্সেন্টেজ। যদি সেবার সহযোগিতার দিকেও বিশেষ অধীনতা থাকে, সেটাও মোহ। তারপর যখন তোমরা কোনও সঙ্কেত পাও তখন সব সঙ্কেত, সঙ্কেত দ্বারাই শেষ করে দেওয়া উচিত। যদি তোমরা জেদি হও এবং নিজেকে ঠিক প্রমাণ করতে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করো তখন বোঝা যায় যে, তোমরা তোমাদের পাপকে স্পষ্ট করছো। পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছো না, আর পাপের রেখা আরও লম্বা করে যাচ্ছ, এইজন্য বিশ্ব পরিবর্তকের কার্যে যখন নিযুক্ত হয়েছে তখন স্ব-পরিবর্তন করে নেওয়াই বিবেচকের কাজ। যদি কিছু না থাকে তো একদম না করে দাও অর্থাৎ স্ব-পরিবর্তন করে সেই পরিস্থিতির লেশমাত্র শেষ করে দাও। এটা কেন, এইরকম কেন, সবসময় এইরকম চলছেই - এটা বায়ুমন্ডলের অগ্নিতে তেল ঢালার মতো। আগুন উস্কে দেওয়া ! পরিস্থিতিকে বড় করে দেওয়া। এইজন্য ফুলস্টপ লাগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। আছে কি নেই এই বিতর্কে জড়িও না, বরং তোমার সঙ্কল্প, বোল এবং সম্পর্কে পরিবর্তন নিয়ে এসো। এই পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধার করার এটাই বিধি। বুঝেছ তোমরা ! ব্রাহ্মণ পরিবারে এই সংস্কার লেশমাত্রও যেন না থাকে। আচ্ছা - বাবা তোমাদের পরে বলবেন, ক্রোধ-মহাভূত কি !

এইসবই বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার ব্যাপার ! তোমরা যারা এসেছ, তারা নিজেদের বিশেষ শক্তিতে পূর্ণ করতে এসেছ। যে কোনও কমজোর সংস্কারকে সর্বদার জন্য সমাপ্ত করতে এসেছ। সুতরাং তোমরা যাওয়ার আগে দুর্বল সংস্কারের সমাপ্তি পর্বাদি পালন করে যেও। এই উৎসব তোমরা পালন করবে, তাই না ? বিশেষতঃ এটা পুরানোদের গ্রুপ। যখন তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠান উদযাপন করো, তখন নতুনরাও অত্যন্ত উৎসাহী হয়। এমন নয় যে প্রতি বছর তোমাদের এই সমারোহ উদযাপন করতে হবে। এই সমারোহ তোমরা একবার করো আর তারপর সম্পন্ন সমারোহ। সদাকালের জন্য তোমরা সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করবে, তাই না ! মাতারা এবং অধরকুমাররাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমন নয় শুধু পাণ্ডবরা পালন করবে। কুমারীরাও পালন করবে, টিচাররাও। এমনকি অধর-কুমারীরাও এটা পালন করবে। সবাই এই উৎসব মিলেমিশে একসাথে পালন করবে। ঠিক

আছে ? তোমরা কুমারীরা তো হলে শক্তি ! তাহলে শক্তিরূপের সমারোহ তোমরা পালন করবে, তাই না ! আচ্ছা ।

সদা নিজের প্রতি শুভচিন্তক, সদা স্ব-পরিবর্তনের কার্যে প্রথম, এই পাঠে নান্দ্রার ওয়ান হয়ে সদা সঙ্কল্প, বোল এবং সম্পর্কে সবার প্রতি বেহদের স্মৃতিস্বরূপ, সদা স্বচ্ছতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, এইরকম পবিত্র পূজ্য আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য: -

প্রতিপদে নিজেকে সাক্ষী এবং সদা বাপদাদার সাথী, এইরকম অনুভব করো ? যারা সদা সাক্ষীদ্রষ্টা হবে তারা সদা কর্ম করাকালীন প্রতি পদে কর্মবন্ধন থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, এইরকম সাক্ষী ভাবের অনুভব করো ? কোনো স্থূল কর্মেন্দ্রিয় যেন নিজের বন্ধনে না বাঁধতে পারে, একেই বলা হয়ে থাকে সাক্ষীদ্রষ্টা । এইরকম সাক্ষী হয়েছ তোমরা ? কোনও কর্ম যদি তোমাকে বন্ধনে বাঁধে তো সেটাকে সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়া বলা যাবেনা । সেটাকে বলা হবে জালে আটকে পড়া - স্বতন্ত্র বলা হবেনা । তোমার আঁখিও যেন তোমায় ছল না করতে পারে । শারীরিক সম্বন্ধে আসা অর্থাৎ চোখের ধোকা । সুতরাং কোনো কর্মেন্দ্রিয় যেন কৌশলে তোমাকে ভুলপথে চালিত না করে । সাক্ষী থাকো এবং বাবার সাথে থাকো । সব ব্যাপারে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । মহান আত্মাও নয়, নিমিত্ত আত্মাও নয়, শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে আসতে হবে । কোনো পরিস্থিতি উত্থিত হলে বাবা স্মরণে আসেন নাকি নিমিত্ত আত্মারা স্মরণে আসে ? সদা এক বাবা দূসরা ন কোই অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক বাবা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে । আত্মারা সহযোগী কিন্তু সাথী নয় । তোমাদের সাথী একমাত্র বাবা । সহযোগীদের নিজের সাথী মনে করা রং (ভুল) । সুতরাং, তারা সদা সেবার সাথী, কিন্তু বাবা সেবায় তোমাদের সাথী । নিমিত্ত সহযোগী হয়ে সদা এমন স্মৃতিস্বরূপ হও । যদি কোনো দেহধারীকে সাথী বানাও, তবে তুমি উড়তি কলার অনুভব করতে পারবে না । সুতরাং, সব পরিস্থিতিতে শুধু বাবাকে স্মরণ করো । কুমাররা ডবল লাইট, সেইজন্য তোমাদের সংস্কার-স্বভাবের কোন বোঝাও নেই । বর্ষ সঙ্কল্পের বোঝাও নেই । একেই বলা হয়ে থাকে, হালকা হওয়া । তোমরা যত বেশি হালকা হবে ততই সহজে উড়তি কলার অনুভব করবে । সামান্য মেহনত করতে হলেও সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোনো বোঝা আছে । অতএব, "বাবা বাবা"র আধার নিয়ে সদা উড়তে থাকো । এই তোমাদের অবিনাশী আধার ।

রুহানী ইয়ুথ গ্রুপ শান্তিকারী, কল্যাণকারী গ্রুপ, তোমরা বিশ্বে সদা শান্তি স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত । সেইসব মানুষ অশান্তি ছড়ায়, সেক্ষেত্রে তোমরা শান্তি স্থাপনা করছো । নিজেদের এইরকম মনে করো ? রাজনীতির লোকেরা এবং বাপদাদাও ইয়ুথ গ্রুপে আশা রাখেন । তোমরা এই আশা পূরণকারী, তাই না ! বাচ্চারা সবসময় তাদের বাবার আশা পূরণ করে । সুতরাং সফলতার তারা (স্টার) হয়ে তোমাদের বিজয়ী রঙ্গ হওয়ার তীর আওয়াজ গভর্নেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দাও । এখন আমরা দেখবো কোন গ্রুপ প্রথমে এই পতাকা কোথায় উত্তোলন করে ! কখনও নিজের শক্তি মিস ইউজ করোনা । সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে । কেউ একজন দুর্বল হয়ে পড়লে, অন্য অনেকে তার অনুসঙ্গী হয়ে যায় ! তোমাদের এই স্মৃতি সদা থাকতে হবে যে দায়িত্বভার তোমাদের । যে কর্ম তোমরা করবে তোমাদের দেখে তা' সবাই করবে, এইজন্য সাধারণ কর্ম করোনা । তোমরাই শ্রেষ্ঠ কর্ম করে অনড় থাকো । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময় সব বাচ্চাদেরকে গুড মর্নিং

বরদান ভূমি, মধুবনে চারিদিকের সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের এবং বিশেষ আত্মাদের সামনে দেখে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং সবাইকে গুড মর্নিং বলছেন। গুড মর্নিং অর্থাৎ সারাদিন যেন এইরকমই শুভ আর শ্রেষ্ঠ থাকে। সারাদিন তোমরা স্মরণ-স্নেহের পালনায় থাকো। এই স্মরণ-স্নেহই শ্রেষ্ঠ পালনা। সদা এই পালনাতে থেকে ঈশ্বরীয় এই স্মরণ-স্নেহ সব আত্মাদের দিয়ে তাদেরও শ্রেষ্ঠ পালনা দাও। স্মরণ-স্নেহ হলো পালনার দোলা, যাতে পালনা দেওয়া হয়। গুড মর্নিং শক্তিশালী অমৃত বা ঔষধি বা শ্রেষ্ঠ ভোজন, এটাকে তোমরা যেমন ইচ্ছে বলতে পারো। গুড মর্নিং হলো তোমাদের শক্তিশালী বানানোর এবং স্মরণ-স্নেহ পালনার দোলা। সদা এই দোলায় থাকো আর এই শক্তিতে থাকো। সদা এইরকম স্বরূপে থাকা সকল বাচ্চাদের গুড মর্নিং। আচ্ছা।

বরদানঃ - সর্ব কার্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে 'জ্ঞানী তু আত্মা' ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিন কালের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কর্ম করে, তাদের সব কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হয়। এইরকম নয় যে, খুব বিজি ছিলাম সেইজন্য যে কাজটা সামনে এসেছে সেটাই করতে শুরু করেছি, না ! কোনও কর্ম করার আগে, প্রথমে সেই কাজের তিনকাল ভেবে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে কর্ম করলে কোনও কার্য ব্যর্থ বা সাধারণ হবেনা।

স্লোগানঃ- নিজের সন্তুষ্ট এবং হাসিখুশি জীবনের দ্বারা সেবা করলে, তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা দেহী - অভিমানী হয়ে থাকো, এটাই হল সবথেকে বড় লক্ষ্য, দেহী - অভিমানীদেরই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হবে, তারা বাবা আর পরমধাম ছাড়া অন্য কোনো কিছুই চিন্তা করবে না"

প্রশ্ন :-কোন একটি বিষয়ের ধারণায় ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য পুঁজি জমা হয়ে যায় ?

উত্তর :- শ্রীমতে চলে নিজের এবং অন্যের উপকার করানোতে । উপকার সেই করতে পারে যে সম্পূর্ণ দেহী - অভিমানী হতে পারে, যার বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে । দেহ - অভিমানে এলে অপকার হয়ে যায় আর জমানো পুঁজিও শেষ হয়ে যায় । ঘাটতি বা ক্ষতি হয়ে যায় । ক্রোধের ভূতও অপকারই করে তাই নিজের স্বভাব খুব মিষ্টি করতে হবে ।

গীত - এ কে এল আজ অরুণোদয়ের প্রাতে.....

ওম শান্তি । যখন পরমাত্মা এসে জীবাত্মাদের সাথে মিলিত হন তখন জীবাত্মারা তাদের জীব ভাব ভুলে যায় । তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আমরা হলাম আত্মা, পরম পিতা, পরমাত্মার সন্তান । বাকি যা কিছুই আমরা দেখি, এই দেহ সমেত দেহের সর্ব সম্বন্ধী ইত্যাদি, এ তো স্মরণে থাকাই উচিত নয় । বাবা আসেনই তো বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তোমরা চমকে ওঠো যে, এ কি রকম হবে । ব্রহ্মার অঙ্ককারের রাত সম্পূর্ণ হলেই প্রভাত হয় । দেহ সহিত দেহের যত সম্বন্ধ আছে সব ছিন্ন হয়ে যায় । তাই তোমরা চমকে যাও যে, এ কি হয়ে গেলো ! এই পুরানো দুনিয়া নজরে আসে না । কেবল বাবা আর পরমধামই দৃশ্যগোচর হয় । এ তো অতি আশ্চর্য । কিন্তু বাবাকে সম্পূর্ণ না চেনার কারণে বা বুদ্ধিযোগ না লাগার কারণে দেহ - অভিমান সম্পূর্ণ দূর হয় না । তাদের আমরা বানর সম্প্রদায় বলি । যখন তোমরা দেহী - অভিমানী হবে, তখনই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হবে । বানর সম্প্রদায়কে নারদ রূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । সেও ভক্ত ছিলো, একতারা বাজাতো । তাকে বাবা দেখিয়েছিলেন যে, দেখো তুমি বানর সম্প্রদায়ের । তাই দেহী - অভিমানী হয়ে থাকা খুব মুশকিলের, যদিও তোমরা পবিত্র থাকো তবুও এ অনেক বড় লক্ষ্য । এমন ভালো বা খারাপ মানুষ তো হয়েই থাকে । এখন সন্ন্যাসীরা বাড়িঘর ছেড়ে দেয়, পবিত্র থাকে । যারা বাড়িঘর ত্যাগ করে না, গৃহস্থী, তারা গিয়ে সেই সন্ন্যাসীদের গুরু বানায় । কলিযুগী দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রই নাস্তিক এবং নির্ধন । তারা হে ভগবান, হে পরম পিতা বলে ডাকতে থাকে কিন্তু তাঁকে জানেই না যে আসলে তিনি কে ? ডাকতে ডাকতে তারা কাহিল হয়ে পড়ে । তারা বলেও দেয় যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তারা বন্দনাও করে কিন্তু সঠিক জানে না । এ তো বোঝার বিষয় । ভগবান উবাচঃ, গীতাতেও তো ভগবান উবাচঃ আছে --
- এখানে হলো আসুরী সম্প্রদায় । ভগবান কেন বলেন যে, তোমরা বানর সদৃশ্য । নিজেদের মুখ তো আয়নায় দেখো । মানুষ তো ভগবানকে জানে না কিন্তু খুঁজতে থাকে তাই মানুষেরই ভগবানকে পাওয়া উচিত । তারা খুঁজতে থাকে কিন্তু পায় না । তাই যখন ভগবান আসেন, তখন তিনি এসেই নিজের পরিচয় দেন । গীতায় সম্পূর্ণ পরিচয় আছে । তিনি বলেন --- আমি রুদ্র । আমি রুদ্রই এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছি । যদি বলা হয় কৃষ্ণ রচনা করেছিলেন তাহলে বলবে, আমি কৃষ্ণ তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি । কিন্তু কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ তো হয়ই না । এ তো তোমরা বাচ্চারা ই জানো, বাকি তো সব মনুষ্য মাত্রই আয়রন এজে আছে । তারা মুখ থেকে পাথরই বের করতে থাকে । যারা

মিথ্যা কথা বলে তাদের জন্য বলা হয় --- এদের মুখ কালো । যখন সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয় সেইসময় সৃষ্টি রজো হয়ে যায় । তাই ভারতকে এই পবিত্রতায় স্থিত করার জন্য পবিত্র ধর্মের স্থাপনা হয় । তাদের রজোগুণী সন্ন্যাসী বলা হয় । সন্ন্যাস তো তারা অবশ্যই করে কিন্তু তা রজোগুণী । তারা কখনোই সতোপ্রধান হয় না । যখন ভারত কাম চিতায় বসে জ্বলতে শুরু করে, তখনই এই ড্রামাতে সন্ন্যাসের পার্ট শুরু হয় । তাকে কখনোই সহজ রাজযোগ বলা হবে না । তা কখনোই ভগবান শেখান নি । তারা তো ভগবানকেই জানে না । কৃষ্ণকে যে দ্বাপরে নিয়ে গেছে, এ অনেক বড় ভারী ভুল করে দিয়েছে । বাবা বসে এই ভুলে যাওয়া মানুষদের বোঝান । কিন্তু তা বোঝাতে অনেক রিফাইন বুদ্ধির প্রয়োজন । সন্ন্যাসীরা বলে তোমরা সন্ন্যাস ধর্মের নিন্দা করো । তাদের বলো যে, তোমরা এসে বোঝো । প্রথমে বলো, তোমরা নিন্দা কাকে বলো । পরম পিতা পরমাত্মা যিনি সবার বাবা, যিনি গীতার ভগবান, তিনিই বুঝিয়েছিলেন, কৃষ্ণ কিন্তু নয় । পরম পিতা পরমাত্মা এসেই বলেছিলেন যে, এ হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । মানুষের বুদ্ধি জর্জরিভূত এবং আসুরী হয়ে গেছে । এ হলোই পতিত আসুরী রাজ্য । আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র দৈবী রাজ্য । ওই সন্ন্যাসীরা ভাবে, তারাই ভগবান কিন্তু তা তো নয় । ঈশ্বর তো সকলেরই একজন, যাঁকে সবাই স্মরণ করে । এ হলো বোঝার মতো কথা । তোমরা যদি বুঝতে চাও তো বোঝো । কিন্তু বোঝানোর জন্য স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রয়োজন । যাদের মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকবে, তারা কি বোঝাবে । ক্রোধের ভূত, মোহের ভূত, লোভের ভূত --- এমন ছোটো - বড় ভূত তো থেকেই থাকে । স্বভাবই তো মন্দ হয়ে গেছে । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদের দিয়েও মায়া কিছু না কিছু করিয়ে নেয় । এ সমস্তই হলো দেহ অভিমানের শয়তানী । দেহ অভিমান এলেই সে বানর তুল্য হয়ে যায়, তখন আর মন্দিরের যোগ্য থাকে না ।

তোমরা জানো যে, দেবী - দেবতারাই মন্দিরের উপযুক্ত হয় । তাঁদের জন্যই মন্দির বানানো হয় । সত্যযুগে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই শিবালয় বলা হয় । সকলেই মন্দিরে থাকে । সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পবিত্র মন্দিরে পর্যবসিত হয় । এই বিশ্ব শিবালয় হয়ে যায়, যেখানে যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা, সকলেই পবিত্র থাকে । তাই এই কথা কাউকে খুব যুক্তির সঙ্গে বোঝাতে হয় । ইঁদুর যখন দংশন করে তখন ফুঁ দিতে থাকে । তাদের এই বুদ্ধি আছে । কোনো সন্ন্যাসী ইত্যাদি এলে প্রথমে অনেক যুক্তির সঙ্গে তাঁদের মহিমা করা উচিত । আসুন সন্ন্যাসী জী, আপনি তো খুবই সৎ, সন্ন্যাস নিয়েছেন, গৃহত্যাগ করেছেন । তোমরা জানো যে সন্ন্যাস হলো দুই প্রকারের । এক হলো গৃহত্যাগের সন্ন্যাস আর আর দ্বিতীয় হলো গৃহত্যাগী না হওয়ার সন্ন্যাস । গৃহস্থ জীবনে থেকেই রাজযোগ শিখে স্বর্গের মালিক হতে হয় । কখনো এইকথা শুনেছো ? মানুষ বলবে যে, এই কথা তো কোনো শাস্ত্রেও নেই । গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে তাঁকে দ্বাপরে করে দিয়েছে, তাহলে বুঝবে কি করে ? তখন চিত্রের উপরও বোঝাতে হয় । তোমাদের হলো গৃহত্যাগ করার সন্ন্যাস । সবাই তো তা ছাড়বে না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । তোমরা তো প্রবৃত্তিতে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করো নি, আমরা তা করছি । আমরা পরম পিতা পরমাত্মার সাহায্য পাচ্ছি । এমনভাবে গৃহস্থ জীবনে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করলে আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবো । সত্যযুগে দেবী - দেবতার পবিত্র ছিলেন, এখন তা নেই । কলিযুগের পরে তো আবার সত্যযুগ আসতে হবে । বাবা এসেই সত্যযুগের স্থাপন করেন । তিনিই আমাদের প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র বানান । তোমরা বলো যে, আগুন আর তুলো একসাথে থাকতে পারে না । কিন্তু এখানে থাকে । তোমাদের কাছে তো প্রাপ্তির এম অবজেক্ট কিছুই নেই । বেহদের বাবা যখন আসেন, তখন পুরানো সৃষ্টির বিনাশ আর নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়ে যায় । এই জ্ঞান আমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পাই । বাবা বলেন, দেহ সহিত তোমাদের যা সম্বন্ধ ইত্যাদি আছে সবাইকে ভুলে,

নিজেকে দেহী মনে করে আমাদের স্মরণ করো। আমাদের এই রাজযোগ হলো সতোপ্রধান। এখন তো হলো তমোপ্রধান, এরপর তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান সৃষ্টি অবশ্যই হতে হবে। সতোপ্রধান বানান একমাত্র রচয়িতা বাবাই। আমরা সেই বেহদের বাবার কাছেই এই কথা শিখছি। কৃষ্ণর কাছ থেকে নয়। ভগবান হলেন একজনই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। তাঁদের নীচের তলারদের মানুষ বলা হয়। ভগবান থাকেনই পরমধামে। আমরা আত্মারাও সেখানেই থাকি। এমন স্বচ্ছভাবে বোঝাতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ যোগ না হওয়ার কারণে ধারণা হয় না। বাবা যা বোঝান তা খোঁড়াই কারোর স্মরণে আসে। যদিও বাচ্চারা বলে, আমরা স্মরণ করি কিন্তু বাবা তা মানেন না। যদি তোমরা স্মরণ করো তাহলে বুদ্ধি শুদ্ধ হওয়া চাই আর ধারণাও সুন্দর হওয়া উচিত। ধারণা হলে তখন ধারণা করাতেও হবে। তোমাদের উপকার করতে হবে। তোমরা জানো যে বাবা এসে সকলেরই উপকার করেন। মায়া রাবণ অপকার করে। বাবা এসে একবারই এমন উপকার করেন যে ২১ জন্মের জন্য আমাদের উপকার হয়ে যায়। উপকার করো বা কৃপা, আশীর্বাদ ইত্যাদি যাই বলো না কেন দ্বাপর থেকে আবার অকৃপা শুরু হয়ে যায়। রাবণ অপকার করে। এই শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা যে কোনো মানুষেরই উপকার করতে পারবে। এরপর দেহী - অভিমানী হলেই অপকার করা শুরু করে দেবে। উপকার করার ফলে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য পুঁজি জমা হয়। অপকার করলে যা জমা হয়, তাও শেষ হয়ে যায়। যখন তোমরা উপকার করা জানো তখন তা তো করতে হবে। উপকার করতে যদি না জানো তাহলে অবশ্যই আসুরী মতে আপকারই করবে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের অপকারই করে। কাম কাটারি চালায়। বাবাকে যদি ভুলে যায় বা উপকার করতে যদি ভুলে যায়, তারা অবশ্যই অপকারী হবে। এক সেকেণ্ডে উপকার আবার সেকেণ্ডেই অপকার করে দেয়। ভালো ভালো বাচ্চারা কতো উপকারী ছিলো। উপকার করার শিক্ষা তারা জানতো। নিজের উপরও যেমন উপকার করতো তেমনই অন্যের উপরও উপকার করতো। কিন্তু মায়ার চক্রে এসে তারা ভাগিনী হয়ে গেলো। অপকারী হয়ে গেলো। তারা কতো অপকার করতে শুরু করলো। মানুষ তো মনে করে অবশ্যই কিছু হয়েছে যে কারণে এরা চলে গেছে। আমরা তাহলে কিভাবে সেখানে যাবো। তারা গিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে। যারা উপকার করে নিজের খাতা জমা করেছিলো তারা আবার অপকার করে এই জমা খাতাকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এমন অনেক হয়েছে আর ভবিষ্যতে হতেও থাকবে। দেখো, যারা উপকার করেছিলো, তারাই আবার দেহ - অভিমানে এসে অপকারী হয়ে গেলো। মানুষ মানুষের উপর অপকারই করে। শ্রীমতে না চললে কেউই উপকার করতে পারে না। রাবণের মতই অপকার করায়। এখনই শ্রীমত আবার এখনই রাবণের মতে চলতে থাকে। ক্রোধের ভূত এলেই অপকার করে ফেলে। আর বাবার উপর অপকারের কলঙ্ক লাগিয়ে দেয়। বাবার নিন্দা করিয়ে দেয়। বাবা কি বলবে, ঈশ্বরীয় সন্তান কি এমন হয়! এরা বাবার মন থেকে নেমে যায়। কারোর ভূত দূর হয়ে গেলে তারা আবার বাবার মহিমাও করে। ক্রোধ ভীষণ খারাপ অভ্যাস তাই বাবা সবসময় বলেন, তোমরা মিষ্টি স্বভাব সম্পন্ন হও। ক্রোধের স্বভাব হলো অঙ্গানীদের। বাবা বোঝান যে মমত্বকে সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে। মমত্ব ছাড়তে ছাড়তে যখন অস্তিম সময় আসবে তখন তোমরা সম্পূর্ণ হবে। এ হলো এক রেস। বাচ্চারা জানে যে, মাঝমা বাবা সবার আগে পৌঁছায়। তাই তাঁদের মতো চলে তাঁদের অনুসরণ করা উচিত। মা - বাবার হৃদয়ে বিরাজ করলে হৃদয়াসনেও বসতে পারবে। নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমরা লক্ষ্মীর মতো অর্থাৎ মা - বাবার হৃদয়াসনে বসার যোগ্য হয়েছি কি? যদি মনে করে যে, আমাদের মধ্যে ক্রোধ আছে, তাহলে কখনোই হৃদয়ে বিরাজ করতে পারবে না। না ভবিষ্যতে মহারাজা - মহারানী হতে পারবে। প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে। যদি ট্রেটর হয়ে যাও তাহলে ওখানে গিয়ে চণ্ডাল হতে হবে। হুবহু

আগের কল্পের ঘটনাই বাবা রোজ রোজ শোনাতে থাকেন। সেখানে কোনো তফাই হয় না। জ্ঞানের কতো নেশা থাকা উচিত। কিন্তু যারা সেবায় থাকবে তাদেরই এই নেশা থাকবে, যারা যেমন সেবা করবে, তারা তেমন ফল অবশ্যই পাবে। এক নম্র হলো জ্ঞান দান করা। এতে অনেককে সুখ দান করে চক্রবর্তী বানাতে হবে। অন্যদের এমন বানাবে, সার্ভিসের তো খুব সুন্দর সুন্দর যুক্তি বলে দেওয়া হয়। যে কোনো জায়গায়ই এই সেবা হতে পারে। তবুও একশো জনের মধ্যে একজনই যাবে। এ অনেক পরিশ্রমের কাজ।

এমনভাবে রাত - দিন বাবার বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে। অনেক প্রকারের বিচারই চলে। কতো বিদ্বান আসে। এই বিশ্বকে পবিত্র স্বর্গ বানাতে হবে। এরজন্য অথৈ খেয়াল চলতে থাকে। এই খেয়াল করতে করতে রাত থেকে সকাল হয়ে যায়, এইজন্য গায়ন আছে --- নিদ্রাকে জয়কারী -- - ব্রহ্মা বাবার তো কখনো কখনো নিদ্রাও আসতো না। বাচ্চাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে হবে তাই এই সতর্কতা তো থাকেই। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই সতর্কতা থাকা উচিত যে, আমরা শ্রীমতে কতো পর্যন্ত চলতে পারছি। বাপদাদার সঙ্গে আমাদেরই কাঁধ দিতে হবে। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকেই খালি করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কখনোই রাবণের মতে চলে, দেহ - অভিমানে এসে বাবার অপকার করবে না, নিন্দা করাবে না। শ্রীমতে চলে নিজের তথা সকলের উপকার করতে হবে।

২) ক্রোধের ভূত প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। যুক্তির সঙ্গে সেবা করতে হবে।

বরদান :- নিজের শুভ ভাবনার সঙ্কল্পের দ্বারা প্রতিটি আত্মার মধ্যে উৎসাহ ভরে দিতে সমর্থ প্রকৃত সেবাধারী হও

বাচ্চারা, তোমাদের শুভ ভাবনা হলো, প্রতি আত্মা যেন বাবার থেকে প্রাপ্তির এক ফোঁটাও অনুভব করতে পারে, এই শুভ ভাবনার ফলে, সেই আত্মারা অনুভব করার বল প্রাপ্ত করতে পারে। এই শুভ ভাবনার সংকল্পে অনেক বড় শক্তি আছে, যা চারিদিকের পরিবেশকে পরিবর্তন করে দেয়। তাই প্রকৃত সেবাধারী সেই, যে স্বয়ং উৎসাহে থাকে আর উৎসাহের সঙ্গে সেবা করে আর অন্য আত্মাদের বাবার পরিচয়ের দ্বারা উৎসাহে ভরপুর করে। উৎসাহ এমনই এক জিনিস যার সামনে পরিস্থিতি কিছুই নয়, সে তখন আঘাত করার পরিবর্তে সমর্পিত হয়ে যায়।

স্লোগান :- বাপদাদার সাথে অটুট ভালোবাসা থাকলেই ঈশ্বরীয় মর্যাদায় চলা সহজ অনুভূত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, তবেই পুরানো জগতের সাথে তোমার সম্পর্ক ভেঙে, নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেওয়ার বিশেষত্ব তোমরা সহজভাবে বিকশিত করতে পারবে, তোমাদের লাভ এক বাবার সাথে জুড়ে যাবে"

প্রশ্ন:- কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পারলৌকিক মাতা-পিতার সাথে জুড়ে থাকতে পারে ?

উত্তর:- যারা বেঁচে থেকেও মরে যায় এবং ঈশ্বরীয় সার্ভিসে সদা তৎপর থাকে । যারা গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও সবার বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে জুড়ে দেওয়ার সেবা করে, বাবার থেকে যে জ্ঞানের আলো পেয়েছে, অন্যকে সেই জ্ঞানদান করে, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেয়, সেই বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে নিজে থেকেই জুড়ে যায় ।

গীতঃ - পিতা কে, মাতা কে . . .

ওম্ শান্তি । গীতের অর্থ কি ? বলা হয়, জগতের (লৌকিক) মাতা-পিতা, মিত্র সম্বন্ধীয় ইত্যাদি সবাইকে ছেড়ে নিজের সত্য মাতা-পিতা, যিনি সৃষ্টির রচয়িতা তাঁর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাও । তোমরা জানো, লৌকিক মাতা-পিতা, মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি যারা আছে তাদের সবার সাথে তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে একের সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে । তাঁকেও মাতা-পিতা বলা হয় । তুমি মাতা-পিতা, আমরা বালক তোমার . . . সবাই এটা 'এক'কেই বলে, লৌকিক মা-বাবা সকলের আলাদা আলাদা । ইনি সারা ভারতের তথা সারা বিশ্বের মাতা-পিতা । অতএব, তোমাদের পারলৌকিক মাতাপিতার হতে হবে এবং লৌকিক মাতা-পিতা, মিত্র সম্বন্ধীয় যারা আছে, তাদের ছাড়তে হবে, এইজন্য দেহী -অভিমানী হওয়ার জ্ঞান প্রয়োজন । যতক্ষণ না তোমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছ ততক্ষণ এই সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হওয়া মুশকিল । এই পুরানো জগতের সাথে সম্পর্ক ভেঙে নতুন জগতের সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে - এটাই বিশেষত্ব । লৌকিক এক ঘরের সাথে সব সম্বন্ধ ভেঙে, লৌকিকের অন্য আরেক ঘরের সাথে সব সম্বন্ধ জুড়ে নেওয়া তো খুব সহজ । প্রত্যেক জন্মে তোমাদের ভাঙা এবং জোড়া হতেই হয় । তোমরা এক মাতা-পিতা, মিত্র-সম্বন্ধীয়দের ছাড়া আবার নতুন আরেক নাও । তোমরা যখন এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীরে যাও তো সেখানে তোমাদের আবার নতুন মাতা-পিতা, নতুন বন্ধু-বান্ধব এবং গুরু ইত্যাদিগণ থাকে । এখানে তো জীবনে থেকে মরে যাওয়ার ব্যাপার । জীবনে থাকাকালীন তোমাকে পারলৌকিক মাতাপিতার কোলে আসতে হবে । কলিযুগী এই দুনিয়ার মাতা-পিতা ইত্যাদি সবাইকে ভুলে যেতে হবে । ইনি বাবা কিন্তু মাতাও কিভাবে সেটা অতি গুহ্য ব্যাপার । বাবা এই শরীর (ব্রহ্মাবাবা) ধারণ করে আবার ঐনার দ্বারাই তোমাদেরকে তাঁর বাচ্চা বানান । কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা এই বিষয় বারবার ভুলে যায় । অজ্ঞানকালে থাকাকালীন তারা কখনো তাদের মাতা-পিতাকে ভোলেনা । এই মাতাপিতাকে ভুলে যায়, কারন এটা নতুন বিষয় । এই মাতাপিতার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে হবে তারপরে সেবায় তৎপর হতে হবে । বাবা যেমন সার্ভিসে ব্যগ্র থাকেন, সেইরকম বাচ্চাদেরও থাকা উচিত । বলা হয়, ভগবান উদগ্রীব ছিলেন, আর নতুন দুনিয়া রচনা করলেন । সুতরাং এই ব্যাকুলতা কত মহান ! বেহদের বাবার বেহদের আগ্রহ ছিলো, সবাইকে পবিত্র বানাতে হবে । পবিত্র দুনিয়া সেই স্বর্গের জন্য তাঁকে রাজযোগ শেখাতে হবে । কতকে তাঁর শেখাতে হয় ! সবার বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে জুড়তে হবে । আমরা সব বাচ্চাদের এটাই ধাক্কা অর্থাৎ কারবার

। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাচ্চারা তোমরা সার্ভিস করে দেখাও । সন্ন্যাসীদের আগ্রহ থাকে, কাক বিষ্ঠাসম সুখ থেকে অন্যকে মুক্ত করে তাদের পবিত্র বানাবে । তাদেরও রেম্পম্বিলিটি থাকে, কারও মধ্যে বৈরাগ্য তৈরি করে তাকে পবিত্র বানানো । তারা বিশ্বাস করে তাদের ঘর পরিবার ছাড়তে হবে । তারা এটা বোঝেনা যে এই পতিত দুনিয়াকে ছাড়তে হবে । এটা একমাত্র বাবা যখন এসে পবিত্র দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করান, তখনই পতিত দুনিয়ার সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিই । তবুও তারা নিজেদের দায়বদ্ধতা ভেবে ঘর পরিবার ছেড়ে অন্যদের বৈরাগ্যের প্রতি উৎসাহিত করে তাদের পবিত্র বানায় । তাদের মহিমাও গাওয়া হয় । এই সন্ন্যাস ধর্ম না থাকলে ভারত আরও কামচিটায় জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতো । বাবা এখানে বসে বোঝান, সেই রজঃগুণী সন্ন্যাস স্থাপন কে করে এবং এই সতঃপ্রধান সন্ন্যাস কে স্থাপন করেন । তাদের হেড ছিলেন শঙ্করাচার্য এবং তাঁরও কতো ফলোয়ার্স (অনুগামী) ছিলো । সম্ভবতঃ, হাজার কোটি হবে । যদি তারা পবিত্র না হতো তবে তাদের প্রজার সংখ্যা অর্থাৎ অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতনা । সুতরাং, এই সন্ন্যাসীরাও ভালোই করেছে । প্রথম নম্বর দেবতাদের, দ্বিতীয় নম্বরে সন্ন্যাসীরা । সবকিছু পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । দুনিয়াকে পবিত্র থেকে অপবিত্র এবং অপবিত্র থেকে আবারও পবিত্র হতেই হয় । সত্যযুগ থেকে শুরু করে যা কিছু পাস্ট হয়েছে, তা' ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি যা কিছু হয়, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড তা' এক কল্পের পরে আবার হবে । ড্রামাতে এই সবকিছু পূর্বনির্ধারিত । ড্রামাচক্রকে তোমাদের বুঝতে হবে । এই ভেবে বসে যেওনা ড্রামায় যা আছে, তাই হবে । ড্রামাতে সবাই অ্যাক্টর, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের জীবিকার জন্য পুরুষার্থ করে । পুরুষার্থ ছাড়া থাকতে পারেনা । যদিও কোনো কোনো মানুষ ভাবেও এটা নাটক, আমরা পরমধাম থেকে এসেছি আমাদের পার্ট প্লে (অভিনয়) করতে । যতই হোক, বিস্তারিতভাবে বোঝাতে পারেনা । প্রথমে কোন ধর্ম আসে এবং সৃষ্টি কিভাবে রচনা করা হয়, জানেনা । সৃষ্টি নতুনভাবে রচনা করা হয় নাকি বাবা এসে পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানান –এটা না জানার কারণে তারা বিনাশ দেখিয়ে তারপর নতুন সৃষ্টি দেখায় । বাবা এসে এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন । তারপর অন্যকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত করানোর জন্য তোমরাও রেম্পম্বিল হও । করতে হবে এমন কতো সার্ভিস আছে ! বাবা তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তিতে আসার পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথের জন্য তোমরা অর্ধকল্প ভক্তিমার্গে ঠৌকর খেয়েছ । বেহদের বাবার আগ্রহ থাকে, তাঁর স্যালভেশন আর্মির বৃদ্ধি কিভাবে করবেন ! কিভাবে সবাইকে রাস্তা দেখাবেন ! তোমরা বাচ্চারা সবাইকে জানাও কল্প পূর্বের মতো বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । যাঁর প্রতি লোকে 'নমঃ শিবায়' বলে । যিনি সবচাইতে উঁচু থেকেও উঁচু পরমধামে থাকেন । আমরা সব আত্মাদেরও নিবাসস্থল সেখানে । আত্মা সর্বদা ইমর্টাল্ বলা হয় । তারা কখনো জ্বলেনা বা মরেনা । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে । স্বয়ং আত্মাকে দেখ বা মুখ্য যে আত্মা তাকে দেখ । ঝাড় যখন দেখা যায় তো মুখ্য ফাউন্ডেশন এবং শাখা-প্রশাখাও দৃষ্টিগোচর হয় । পাতা প্রচুর হয়, যা তোমরা গুনতে পারোনা । শাখা –প্রশাখা গোনা সম্ভব । অতএব, এই ঝাড়ের ফাউন্ডেশন, আমরা সব দেবী দেবতাদের । ফাউন্ডেশন এখন অধঃপতিত অর্থাৎ কালজীর্ণ হয়েছে, বেনিয়ান ট্রির মতো । তবুও কতো শাখা বেরিয়েছে ! শাখাতেও ক্রমাগত পাতা বেরোতে থাকে । সুতরাং বেহদের এই ঝাড়ও কতো বড় ! তোমরা বাচ্চারাও তোমাদের পুরুষার্থের নম্বর ক্রমানুসারে এটা জানো । এমন নয় যে কারও বুদ্ধিতে এই চিন্তন সারাদিন চলতে থাকে । একই সময়ে সব পয়েন্টস তোমাদের বুদ্ধিতে মন্বন করা মুশকিল হবে । তবুও যারা বিচার সাগর মন্বন করে তাদের বুদ্ধিতে এই যুক্তিসকল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকবে । তোমাদের বুদ্ধিতে যদি ঝাড় থাকে তো বীজরূপ বাবাও তোমাদের স্মরণে থাকেন । আমরাও সেখানের বাসিন্দা, সুতরাং ঝাড়ে আমরা অলরাউন্ডাররাই আসি, শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত । যখন তোমাদের পতিত অবস্থা জরাজীর্ণতায় (জড়জড়ীভূত) উপনীত হয়, তখন সমগ্র ঝাড়ও সেই অবস্থায় পৌঁছে যায় । শুরু শুরুতে যাদের অস্তিত্ব ছিলো তারাও এখন পুরানো হয়েছে । যে সকল শাখা-প্রশাখা পরবর্তী সময়ে এসেছিলো, তারাও পুরানো হয়েছে । যারা সার্ভিসেবল হয়, তাদের ব্যাকুলতা থাকে, বাবার সহযোগী হয়ে মানুষকে আবার একবার সেই দেবতায় পরিবর্তিত করার । এটা বোঝানোর প্রয়োজন । তোমরাই সেই দেবতা ছিলে আর পরে ক্ষত্রিয় হয়েছ । ৮৪ জন্মের জন্মপত্রিকা একমাত্র তোমরাই বলতে পারো । সুতরাং, এই বিষয়টা যখন তোমাদের বুদ্ধিতে ফোঁটায় ফোঁটায় অনবরত ঝরে পড়বে, তখনই কাউকে বোঝাতে পারবে । তোমাদের চিন্তা করা উচিত তোমরা বাচ্চারা বাবার মদতকারী । সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত ড্রামার রহস্য তোমরা কিভাবে অন্যকে বোঝাবে ! কিভাবে তাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে যুক্ত করবে ! মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার পুরুষার্থ করিয়ে অর্থাৎ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার মার্গ দেখাবে ! যারা বাবা দ্বারা মার্গ দর্শন করেছে, তারাই অন্যদের মার্গ দেখাবে । বাবা একা এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান অর্থাৎ তিনি মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেট উন্মুক্ত করেন । এইভাবে সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করা উচিত, আর তোমাদের অতি মধুর স্বভাবও ধারণ করতে হবে । কারও ভাবনা বা স্বভাবের কারনে তোমরা অবশ্যই জ্বলবে না বা মরবে না, তোমাদের সেটা সহন করতে হবে । নিজেকে সার্ভিস দাও অর্থাৎ নিজের সেবা করতে হবে । যতটা সম্ভব সার্ভিসে টাইম দেওয়া উচিত । সদাসর্বদা নিজেকে বলো, আমি সবসময় "বাবা, বাবা" বলি, বাবার তো বেহদ সার্ভিসের উদ্ব্বেগ থাকে, আমি বাবার বাচ্চা কি করছি ? আমারও কত সার্ভিস করা উচিত ! তোমাদের অনেক সময় আছে । তোমাদের করুণা হওয়া উচিত, বেচারারা বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে । বারবার তারা হোঁচট খাচ্ছে আর পাপ করে যাচ্ছে । মানুষ তোমাদের বাবার থেকে বিমুখ করে সবাইকে বিভ্রান্ত করেছে । তোমরা সব ব্রাহ্মণদের এটাই কাজ যে, সবাইকে জ্ঞান শুনিয়ে বাবার সমুখে নিয়ে আসা । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে গীতার ভগবানের প্রকৃত বাচ্চা । তোমাদের অখরিটি দেওয়া হয়েছে । একমাত্র তোমাদের বুদ্ধিতেই গীতার জ্ঞান আছে । যারা বোঝাতে পারেনা তাদের ব্রাহ্মণ বলা যাবেনা । তাদের বলা হবে হাফ কাস্ট বা কোয়ার্টার কাস্ট । তাদের নাম ব্রাহ্মণ কিন্তু তারা শূদ্রভাব নিয়ে কাজ-কারবার করে । তাদের বুদ্ধি শূদ্রদের মতো । আজমেরে পুষ্করনী ব্রাহ্মণরা গীতা শাস্ত্রাদি শোনায় । সেটা তাদের কারবার; লোকের বাড়ী গিয়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ নেওয়া তাদের কাজ না । তাদের কাজ শুধু শাস্ত্র শুনিয়ে দক্ষিণা নেওয়া । তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, বেহদ বাবার বাচ্চা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা বেহদ প্রজার বাবা, তাই না ! আর শিববাবা হলেন সব আত্মাদের বাবা । ওঁনার নিবাস স্থান পরমধাম । তিনিই পাতিতকে পবিত্র বানান, এইজন্য সমগ্র দুনিয়া তাঁকে স্মরণ করে, যখন তারা "ও গড" বলে, তাদের বুদ্ধিতে এক নিরাকারই থাকেন । যতই হোক, গুরুদের ফাঁদে তারা আটকে যায় । তারা জানেনা, যে দেবতাদের তারা পূজা করে তাঁদের অক্যুপেশন কি, তারা দেবতাদের ভাবমূর্তির পুতুল বানিয়ে পূজা করে, অক্যুপেশন জানেনা, যার জন্য একে বলা হয় পুতুল পূজা । সুতরাং, কতো ফারাক হয়ে যায় ! অনেক অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয় । দেবতাদের চেহারা এবং চরিত্রের সাথে মানুষের চেহারা আর চরিত্রের দিনরাতের ফারাক । মানুষ গায় - তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমরা অধম, পাপী । যদি তারা এইরকমই বলে তো তাদের এইরকম যে বানিয়েছে, সে কে ছিলো ? এখন তো প্রকৃতই নরক, তাহলে তো আমরাই স্বর্গের মালিক হতে পারি ! মানুষ কখনো এইভাবে ভাবেনা । বাচ্চারা, তোমরাও কখনো খেয়াল করনি যে তাঁদের মতো হতে পারো কিনা ! শুধু ভক্তি করে গেছ । তোমরা জানো যে তোমাদের এখন দেবতাদের মতো হতে হবে । রাজধানীতে উঁচু পদ পেতে হবে, এইজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । তোমাদের ভিতর থেকে এই বিষয়ে ব্যগ্র হওয়া উচিত, এখনই যদি

আমাদের শরীর ছেড়ে দিতে হয় তো আমরা কি পদ লাভ করবো ! তোমরা জিজ্ঞাসাও করতে পারো, যদি আমরা মরে যাই তো কি পদ পাবো ? তখন বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন, তোমরা পাই পয়সার পদ পাবে বা ৮ আনার, ১২ আনার বা কড়ির পদ পাবে । কড়িপদ প্রজাকে বলা হবে । হৃদয়-দর্পণে নিজের মুখ দেখ, বাঁদরসুলভ নয় তো? অশুদ্ধ অহঙ্কার হলো নাস্তার ওয়ান । তোমরা কাম-ক্রোধকেও জয় করতে পারো, কিন্তু দেহ-অভিমান এক নশ্বর শত্রু । শুধুমাত্র তোমাদের দেহী-অভিমानी হওয়াতেই আর সব বিকার ঠান্ডা হয়ে যাবে । তোমাদের লাভ যখন বাবার সাথে জুড়ে যাবে, একমাত্র তখনই তোমরা দেহী-অভিমानी হতে পারবে । দেহ-অভিমানীদের লাভ বাবার সাথে জুড়তে পারেনা । সুতরাং, দেহ-অভিমান ত্যাগ করার ক্ষেত্রে অনেক মেহনত প্রয়োজন । দেহী-অভিমানীরা খুব উৎফুল্ল থাকে । যারা দেহ-অভিমানী তাদের চেহারা হয় শবের মতো । অতএব, প্রথম মুখ্য বিষয় হলো দেহী-অভিমানী হওয়া, একমাত্র তখন বাবাও সহায়তা করতে পারেন । অনেক মানুষ নির্বিকারী থাকে, কিন্তু তারা বারবার ভুলে যায়, তারা আত্মা, তাদেরকে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, এতে তারা ফেল (অকৃতকার্য) হয়ে যায় । অশরীরী না হলে তবে ফিরে যাবে কিভাবে? সার্ভিস সম্বন্ধে তোমাদের অনেক আগ্রহ থাকা উচিত, যাতে অনেক মানুষের কল্যাণ হতে পারে । দেহ-অভিমানী যেখানেই যাবে, ফেল হয়ে আসবে । দেহী-অভিমানী কাউকে-না-কাউকে তিরে (জ্ঞানতির) বিদ্ধ করেই আসবে । অন্যেরা অনুভব করবে, অমুকে তো ঠিক কথাই বলেছিলো । যোগযুক্ত হয়ে গেলে তবে সার্ভিসে তোমাদের আগ্রহও থাকবে । এতে সর্বপ্রথম অল্ক সম্বন্ধে তোমাদের বোঝাতে হবে । অধিকমাত্রায় বললে, তারা বিরক্ত হয়ে যাবে । প্রথমে শিবায় নমঃ সম্বন্ধে বোঝাতে হবে, তিন তলার বিষয়ও বোঝাতে হবে । এক নিরাকারী দুনিয়া যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা এবং আত্মারা থাকে । বাকি দুই হলো স্থূল বতন আর সূক্ষ্ম বতন । স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, কিন্তু এখন তার অস্তিত্ব নেই, পরে হিস্ট্রি রিপোর্ট হবে । আগে কলিযুগ ছিলো, তারপর সত্যযুগ হয়েছিলো, আবার কলিযুগের হিস্ট্রি রিপোর্ট হচ্ছে । সুতরাং এখন আবার সত্যযুগের হিস্ট্রিই রিপোর্ট হবে, তাই না ! এতেই একমাত্র সুখানুভব আছে । এই পয়েন্ট গুলো খুব ভালো । আচ্ছা ।

ব্রাহ্মণ কুলভূষণ সকল বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) কারও সংস্কার-স্বভাবের কারণে তোমরা জ্বলো না বা মরো যেওনা । তোমাদের স্বভাব অতি মিষ্টি-মধুর বানাও । সহনশীল হতে হবে ।

২) বাবার সাহায্যকারী হওয়ার জন্য বিচার সাগর মন্বন করতে হবে । বুদ্ধিতে জ্ঞানের চিন্তনই করে যেতে হবে । দেহী-অভিমানী হওয়ার মেহনত করতে হবে ।

বরদানঃ - হিম্মত এবং উৎসাহ দ্বারা সকল কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করে মহান শক্তিশালী আত্মা ভব

ভক্তিতে বলা হয়, হিম্মত এবং উৎসাহ ধূলকেও ধন বানিয়ে দেয় । তোমার যদি হিম্মত আর উৎসাহ থাকে তাহলে অন্যরাও সহযোগী হয়ে যাবে । ধনের অভাব হলে উৎসাহ কোথাও না কোথাও থেকে ধনও টেনে নিয়ে আসবে, সফলতাও টেনে আনবে । সুতরাং, যারা নিমিত্ত মহান আত্মা আছে তাদের

কাজ হলো স্বয়ং উৎসাহে থেকে অন্যকে উৎসাহ দেওয়া । এই সময়ে, যখন তুমি উৎসাহে থাকছো তখন জড় চিত্রে তোমার সদা হাস্যময়, শক্তিশালী চেহারা দেখাবে ।

স্লোগানঃ- ভাগ্যবান আল্লা তারাই যার ওপর বাপদাদার স্নেহের ছত্রচ্ছায়া আছে

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় শিবপুর বোটানিকল গার্ডেনে একশ বছরের থেকেও পুরানো বটগাছটির মূল গাছটি লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন তার শাখা প্রশাখা বর্তমান রয়েছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার,তোমাদের এই দুনিয়াকে সুখ-শান্তি পবিত্রতা দ্বারা সম্পন্ন করার জন্যে নিজের তন-মন-ধন সফল করতে হবে"

প্রশ্ন:- মায়াকে পরাজিত করতে বাচ্চারা তোমাদের কাছে কোন্ অস্ত্রটি আছে ? সেই অস্ত্রটি ব্যবহার করার বিধি কি ?

উত্তর :- মায়াকে হারাতে তোমাদের কাছে "স্ব-দর্শন চক্র" আছে। এই চক্রটি কোনো স্থূল চক্র নয় কিন্তু মন দ্বারা মন্মনাভব হয়ে যাও। আমরা সে-ই , সেই আমরা এই মন্ত্রটি স্মরণ করো, অতএব এই বিধি দ্বারা মায়ার গলা কেটে যাবে ফলে তোমরা মায়াজিত রূপে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে ।

গান: এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো

ওম্ শান্তি। তোমরা ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণরাই জানো যে এই হল কলিযুগী পাপময় দুনিয়া এবং সত্যযুগ হল অবশ্যই পুণ্যের দুনিয়া। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - যে মানুষ পুণ্যাত্মা হয় তাদের ভালো জন্ম প্রাপ্ত হয়। পাপ আত্মাদের খারাপ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এবারে এইটি হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এই জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। শান্তিধামকে পরমধাম বলা হয়। এই হল দুঃখধাম। ভারত সত্যযুগে সুখধাম ছিল। এখন আমাদের শান্তিধাম যেতে হবে, তারপরে সুখধামে আসতে হবে। সুখধামে পবিত্রতা, সুখ , শান্তি তিন-টি ছিল। এই দুঃখ ধামে আছে অপবিত্রতা, দুঃখ, অশান্তি। এই তিনটি বস্তু বৃদ্ধিতে হবে। যখন ভারতে তিনটি বস্তু ছিল সুখধাম বলা হত। এখন তোমরা তন-মন-ধন সব কিছু বাবার কাছে সমর্পণ কর। তন-মন-ধন দ্বারা তোমরা ভারতের সেবা কর। দেহ দ্বারা সেবা করা হয় তাইনা। সোশ্যাল ওয়ার্কার দৈহিক সেবা করে। কেউ ধন দ্বারা সেবা করে। বাকি মন দ্বারা সেবা এই দুনিয়ায় কেউ জানেনা। মন্মনাভবের অর্থ বাবা এসে বোঝান। আমি পরম পিতা পরমাত্মা আমায় স্মরণ কর যাঁর কাছে তোমাদের সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। মন্মনাভব অর্থাৎ সবার বুদ্ধি বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এমন দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই যে এইসব বলতে পারে। অন্যরা সবাই সেবা করে কিন্তু মন দ্বারা কেউ করতে পারেনা। মানুষ বলে মন শান্ত হবে কিভাবে ? এবারে মন ও বুদ্ধি হল আত্মার অর্গান এবং এই কর্মেন্দ্রিয় গুলি হল শরীরের অর্গান। বাবা বসে বোঝান যে স্ব-দর্শন চক্রকে স্মরণ করো। নিজের পিতা ও সুখধামকে স্মরণ করো , এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। এই হল মনের সেবা , যারা করবে তারা মায়াকে পরাজিত করবে। মায়ার মাথা কাটা যাবে। এমন নয় স্ব দর্শন চক্র দ্বারা কোনো মানুষের মাথা কাটা হয়। দেবতাদের এমন অলঙ্কার হয়না , যার দ্বারা পাপ কর্ম হবে।

মানুষ ভাবে কৃষ্ণ স্ব দর্শন চক্র দ্বারা গলা কেটেছেন। এতো পাপ কর্ম হয়ে গেল। দেবতারা এমন কর্ম করতে পারেনা। স্ব দর্শন চক্র কারো মাথা কাটবার জন্যে নয় । এই চক্র হল মায়াকে পরাজিত করবার অস্ত্র। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। মায়াকে পরাজিত করি। এই স্ব দর্শন চক্র দ্বারা-ই মায়ার যুদ্ধে তোমাদের বিজয় লাভ হয়। এই হল তোমাদের অস্ত্র। শঙ্খ হল ধ্বনিত করার জন্যে। জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তাইনা। শেখানো হয় স্ব দর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে। তাহলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। এখন আমরা শান্তিধাম যাই পরে সুখধামে আসি।

এইসব বাবা শিখিয়েছেন। স্ব দর্শন চক্রধারী বাবা ছাড়া কেউ করতে পারেননা। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরের বংশধর তারপরে হবে বিষ্ণুর বংশধর। স্ব দর্শন চক্র রূপী অলঙ্কার বিষ্ণুকেই দেওয়া হয়েছে। তোমরা হলে পুরুষাথী। তোমরা জানো স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে আমরা দেবতায় পরিণত হই। এই স্ব দর্শন চক্র দ্বারা-ই তোমরা মায়াজিত হও। এইটি হল তোমাদের অস্ত্র। শঙ্খ হল বাজানোর জন্যে। নলজ তো আছে তাইনা। চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্যে স্ব দর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে তা শেখানো হয়। এখন আমরা যাই শান্তিধাম তারপরে যাব সুখধাম। বাবা এইসব শিখিয়েছেন। বাবা ব্যতীত কেউ স্ব দর্শন চক্রধারী স্বরূপ প্রদান করতে পারেনা। তোমরা এখন ঈশ্বর বংশী হয়েছ পরে হবে বিষ্ণু বংশী। স্ব দর্শন চক্র ঘোরালে বিষ্ণু কূলে জন্ম হবে। কাউকে এইসব বোঝানো খুবই সহজ। শান্তিধামকে স্মরণ কর যেখানে বাবার নিবাস , যেখান থেকে সব আত্মারা পৃথিবীতে আসে। এখন তো হল নরক , এবারে যেতে হবে স্বর্গে। বাবাকে স্মরণ করলে সব বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকার দরুন ধারণা হয়না , কাউকে বোঝাতেও পারেনা।

তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। যারা পবিত্র থাকে তারা-ই হল বী. কে. । যারা পবিত্র থাকতে পারেনা তারা ব্রহ্মা মুখবংশী শিববাবার পৌত্র হওয়ার যোগ্য হয়না। ক্রোধ , লোভের কথা আলাদা। কিন্তু পবিত্র না থাকলে তাদের ব্রাহ্মণ বলাটাও ভুল। সে ব্রাহ্মণ কূলের নয় , যার মধ্যে বিকার আছে বা যারা বিকারগ্রস্ত হয়। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা তো পবিত্র থাকি কিন্তু কোনোরকম বিকারের বশে বশীভূত হলে ব্রাহ্মণ পরিচয়ের অধিকার থাকেনা। বিকারগ্রস্ত হওয়া মানেই পতিত হওয়া। এমন পতিত এখানে আসতে পারেনা। কিন্তু কারণে অকারণে আসার অনুমতি দিতে হয়। এখন দেখ গৃহ নির্মাণের কাজে যুক্ত যারা তারা নিশ্চয়ই সবাই পতিত। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এই কাজ তো করবেনা। তাই তাদের দিয়েই এই কাজ করাতে হয়। কেউ যদি সহযোগী হতে চায় তখন তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাস্তবে পতিত-রা থাকতে পারেনা। এইটি পবিত্র হওয়ার স্থান , পতিত তো আসবেই। ভারত পবিত্র ছিল, স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পবিত্র ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণ দুইজনেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন । আমরা তাঁদের মহিমা গায়ন করি। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী। সঙ্গমে বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন। বিষয় বিকারে যে যায় তাকে পতিত বলা হয়। সন্ন্যাসী জন বিষ ত্যাগ করে বলে পতিত মানুষ তাঁদের চরণে মাথা নোয়ায়। বিকার শব্দটি খুব খারাপ। নির্বিকারী অর্থাৎ ভাইসলেস। বিকারীকে বলা হয় ভাইসেস। এই হল বৈশ্যালয়। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প সঙ্গমে এসে পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করি , যোগ্যতা প্রদান করি। পবিত্র দুনিয়ার মালিক করি। স্বর্গের মালিক কেবল স্বর্গের রচয়িতা -ই করতে পারেন তাইনা।

বাবাকে বোঝাতে হয় দেবতারা বিত্তবান ছিল ! এখন তো সবাই দীন হীন হয়েছে। এই হল দুঃখ দায়ী দুনিয়া। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। দুঃখের মুখ্য কারণ হল কাম কাটারী চালানো, যার দ্বারা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই দুঃখ ধামে কারো শান্তি প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্ন কিনা। এত সংখ্যায় সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন তবুও ভারত তমোপ্রধান হয়েছে কিনা। শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকেন তাই পতিত মানুষ তাঁদের সেবা করে। ভোজন প্রদান করে, মহল ইত্যাদি তৈরি করে দেয়। অর্থাৎ যারা পবিত্র থাকে তাদের নাম বিখ্যাত হয়। বাবাও এই বিকারের হাত থেকে মুক্ত করেন। আমরাই সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম -- সেসব বিস্মৃত হয়েছে। নির্বিকারী দেবী দেবতাদের বংশ ছিল। জিজ্ঞাসা করে সেখানে জন্ম হয় কিভাবে ? সে তো সেখানকার যা নিয়ম হবে সেভাবেই হবে। প্রথমে বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ

করে রাজ্য ভাগ্য তো প্রাপ্ত কর। এইসব কি আর জিজ্ঞাসা করার কথা -- সন্তান জন্ম হবে কিভাবে ? বংশ তো চলে। সন্ত্যাস হল রজোপ্রধান। দেবতাদের সন্ত্যাস হল সতোপ্রধান। সন্ত্যাসীজন বিকারের আধারে জন্ম গ্রহণ করে নির্বিকারী হওয়ার পুরুষার্থ ক'রেন। ঐ হল নির্বিকারী দুনিয়া , এই হল বিকারী দুনিয়া। বিকারী মানুষদের এই চিন্তা থাকে যে বিকার ব্যতীত এই দুনিয়া কিভাবে চলবে ! যেমন দৃষ্টি , তেমনই সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়।

বাবা সুযোগ্য করেন। বুদ্ধিতে লক্ষ্য বিদ্যমান থাকে। ভগবান নিজের মতন ভগবতী ভগবান স্বরূপে পরিণত করেন। অর্থাৎ মাস্টার ভগবান হয়েছ , তারপরে দেবতা স্বরূপে পরিণত হবে। মাস্টার ভগবান স্বরূপে পিতার কাছে পরমধাম যেতে হবে। তিনি যেমন পবিত্র তোমরাও স্মরণ করতে করতে পবিত্র হবে। তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। সেখানে দুঃখের নাম গন্ধ নেই। মানুষ এমন হয়ে যায় যে পবিত্র হওয়ার জন্য গুরু দীক্ষা নেয়। আজকাল বিকারী পতিতদের গুরু রূপে স্বীকার করে। গৃহস্থ পতিত গুরু কিভাবে পবিত্র করবে ? কিছুই বোধ নেই। বাবাকে জানেই না। এই হল অনাথদের দুনিয়া। সত্যযুগ হল সনাতনদের দুনিয়া কারণ দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন নাথ অর্থাৎ ভগবান। যখন ভগবানের আপন হবে তখন সনাতন হবে। এখন তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ একজন অর্জুনের জন্যে ছিলনা , সঞ্জয়-ও ছিল। সুতরাং এখন তোমাদের বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন শ্রেষ্ঠ হও। এই ড্রামা-টি বুঝতে হবে। ক্রিয়েটর , ডাইরেক্টর হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচনা করেন, তাঁদের ডাইরেকশন দেন তারপরে ব্রহ্মার মালা পরিবর্তিত হয় রুদ্র মালায় পরে গিয়ে বিষ্ণুর মালা তৈরি হবে। বাবা বলেন শুধু আমি পিতা , আমায় স্মরণ কর ও স্বর্গকে স্মরণ কর তাহলেই এমন লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হবে। এই হল সত্য উপার্জন। মানুষের কর্ম অনুসারে জন্ম হয়। এখন বাবা এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন , এখানে আছে শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ হওয়ার উপার্জন। বাকি সব কিছু তো মাটিতে মিশে যাবে। দেহ-অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। আমরা বাবার আপন হয়েছি , ফিরে যাই বাবার কাছে। এই কথা আত্মা বলে -- বাবা আমরা আপনার স্মরণে থেকে বিকর্ম থেকে মুক্ত হবই। তখন আপনি আমাদের স্বর্গে পাঠাবেন তাইনা ! নরকের বিনাশ ও স্বর্গের স্থাপনা তো হয় তাইনা। মহাভারী লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যার দ্বারা মুক্তি জীবন মুক্তির গেট খোলে। এখানে তো বসে বসে রোগগ্রস্ত হয়। সেখানে তো সর্বদা আরাম থাকে। এইটি দুঃখ ধাম কিনা তাই পুরুষার্থ করা হয় সুখধামের জন্যে। সেখানে মায়া নেই। দেহ-অভিমান নেই। বোঝে যে আমরা আত্মা , এই শরীর এখন জীর্ণ হয়েছে , অন্য দেহ ধারণ করতে হবে। সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা যে আমরা বাবার কাছে যাই। এই জ্ঞান তোমরা এই সময়েই প্রাপ্ত কর। আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে তারপরে বাবা স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম কর্তব্য করতে থাকো।

তোমরা যত আঙ্গোকারী, সততা পরায়ণ হয়ে থাকবে তত উন্নতি হবে। শ্রীমৎ দ্বারা শ্রেষ্ঠ হতে হবে। সু-সন্তানদের কর্তব্য হল বাবার কাছে পুরো বর্ষা প্রাপ্ত করা। এখন নেবে তবেই কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত করতেই থাকবে। এখন না নিলে কল্প-কল্পান্তর বর্ষা প্রাপ্তি হবেনা। বাচ্চারা তোমাদের সামনে পুরো দুনিয়া হল কাঙাল। সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। তোমরা সত্যিকারের উপার্জন কর সত্যখণ্ডের জন্যে। বাবা বলেন তোমাদের আমার কাছে ঘরে ফিরতে হবে তাই ঐ ঘর অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ কর। ঘরের মালিক তোমাদের বলছেন যে তোমরা ঐ ঘরের মালিক ছিলে। এখন সেই ঘরকেই স্মরণ করো। ড্রামা পুরো হয়েছে , এই কথাতো কত সহজ। আত্মা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার :-

১) আশ্রয়কারী, সত্য পরায়ণ এবং সুসন্তান হয়ে বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে সত্য উপার্জন করতে হবে।

২) সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে সত্য ব্রাহ্মণ হতে হবে। পবিত্র হয়ে নিজেকে পবিত্র দুনিয়ার যোগ্যতা প্রদান করতে হবে।

বরদান :- " আমার বাবা " এই সঙ্কল্প দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্যের অনুভবকারী নিশ্চয় বুদ্ধি হও।

ব্যাখা: ড্রামানুয়ালী যারা পাকা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়, মনে মনে সঙ্কল্প করে নেয় যে বাবা আমার , আমি বাবার , এমন বাচ্চারা স্বতঃই সাহায্য প্রাপ্ত করে। শুধু সত্য হৃদয় দিয়ে বলো "আমার বাবা" তাহলেই প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্যের অনুভূতি হতে থাকবে। যে বাচ্চাদের এক বাবার সঙ্গে অটুট ভালোবাসা থাকে তাদের কোনো কিছুই আটকাতে পারেনা। বাবার ভালোবাসা সব কিছু থেকে উর্ধ্ব নিয়ে যায়। তারা উড়তে থাকে।

স্লোগান - সর্বদা বাবার লাইট মাইটের ছায়ায় থাকো তাহলে মায়া তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না ।

১৫-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই এই পাঠশালা এমনই আশ্চর্যের যেখানে জ্ঞান-সাগর পতিত-পাবন বাবা স্বয়ং জ্ঞান-অমৃত খাইয়ে পবিত্র বানিয়ে দেন। এমন পাঠশালা আর একটিও কোথাও খুঁজে পাবে না সমগ্র দুনিয়াতেও"

প্রশ্ন :- বাবার কোন্ পরামর্শটি মেনে চললে প্রতি মুহূর্তেই বাবা তোমার সাহায্যকারী হবেন ?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন, জিন্ (ভূত) -এর মত লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা সবকিছুতেই যেন বুদ্ধির যোগ এক বাবার সাথেই সংযুক্ত থাকে। জাগতিক অন্য সবকিছু থেকেই নিজের বুদ্ধিকে সরিয়ে নিতে থাকো। কেবলমাত্র বাবা আর স্বর্গরাজ্যকে স্মরণে রাখার সেবা করে যাও। বাবার প্রতি এটাই হলো বাচ্চাদের সহযোগীতা। এই স্মরণের যোগ-ই তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানায়। সত্যি কত সুলভ এই আদান-প্রদান। নিজে সাহসী হলে প্রতিটি মুহূর্তেই বাবারও সাহায্য পাবে। তাই তো বলে- "হিন্মতে মর্দা মদতে খুদা" - অর্থাৎ নিজের সাহস থাকলে, ঈশ্বরও সাহায্যের হাত বাড়ায়।

গীত :- আমাকে যিনি কদমে কদমে
দিয়েছেন সাহার
তাঁকে হৃদয় ভরে
জানাই ধন্যবাদ

ঔম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা গীত তো শুনলে! কিন্তু, তোমাদেরকে "বাচ্চা-বাচ্চা" বলে এইভাবে কে সন্মোদন করেন ? বাচ্চা বলে ডাকছে যখন, তবে তো অবশ্যই উনি সেই বাচ্চার বাবা-ই হবেন। যদিও সমগ্র দুনিয়াই জানে, এমনভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে "বাচ্চা" ডাকতে পারেন একমাত্র পরমপিতা। যাকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা হয়। আর তোমরা সব আত্মারাই ওনার সন্তান। আর বাচ্চারা, তোমরাও এই পাঠশালায় আসো জ্ঞানের-পাঠ পড়তে - মনুষ্য থেকে দেবতা হবার লক্ষ্যে। যেহেতু তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাও আছে, অসীম-বেহদের বাবা স্বয়ং এই পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদেরকে। একদিকে তিনি যেমন পিতা, তার সাথে সাথে তিনি আবার শিক্ষকও বটে। তাই এমন মাতা-পিতার সন্তানও অনেক। তোমাদের মধ্যেই অনেকে আবার অনেক উচ্চ-পদের অধিকারীও হতে থাকবে। যেখানে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে তার সামনে বসিয়ে পড়াচ্ছেন। সত্যি, খুবই আশ্চর্যেরও এটা। এমন সুন্দর আশ্চর্যের বিচিত্র পাঠশালা আর কোথাও হয় না। বাচ্চারাও তেমনি জানে, জ্ঞান-সাগর যিনি পতিত-পাবন বাবা উনি স্বয়ং সেই জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে বাচ্চাদের পবিত্র বানাবেন। তাই তো তারাও বাবার এত মহিমার কীর্তন করতে থাকে - "ওগো পতিত পাবন বাবা, এসো তুমি।" তবে তো এমনই দাঁড়ালো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন পতিত দুনিয়াই। আবার পবিত্র দুনিয়া বলেও তবে কিছু আছে নিশ্চয়। নতুন দুনিয়া, নতুন ঘর-দুয়ারকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। যা ক্রমে ক্রমে পুরোনো হতে থাকে। তাই বাচ্চারাও বুঝতে পারছে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা যা এখন এই এত পুরোনো দুনিয়া, একদা তা নতুন দুনিয়াই ছিল,- যেখানে ছিল অপার সুখ-শান্তি।

বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনেছো, তা তো ভক্তি-মার্গের। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তো রয়েছে তার মর্মার্থের ব্যবহারিক সম্পর্কে। তাই ভক্তি-মার্গের এই গীতের নির্যাসকে বাস্তবে তোমরাই ধারণ করো প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে। বাচ্চারা, তোমরা তো এটাও জানো যে, বাবা এসেছেন সবাইকে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। একমাত্র তিনিই যখন পতিত-পাবন, সেক্ষেত্রে উনিই তো পবিত্র বানিয়ে তবেই নিয়ে যাবেন সেই পবিত্র দুনিয়ায়। নিজেরা নিজেদের মনে এ ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকবে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন অবশ্যই পতিত অর্থাৎ পাপের দুনিয়া। তাই পবিত্র দেবতাদের এবং পবিত্র সাধু-সন্ন্যাসীদের নমন করে পতিত মানুষেরা। যদিও পতিত-পাবন তো এক ও একমাত্র এই বাবা-ই। প্রকৃত অর্থে সবাই সেই একই পবিত্র বানাবার কারিগরকেই কিন্তু স্মরণ করে থাকে, যেহেতু একমাত্র উনিই পারেন দুনিয়ার জাগতিক দুঃখ-কষ্ট থেকে সবাইকে মুক্ত করতে। আর এটাই এই বাবার কর্ম-কর্তব্য। কিন্তু বাচ্চারা- তোমাদের এই দুঃখ-কষ্ট ঘটেই বা কি কারণে ? --বিকার। তবে এই বিকারগুলির আবার কি কি নাম ? -- কামের ভূত, ক্রোধের ভূত, অশুদ্ধ অহংকারের ভূত। শরীরকেও কিন্তু ভূত বলা হয়। কারণ, ৫-ভূতের তত্ত্ব দ্বারাই যে গঠিত এই শরীর। কিন্তু, আল্লা এসব থেকে আলাদা। সে এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহণ করে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের দৃষ্টি এখন নতুন দুনিয়ার দিকে। আর সেই জ্ঞানই অর্জনের পাঠ পড়ছে তোমরা। জাগতিক মানুষেরাও তা জানে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহও লাগবে অচিরেই। কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, তারপরে কি ঘটতে চলেছে। যেহেতু অস্ত্রাণী শাস্ত্রকারেরা গীতার ভগবানের উপস্থিতি দ্বাপরে এমনটাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে শাস্ত্রগুলিতে। রাজযোগ তো কেবলমাত্র সেই এক ও একমাত্র গীতার ভগবান-ই শেখান। কৃষ্ণ যা শেখাতেই পারবে না। অথচ শাস্ত্রকারেরা গীতায় দ্বাপরে কৃষ্ণের নাম লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে মানুষেরাও কিংকর্তব্য-হতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা, তোমরাও এতদমিত তাতেই বিভ্রান্ত হয়েই ছিলে, কিন্তু এখন এসবের প্রকৃত তথ্য জেনে তা থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছো। যার ফলে মানুষদের এত দুর্গতি ভুগতে হলো। কিন্তু এখন এই জ্ঞান অর্জনের ফলে তোমাদের সদগতির দিন শীঘ্রই আসতে চলেছে।

বাবা স্বয়ং এখন জানাচ্ছেন, একমাত্র উনি-ই জ্ঞানের-সাগর, অন্য আর কেউ-ই এই জ্ঞান দিতে পারেন না। তাই জ্ঞান-সাগরও কেবল একজন বাবাকেই বলা হয়। সেই জ্ঞান আবার জ্ঞান-গঙ্গাদের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যাদের আবার "শিব-শক্তি জ্ঞান-গঙ্গা" বলা হয়। পার্থিব গঙ্গা দিয়ে তো ক্রমান্বয়ে জলের ধারাই প্রবাহিত হতে থাকে। আর তা এমনও হতে পারে না যে, তারর ধারা যেখানে খুশী সেখানেই পৌঁছতে পারবে। --অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা, তোমাদের ইচ্ছা-মতন যেখানে খুশী সেখানে গিয়েই লোকেদেরকে জ্ঞানের বাণীর বর্ষণ করতে পারো। তোমরা যেখানেই পৌঁছোবে, সেখানেই জ্ঞান-গঙ্গা প্রকট হবে। লোকেরা তো এমনও করে, যেখানেই জলের গঙ্গার উৎসমুখ দেখে সেখানেই একটি করে গোমুখ বানিয়ে দেয়। কিন্তু, বাস্তবের গোমুখ তো তোমরা বি.কে.-রা। তোমাদের এই গোমুখ থেকেই তো সেই জ্ঞানের ধারা বইতে থাকে। জ্ঞান-সাগর শিববাবার বি.কে. বাচ্চারা, প্রকৃত অর্থে তোমরাই সত্যিকারের জ্ঞান-গঙ্গা। একমাত্র তোমাদেরই বোঝানো হয়ে থাকে সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। তাই এই এক বাবাকেই নলেজফুল বা জ্ঞানী বলা হয়। যিনি বিশ্ব-চরাচরের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। একমাত্র তিনিই সব বেদ ও সর্বপ্রকার গ্রন্থকে সম্পূর্ণ রূপে জানেন। সেসব কিছুর সার-নির্যাসকেই তিনি ব্যাখ্যা করে শোনান। সব ধর্মেরই একটা করেই শাস্ত্র-গ্রন্থ হওয়া উচিত। যেমন, খ্রীমদ ভগবৎ গীতা, বাইবেল-ও তো একটাই। ইব্রাহিম এসে ওনার ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন। কিন্তু তারও আগে ও পরে অন্যেরাও তো আসে-যায়। তাই

তারাও যা কিছু বলে সেগুলিকেই পরে ধর্ম-শাস্ত্রের রূপ দেয়। কিন্তু প্রধানের বাণী শোনাবার সাথে সাথেই তা করে না। যদিও ইতিমধ্যে তার ধর্ম স্থাপনাও হয়ে যায়। কিন্তু সেই সব শাস্ত্রগুলিই পরে ধর্ম-গ্রন্থের রূপরেখা পায়। বাবা জানাচ্ছেন, এইসব বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, তপ, নানান পদ্ধতি- সবই ভক্তি আর বিশ্বাসের। কিন্তু বি.কে.-দের এই জ্ঞানের পাঠ তো গভীর জ্ঞানের। তাই এখন যখন ভক্তির দিন শেষ হয়ে এসেছে, বাবা এসেছেন জ্ঞানের মাধ্যমে পতিতদের পবিত্র বানাতে। তোমরা বি.কে.-ব্রাহ্মণেরা এখন জেনেছো, একমাত্র তোমরাই সেই ব্রাহ্মণ, যারা আগামীতে দেবতা হতে চলেছো। ৮৪-জন্মের পুরো হিসেব-নিকেশও রয়েছে তোমাদের বুদ্ধিতে। তোমরা এখন ব্রহ্মার মুখকমল দ্বারা স্বীকৃত ব্রাহ্মণ। সেই তোমরাই, পূর্বে যারা শূদ্র-কূলের ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কূলের হয়েছো। যার অর্থ কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই জানো। তোমরা ছাড়া আর অন্য কেউ-ই দেবী-দেবতা ধর্মের নয়। যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে, তারা তো এটাও জানে না যে, আসলে তারাই ছিল দেবী-দেবতা ধর্মের। এমন কি এটাও উপলব্ধি করে না, বর্তমানে তারাই এখন শূদ্র কূলের হয়েছেন। নিজেদের প্রকৃত ধর্ম ভুলে গিয়ে, ধর্ম-ভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে কাঙ্গালে পরিণত হয়েছেন। তাই বাবা তোমাদের "হাম্‌ সো - সো হাম্‌"- এর মর্মার্থ বোঝাচ্ছেন। 'হাম্‌ সো'- অর্থাৎ আমরা আত্মারা পরমধাম নিবাসী। এখানে আসি আমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় (পার্ট) করতে। নির্দিষ্ট দেব-কূলের আত্মারা প্রথমে আসে। ক্রমান্বয়ে আসে বৈশ্য ও শূদ্র কূলের। বর্তমানের এই বি.কে.-রাই আবার যাবে দেবতা কূলে। বাচ্চারা, তোমরা তো তা জানো, কোন কূলে তোমাদের কতবার করে জন্ম হয়। বাবার তো আর অত সময় নেই যে প্রতিটা জন্মের অত বিস্তারিত তথ্য জানাতে থাকবে। তাই বাবা কেবল সার-সংক্ষেপটাই বলেন। যেমন বৃক্ষের বীজকে জানলেই তার বিস্তারকেও জানা যায় অর্থাৎ বৃক্ষের সবকিছুই বোঝা যায়। (বাবাকে জানলেও সৃষ্টি-চক্রের কল্প-বৃক্ষেও জানা যায়)। এই বাবাই হলেন সৃষ্টিকর্ষী কল্প-বৃক্ষের বীজ। আর মানুষ জগতের সবাই সেই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ডাল-পালা, পাতা-লতা।

এই দুনিয়ায় আমরা আসি সেই পরমধাম থেকে। নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-অভিনয় করতে। বাচ্চারা, কেবলমাত্র তোমরাই আসতে পারো সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে। চিত্রপট অনুসারে তোমাদের সেই সত্যযুগ থেকে ক্রমান্বয়ে পার্ট চলতেই থাকে। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা আসে তাদের নিজ নিজ সময় অনুসারে। অস্তিমে যখন বিনাশ-পর্ব হয়, তখন সব আত্মারাই ফিরে যায় আত্মাদের নিজ-ধামে। আবার তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর অনুসারে যে যার নির্দিষ্ট কর্ম-কর্তব্য পালনের জন্য আসে নিজ নিজ ধর্মের স্থাপন করতে। এসব রহস্য তো তোমাদের বুদ্ধিতে পাকাপোক্ত হয়েই আছে। বাচ্চারা, তাই তো তোমরাও বলো - "বাবা যেভাবে যাকিছু তুমি পড়াছো-শেখাছো, তাতে অবশ্যই আমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিকানা পাবোই পাবো। তোমার মতন এমন সুখ-শান্তি আর কেউ দিতে পারে না। মানুষেরা তো কেবল অল্প কালের সুখ দিতে পারে। যা জন্তু-জানোয়ারও দিতে পারে। অথচ, 'মানুষ্য জীবন অমূল্য জীবন'-এ কথাই তো বলা হয়। এই মানুষেরাই তাদের দৈবী গুণে দেবী-দেবতা হতে পারে। মানুষই চাইলে সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হতে পারে। কিন্তু, বাবা তুমি যে সুখ-শান্তি দিয়ে থাকো, তা আর কেউ দিতে পারে না। তুমিই সে, যে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাও। তুমি যে বিশ্ব চরাচরের রচয়িতা।" অথচ বাচ্চারা দেখো, তোমাদের কেবল একটা কাজই করতে হয় - বাবাকে স্মরণ করা। ব্যস্‌ এটুকুই যা, কোনও প্রকার হঠ-যোগ ইত্যাদিও করতে হয় না। এমনই বাবার বাচ্চা তোমরা। এখন তো তা ভালভাবেই জেনেছো, এই বাবা-ই নতুন বিশ্বের রচয়িতা। আর বাবা আসেনও সেই কত দূরের পরমধাম থেকে। এমনই প্রিয় থেকেও প্রিয়তম

বাবা ইনি। তাই সবাই কেবলমাত্র তাকেই স্মরণ করে। তা সে যে কোনও ধর্মের লোকই হোক না কেন, সবারই ঈশ্বরীয় পিতা একমাত্র তিনি। কেউ বা বলে ভগবান আবার কেউ বা বলে আল্লাহ। কিন্তু ডাকে তো সেই একজনকেই। বাবা-ও তেমনি জানান, উনি আসেন সবাইকে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। তাই তো ভক্তি-মার্গের লোকেরাও ওনাকেই স্মরণ করে। আর এমন দুঃখের সময়েই আবার ওনাকে আসতে হয়, সবাইকে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। এরপর অর্দ্ধ-কল্প আর কারও ওনাকে স্মরণ করতে হয় না। যেহেতু সেই সময়ে তো আর মায়া থাকে না যে লোকেদের দুঃখ-কষ্ট দেবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন দেব-দেবী হয়ে সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে। অতএব তোমাদের হৃদয়ে রাত-দিন তেমন ভাবনাই থাকা উচিত - বাবা, তুমিই আমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে। আর তাতে আমাদের অধিকারও আছে। বাবা যেখানে বিশ্বকে নতুন স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করছেন, সেখানে বি.কে.-বাচ্চাদেরকেই তো তার মালিক বানাবেন অবশ্যই। এমন তো আর হতে পারে না, ঈশ্বরীয় পিতা স্বর্গ-রাজ্য রচনা করবেন, আর তার সন্তানেরা সেই স্বর্গ-রাজ্যে থাকবে না। কিন্তু আবার সবাই যদি স্বর্গ-রাজ্যে যায়, তবে তো অচিরেই তা নরক-রাজ্যে পরিণত হবে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী নাটকটাই যে হার-জিত ও সুখ-দুঃখের খেলা। সেই নতুন দুনিয়াও আবার পুরোনো দুনিয়াতে পরিণত হবে। কিন্তু দুনিয়াকে কে এমন নতুন বানায়, আর পুরোনোই বা বানায় কে ? আবার এই সৃষ্টি-চক্রের পরিবর্তন বা কিভাবে হয় ? এসব অবশ্যই তোমাদের মন-বুদ্ধিতে রাখতে হবে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যেমন থাকে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী রাজত্ব। তারপর দ্বাপর থেকে আরও অন্যান্য ধর্মের উত্থান হতে থাকে। ঠিক যেমনটি পূর্ব কল্পে ঘটেছিল, একই ভাবে তারই প্রতিটি ঘটনাই পুনরাবৃত্তি হবে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো শীঘ্রই আবার সত্যযুগের সূচনা হতে চলেছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে। মানুষেরা ভাবে যে, এই পুরোনো দুনিয়া হয়ত আরও অনেক পুরোনো হতে থাকবে। এই দুনিয়ার আয়ু এখনও অনেক বাকী। তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন, তারা এখনও ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। বিনাশ যে এখন দোড়গোড়ায়। তাই তো বাবা এসেছেন, এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে। আর এইসব কর্ম-কর্তব্য করার জন্য আগে তো কেউ ছিল না। কিন্তু এখন তোমরা বি.কে.-রা তা হয়েছো, যারা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা ওনার দত্তক সন্তান হয়েছো। যেহেতু উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাই ওনার বহু সংখ্যক বাচ্চাই তো হবে। তারাই বাবার সামনে বসে পাঠ গ্রহণ করে আবার দেবতা হতে চলেছে। পবিত্র হয়ে স্বদর্শন-চক্রধারী হবার প্রতিজ্ঞা যে বচ্চা বাবার সামনে করে তা পালন করে, কেবলমাত্র সেই বাচ্চারাই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করে। সব বাচ্চা অবশ্য তাতে সফল হয় না। অন্যান্যরা তাদের কার্য-করণের হিসাব অনুযায়ী নিজের নিজের কর্মফল অনুসারে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে তারপরেই ফিরতে পারবে। বাবা আবার করে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। তার পরেই অন্যান্য সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যায়। মহাভারতের সেই মহাভারী যুদ্ধ এবার শুরু হলো বলে। কল্প-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলের এই রহস্যগুলি গীতার ভগবান স্বয়ং সামনে বসে তা শোনান। ভগবানের মহিমা একপ্রকার আর কৃষ্ণের মহিমা অন্যপ্রকার। দুজনের মহিমা একেবারেই আলাদা। কৃষ্ণকে তো আর বলা যাবে না যে কৃষ্ণ মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সর্বশক্তিমান, সর্বময়কর্তা। সর্বশক্তিমান-সর্বময়কর্তা তো কেবল একজনই হতে পারে - যিনি শিববাবা। যেমন সূর্যবংশীদের মহিমা একপ্রকারের আর চন্দ্রবংশীদের মহিমা অন্যপ্রকারের। তেমনি বৈশ্য আর শূদ্রবংশীদের মহিমাও আলাদা আলাদা প্রকারের। প্রত্যেকেরই তাদের নিজের নিজের পৃথক মহিমা হয়। কেউ যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়, তখন তাকে মুখ্যমন্ত্রীর রীতি-নীতির আচরণ-বিধি পালন করতে হয়।

রাজ্যপালের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালকেও রাজ্যপালের নিয়মেই চলতে হয়। সবাই তো এক সমান মার্মাদায় থাকবে না। এসবও বোঝার ব্যাপার আছে। লোকেরা তো এ কথাটাই জানে না যে তোমরা বি.ক.-রাই এই ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাবার কার্য করে চলেছো। বাচ্চারা, গুপ্তরূপে তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য তা স্থাপন করে চলেছো কোনও প্রকার হিংসা-অশান্তি ছাড়াই। না তো এখানে আছে কোনও প্রকার কাম-বিকারের হিংসা, এমনও নয় যে এখানে কোনও মারামারি বা লাথি-ঘুঁষির ঘটনা ঘটে। আর গোলা-গুলি চালিয়ে একে অপরকে হত্যা করার মত হিংসা থেকে তোমরা তো শত যোজন দূরেই থাকো। যেহেতু, তোমাদের কোনও প্রকারেরই হাতিয়ারের দরকার নেই।

তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা জেনেছো, এই বাবার সাহায্যের দ্বারাই গত কল্পের মতন বর্তমানের এই কানাকড়ির ভারতকেই হীরে তুল্য করে বানাচ্ছে তোমারা। এটাই প্রকৃত ঈশ্বরীয় সেবা। কিন্তু জগতের মানুষেরা তো কেবল জাগতিক সেবাই করে থাকে। আর তোমরা বাচ্চারা বাবার শ্রীমং অনুসারে এমনই শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। আর অন্যেরা মনুষ্য মত অনুসারে কেবল ব্রষ্টই হচ্ছে। ফলে তাদের অধোগতিও হচ্ছে। ভক্তি-মার্গ-ও শুরুতে অব্যাভিচারী ছিল। তখনকার ভক্তি-মার্গ অতি সুন্দর ছিল। তখন তারা কেবল একেরই (শিবের) পূজা করত। দ্বিতীয় ধাপে তারা দেবতাদের পূজা করতে শুরু করে। তারপর একসময় এমনই অবস্থায় পৌঁছায় যে, কুকুর, বিড়াল, পাথর, মাটি এমনকি ৫-তন্ত্রকেও ভক্তি করতে শুরু করল। একেই বলা হয় ব্যাভিচারী ভক্তি। এই ভাবেই লোকেরা অব্যাভিচারী থেকে ব্যাভিচারী হয়ে পড়ে। এমন সময়ে বাবা এসে তোমাদেরকে অব্যাভিচারী যোগ-বিদ্যা শেখাতে শুরু করলেন। ঘর-সংসারের গৃহস্থলী ব্যবহারে থেকেই, যাবতীয় কর্ম-করার সাথে সাথেই কেবল বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করে যেতে হবে। পরিশ্রম বলতে যা কিছু, তা কেবল এই। নিজের ঘরে যাও বা অন্য কোথা থেকে আসো, গুপ্ত রীতিতে কেবল তা বুদ্ধিতে ধারণ করে স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। শব্দ করে রাম-রাম কিম্বা শিবায়ঃ নমঃ - এসবও উচ্চারণ করার দরকার নেই। লাগাতর কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তো গুপ্ত, অথচ জ্ঞানের-সাগর। এই চরাচর সৃষ্টি-চক্রের সবকিছুই ওনার জ্ঞাত। তাই একমাত্র ওনাকেই বলা হয় পরমাত্মা। উনিও (ব্রহ্মাও) এক আত্মা। সেই পরমাত্মা বাবার থেকেই উনি সরাসরি জ্ঞান পেয়ে থাকেন। এইসব বিষয়গুলিকে ধারণ করে, তারপর অন্যদেরকেও তা ধারণ করতে হবে। হতভাগ্য লোকেরা দিশার খোঁজ করতে থাকে, কিন্তু তারা তার খোঁজ পায় না। কিন্তু তোমরা তো জানো, শান্তিধাম-ই প্রকৃত নির্বাণধাম। আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি।

স্বর্গকে বলা হয় সুখধাম আর নরক হলো দুঃখধাম অর্থাৎ মায়াপুরী। স্বর্গ-ধাম অর্থাৎ বিষ্ণুপুরী, আর বর্তমানের এই জগৎ-টা নরকের রাবণপুরী। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল তোমাদের এই বাবা আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করতে থাকো। ব্যস্ এইটুকুই যা। আর তোমাদের বুদ্ধি যদি এদিক-ওদিক চলে যায়, তবে সেইসব দিক থেকে নিজেকে সরিয়ে আনো। খাওয়া-নাওয়া, চলতে-ফিরতে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো, এটাই সহজ-সরল পন্থা। ধরো, বিলেতে কোনও সাহেব আছে, আর তার মেমসাহেব আছে হিন্দুস্থানে - যদিও তাদের দুজনের অবস্থানের দূরত্ব অনেক হওয়া সত্ত্বেও মনের বুদ্ধিতে তো একে অপরকে স্মরণ করবেই। তেমনি আমরাও বাবার থেকে যতই দূরে থাকি না কেন, তবুও কিন্তু মন-বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কারণ এতেই আছে প্রকৃত সুখের দিশা। এছাড়া অন্য সবকিছুতেই কেবল দুঃখ-কষ্টই পাওয়া যায়। কোনও মনুষ্যই অন্য কোনও মনুষ্যকে সদাকালের সুখ দিতে পারে না। তাই বাবা বলছেন, জিন্ যেমন তার প্রভুকে লাগাতর

স্মরণ করতে থাকে, তেমনি তোমরাও জিনের মতন এই বাবাকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো। ব্যস, কেবলমাত্র বাবা আর বাবার আশীর্বাদী-বর্সা স্বর্গকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো। এটাই বাবার প্রতি তোমাদের বিশেষ সেবা। আর তোমাদের প্রতি বাবার সেবা হলো, তোমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যাতে তোমরা বাবার প্রতি লাগাতার স্মরণের সেবা করতে পারো। অতএব, বাবার এই সদুপদেশ স্বীকার করে অঙ্গীকারবদ্ধ হও। সেটাই হবে বাবার সহযোগী হয়ে বাবাকে সাহায্য করা। "হিম্মতে মর্দা-মদতে খুদা"! অর্থাৎ তুমি নিজে সাহস করে এগোলে - ঈশ্বরও সাহায্যের হাত বাড়ায়। এই স্মরণের যোগ দ্বারাই তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারো। সত্যি, কত সস্তায় পাওয়া যায় এত অমূল্য সম্পদ। অথচ, জাগতিক গুরু-গোঁসাইরা কতই না ধাক্কা-ঠোঁকর খাওয়ায় তোমাদেরকে। আর এখন যখন সেই এক ও একমাত্র সদগুরু স্বয়ং এসে হাজির, তখন তো আর কোনও গুরু-গোঁসাই করার প্রয়োজনই নেই। এই গুরু-গোঁসাইয়ের ব্যাপারটাই তো আর থাকে না তবে। সবারই সদগতি হয়ে যায় তখন। একমাত্র সেই সদগুরু আসার পর, অনেক গুরু করার রীতি-রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় আগামী অর্ধ-কল্পের জন্য। আবার যখন ভক্তি-মার্গের শুরু হয়, তখন আবার সেই রীতি-রেওয়াজ শুরু হতে থাকে ধীরে ধীরে। তখন আবার ভক্তি-মার্গের রীতি-রেওয়াজে চলতে থাকে। সত্যযুগে গুরু বলে কিছু থাকেই না। সেখানে কারও অকাল-মৃত্যুও ঘটে না। ২১-জন্মের জন্য স্বাস্থ্য, সম্পদ আর খুশী সদাই থাকে। যা বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ দিতেই পারে না। এই বাবার দ্বারাই তোমাদের সেই স্বাস্থ্য, সম্পদ ও খুশীর প্রাপ্তিযোগ হয়ে থাকে। বাদবাকী আর যারা, তারা তখন শান্তিধামে চলে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে হীরে-তুল্য বানাতে ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে। গুপ্ত রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

২) নিজের মনের সাথে কথা বলতে হবে। বাবার সাথেও তেমনি ভাবে কথা বলতে হবে- বাবা আপনি যে সুখ-শান্তি প্রদান করেন, তা আর কেউ-ই পারে না। বাবা, আপনার এই পঠন-পাঠনের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারি আমরা। আপনি যে নতুন দুনিয়ার রচনা করছেন, সেই নতুন দুনিয়ার অধিকারী আমিও।

বরদান :- সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা স্থূল কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম ও নিয়ম মতন চালাতে পেরে স্বরাজ্য অধিকারী হও

বিস্তার :- সর্বাগ্রে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলির ফলাফলগুলিকে পরীক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ কর। যে বিশেষ ভাবে মন-বুদ্ধি আর সংস্কারের উপরে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, তাকেই স্বরাজ্য অধিকারী বলা হয়। এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলিই স্থূল কর্মইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম আর নিয়মে চালাতে পারে। যে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে যথাযথ পরিচালনা করতে পারে, সে অপরকেও তেমনি ভাবে পরিচালনা করতে

পারে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করার ক্ষমতা অর্থাৎ সবার প্রতিই যথার্থ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এসে যায়।

স্লোগান :- যার সাথে হাজার বছর বাবা আছেন, তার মনে কখনই হতাশা আসতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বাবার সমান সাহসী হও, নিজের অবস্থার সাক্ষী থেকে সদা হর্ষিত থেকে, স্মরণে থাকলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- খুশীতে থাকা বাচ্চারা সর্বদা ফ্রেশ আর হর্ষিত থাকার জন্য কোন বিধিকে আপন করে নেয় ?

উত্তর :- দিনে দু'বার জ্ঞান স্নান করার । মানুষ সাধারণত ফ্রেশ থাকার জন্য দু'বার স্নান করে । বাচ্চারা, তোমাদেরও জ্ঞান স্নান দু'বার করা উচিত । এতে অনেক লাভ --- ১) সদা হর্ষিত থাকবে । ২) খুশীর এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হবে । ৩) যে কোনো প্রকারের সংশয় দূর হয়ে যাবে । ৪) মায়াবী লোকের সঙ্গ থেকে রক্ষা পাবে । ৫) বাবা এবং টিচার খুশী হবে । ৬) তোমরা ফুলে পরিণত হবে এবং অপার খুশীতে থাকবে ।

গীত :- জাগো সজনীরা জাগো

ওম শান্তি । শিববাবা, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা বাচ্চাদের বসে বোঝান । এ হলো গো মুখ । ষাঁড়ের মুখ হলো নন্দীগণ । তোমরা গানও শুনেছো । সাজন বা প্রিয়তম তাঁর সজনীদের বলে, এখন সজনী তো কেবলমাত্র মেয়েরা নয়, এই পুরুষরাও সজনী । যারা ভক্তি করে, ভগবানকে স্মরণ করে, তারাই সজনী । সাজন তো একজন । সাধুরাও সাধনা করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । তাহলে তারাও ভগবানের সজনীই হলো । সেই এক ভগবান কে ? সেই এক তো গড ফাদারকেই বলা হবে । যেমন বর রাজাকে আসতে হয় তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য । এরা সমস্তই হলো স্ত্রী । তারা সাজনকে স্মরণ করে, তাই তাঁকে অবশ্যই আসতে হয় । কেবলমাত্র একজনের জন্য নয়, সকলের জন্যই আসতে হয় আর এখন সব সজনীরাই দুঃখী । কোনো না কোনো রোগ, অসুখ ইত্যাদি অবশ্যই হবে । তাহলে এ তো নরক হয়ে গেলো । স্বর্গে থাকে সুখ আর নরকে থাকে দুঃখ । এই সময় আমরা সবাই নরকবাসী সজনী অর্থাৎ সকলেই মায়ী রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ । বেহদের বাবা তো বেহদের কথাই বোঝাবেন । সমস্ত দুনিয়া এখন কারাগারে, একেই দুঃখধাম বলা হয় । ধাম অর্থাৎ থাকার জায়গা । কলিযুগে থাকে দুঃখ । সত্যযুগে থাকে সুখ । দৈবী সম্প্রদায় আর আসুরী সম্প্রদায় -- এ হলো গীতার ভগবান শিবের মহাবাক্য । তিনি স্বয়ং বলেন --- সজনীরা, এখন তো নবযুগ এলো । এই তো পুরানো দুনিয়া । সাজন বলে, এখন তোমরা জাগো । এখন নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ আসবে । এই গীতার মাধ্যমেই স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিলো । গীতা হলো ভারতের দেবী - দেবতা ধর্মের শাস্ত্র, যেই দেবতা ধর্ম এখন প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে । প্রায়, অর্থাৎ আটায় নুনের তুল্য রয়েছে । চিত্র তো আছে, কিন্তু নিজেদের কেউই আর দেবতা মানে না । এই কথা তারা ভুলে গেছে যে সত্যযুগে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । যখন আবার লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য হবে তখন তারা এমন বলবে না যে এখন হলো স্বর্গ । তাহলে তো এও বুঝতে পারবে যে নরকও হতে হবে । এই সমস্ত রহস্য আমরা এখন জানি । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো, এখন হলো নরক । দেবী - দেবতা ধর্মের পা এখন ভেঙ্গে গেছে । এই কথা, আর যারা গীতা শোনায়, তারা বলতে পারবে না । গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি । গীতার ভগবানই গীতার দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানান । এরপর অর্ধেক কল্প সেখানে গীতার দরকার হবে না । সেখানে তো প্রালম্ব ভোগ করবে । বাবা নিজেই বলেন, এই

জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। এখনো তো লুপ্ত আছে। আমি রোজই নতুন নতুন কথা শোনাই। ওরা তো ১৮ অধ্যায় শুনে এসেছে। তাকে কে নতুন বলবে? সম্পূর্ণ ১৮ অধ্যায় লিখে দিয়েছে। এখানে তো আমরা পড়তেই থাকি। যোগও লাগাতে থাকি। এতেও সময় লেগে যায়।

জ্ঞান আর যোগ, এই দুই হলো ভাই - বোন। বাবা বলেন যে, ধ্যানের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেননা, এর দ্বারাই তোমরা জীবনমুক্তি পাবে। এমন কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের সাক্ষাৎকার হলেই তারপর আমরা পুরুষার্থ করবো। সামনে তোমরা কৃষ্ণের চিত্র দেখছো, এমনই প্রিন্স - প্রিন্সেস হবে, না হলে যা চাও তাই হও। তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হও, এ কথা তো মানতে হবে, তাই না। এখন নবযুগ আসছে। যেখানে জয় থাকবে, সেখানেই তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হয়ে জন্ম নেবে। রত্নজড়িত মুরলীও থাকবে - এ হলো নিদর্শন। কৃষ্ণের হাতেও মুরলী দেখানো হয় কেননা তিনি তো শাহাজাদা। বাকি সেখানে জ্ঞানের কোনো কথা থাকবে না। জ্ঞানের সাগর তো একমাত্র শিব বাবা। সেই বাবা বলেন, বাচ্চারা বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এরপরে মন্ত্র দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। অন্ত মতি, তেমন গতি -- এই গায়ন তো আছে, তাই না। অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ রাখলে গতি হয়ে যাবে। তোমরা আজ - কাল করে করে আসছো। দু চারটে উদাহরণ দেখাবো যে কিভাবে আচমকা মানুষের মৃত্যু হয়। সেই সময় মন্ত্র তো স্মরণ করতে পারবে না। মনে করো, আচমকা ছাদ ভেঙ্গে পড়লো, সেই সময় কি স্মরণ করতে পারবে? ভূমিকম্প হলে তো হায় হায় করতে থাকবে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস থাকলে সেই সময় অবস্থার পরিবর্তন হবে না। সাক্ষী হয়ে, হাসিমুখে বসে থাকবে। মানুষ তো অল্প আওয়াজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তোমরা কোথাও পালিয়ে যাবে না। ভয়ের কোনো কথাই নেই। বাবা যেমন নির্ভয়, বাচ্চাদেরও তেমন নির্ভয় হতে হবে।

বাবা বলছেন, বাচ্চারা, এখন নবযুগ আসছে। এখন নিজেদের ইনসিওর করো। সমস্ত ভারতকে তোমরা ইনসিওর করো। বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা ভারতকে ইনসিওর করছো। এই ভারত হীরে তুল্য হয়ে যাবে। এরপর এতেইও যে যেমন নিজের জীবনকে ইনসিওর করবে। তন, মন, ধন সবই ইনসিওর হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফল দেয়। যেমন সুদামার উদাহরণ, দ্রুত মহল তৈরী হয়ে গিয়েছিলো, দেখো। তাহলে তো এ প্রত্যক্ষ ফলই হলো। তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেসেরও সাক্ষাৎকার করো। এই প্রিন্স প্রিন্সেস তো সত্যযুগেও আছে আবার ত্রেতাতেও আছে। এ কথা খোড়াই বুঝতে পারবে যে, আমরা কোথাকার প্রিন্স হবো। সবাই তো আর সূর্যবংশী হতে পারবে না। এ সবই হলো সাক্ষাৎকার। বাকি আত্মা শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় না। এই সাক্ষাৎকারও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে। আত্মাকে ডাকলে আত্মা খোড়াই শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তখন তো সেই শরীর আর থাকবে না। এ সবই হলো সাক্ষাৎকার। বাবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাক্ষাৎকার করান। এ সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে, তাই তো আত্মাকে আসতে হয়, এই ডামার রহস্য বুঝতে হবে। এ তো নতুন কথা, তাই না। তাই ক্লাসেও রোজ আসতে হবে। তোমরা জানো যে অনেক মানুষই দুবার স্নান করে ফ্রেশ থাকার জন্য। এই জ্ঞান স্নানও দুবার করলে ফ্রেশ হয়ে যাবে। দুবার জ্ঞান স্নান করলে অনেক লাভ। না হলে তোমরা ফোকটে এই রাজধানী হারিয়ে ফেলবে। বাবা রেজিস্টার দেখেও পরীক্ষা করেন। সম্পূর্ণ ভাগ্যবান কে? আরে, বেহদের বাবার থেকে অথৈ ধন নিতে যাচ্ছে, স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছে তো প্রয়োজনে অনেক কষ্ট সহ্য করেও তো যেতে হবে। যদি এমন নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে না। দুবার জ্ঞান স্নান করলে তোমরা অনেক খুশী থাকবে। বাবা বলেন, আমি গাইড হয়ে বাচ্চারা, তোমাদের নিতে এসেছি। কতো ঘোরাই তোমাদের। ওরা তো এরোপ্লেনে ওপরে যায়। ওদের কতো মহিমা হয়। বাস্তবে মহিমা তো তোমাদের হওয়া উচিত।

তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়ে ঘুরে আসো । এ হলো খুবই আশ্চর্যের জিনিস । বাবা বলেন, আমি সবথেকে দূরদেশী, যে পরদেশে এসেছি । তাই এতে তো সর্বব্যাপীর কোনো কথাই নেই । তোমরা হলে পয়গম্বর, তোমরা তো খবর দাও । আমি তোমাদের পাঠাই । এও নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের অভিনয় করতে আসতে হয় । এখন আমিও এসেছি, আমি এসে তোমাদের পড়াই । এ হলো গীতা পাঠশালা । দুনিয়ার সংসঙ্গে তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে যাও । এক কান দিয়ে শুনেছো, অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছো । এম অবজেক্ট কিছুই নেই । এখন তো তোমাদের ভিতরে খুশীর চাবি বেজে চলেছে । স্টুডেন্ট লাইফে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারা তো খুশীতে থাকে । বাচ্চাদের সম্বন্ধেও খুশী থাকে । টিচারেরও খুশী হয় । ইনিও মা - বাবা এবং টিচার, তাই খুশী তো হয়ই । বাচ্চাদের দায়িত্ব পড়া । এখন বাবা যখন সামনে এসেছেন তখন সেই এক বাবার থেকে তোমরা শোনো । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে অনেক বিভ্রান্ত হয়েছো । এখন বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করো, কিন্তু তাও তখনই সম্ভব যখন তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে ।

মানুষ বলে যে কলিযুগের এতো বছর বাকি আছে । তোমরা যখন তাদের বলবে তখন তারা বলবে, এ সবই তোমাদের কল্পনা । এ হলো জাদু । অবলারা ওখানেই বসে যাবে । বাবা নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, মায়াবী পুরুষ আবার নিজের দিকে টানতে থাকে । মাঝখানে ঝুলতে থাকে । বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, যতক্ষণ না দুবার জ্ঞান স্নান করছো ততক্ষণ কিছুই লাভ হবে না । আরে, কোনো সময় মুরলীতে এমন কোনো পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে যে তোমাদের সংশয় দূর হয়ে যাবে, আর কোনো সংসঙ্গে যাবার জন্য কেউ বারণ করে না । এখানের জন্য বারণ করে কারণ এখানে পবিত্র থাকারই মুখ্য বিষয় । স্ত্রী - পতি উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । এখানে তো স্ত্রী তার পতির সঙ্গে সতী হয় কেননা পতি লোকে যাবে বলে । পতি যদি নরকে যায় তাহলে স্ত্রীও সেই নরকেই যায় । এখন তোমরা উভয়েই স্বর্গে যাবার জন্য পুরুষার্থ করো । অবলাদের উপরে তো কতো অত্যাচার হয় । বাচ্চারা বলবে, আমরা বিয়ে করবো না আর ওরা বলবে, বিয়ে অবশ্যই করতে হবে । বাবা বলেন - - বাচ্চারা এই অস্তিম জন্মে বিয়ে করলে মোহের জাল আরো বৃদ্ধি পাবে । পতির প্রতি মোহ, তারপর বাচ্চাদের প্রতি মোহ । বাবার ঘর, শ্বশুর ঘরের মোহ ----- আজ বাচ্চা জন্মালে পার্টি দেবে, কাল আবার বাচ্চা মারা গেলে হায় - হায় করে দোষারোপ দেবে । সত্যযুগে তো তোমরা খুবই সুখী থাকবে ।

বাবা বোঝান যে --- বাচ্চারা, প্রতি ঘরকে স্বর্গ বানাও । ছবি রেখে দাও । যেই আসুক না কেন, বলো, তোমরা কি স্বর্গের মালিক হবে ? এসো, আমরা বোঝাচ্ছি । বাবা খুব সুন্দর স্লোগান বানান । দুবার জ্ঞান স্নান করলে তোমরা খুব সুন্দর ফুলে পরিণত হবে । তোমাদের খুশী অপার থাকবে । বলা হয় ঈশ্বরের মহিমা অপরমঅপার । তাই তোমাদের খুশীর মহিমাও অপরমঅপার হয়ে যাবে । গীতার মহিমাও অপরমঅপার । তোমরা বলবে গীতার থেকে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি ।

এক পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বলবে না যে -- জাগো সজনীরা জাগো, এখন সত্যযুগ আসছে । আমি শ্যামা তোমাদের জ্যোতি জ্বালাতে এসেছি । এই দাদাও এখন পুরুষার্থী । বাবা তোমাদের নতুন যুগের জন্য নতুন কাহিনী শোনাচ্ছেন । গান কতো সুন্দর । এই পথই হলো নতুন । ওরা বলে, শাস্ত্রেই ভগবানের পথ পাওয়া যাবে, তারপর আবার বলে দেয় সবই ঈশ্বর, তাঁরই সব মহিমা । আমরা তো এই দুনিয়াতে আনন্দ করতে এসেছি, যা কিছুই থাও - দাও আর মজা করো, আত্মার উপর কখনোই প্রলেপ লাগে না । নিজের মন্দ ত্রুটি পূরণ করার জন্য আত্মাকে নির্লেপ বলে দেয় । এমন মানুষের

সঙ্গে কখনোই ফেঁসে যেও না। তোমরা হলে হংস। বাবা বলেন, তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। বিকারে যাওয়া তো ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট। যদি এখন আমার কথা না শোনো, এখন যদি স্বচ্ছ না হও তাহলে ধর্মরাজের কাছে অনেক সাজা খেতে হবে। তোমরা মনে রেখো, ভগবান তোমাদের নতুন সংসার দেখিয়েছেন, তোমরা নতুন সংসারের মালিক হতে এসেছো তাহলে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো - আমি কি বাবার সত্ত্ব সন্তান না কি আসল সন্তান? শিববাবা হলেন দাদা, আর ব্রাহ্মা হলেন বাবা আর আমরা হলাম পৌত্র এবং পৌত্রী। এ হলো ঈশ্বরীয় কুটুম্ব। দাদাকে স্মরণ না করে বার্ষা কিভাবে নেবে? এই কারণে দাদাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। বাবা ছাড়া দাদা কিভাবে হবেন? দাদা আছেন, তোমরা পৌত্ররা আছো। মাঝে বাবা অবশ্যই আছেন। পৌত্রদের দাদার ওপর অধিকার আছে তাই বলা হয় তোমরা দাদার থেকে সম্পত্তি নিয়ে নাও। এ তো খুশীর কথা, তাই না।

আমরা শিব ভগবানের গীতার দ্বারা ভারতের ভাগ্য হীরেতুল্য করে তুলছি। এক গীতাই হীরেতুল্য করে দেয়। বাকি সব কড়িতুল্য বানায়। ভারতের ভাগ্যে একদম বাঁধন লেগে গেছে। এখন বাবা আবার ভারতের ভাগ্য জাগিয়ে তুলছেন। মানুষ গীতার ছোটো লকেট বানিয়েও গলায় পড়ে। কিন্তু তার মহত্ব কেউই জানে না। এখানকার নিয়ম খুব কড়া। অবশ্যই পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। ঠগীরা কখনোই মাঝা - বাবা বলবে না। স্বচ্ছ হলেই নেশা চড়বে তোমাদের। হাফ কাস্টদের কখনোই নেশা চড়বে না। ভগবান ভারতের জন্য প্রায় পাগল যে তিনি ভারতকে হীরে তুল্য বানাবেন, তাহলে তিনি তো ভারতের প্রেমিকই হলেন। তিনি ভারতকে আবার উচ্চ বানান। প্রেমিক তার প্রেমিকার পিছনে তো পাগলই হয়। তাই ভারতবাসীদের পিছনে তিনি কতো পাগল। কতো দূর থেকে তিনি আসেন আর তিনি কতো বড় নিরহংকারী। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বেহদের বাবার থেকে অথৈ জ্ঞান - ধন নেওয়ার জন্য দু'বার জ্ঞান স্নান করতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পড়াতে রেগুলার হতে হবে।

২) সম্পূর্ণ সত্য, পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। বাবার সাহায্যকারীও হতে হবে। মন্দ তৃষ্ণা যাদের আছে, কখনোই তাদের সঙ্গ করবে না।

বরদান :- নিজের হর্ষিত চেহারার দ্বারা প্রভুর পছন্দে থেকে খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হও

ব্রাহ্মণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাপদাদা সবাইকে খুশীর বৃহৎ সম্পদের দান করেছেন, এ হলো ব্রাহ্মণ জন্মের উপহার। বাপদাদা সমস্ত বাচ্চাদের সদা খুশীর চেহারা দেখতে চান। সদা হর্ষিত, আনন্দিত চেহারাই হলো প্রভু পছন্দ আর এমন চেহারা সকলেরই পছন্দের হয়। সদা খুশী থাকার জন্য এই গান গাইতে থাকো --- "যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি।" আর কিই বা বাকি আছে। নেশার সঙ্গে বলা -- আমরা যদি খুশী না থাকি, তাহলে কে থাকবে?

স্লোগান :-- নিরাকারী, নিরহংকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, বিশ্বকে যে আলোকিত করে, সে-ই হল চৈতন্য
দীপক ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – এখন এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তাই এর সাথে ভালোবাসা রাখা উচিত নয়। নুতন ঘর স্বর্গকে স্মরণ কর।”

প্রশ্ন:- সর্বদা সুখী থাকার জন্য বাবা সকল বাচ্চাদেরকে কোন উপায় বলেন?

উত্তর:- সর্বদা সুখী হতে চাইলে অন্তর থেকে কেবল বাবার হয়ে যাও। বাবাকেই স্মরণ কর। বাবা কখনো কোনো সন্তানকে দুঃখ দিতে পারেন না। স্বর্গে কখনো কারোর স্বামী কিংবা সন্তান মারা যায় না। ওখানে এইরকম অকালে মৃত্যুও হয় না। এখানে তো মায়ারূপী রাবণ কেবলই দুঃখ দেয়। বাবা হলেন দুঃখহর্তা-সুখকর্তা।

গীত:- হে আমাদের মাতা-পিতা, দুঃখীদের ওপরে কিছু দয়া করো...

ওম্ শান্তি। সেই মাতা-পিতাই এখন সর্বদা সুখী বানানোর জন্য পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যেভাবে একজন ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার হওয়ার জ্ঞান দেয়। ইনি হলেন বেহদের মাতা-পিতা, স্বর্গের রচয়িতা। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক হওয়ার শিক্ষা দেন। এইরকম কোনো কলেজ নেই যেখানে স্বয়ং ভগবান বসে শিক্ষা দেন। এখানে স্বয়ং ভগবান বসে ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য শিক্ষা দেন। সত্যযুগে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। এদেরকে নুতন দুনিয়ার মালিক কে বানিয়েছে? ওরা সত্যযুগের মালিক ছিল। সত্যযুগে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন তো কলিযুগ, দেবতাদের রাজত্ব নেই। সবাই দেবতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে কাণ্ডাল মানুষ হয়ে গেছে। দেবতারা তো অনেক ধনবান এবং সুখী ছিল। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই সকল মানুষ খুব দুঃখী। যখন লড়াই লাগবে তখন মানুষ গ্রাহি গ্রাহি করবে, অনেকে ঘড়ছাড়া হবে। মানুষ একেবারে অনাথ হয়ে গেছে, কারণ তারা স্বর্গসুখ প্রদানকারী মাতা-পিতাকেই চেনে না। তোমরা সেই মাতা পিতার সন্তান হয়েছ। মাতা পিতার কাছ থেকে তোমরা অসীম সুখ পাও। মানুষ ভক্তি করার সময়ে কোনো ভগবানকে স্মরণ করে না। ভগবানকে তো গাছ-পাথর, কুকুর-বিড়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তারপর নিজেকেই ভগবান বলে মনে করে। বলে দিয়েছে যে সবকিছুর মধ্যেই ভগবান আছেন। পতিতের মধ্যেও ভগবান বিরাজমান – এইরূপ ভাবার অর্থ হল তাঁর গ্লানি করা। কিন্তু ড্রামা অনুসারে মানুষ এই ভুল করবেই এবং তারপর বাবা এসেই সেই ভুল শোধরাবেন। মানুষ তো কিছুই জানে না। ভগবান হলেন এক, হাজারজন কখনো ভগবান হতে পারে না। লৌকিক বাবা তো অনেকেই হয়। জানোয়ারদেরও লৌকিক বাবা থাকে। কিন্তু কেবল একজনই হলেন সকলের সদগতিদাতা, পতিত পাবন। সেই পিতা-ই এসে বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দেন, ভগবান ভগবতী বানান। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেই-বা ভগবান ভগবতী বানাতে পারবে! যেহেতু তিনি পিতা, তাই মাতা ব্যতীত সৃষ্টি কিভাবে রচনা করবেন? ভারতবাসীরা গায়ন করে – তুমি হলে মাতা পিতা... তোমার কৃপাতে অগাধ সুখ পাওয়া যায়, তাই আমরা ভক্তি করে থাকি। তোমরাও আগে চিৎকার করে এইরকম বলতে। কোনো কিছুই ভক্তি করলেই ভাবে যে আমি ভগবানকে স্মরণ করছি। সন্ন্যাসীরাও সাধনা করে, কিন্তু কার সাধনা করে সেটাই জানে না। রাবণের মত অনুসারে চলার ফলে সব ভুলে গেছে। এর জন্য বাবা কি করবেন? এত দুঃখী এবং কাণ্ডাল হওয়া – এটা তো ড্রামাতেই আছে। বাবা এসে পুনরায় বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। পারলৌকিক মাতা-পিতা

স্বর্গের মালিক বানান এবং রাবণ নরকের মালিক বানায়। সুতরাং সেই রাবণের ওপরেই এখন বিজয়ী হতে হবে। এখন তোমরা মায়াজিৎ এবং জগৎজিৎ হচ্ছ। তোমাদেরকে তো এই পুরাতন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে হবে না। মায়ার ওপরে বিজয়ী হয়ে স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করতে হবে। মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার ফলে নরকে চলে আসো। এইসব কথা কোনো পতিত মানুষ বোঝাতে পারবে না। ওরা কাউকে পবিত্র বানাতেও পারবে না। সমগ্র দুনিয়াটাই পতিত। বিশ্বের দ্বারা জন্ম হয়। দেবী দেবতারা তো সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। ভগবানকে কেউই জানেনা। ওদেরকে গুরু বানিয়ে কি লাভ? ওরা তো নিজেও ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারবে না এবং অন্যকেও মিলিয়ে দিতে পারবে না। আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল আলাদা থেকে... তাই মিলিয়ে দেওয়ার জন্য পরমপিতা পরমাত্মাকেই প্রয়োজন। ওরা তো এটাও জানে না যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত চলতে থাকা এই নাটকের পুনরাবৃত্তি হবে। এই ড্রামার স্তানকে বোঝার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। তোমরা জানো যে কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম নিই। এটা হল লীপ যুগ, পুরুষোত্তম যুগ। এরমধ্যে এটা হল অন্তিম জন্ম। এখন বাবার বাচ্চা হতে হবে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার হও। পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। লৌকিক বাবাকে তো এইরকম বলা যাবে না। এখন পারলৌকিক পিতা বলছেন- আমি এসেছি। তোমাদের এইসব কাকা, চাচা ইত্যাদি সবার বিনাশ হয়ে যাবে। এই পুরাতন দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। মহাভারতের ভয়ানক যুদ্ধ অতি নিকটে। এতরকম ধর্মের এবার বিনাশ হবে। এটা হল পুরাতন দুনিয়া, এখানে অনেক ধর্ম আছে। সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম থাকবে। এই দুনিয়া এখন পরিবর্তিত হবে তাই এর সাথে ভালোবাসা রাখা উচিত নয়। লৌকিক বাবা নুতন বাড়ি বানাতে সন্তানদের তো নুতন বাড়ির কথাই মনে আসবে যে নুতন বাড়ি তৈরি হলে আমরা সেখানে যাব। পুরাতন বাড়িটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। এখন তো এই সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে যে কিভাবে আগুন লাগবে, মুশলধারে বৃষ্টি পড়বে, সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ আসবে...। এই সবকিছুই সাক্ষাৎকার করেছে। বোম্বাই গেলে বাবা বোঝাতেন যে এই বোম্বাই আগে এইরকম ছিল না, একটা ছোট গ্রামের মত ছিল। এখন সমুদ্রকে শুকিয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে এতবড় বোম্বাই আর থাকবে না। সত্যযুগে তো বোম্বাই বলে কোনো গ্রাম থাকবে না। এইসব আমেরিকা ইত্যাদি আর এমন কি! একটা বোম্বাতেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হিরোসিমাতে যখন বোম্বা ফেলেছিল তখন কি হয়েছিল? শহরের পর শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ওখানে তো একটা বোম্বা ফেলেছিল। এখন তো অনেক বোম্বা বানিয়েছে। বাবা নুতন দুনিয়া স্থাপন করতে আসেন, রাবণ এই দুনিয়াকে পুরাতন নরক বানিয়ে দিয়েছে। ভারতবাসীরা এই কথাটা জানে না। মায়া সবার বুদ্ধিতে এমন ভাবে গোদরেজের তাল লাগিয়ে দিয়েছে যে সেটা আর খুলছেই না। মানুষ এখন কত দুঃখী। যে খুব ধনবান সে হয়তো সুখে আছে, কিন্তু সেও তো রোগগ্রস্ত হয়। আজকে বাচ্চা জন্মালে খুশি হল, তারপর কালকে মরে গেলে দুঃখ হবে। বিধবার মত কান্নাকাটি করবে। এই দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয়। ভারত সুখধাম ছিল, কিন্তু এখন এই পুরাতন দুনিয়া হল দুঃখধাম। এরপর বাবা একে সুখধাম বানান। বাবা বলছেন, এখন এসে উত্তরাধিকার নাও। তাই তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। অন্যান্য সকল শারীরিক সম্বন্ধ হল দুঃখদায়ী। এখন তোমরা বুঝেছ যে বাবা ছাড়া অন্য কেউ সুখ দিতে পারবে না। তোমরা বল - বাবা, আমরা তোমার সেইসব বাচ্চা যাদেরকে তুমি স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলে। এখন আমরা খুব দুঃখী। তুমি তো দয়াময়। দুঃখী হয়েছি বলেই তো তোমাকে ডাকছি। দুঃখের সময়ে সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু কেউই তাঁকে পায় না। মনে কর কোনো ভক্ত হনুমানকে স্মরণ করেছে। ঠিক আছে, কিন্তু হনুমান থাকে কোথায়? হনুমানের কাছে যাওয়ার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হবে? মানুষ ভক্তি

করে মুক্তি কিংবা জীবনমুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। হনুমান, গণেশ ইত্যাদিকে স্মরণ করলে তোমরা কোথায় যাবে? ওদের ঠিকানা কি? ওদের কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সৃষ্টিতে কেবল আমিই হলাম সুখদাতা। এমন নয় যে ভগবানই সুখ দেন এবং ভগবানই দুঃখ দেন। তিনি সন্তান দিলে সুখের অনুভব হয় এবং সন্তান কেড়ে নিলে দুঃখ হয়। বাবা বলছেন, আমি তো সর্বদাই সুখ দিই। মায়া তোমাদের কাছ থেকে সুখ ছিনিয়ে নেয়। সত্যযুগে এইরকম হবে না যে কারোর বাচ্চা কিংবা স্বামী মারা যাবে। এখানে এই মায়াবী দুনিয়াতে তো কখনো কারোর বাচ্চা মরছে, কখনো কারোর স্বামী মরছে। স্বর্গে এইরকম হয় না। এখন বাবা বলছেন - সর্বদা সুখী হতে চাইলে আমার সন্তান হও। এখন তোমাদের শরীর এবং আত্মা দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এমন নয় যে আত্মা নির্লিপ। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে। তাই এখন গয়নাও (শরীর) আয়রন এজেড (লৌহযুগী) হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় গোল্ডেন এজেড (স্বর্ণযুগী) হওয়ার জন্য জ্ঞান নিচ্ছ। বাবা এসে অমর বানিয়ে অমরপুরীতে নিয়ে যান। এটা হল মৃত্যুলোক। গীতাতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। অমরপুরীতে আদি-মধ্য-অন্ত কোনো দুঃখ হবে না। মৃত্যুলোকে তো আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ। এইরকম দুঃখধামকে ভুলতে হবে। সুখধাম এবং শান্তিধামকে স্মরণ করতে হবে। আমরা সুখধামে যাচ্ছি ভায়া শান্তিধাম, আমরা যেখানের নিবাসী। এটাও তো স্বদর্শন চক্র, তাই না? নিজের বাবা এবং মিষ্টি ঘরের কথা স্মরণ করতে হবে। কন্যা বাপের বাড়ি থেকে শশুড়বাড়ি গেলে গান করে - বাপের বাড়ি থেকে শশুড় বাড়ি চলল। এটা হল তোমাদের ব্রহ্মাবাবার বাড়ি। এখন তোমরা স্বর্গে শশুড় বাড়িতে যাবে। ওখানে কেবল সুখ আর সুখ। এখানে অনেক দুঃখ। কন্যাও সুখের জন্যই গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তারপর ওখানে তাকে পতিত বানিয়ে দুঃখী করা হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদেরকে নয়নে বসিয়ে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি। কেবল আমাকে স্মরণ কর। ওখানে তোমাদের কোনো দুঃখ হবে না। বাচ্চারা দেখেছে যে কিভাবে কৃষ্ণের জন্ম হয়। আগে থেকেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। শরীর ছাড়ার সময়েই সাক্ষাৎকার হয় যে আমি এই শরীর ত্যাগ করার পর প্রিন্স (রাজকুমার) হব। ব্যাস, আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গর্ভ মহলে গিয়ে প্রবেশ করে। সন্তান জন্মাবার সময়েও কোনো সমস্যা হয় না। ওখানে গর্ভ মহলে তোমরা অনেক সুখী থাকবে। এখানে তো গর্ভজেলও আছে এবং যে চুরি ইত্যাদি পাপ কর্ম করে তার জন্য গভর্মেন্টের জেলও আছে। ওখানে এই দুইরকম জেলই থাকবে না। কেউ কোনো পাপ কর্ম করে না। ওটাকে বলা হয় পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। সুতরাং বাবা আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যান। এতজনকে পুরুষার্থ করতে দেখে ভাবে যে তাহলে আমিও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে সর্বদা সুখী হব। কেউ তো আবার প্রায়শ্চিত্ত করে যে এই কর্মবন্ধন ছিল হবে কিভাবে। সন্তান না থাকলে ভাল হত। কেউ বিয়ে করার পর জ্ঞানে আসলে বলে যে আগে জানতে পারলে বিয়ে করতাম না। অনেকেই এইরকম লেখে। যখন যার ভাগ্য খোলে, সে তখন আসে। সেটাও আবার পছন্দ হলে। এক সপ্তাহ বাবার বাচ্চা হয়ে দেখ। পছন্দ হলে এই বাবার বাচ্চা হবে, নাহলে পুনরায় লৌকিক মা বাবার বাচ্চা হয়ে যাবে। এখানে তো কোনো ফিজ (বেতন) নেই। এটা হল শিববাবার ভাণ্ডার। কোনো বইও কিনতে বলা হয় না। কেবল মুরলি পাঠানো হয়। এইসব তো বাবার সম্পত্তি। তিনি কি আর ফিজ নেবেন! যদি তোমার ভালো লাগে, তাহলে গরিবদের জন্য বই ইত্যাদি ছাপিয়ে দিও। ভারতের মত এত দানী দেশ আর নেই। বাবাও ভারতে এসেই দান করেন। তোমরা বাচ্চারাও শরীর, মন এবং সম্পত্তিকে বাবার কাছে অর্পণ কর। মহাদানী হও। এই বাবাও তো মহাদানী হয়েছেন, তাই না? আগে তো পরোক্ষ ভাবে দান করতেন। এখন নিজে প্রত্যক্ষভাবে এসেছেন, পরিবর্তে স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। এটা তো খুবই সম্ভা চুক্তি, তাই না? এরপর তিনি বলছেন - নিজের সমান বানাও, বিকার

সমূহের ওপরে বিজয়ী হও, দেহী অভিমানী হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। গায়ন আছে - নাপ্পা (অঙ্গহীন) অবস্থায় এসেছিলাম, নাপ্পা হয়েই ফিরতে হবে। প্রথমে দেবী দেবতাদের আত্মারা এসেছিল। তারপরে দ্বিতীয় নম্বরের আত্মারা এসেছিল। দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারাই মুখ্য। যে আগে এসেছিল, তাকেই আগে ফিরতে হবে। তাদের অলরাউন্ডার পার্ট আছে। এইগুলো সব বোঝার মত বিষয়। যার ভাগ্যে থাকবে সে ঝট করে বুঝে যাবে। ভাগ্যে না থাকলে তার আগ্রহও থাকে না। বাবা বলছেন, এখন আমাকে স্মরণ কর, আমিই হলাম তোমাদের পিতা, গড ফাদার। কচ্ছপ কিংবা মাছ তো গড হতে পারে না। এইসব কথা কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) শরীর-মন-সম্পত্তি সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে মহাদানী হতে হবে। নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে এবং দেহী অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।
- ২) এই পুরাতন দুনিয়া দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। কখনো কর্মবন্ধনে ফেঁসে যেও না।

বরদান:- “আমার বাবা” - এই শব্দের স্মৃতি স্বরূপ দ্বারা সমর্থ স্বরূপের অধিকার প্রাপ্ত করে সমর্থ আত্মা হও।

পূর্বকল্পের স্মৃতি আসার সাথে সাথে সন্তান বলে - তুমি আমার এবং বাবাও বলেন - তুমি আমার। ‘আমার’ - এই স্মৃতি দ্বারা নূতন জীবন এবং নূতন দুনিয়া প্রাপ্ত হয়েছে এবং সদাকালের জন্য “আমার বাবা” -এই স্মৃতি স্বরূপে টিকে গেছে। এই স্মৃতির রিটার্ন হিসাবে সক্ষমতা স্বরূপ হয়ে গেছে। যে যত স্মরণে থাকে, তার তত সক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্মৃতি আছে, সেখানে সক্ষমতা অবশ্যই আছে। সামান্য বিস্মৃতি আছে মানেই ব্যর্থতা আছে। তাই সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ এবং সমর্থ স্বরূপ হও।

স্লোগান:- হার্ড ওয়ার্কার হওয়ার সাথে সাথে স্থিতির ক্ষেত্রেও সর্বদা হার্ড (মজবুত) হও।

"হে যুবকবৃন্দ ! বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে নিমিত্ত হও"

আজ বাপদাদা হংস আসনধারী হোলিহংসদের সভা দেখছেন । প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ হোলি হংস আত্মা, যাদের বুদ্ধিতে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, এইরকম নির্ভায় মগ্ন থাকে, তাদের স্থিতি হলো হংস আসন । এমন হোলিহংসদের দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । সব হোলিহংস 'জ্ঞানী তু আত্মা', 'যোগী তু আত্মা' এবং বিশ্ব কল্যাণকারী । দিলারাম বাবার স্মৃতি তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভরে আছে । প্রত্যেকে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বানানোর জন্য নির্ভার সাথে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে । এইরকম শ্রেষ্ঠ সংগঠন পুরো কল্পে সঙ্গমযুগ ছাড়া আর কখনও তোমরা দেখতে পাওনা । একই পরিবার, এই নির্ভা, একই লক্ষ্য এইরকম আর কখনও দেখবে ? বাপদাদাও তাঁর বাচ্চাদের জন্য গর্বিত হন । এত বড় পরিবার বা সংগঠন এবং তোমরা প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে বাবার বরসার অধিকারী । সুতরাং, এত সব অধিকারী বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশি যে তোমরা এক এক বাচ্চা কুলদীপক । বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত আত্মা । প্রত্যেক চমকদার নক্ষত্র বিশ্বকে আলো দেয় । প্রত্যেকের ভাগ্যের অবিনাশী রেখা ললাটে

উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত । এমন শ্রেষ্ঠ সংগঠন, যে সংগঠন বিশ্বে এক মত, এক রাজ্য, এক ধর্মের স্থাপনা করার দৃঢ় সঙ্কল্পধারী । বাপদাদা যুবা-বর্গকে দেখছিলেন । তোমরা কুমার হও বা কুমারী, তোমাদের প্রত্যেকের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে যে তোমরা সবাই নিজের বিশ্বে বা দেশে বা সুখ শান্তির জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের অর্থাৎ নিজের ভাই-বোনদের সুখ শান্তির অধিকার লাভে অবশ্যই সমর্থ বানাবে ; নিজের বিশ্বকে আবার একবার সুখ শান্তিময় বিশ্ব বানাবে । এই দৃঢ় সঙ্কল্প তোমাদের আছে, তাই না ! এত বড় সংগঠন কি না করতে পারে ! এক তো তোমরা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র আত্মা, সুতরাং তোমাদের পবিত্রতার শক্তি আছে । দ্বিতীয়তঃ, মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে সর্বশক্তি তোমাদের সাথে আছে । সংগঠনের শক্তি আছে, সেইসঙ্গে ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে তোমরা জানো যে অনেকবার তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক হয়েছ, যেহেতু, তোমরা প্রতি কল্পে বিজয়ী হয়েছ, এইজন্য তোমাদের বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে এখনও বিজয় নিশ্চিত । তোমরা হবে কি হবেনা, এই প্রশ্নই নেই । নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী ; তোমরা অনুভব করো যে সুখের সংসার প্রায় চলেই এসেছে, তাই না ! এটা নিশ্চিত যে বিশ্বের মালিকদের বিশ্বের রাজ্যপাট প্রাপ্ত হয়েই আছে । তোমরা যুবা-বর্গ কি করবে ? নিজের দেশের বা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের এই খুশির খবর শোনাও, যে বিষয়ে তোমরা স্বপ্ন দেখছ যে এইরকম কিছু হওয়া উচিত, আমরা অবশ্যই তোমাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করে দেখবো । দেশ থেকে শুধু একরকম মূল্যবুদ্ধি আমরা নির্মূল করবো না, বরং ডবল মূল্যবুদ্ধি নির্মূল করে দেখাবো, ভালো চরিত্র দুর্লভ হওয়ার কারণে জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয় । যখন ভালো চরিত্র দুষ্প্রাপ্য হয় অর্থাৎ যখন ভালো চরিত্রের দরিদ্রাবস্থা- দুঃখ, অশান্তি নির্মূল হয়ে যাবে, তখন স্বতঃই সর্ব আত্মারা শুধুমাত্র ধনবানই হবেনা, বরং তারা রাজ্য অধিকারী হয়ে যাবে । এই শুভ আশা পূরণ করে বিশ্বের নিমিত্ত আত্মাদের দেখাও । আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন সমৃদ্ধশালী বানাবো, যেখানে না থাকবে কোনো অপ্রাপ্তি আর না থাকবে অপ্রাপ্তির কারণে উদ্ভূত সর্ব সমস্যা । এই দৃঢ় সঙ্কল্প সবাইকে শুধু শনিও না বরং পরিবর্তনের স্যাম্পল হয়ে দেখাও কারণ সবদিক থেকে আশ্রস্ত হওয়ার স্লোগান অনেক শুনেছে মানুষ ! তারা এত শুনেছে যে শুনে শুনে তাদের বিশ্বাসই হারিয়ে গেছে । এইরকম

বলিয়ে'দের দেখে দেখে এখন তারা সত্যকেও প্রতারণা বলে মনে করছে। সুতরাং, শুধু বলা নয়। যে শব্দ উচ্চারণ করেছে তা শুধু মুখের বলা না হয় যেন তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বলে। তোমাদের প্রত্যেক হোলিংসের পবিত্রতার ঝলক তোমাদের আচরণে বিকশিত হতে হবে। তোমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ স্মৃতির সামর্থ্য আশাহীন আত্মাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে দাও। বুঝেছ তোমরা, যুবাবর্গ তোমাদের কি করতে হবে !!

যুব-সম্প্রদায় দ্বারা বিনাশকারী কার্য সংঘটিত হওয়ার কারণে আজকের রাজনৈতিক নেতারা ভয় পায়। অতএব, তোমরা সব বিশ্ব কল্যাণকারী তাদের প্রমাণ করে দেখাও, তোমরা এই ভারত দেশের যুব-সম্প্রদায় নিজের ভারত দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ বানিয়ে, সারা বিশ্বকে দেখাবে যে ভারতই প্রাচীন অবিনাশী, সর্ব সম্পন্ন দেশ। ভারতই সারা বিশ্বকে আধ্যাত্মিক আলো দেখানোর লাইট হাউজ, কারণ যখন তারা চিনতে পারবে এই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে কে তোমাদের উৎসাহিত করেছেন, তখন আর কোনো কোশ্চেন ওঠার আবশ্যকতাই থাকবে না। নিজের জীবন দ্বারা, কর্তব্য দ্বারা বাবার পরিচয় করাও। এই হিম্মত তো আছে তোমাদের, তাই না! কুমারীরা কি ভাবছে? লোকে যখন দুর্গার পূজা করে, তারা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। এখানে কত দুর্গা! প্রত্যেক শিবশক্তি চমৎকার করে দেখাবে। তোমরাই সেই শক্তি, ঘরে ঘরে যাঁর পূজা হয়। সুতরাং, হে শিবশক্তি, তোমার ভক্তদের ফল তো দাও! বেচারী অসহায় ভক্তরা তোমাদের কাছে ফল উৎসর্গ করতে করতে ক্লান্ত। তারা তোমাদের কত ফল অর্পণ করেছে! অতএব, তারা এত যে ফলের নৈবেদ্য দিয়েছে, তাদের সেই ভক্তির রিটার্নে কিছু ফল তো দেবে, তাই না! ভক্তদের প্রতি করুণা হয়না? এমনকি, পান্ডবদেরও পূজা হচ্ছে! আজকাল, মহাবীর হনুমানের অনেক পূজা হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ, বিঘ্ন বিনাশক গণেশের। প্রত্যেকে শক্তি লাভ করার ইচ্ছা থেকে ভক্তি করেছে। এমন ভক্ত আত্মাদের সর্বশক্তির ফল দাও। সদাকালের জন্য বিঘ্নকে পরাস্ত করার সহজ রাস্তা দেখাও। আর্তনাদ থেকে তাদের মুক্ত করে প্রাপ্তিস্বরূপ বানাও। যুব-সম্প্রদায় তোমাদের এমন সেবা করে দেখাতে হবে। বুঝেছ তোমরা?

সদা নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন দ্বারা অনেকের জীবন বানিয়ে, সর্ব ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ, সুখী সংসারের শুভ কামনা পূর্ণ করে, ঘরে ঘরে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের দীপ প্রজ্জ্বলনকারী, সদা অপ্রাপ্ত আত্মাদের প্রাপ্তি করায়, এমন দৃঢ় সঙ্কল্পধারী নিশ্চিত বিজয়ী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারদের প্রতি বাপদাদা সদা আশা রাখেন। কুমার বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে। যদি সব কুমার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলে, তবে তারা অনেক চমৎকার করতে পারে। চমৎকার তো কুমাররাই করে, তাই না! খেয়াল রেখো, বাপদাদার কাছে অটোমেটিকভাবে ফটো তোলা হয়ে যাচ্ছে। দৃঢ় সঙ্কল্পধারী কুমার তোমরা, তাই না! কুমারদের শারীরিক বলও বেশি, এইজন্য ডবল কার্য করতে পারো। স্থাপনার কার্যে খুব ভালো সহযোগী হতে পারো। কুমারদের বুদ্ধিতে একটা বিষয় সদা বিদ্যমান, আমার বাবা আর আমার সেবা আর কিছুনা। যাদের বুদ্ধিতে সদা বাবা আর সেবা আছে তারা সহজেই মায়াজিৎ হতে পারে। কুমারদের শুধু একটা ব্যাপারে অ্যাটেনশন রাখতে হবে - সদা নিজেকে বিজি রাখো, অলস হয়োনা। শরীর আর বুদ্ধি উভয়কে বিজি রাখো। বিজি ম্যান হও, বিজনেসম্যান নয়। যেভাবে রোজকার দিনলিপি সেট করো, একইভাবে বুদ্ধিরও দিনলিপি সেট করো। এখন আমাকে এটা ভাবতে হবে, এখন আমাকে এটা করতে হবে, যদি তোমার দিনচর্যা সেট থাকে তবে এই উপায়ে তুমি বিজি থাকবে। যারা বিজি থাকে মায়া তাদের কোনও রূপে অ্যাটাক করতে

পারেনা। বুদ্ধিকে বিজি রাখার সাধন আপন করে নাও অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিজি রাখতে উপায় খুঁজে বার করো। শরীরকে বিজি রাখার সাধন যেমন আছে, তেমন বুদ্ধিতেও সদা স্মরণে, নেশায় বিজি থাকো। এইরকম দিনলিপি কিভাবে বানাতে হয় তোমরা কি জানো? সদাকালের জন্য নিয়ম বানাও। অন্য নিয়ম যেমন আছে, তেমন আরও একটা নিয়ম বানাও, "আমাকে করতেই হবে" - এই দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা যে চমৎকার করতে চাও, তা করতে পারো। কুমাররা হলো বাপদাদার কর্তব্যের নক্ষত্র। কুমাররা সেবার নিমিত্ত হয়। দৌড়ঝাঁপ তো কুমাররাই করে! যে সেবাই হোক, তাতে কুমারদের বিশেষ পার্ট থাকে। সুতরাং, এই নেশা রাখো, যে তোমরা বিশেষ আত্মা, যাদের বিশেষ পার্ট আছে। এই খুশি বজায় রাখো। সুতরাং, দেখা যাবে, কুমার গ্রুপ কি করে দেখায়। কিছু করে দেখাতে হবে, শুধু বলা নয়। তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি এবং তোমাদের সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে। তোমরা অটল, তোমাদের টলানো যায়না। এইরকম অটল আত্মারা অন্যদেরও অটল বানিয়ে দেখাও।

মহাদানী হয়ে নিরন্তর দান করতে থাকো। যখন নিজের ভান্ডার ভরপুর তখন অন্য আরও অনেককে তোমাদের দিতে হবে। সেবাকে সদা এগিয়ে নিয়ে চলো। এইরকম নয় যে, আজ তোমরা চান্স পেয়েছ তো করে নিলে, অথবা যখন চান্স পাবে, তখন করবে। না। যার কাছে খাজানা থাকে সে যেকোন জায়গা থেকে গরীবদের খুঁজে এনে, ঢাকঢোল পিটিয়ে নিশ্চয়ই দান করে, কারণ তারা জানে দান করলে পুণ্য লাভ করবে। সেই দান বিনাশী এবং তা স্বার্থের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। তোমরা তো সবাই অবিনাশী খাজানার মহাদানী। সুতরাং সেবাকে বাড়াও। রেস করো, মহাদানী হও। নিশ্চয়ের সাথে করো, এইরকম ভেবোনা ধরনী এইরকম বা ওইরকম! এখন সময় বদলে গেছে, ধরিত্রীও বদলে যাচ্ছে। আগে এই ধরণীর যা রেজাল্ট ছিলো, এখন আর নেই। সময় বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করছে। আত্মাদের ইচ্ছাও পরিবর্তন হচ্ছে, তারা এটার প্রয়োজন অনুভব করছে। এখন এটাই সময়, সময় অনুসারে সদা মহাদানী হও, যদি বচনে না হয় তবে মন্ডায়, মন্ডা না হলে তবে কর্ম। কর্ম দ্বারা কোনো আত্মাকে পরিবর্তন করাই হলো কর্মণা। সম্পর্ক দ্বারাও কোনো আত্মাকে পরিবর্তন করতে পারো। এইরকম সেবাধারী হও। প্রতিদিন তোমাদের মন্ডা, বাচা, কর্মণা দ্বারা তোমরা যে সেবা করেছ রোজ তার রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে দেখ, কতো আত্মার সেবা করেছো। কতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে করেছো। এই রোজের রেজাল্ট নিজেই বার করো। নিজের এবং সেবা দুইয়েরই গতিতে এগিয়ে যাও। এখন কিছু নতুনস্ব আনো। তোমরা সেন্টার খুলেছো, গীতা পাঠশালা খুলেছো, মেলা করেছো, এইগুলো তো পুরানো ব্যাপার হয়ে গেছে, এখন নতুন কিছু উদ্ভাবন করো। নিজের এবং সেবায় কিছু নতুনস্ব অবশ্যই আনতে হবে, এই লক্ষ্য রাখো। নয়তো কখনো ক্লান্ত হয়ে যাবে অথবা কখনো বোর হয়ে যাবে। নতুনস্ব হলে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকবে। আচ্ছা।

মাতাদের সাথে :-

বিশেষভাবে মাতাদের জন্য বাপদাদা সহজ পথের উপহার নিয়ে এসেছেন। তোমরা সবাই সহজ পথের উপহার লাভ করেছো? সহজ প্রাপ্তি যা হয় সেটাই উপহার। সুতরাং, বাপদাদা সহজ মার্গের গিস্ট বিশেষভাবে নিয়ে এসেছেন, এই নেশায় থাকো। সবচেয়ে সহজ, "আমার বাবা" বলা, ব্যস! "আমার বাবা" বলায় অনুভব করলে, তোমাদের সব প্রাপ্তি হয়ে যাবে। মাতাদের বিশেষ খুশি হওয়া উচিত যে বাবা বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এসেছেন। আর অন্যরা যারা এসেছিলো, তারা পুরুষকে সামনে রেখেছিলো। ধর্মস্থাপকেরা এসে তাদের ধর্ম স্থাপন করে চলে গিয়েছিলেন। মাতাদের কেউই নামিগ্রামী (খ্যাতনামা) বানায়নি, সেক্ষেত্রে বাবা "মাতারা আগে" এই ধারা বিধিবদ্ধ করেন। সুতরাং, মাতারা

হয়েছে হারানিধি । কতো গভীর ভালোবাসার সাথে বাবা তোমাদের খুঁজেছেন এবং নিজের করে নিয়েছেন । তোমরা বিনা অ্যাড্রেসে তাঁকে খুঁজেছ, এইজন্য তাঁর প্রকৃত খোঁজ হয়নি । দেখ, বাবা কিভাবে কোনা-কোনা থেকে তোমাদের খুঁজে বার করেছেন ! বিভিন্ন বৃক্ষের শাখাসকল এখন এক বৃক্ষের হয়ে গেছে । এই বৃক্ষ এক চন্দন বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে । লোকে বলে, দু'চারজন স্ত্রীলোকে একসাথে থাকতে পারেনা আর এখন মাতারা সারা বিশ্বে একতা স্থাপন করার নিমিত্ত । তারা বলে, মাতারা একসাথে থাকতে পারেনা, সেখানে বাবা বলেন, একমাত্র মাতারাই একসাথে থাকতে পারে । এমন মাতাদের বিশেষ পদ আছে । খুব খুশির সাথে নাচো আর গাও, বাহ্ ! আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! কখনও দুঃখের তরঙ্গ না খেলে । সবাই তোমরা দুঃখধাম ছেড়ে এসেছো, তাই না ? ব্যস্ ! তোমরা এখন শুধু সঙ্গমযুগী, সদা সুখধাম শান্তিধামের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকো । মাতাদের দেখে বাপদাদা গৌরবান্বিত হন, যারা ছিলো আশাহীন তারা হয়েছে আশান্বিত এবং বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে গেছে । বিশ্ব এখন তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যে তাদের কল্যাণকারী মাতারা কোথায় ? সুতরাং, এখন জগতের মাতা হয়ে জগতের কল্যাণ করো । শুধু লৌকিক পরিবারের দায়িত্ব পালন নয় বরং বিশ্বের সকল আত্মাদের সেবায় দায়িত্বশীল হও । তোমরা নিমিত্তরা যেখানেই থাকো সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু স্মৃতিতে সদা বিশ্ব সেবা রাখো । তোমাদের লক্ষ্য যেমন হবে, সেইভাবে নিজে থেকেই তোমাদের যোগ্যতারও বিকাশ ঘটবে । লক্ষ্য যদি বেহদের হয় তবে তোমাদের লক্ষণ অর্থাৎ যোগ্যতাও বেহদের হবে । নয়তো, হদের মধ্যেই ফেঁসে থাকবে । আমি বাবার, আমি বেহদের এই স্মৃতিতে সকল আত্মাদের প্রতি শুভ সঙ্কল্প দ্বারা সেবা করতে থাকো । উভয়ই সাথে সাথে থাকতে হবে । হয়তো বা মুখে কাউকে বোঝালে, কিন্তু শুভ ভাবনার বল সেই আত্মাকে যদি না দাও তবে কোনো ফল তুমি লাভ করতে পারবে না । মম্মা বাচা এই দুইয়ের দ্বারাই একসাথে সেবা করো । শুধু সন্দেহ দেওয়ার ওপর ভরসা কোরোনা, নয়তো তোমরা যা কিছুই বলো তাতেই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে চলে যাবে । সাথে মম্মা সেবা হলে একইসঙ্গে যদি তোমরা মম্মা সেবা করো তবে তির লক্ষ্যভেদ করবে । মাতাদের সেবার ময়দানে আসা উচিত । এক-এক মাতা একটা সেবাকেন্দ্র সামলাতে পারে । যদি তোমাদের সময় না থাকে, তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে দু'তিনজনের গ্রুপ বানাও । এইরকম ব'লোনা যে, আমার পরিবারের বন্ধন আছে বা আমার বাচ্চা আছে । যাদের মায়েরা সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়, তাদেরও তো বাচ্চা আছে, তাই না ! তারাও পড়াশোনা শেখে । সুতরাং, নিজেরা নিজেদের হ্যান্ডস বানাও আর সেবা বাড়াও । শক্তির এখন ময়দানে এসো । যে পালনা তোমরা পেয়েছো তার রিটার্ন দাও । সেবা যতো বাড়াবে তোমরা ততো বেশি ফল লাভ করবে, বর্তমানও শক্তিশালী হবে আর ভবিষ্যৎ তো যেভাবেই হোক তৈরি হয়েই যাবে । যতো সার্ভিস করবে ততো নির্বিল্ল থাকবে আর খুশিও থাকবে । আচ্ছা !

কুমারীদের সাথে :-

কুমারীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে জানে, তাই না ? নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে কখনো ভুলে যাওনা তো! সদা ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সামনে এগিয়ে চলো । সঙ্গমযুগের লিঙ্কের গিস্ট কুমারীদের প্রাপ্ত হয়, কারণ কুমারী জীবন দূর্চিন্তা থেকে মুক্ত । তোমাদের ঘর চালানোর বা চাকরি - বাকরির কোনো চিন্তা নেই । কুমারী অর্থাৎ স্বতন্ত্র । স্বাতন্ত্র্য সবার খুব প্রিয় । অ-জ্ঞানেও সবার স্বতন্ত্র থাকাই লক্ষ্য থাকে, এই কারণে তোমরা সকলে "আমি স্বতন্ত্র আত্মা" এই স্বতন্ত্রতার বরদান লাভ করো । তোমরা স্বতন্ত্রতার বরদান লাভ করেছো, সুতরাং অন্যদেরও তোমরা এই বরদান দেবে, তাই না ! তোমরা কারও জালে আটকে যাচ্ছ না । যখন জাল থেকে বেরিয়ে এসেছো, এবং স্বতন্ত্র হয়েছো তখন তোমরা

সেবা করবে, তাই তো ? নামমাত্র এই পড়া যা বাকি আছে, সেটা পড়তে পড়তেও যেন সদা সেবার স্মৃতি থাকে । পড়া চলাকালীনও তোমাদের এই লক্ষ্য থাকবে, এমন কোন আত্মা আছে, যাকে আমি বাবার বানাতে পারি । পড়াশোনা করতে করতে পরখ করো কোন আত্মারা যোগ্য । তাহলে সেখানেও তোমাদের সেবা হয়ে যাবে । ভাষণ দেওয়া কুমারীদের শেখা উচিত । পড়া পড়তে পড়তে ক্রমাগত নিজেদের তৈরি করতে থাকো । পড়া সম্পূর্ণ হতেই নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করো । আচ্ছা ।

বরদানঃ - হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধের আধারে নৈকট্যের অনুভব করে নিরন্তর যোগী ভব

ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে কেউ হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে, একটা সম্বন্ধে বাবাকে স্মরণ করে আবার কেউ তাদের মগজ দ্বারা অর্থাৎ নলেজের আধারে সম্বন্ধকে অনুভব করার বারবার চেষ্টা করে । যেখানে হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধ অতি প্রিয় অর্থাৎ নিকট হয় সেখানে স্মরণ ভুলে যাওয়া মুশকিল । শরীরের শিরায় শিরায় যেমন ব্লাড আছে, একইভাবে আত্মায় "নিশ-পল" অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে স্মরণ আত্মায় মিশে আছে । একেই বলা হয়ে থাকে, হৃদয়ের স্নেহসম্পন্ন নিরন্তর স্মরণ ।

স্লোগানঃ- নিঃস্বার্থ এবং নির্বিকল্প স্থিতি দ্বারা সেবা করলে তবে সফলতা লাভ করতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের স্মরণ কোনো সাধারণ নয়, যাঁকে তোমরা এই চোখে দেখতে পাও না, তাঁকে স্মরণ করো আর তাঁর স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি স্বভাব ত্যাগ করলে সব গুণ স্বতঃ চলে আসবে ?

উত্তর :- অর্ধকল্প ধরে দেহ - অভিমানে থাকার যে অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে, এখন এই অভ্যাস ত্যাগ করো । শিব বাবা, যিনি অতি প্রিয়, তাঁকে স্মরণ করো । কোনো দেহধারীকে স্মরণ না থাকলে তোমাদের যোগ্যতা এসে যাবে ফলে ক্রটি দূর হয়ে যাবে । আত্মা পবিত্রতার সাগর হয়ে যাবে । খুশীর পারদ চড়ে থাকবে । সব গুণও স্বতঃ আসতে থাকবে ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়

ওম শান্তি । বাচ্চারা তাদের বেহদের বাবার মহিমা শুনেছে, আর বাচ্চাদের সামনে বেহদের বাবা সম্মুখে বসে আছে । প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে এই কথা অবশ্যই আসা উচিত যে, আমরা সেই শিব বাবা, যাঁর এই মহিমা, তাঁরই সম্মুখে বসে আছি আর তাঁর থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্ষা নিচ্ছি । এই স্মরণ আসলেই খুশীর পারদ চড়া উচিত । এমন নয় যে, যেই সময় সামনে বসে শোনো, তখনই স্মরণ থাকে আর পরে আবার ভুলে যাও । না, ভুলে যাওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা জানে যে, তারা আবার নতুন করে রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করছে । তাই বুদ্ধি চলে যায় সেই নিরাকার বাবার দিকে । তাঁকে বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায় । দিনরাত বুদ্ধিতে এই কথাই স্মরণে থাকা উচিত যে -- আমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি । নিশ্চয়তা তো পাকা হতেই হবে । লৌকিক বাবা - মার প্রতি যেহেতু নিশ্চয়তা থাকে তাই তাদের প্রতি খোড়াই সংশয় আসে । কিন্তু এ হলো নতুন কথা । বুদ্ধির দ্বারাই বাবাকে জানা যায় । বাচ্চারা জানে যে, আমরা শিব বাবার হয়েছি, তাঁর থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যাবে । আমরা কল্প - কল্প এই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা পেয়েছি । বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে আসে । বাবা, আপনার কাছ থেকে আমরা আবার বিশ্বের রাজত্ব পাচ্ছি । আমরাই হলাম অধিকারী । যখন আমরাই অধিকারী তখন আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । লৌকিক বাবার থেকে আমরা সম্পত্তি নিই তখন তার কথা তো অনেকই স্মরণে আসে । এতে আনকমন কথা হলো এটাই যে, বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ ভস্ম হবে এই কারণেই বাবাকে স্মরণ করতে হয় । লৌকিক বাবার স্মরণ তো অটোমেটিক্যালি এসে যায় । এই চোখ দিয়েই তাকে দেখা যায় । বাচ্চা জন্ম হলেই মাম্মা - বাবা বলতে থাকে । এই বাবাকে খালি চোখে দেখা যায় না । বুদ্ধি দিয়েই স্মরণ করতে হবে । আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবার সন্তান হয়েছি আর ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসরণ করে পুরুষার্থ করতে থাকছি । এতে সবার প্রথমে হলো পবিত্রতা । তোমরা যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হতে থাকবে । এমন ভেবো না যে এখনো আমরা বাচ্চাই । বাবাকে স্মরণ না করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে না । অনেক বাচ্চারা মনে করে, আমরা তো বাচ্চাই এখনো তাই তারা আর বাবাকে স্মরণ করে না । মানুষ বলে না --- মুখে রাম - রাম বলো । কিন্তু এই রামের (শিব বাবার) তো চিত্রই নেই, তাই মানুষের বুদ্ধিযোগ ওই রামের দিকে চলে যায় । সদ্ধতিদাতা শিবকে তো সবাই ভুলে গেছে ।

এখন তোমরা জানো যে, শিব বাবা এসেছেন। আগে তো অবশ্যই রচয়িতা শিব বাবা এসেছিলেন, তবেই তো স্বর্গের রচনা রচিত হয়েছিলো। এরপরে রাম রাজ্য চলেছিলো। এখন তোমরা সত্যযুগ এবং ত্রেতাতে রাজ্য করার জন্য বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিষ্ছো। এই কথা বুদ্ধিতে চলতে থাকা উচিত। পরম পিতা পরমাত্মা শিব একবারই আসেন। রাম - সীতা, লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি একবারই আসেন। যদিও পুনর্জন্ম নেন কিন্তু নাম, রূপ, দেশ, কাল সমস্তকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাম - সীতাও প্রালঙ্ক ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম নেন। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বিন্দু বিন্দু পড়া উচিত তাহলেই খুশী থাকবে। কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে তোমরা এই সময় আশীর্বাদী বর্ষা পেতে পারো। বেহদের বাবাকে তো সবাই স্মরণ করেন। বাবা যেহেতু নতুন সৃষ্টির রচনা করেন তাই সবাই খুশী থাকে। এই সময় তো সকলেই দুঃখী। এই নাটকও সুখ আর দুঃখ নিয়েই বানানো হয়েছে। সুখের সময় কারা রাজত্ব করে? প্রথমে লক্ষ্মী - নারায়ণ তারপর ত্রেতায় রাম - সীতা, তোমরা জানো যে, এতো বছর ধরে এই ঘরানার রাজত্ব চলে। খৃষ্টানরা ভাববে ক্রাইস্ট এই স্বর্গ রাজ্যের রচনা করেছিলেন। এরপর এডওয়ার্ড দ্য ফার্স্ট, এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডে রাজ্য করেছেন। সবই তো অতীত হয়ে যায়, তাই না। ভারতবাসীরা তো কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, যাকে হেভেন বা স্বর্গ বলা হয়, যা একমাত্র বাবাই স্থাপন করেন। তিনি পতিত দুনিয়াতে আসবেন, তবেই তো পবিত্র বানাবেন। এই কথা মনে রাখা উচিত। আমরা বাবার শ্রীমতে চলে সেই বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা গ্রহণ করছি আর ধারণাও করছি। এই কথা ভোলা উচিত নয়। বরাবর শিব বাবা আগের কল্পেও এসেছিলেন যার স্মরণ এখনো আছে। এখন আবার আবার এসেছেন। প্রথমে আসেন নিরাকার শিব বাবা, তিনি এসে তোমাদের দেবী - দেবতা বানান। সত্যযুগে প্র্যাকটিকালি লক্ষ্মী - নারায়ণই রাজত্ব করবেন। এরপর ভক্তিমার্গে পূজারী হয়ে দেবী দেবতার চিত্র বানাবে। এই সময় লক্ষ্মী - নারায়ণের কোনো অ্যাকিউরেট চিত্র তো নেই কিন্তু এরপর প্র্যাকটিকালি আসবে। এখন শিব বাবা তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা প্র্যাকটিকালি পড়াচ্ছেন। এ কত সহজ কথা। আর কোনো স্কুলে এমন বলবে না যে, তোমাদের আত্মা পড়ছে বা টিচারের আত্মা আমাদের পড়ায়। ওখানে মানুষ মানুষকে পড়ায়। বাস্তবে আত্মাই পড়ায়। আত্মাই তার অরগ্যান্স দ্বারা পড়ে। আত্মাই বলে, আমি এখন ব্যারিস্টার হয়ে গেছি। শিক্ষার দ্বারাই ব্যারিস্টার হয়। আর এখানে হলো আশ্চর্যজনক কথা। নিরাকার শিব বাবা নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। মানুষ এই কথা ভুলে যায়। নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা বুঝিয়ে বলেন। তাঁর একটাই নাম, শিব। তোমরাও যখন বলো শিব বাবা, তখন বুদ্ধি উপরের দিকে চলে যায়। লৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে শরীর স্মরণ এসে যাবে। শিব বাবার তো শরীর নেই। পরমাত্মার মন্দিরও হলো নিরাকার রূপের। আকারী হলো দেবতা আর সাকারী মানুষ। তিনি হলেন নিরাকার শিব, এখন তোমাদের আত্মা নলেজফুল হচ্ছে। বাবা বলেন, আমি হলাম নিরাকার। আমার মধ্যেই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। আমিই তোমাদের এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা পড়াই। তোমরাও আমারই মতো নলেজফুল হয়ে যাও। এই নলেজ নিরাকার বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারেন না। নিরাকার পরমাত্মাকেই ব্লিসফুল, পতিত - পাবন বলা হয়। বাবা বলেন, আমিই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে তাকে নতুন দুনিয়া বানাই। যেমন আমি নিরাকারের মধ্যেও সম্পূর্ণ জ্ঞানের ঝাড় আছে, ঠিক তেমনি আমি তোমাদের আত্মাকেও বানাই। তোমাদের আত্মাও এমনই নলেজফুল হয়, তোমাদের আমি আমারই মতো বানাই। এই সৃষ্টির আদি -

মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শুনলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা - রাণী হতে পারবে । মানুষ কখনোই মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না ।

বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর । বাচ্চাদের তিনি যখন তাঁর তুল্য বানান তখন বাচ্চাদের মধ্যে তাঁর সব গুণ হওয়া উচিত । এরপর তোমরা যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন তোমাদের কোয়ালিফিকেশন পরিবর্তন হয়ে যাবে । বাবার কোয়ালিফিকেশন আলাদা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমাদেরও তেমন হতে হবে । বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর । আমরা অর্ধেক কল্প পবিত্র থাকি । বাবা বলেন ড্রামা অনুসারে তোমরা পতিত হও আমি আবার এসে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পবিত্র বানাই । তোমরা কেবল আমার শ্রীমতে চলো, আমাকে স্মরণ করো, দ্বিতীয় আর কাউকেই স্মরণ করো না । আমিই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । বাবাকে ভুলে অন্য কারোর স্মরণে যদি থাকো, তোমাদের মধ্যে ক্রটি থেকে যাবে । শিব বাবা হলেন অতি প্রিয়, সবার থেকে প্রিয় হলেন বাবা । তোমাদের নামে "বন্দে মাতরম্" গায়নও আছে । তোমাদের আত্মা পবিত্র তৈরী হয় । তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো তাই তোমাদের নাম শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা নামে খ্যাত হয় । তোমরাই হলে পাণ্ডব কেননা পরমধামের যাত্রায়, যুদ্ধের ময়দানে তোমরাই দাঁড়িয়ে আছো, মায়াকে জয় করার জন্য । বাচ্চারা জানে, আমাদের বাবার মতো মাস্টার জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হতে হবে । দেহের অহংকারও চূর্ণ হওয়া উচিত । জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমরা দেহ ধারণ করেছে তাই সেই অভ্যাস পাকা হয়ে গেছে । এখন এই অভ্যাসের ত্যাগ করা উচিত । বাবা যেমন নিরাকার, তাহলে দেহ - অভিমান কোথা থেকে আসবে ? তোমাদেরও এই পুরানো দেহকে ছেড়ে আমার কাছে আসতে হবে । বিনাশ যখন হয় তখন কিছু কারণ তো থাকবেই । সমান্যতম জিনিসেরও বিনাশ হয়ে যায় । এখন আমি তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তুলি । সেখানে সর্বদা সুখই সুখ । এক হলো সুখধাম আর এক এক শান্তিধাম, আর এ হলো দুঃখধাম । এই দুনিয়াকে অশান্ত করেছে রাবণ আর শান্তি এনে দেন পরমপিতা পরমাত্মা । কেউ বলে, মনের শান্তি চাই । বলো কেমন শান্তি চাই ? এ তো হলো দুঃখধাম, তোমরা কি সুখধামে যেতে চাও ? বাবার স্মরণ করলেই তোমরা সুখধামে যেতে পারবে । তোমাদের অশান্ত করে মায়া - রাবণ, যে এখন এখানে হাজির । মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে অশান্তকারী রাবণ থাকে না তাই এখন নিজের ঘরে ফিরে চলো । যদি তোমরা সত্যযুগে যেতে চাও, তাহলে চলো । প্রত্যেক আত্মা জীবনমুক্তি অবশ্যই চায় । আবার এমনও নয় যে, সকলেই সত্যযুগে বা জীবনমুক্তিতে যাবে । সে তো কেবল তোমরা বাচ্চারা যাও । বাকি যে আত্মারা উপর থেকে আসে, প্রথমে তারা জীবনমুক্তিতে থাকে । তখন মায়ার ছায়া বা প্রভাব লাগে না । তারা সতোগ্রহণ হয়ে তারপর সত্য, রজ এবং তমোতে আসে । মায়া থাকা স্বত্তেও আত্মারা সুখ অবশ্যই ভোগ করবে । দুঃখ হতে পারে না কেননা সকলেই পবিত্র । এরপর অপবিত্র হলে দুঃখ পাবে, এমন না এলেও দুঃখ পায় । এই সুখ - দুঃখের খেলা বানানোই আছে ।

বাবার এই খেলায় চলতে থাকে যে -- মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য বোর্ড লাগানো উচিত । শুধু মাত্র চিত্র দেখে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । মনে করো শিব বাবার চিত্র রাখলে আর নীচে লিখে দিলে -- এই সার্বভৌম দেব দুনিয়ায় তোমাদের জন্মগত ঈশ্বরীয় পিতার অধিকার । মানুষ ছবি দেখে বলবে, ভগবান খোড়াই এমন হয় । ভগবানের রূপ কেমন ? তবুও লেখা থাকে, ভাই এবং বোনেরা তোমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের সদা সুখ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । এ তো যখন কেউ সামনে আসবে তখন বোঝানো যাবে । নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় । দিন - প্রতিদিন অনেক ছোটো

বানাতে হয় । পরের দিকে আরো ছোটো হতে থাকবে । মনমনাভব, বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে বর্সা নাও । তাই লেখা উচিত -- ভাই - বোনেরা, তোমরা সত্যযুগের ২১ জন্মের রাজস্ব বাবার থেকে এসে প্রাপ্ত করো এই যুদ্ধ শুরুর আগে । এই লড়াইয়েই স্বর্গের দ্বার খুলে যায় । এ কথা এই দুনিয়ার কেউই জানে না । তোমরা জানো যে, এই লড়াইয়ের দ্বারাই ভারত সুখধামে পরিণত হবে । ওরা চেষ্টা করে যাতে লড়াই না লাগে । তোমরা জানো যে এই মহাভারী মহাভারতের লড়াইয়েই মহাবিনাশ হবে । সমস্ত আত্মাদেরই অবশ্যই ফিরে যেতে হবে কেননা খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার নতুন করে অভিনয় করতে আসবে । তাই যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে ।

তোমরা হলে রুহানী পান্ডা, ওরা হলো দেহধারী পান্ডা । তোমরা নিজেদের দেহ থেকে পৃথক বিদেহী আত্মা মনে করো, তোমরা জানো যে , বাবা আমাদের আত্মাকে নিয়ে যাবে । তাই তোমাদের লিখতে হবে যে, বেহদের বাবার থেকে এসে আশীর্বাদী বর্সা নিয়ে যাও । নিরাকার অক্ষর অবশ্যই লিখতে হবে । তোমরা জানো যে বাবা এখন এসেছেন এই কর্মক্ষেত্রে । আমরাও সেখান থেকেই আসি । সব আত্মারা, যারা অভিনেতা, সবাই অবিনশ্বর, অমর, তারা কখনোই মারা যায় না । এই কথা খুব ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়া উচিত । আমরা শিব বাবার থেকে অনেকবার এই আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছি, আবারও নেবো । এই পুরুষার্থের দ্বারাই তোমরা জানতে পারো যে, শিব বাবাই আমাদের স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছেন, তাহলে কেন তাঁর থেকে সেই বর্সা নিচ্ছো না ? বাবা এবং তাঁর বর্সাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । বাকি রাম - রাম করলে খোড়াই মুক্তি হয়ে যাবে । কাগজে লেখা হয় -- অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমরা স্বর্গ কাকে বলো ? এ তো নরক, তাহলে পুনর্জন্ম অবশ্যই নরকে নেবে । স্বর্গ থাকলে পুনর্জন্ম অবশ্যই স্বর্গে নেবে । যদি কেউ দেহত্যাগ করে, নরক থেকে স্বর্গে যায়, সেখানে তো সে অনেক বৈভব পাবে । তাহলে নরকের বৈভব দেওয়ার জন্য তাকে কেন স্বর্গ থেকে নরকে ডাকো ? তাদের নরকের ভোজন করালে তেমনই বুদ্ধি হয়ে যাবে । যেমন অল্প তেমন মন হয়ে যাবে । স্বর্গে তো দুধ - ঘিয়ের নদী বইতে থাকে । তোমরা তো এখানে কেরোসিনের তৈরী খাবার খাওয়াবে । শ্রীনাথ দ্বারে খুব ভালো ঘিয়ের ভোগ দেওয়া হয় কেননা সেখানে রাধা - কৃষ্ণের চিত্র থাকে । তাই তাঁদের স্মরণে খুব সুন্দর ভাবে ভোগ নিবেদন করা হয় । এমন ভোগ আর কোথাও দেওয়া হয় না । জগন্নাথের মন্দিরে চালের ভোগ দেওয়া হয়, সেখানে বৈভব দেখানো হয় না । এখন তো নরক তাই এখানে দুঃখ । স্বর্গে তো সুখ ছিলো । বাবা তো খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু ধারণা হয় নব্বরের ক্রমিক অনুসারে । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে দাস - দাসীও তো হতে হবে । থার্ড ক্লাস টিকিটও তো কেউ না কেউ নেবে । ফার্স্টক্লাস তো সূর্যবংশী রাজধানী, সেকেন্ড ক্লাস চন্দ্রবংশী রাজধানী আর থার্ড ক্লাস হলো প্রজা । তাতেও নব্বরের ব্যাপার আছে । এখন যার যেমন টিকিট চাই, সে তো তেমনই নেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সমান জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হতে হবে । বিদেহী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) বাবার স্মরণে থেকে বুদ্ধিকে পবিত্র করতে হবে। সর্বদা এই নেশাতেই থাকতে হবে যে, বেহদের বাবার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি।

বরদান :- প্রাপ্তির ইচ্ছা থেকে "ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা" হয়ে, সদা ভরপুর থেকে নিষ্কাম সেবাধারী হও

যে নিষ্কাম সেবাধারী হয় তার সামনে সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃই আসে কিন্তু প্রাপ্তি যদিও বা আসে, তোমরা প্রাপ্তিকে স্বীকার করো না। যদি মনে ইচ্ছা থাকে তাহলে সর্ব প্রাপ্তি থাকা স্বত্তেও কম মনে হবে। সর্বদা নিজেকে খালি মনে হবে। তাই ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা হয়ে সর্ব প্রাপ্তিতে ভরপুর থাকো। এই সঙ্গম যুগে বাপদাদার দ্বারা যে অবিনাশী প্রাপ্তি হয়েছে, সেই প্রাপ্তির দোলায় সদা ঝুলতে থাকো তাহলে কোনো ভুল হবে না।

স্লোগান :- নিজের অব্যক্ত স্থিতির দ্বারা অব্যক্ত আনন্দ, অব্যক্ত স্নেহ এবং অব্যক্ত শক্তি প্রাপ্ত করা সম্ভব।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সঙ্গদোষ সংশয় বুদ্ধি করে দেয় তাই সঙ্গদোষে জড়িয়ে কখনও পড়াশোনা বন্ধ করবেনা। বলাও হয় - সংসঙ্গে স্বর্গ বাস (তারে) অসংসঙ্গে সর্বনাশ (বোরে)"

প্রশ্ন:- বাবার কোন্ শ্রীমৎ তোমাদের কড়ি থেকে হীরায় পরিণত করে ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা গৃহস্থে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। যেমন পদ্ম ফুল পাঁক ও জল স্পর্শ করেনা, তেমনই বিকারী দুনিয়ায় থেকেও বিকার যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। এ হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, নির্বিকারী দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে পবিত্র হও। এই একটি শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হয়ে যাবে। স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে

গীত : - আমায় যিনি সাহারা দিয়েছেন তাঁকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ

ওম্ শান্তি। বাবা বোঝান যে ভগবান হলেন একমাত্র যিনি ভগবতীকে রচনা করেন। যথাযথভাবে ভগবানুবাচ আছে। যেমন ব্যারিস্টার-উবাচ, সার্জন-উবাচ ... সেরকম এই হল ভগবানুবাচ। ভগবান বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক রাজার রাজা করি। এ হল গীতা। কিন্তু মানুষ ভুলে গেছে যে গীতার ভগবান কে ছিলেন। কৃষ্ণ তো ছিলেন স্বর্গের প্রথম নম্বর প্রিন্স। এত উঁচু প্রালঙ্ক কে প্রদান করেছেন ? উঁচু থেকে উঁচু প্রালঙ্ক হল রাধে-কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের। এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা। রাধে কৃষ্ণ স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হয়। তাঁদের এই উঁচু পদ কে প্রদান করেন ? কৃষ্ণ কে ছিলেন , নারায়ণ কে ছিলেন ? এই কথা তোমরা জানো। কৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে, জয়ন্তী পালন করে তারপর যাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের স্বয়ম্বর হয়েছে তাঁরও তো মহিমা হবে। রাধে কৃষ্ণকে তো এক সাথে দেখানো হয়। তাঁদের এমন কে তৈরি করেছে ? রচয়িতা একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়। সাকারকে কখনও ক্রিয়েটর বলা যাবেনা। ইনকরপোরিয়াল গড ফাদার বলা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের আদি কালে ছিলেন। এখন তো হল কলিযুগ। এখানে মানুষ দুঃখী কাণ্ডাল হয়েছে। রাজা রানী তো নেই। স্বর্গের খুব মহিমা রয়েছে । কারো মৃত্যু হলে বলা হয় অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ স্মরণে আসে অর্থাৎ স্বর্গ শ্রেষ্ঠ ছিল নিশ্চয়ই। নরকে যার মৃত্যু হয়, তার পুনর্জন্ম নরকেই হয়। যার যেমন কর্ম হয় সেই অনুযায়ী এখানে জন্ম হয়। এবারে ভগবান হলেন নিরাকার স্তানের সাগর, যাঁর প্রতি সবাই বিশ্বাসী। ওঁনার স্মরণীয় মন্দিরও হল শিবের। ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের ছবি দেখালে বলবে ইনি ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু। ভগবান ব্রহ্মা বা ভগবান বিষ্ণু বলবে না । ভগবান এক নিরাকারকে বলা হয়। তিনি হলেন শিব।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আবার লক্ষ্মী নারায়ণ, ভগবান ভগবতী স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। কে করছেন ? ভগবান পরিণত করছেন। ক্রিয়েটর হলেন বাবা, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয় তিনি প্রালঙ্ক দিয়েছেন যাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। ছবি তো বাচ্চারা তোমাদের কাছে আছে। এই কথাটি মানুষ বুঝতে পারে লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন। শুধু এই কথা ভুলে গেছে যে লক্ষ্মী নারায়ণ শৈশবে রাধা কৃষ্ণ ছিলেন। সত্যযুগে মহারাজা মহারানী ছিল তো তাঁদের শৈশবও ছিল নিশ্চয়। তাঁদের এইরূপ প্রালঙ্ক নিশ্চয়ই স্বর্গের যিনি রচয়িতা, তিনিই করেছেন। তিনি কবে এসেছেন - কারো তা জানা নেই। শিবের লিঙ্গ রয়েছে। শিবের রূপ এইভাবে বিশাল করে রাখা

হয়েছে। বাস্তবে এত বিশাল রূপ তো নয় তাইনা। তিনি হলেন স্টার, ওঁনার সেই রূপ তো কেউ বুঝতে পারবেনা। শুধুমাত্র পূজা অর্চনা করার জন্যে এই বিশাল রূপ তৈরি করা হয়েছে। তাহলে এই দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন ? তাঁর নাম তো জানা চাই। খ্রিস্টান বৌদ্ধি ইত্যাদি সবাই জানে যে ধর্মের স্থাপনা কে করেছে এবং যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর রচিত ধর্ম শাস্ত্র হল ঐটি । প্রথম মুখ্য কথাই হল এটা। তাই বাবা ছবি তৈরি করান বোঝানোর জন্য। প্রথম দিককার চিত্র গুলোতে খোড়াই সে সব লেখা ছিল! এইসব তো বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে যে স্বর্গের রচয়িতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। স্বর্গে আছে সুখ। এত মানুষ কি সেখানে থাকবে ? ঝাড় প্রথমে ছোট থাকে তারপরে বৃদ্ধি হতে থাকে। স্বর্গেও সংখ্যা খুব কম থাকবে । নরকে অনেক হয়। স্বর্গে শুধু দেবী দেবতাদের রাজধানী ছিল। এইসব আর কেউ জানেনা। জিজ্ঞাসা করা হয় এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে ? ৫ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হয়েছে। সেসব এখন অতীত । নতুন দুনিয়া যে ছিল , এখন পুরানো হয়েছে, নরকে পরিণত হয়েছে। আচ্ছা এরপরে কি হবে ? আবার স্বর্গ আসবে। ভক্তজন স্মরণ করে স্বর্গকে বা মুক্তিদামকে। কেন স্মরণ করে ? কারণ এখানে দুঃখে আছে। স্বর্গে সর্বদা সুখ থাকে। বাবা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের রচনা করে দুঃখে রাখবেন না। এইরকম হতে পারেনা। তোমরা জানো সত্যযুগ থেকে ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ হতে হবে। সত্যযুগের শেষ সময়, ত্রেতার আদি সময়ের সঙ্গম কোনো কল্যাণকারী নয় কারণ সত্যযুগে যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, সেই দেবী দেবতারা ১৪ কলায় পরিণত হয়। সুতরাং এই সঙ্গম হল যে কল্যাণকারী । তারপর ত্রেতার শেষ সময় এবং দ্বাপরের আদি সময়ও সঙ্গম আছে কিন্তু সেই সময়েও আত্মার কলা অর্থাৎ কোয়ালিটি কম হয়। সত্যোপ্রধান থেকে সত্যো, রজো, তমো - আত্মার এইরূপ নীচের দিকে গমন হয়। তমোপ্রধান হতেই হয়। এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়া হল দুঃখময়। একে-ই বলা হয় অনাথের দুনিয়া। কেউ নাথ নেই। ঘরে মা-বাবা না থাকলে সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তখন বলা হয় তোমরা অনাথ হয়েছ। সে হল হদের কথা অর্থাৎ দেহের দুনিয়ার কথা। এখন এইখানে কথা হচ্ছে বেহদের অর্থাৎ আত্মাদের। সম্পূর্ণ দুনিয়ার কেউ নাথ নেই। মানুষ মানুষের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। পশু পাখিরা লড়াই করছে। কোনো নাথ নেই। নাথ হলেন বাবা - রচয়িতা। ওঁনার আগমনে সব বাচ্চারা সনাথ হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে শান্তিদাম ও তারপরে সুখদাম নিয়ে যান। প্রথমে সত্যোপ্রধান তারপরে সত্যো, রজো, তমো। প্রতিটি বস্তুর এইরকম অবস্থা হয়। ছোট বাচ্চারাও সত্যোপ্রধান হয় তাই সবাইকে প্রিয় অনুভব হয়। সেই বাচ্চারা যদি শিক্ষা প্রাপ্ত না করে তবে মা-বাবাকে দুঃখ দেয়। দুঃখ তো হয় তাইনা। লড়াই ঝগড়া হলে রোগ গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষতি হওয়া মানে দুঃখ তো হয় তাইনা। সত্যযুগে কেউ দুঃখী হয় না। সেটা হল সুখদাম। বাবা বাচ্চাদের জন্যে স্বর্গ রচনা করেন সেখানে সর্বদা সুখ থাকে।

তোমরা জানো এই দুনিয়া বেহদের নতুন দুনিয়া ছিল, এখন পুরানো হয়েছে। যেমন পুরানো দিল্লী নতুন দিল্লী । পুরানো আলাদা, নতুন আলাদা । নতুন দিল্লীতে কত ভালো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় ! এমন নয় যে পুরানোটিকে কেউ নষ্ট করে দেবে, তাহলে থাকবে কোথায় ? এখানে নতুন-পুরানো দুই-ই রয়েছে এই পুরানো ধ্বংস হয়ে নতুন নির্মাণ হবে যার নাম হল স্বর্গ। দিল্লীকে পরিস্থান বলা হয়। এই সময় হল কবরস্থান। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। দিল্লী পরিস্থান ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন হয়েছে নরক। বাবা নিজে স্বর্গের মালিক না হয়ে বাচ্চাদের মালিক করেন। তোমরা বল বাবা আমাদের আবার স্বর্গের মালিক করছেন। এত সংখ্যায় নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের দেখে নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়া উচিত। কেউ লন্ডন দেখে এসে বর্ণনা করলে এমন কি বলবে যে আমরা যখন

দেখব তখন বিশ্বাস করব। এখানেতো এত সব বাচ্চারা বলছে আমাদের ভগবান পড়ান তো মিথ্যে বলছেন। নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কথাটা বুদ্ধিতে টিকবেন।

বাবা বলেন এতে ত্যাগ কিছুই করতে হয়না । এ হল তোমাদের শেষ জন্ম। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। এটা হল মৃত্যুলোক, আর ওটা হল অমর লোক। গায়ন আছে - সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেখানে কোনো বিকার থাকেনা। বিশ্বাস করা উচিত তাইনা । দেবতাদের মহিমা গায়নও করা হয় সর্ব গুণ সম্পন্ন ... সেই দুনিয়াটি ছিল ভাইসলেস দুনিয়া। আচ্ছা, সন্তান জন্ম হওয়ার নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি থাকবে! সেটা নিশ্চয়ই বিকার দ্বারা নয়। সেখানে এই বিষ থাকেনা। এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ বিকারী, সেখানে হয় সম্পূর্ণ পবিত্র। যথা রাজা রানী তথা প্রজা। এ বিষয়ে তোমাদের সংশয় কেন? ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী সন্তান জন্ম হবে। সেখানে বিকার থাকেনা। এটা হল মৃত্যুলোকের প্রকৃতি। কিন্তু সেখানে কেউ দুঃখ দেয়না। পশু পাখিও একে অপরকে দুঃখ দেয়না। তাদের জন্মও সেভাবেই হবে। এখন তোমরা কি চাও ? শান্তি চাই? তাহলে নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করলে বাবার কাছে চলে যাবে। যারা স্বর্গে আসার যোগ্য হবে তারা বলবে আমরা জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করব, সুখ প্রাপ্ত করব। বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা জানো আমরা বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। চলার পথে কখনও উল্টো তুফান এলে অটুট নিশ্চয় টলমল হয়ে যায়। মায়ার কাছে হার হয়। বাবা বলেন কল্প পূর্বেও মায়ার কাছে হার স্বীকার করেছিলে। বিকারে জড়িয়ে পড়েছিলে। গায়নও আছে সুসঙ্গে স্বর্গবাস, কুসঙ্গে নরকবাস । এ হল সং সঙ্গ। ওঁনার শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করি। বিশ্বাসে সংশয় এলে বর্সা প্রাপ্তি হয়না। এই রকম অনেকেরই নিশ্চয় বুদ্ধি হতে হতে সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায় । তোমরা অনেকেই মাতা পিতা বলে ডেকে তারপর ত্যাগ করে চলে যাও, এও ড্রামায় রয়েছে । শিববাবার আপন হয়ে এমন বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ঈশ্বরের আপন হবে নাকি রাবণের ? এ হল নিজের মধ্যকার লড়াই । কেউ মায়াকে পরাজিত করে ভাবে বাবার কাছে বর্সা নিতেই হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে থাকে। অ্যালবাম তোমাদের কাছে আছে, যে সব বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে আমাদের গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। পদ্ম ফুলকে জল স্পর্শ করেনা। তোমাদের বিকারী দুনিয়ায় থেকে বিকারগ্রস্ত হওয়া চলবেনা। পবিত্র হওয়া তো খুবই ভালো কথা। বাবা বলেন আমার দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। পতিত দুনিয়া এবারে বিনাশ হবে। বাবা কত সহজ করে বোঝান - ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা হয়। সেসব তো বর্তমানে হচ্ছে। বাকি সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। সত্যযুগে তোমরা প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত কর। বৈকুণ্ঠের নাম তো বিখ্যাত। নিশ্চয়ই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। মানুষ তো কিছুই জানেনা। সল্যাসীজন নিজেরাই নির্বিকারী রূপে পরিণত হন তাই বিকারী মানুষ তাঁদের পূজা করে। বিকারী আত্মা তারা, পরমাত্মা নয়। তারা ভাবে আমরা নির্বিকারী হয়ে পরমাত্মা আয় লীন হয়ে যাই। দুটি তো হল আলাদা রূপ। আত্মা ও পরমাত্মা। বিকারীকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। তারা ভাবে নির্বিকারী হলেই পরমাত্মায় লীন হয়ে যাব । বাবা বলেন এমন তো হতে পারেনা। কেউ মিলে যেতে পারেনা। আমি এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। প্রমাণ রয়েছে মহাভারী লড়াই। বাচ্চাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। মহাভারী লড়াই রয়েছে তো ভগবানও নিশ্চয়ই থাকা উচিত, যিনি সব ঝগড়া থেকে মুক্ত করবেন, সকলের ঝগড়া শেষ করবেন। তিনি হলেন একমাত্র সর্ব শক্তিমান পিতা তাইনা। বলেন যদি তোমরা আমার মতানুসারে চল তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করব । কল্প-কল্প তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ

হও। অর্ধকল্প পূর্ণ হয়ে যখন অসুরী মত আরম্ভ হয় তখন তোমরা কাঙাল কড়ি তুল্য হয়ে যাও। এখন আবার তোমাদের কড়ি থেকে হীরায় পরিণত করি, তাই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত তাইনা। বাবা কত সহজ করে বোঝান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের কে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার প্রকোপে বাবার প্রতি নিশ্চয় যেন কমে না যায় -- তার জন্যে সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে পুরোপুরি চলতে হবে।

২) এই অন্তিম জন্মে শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবশ্যই হতে হবে। বিকারী দুনিয়ায় থেকেও বিকার যেন স্পর্শ না করতে পারে, এই সাবধানতা রাখতে হবে।

বরদান :- আমিত্বের দ্বার বন্ধ করে মায়াকে বিদায় দিয়ে নিমিত্ত ও নির্মাণ হও

ব্যাখা: সেবাধারী যদি সেবা করাকালীন এই সঙ্কল্প করে যে আমি করেছি, তাহলে আমিত্বের ভাব আসা মানে সম্পন্ন করা সমস্ত সেবা কার্যে জল ঢালা অর্থাৎ সম্পূর্ণ সেবা বিফল। সেবাধারী অর্থাৎ করাবনহার (যিনি করাচ্ছেন) বাবাকে ভুলো না, তিনি করাচ্ছেন, আমরা নিমিত্ত হয়ে করছি। যেখানে নিমিত্ত ভাব আছে সেখানে নির্মাণ ভাব স্বতঃই থাকবে। আমি হলাম নিমিত্ত, নির্মাণ স্বরূপ তাহলে মায়া আসবেনা। আমিত্ব ভাবের দ্বার বন্ধ করে দিলে মায়া বিদায় নেবে।

স্লোগান - হোলী হংসের বিশেষত্ব হল স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ হয়ে সবাইকে স্বচ্ছ বানানোই হল তাদের সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে বুঝতে হবে, যা অতীতে হয়ে গেছে তাই আবার বর্তমানে ঘটতে চলেছে ; এখন সঙ্গমযুগ বর্তমান, এরপর সত্যযুগ আসবে"

প্রশ্ন :- শ্রীমতে নিজেকে পারফেক্ট বানানোর বিধি কোনটি ?

উত্তর :- নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য বিচার সাগর মন্থন করো । নিজের সাথে বাক্যালাপ কর । বাবা তুমি কতো মিষ্টি , আমিও তোমার মতো মিষ্টি হব । আমিও তোমার মতো মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে সবাইকে জ্ঞান শোনাব । কাউকে হতাশ করব না । শান্তি আমার স্বধর্ম, আমি সদা শান্ত থাকব । অশরীরী স্থিতির অভ্যাস করব । এইভাবে নিজের সাথে বাক্যালাপ করে পারফেক্ট হয়ে উঠতে হবে।

গীত :- মাতা ও মাতা , জীবনের দাতা

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । শুধু ভগবানুবাচ বললে মানুষ কিছুই বুঝবে না । নাম অবশ্যই নিতে হবে।

গীতা যেই শোনাক না কেন ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । তিনি অতীতে ছিলেন। ওরা জানে যে শ্রী কৃষ্ণ এসে গীতা শুনিয়েছিলেন বা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । যা অতীতে হয়ে গেছে তা আবার বর্তমানে অবশ্যই হবে, আর যা আজ বর্তমান তা আবার অতীত হয়ে যাবে । আর এটাই বলা হবে যে অতীত হয়ে গেছে । এখন শিববাবা এসেছেন নিশ্চয়ই অতীতেও এসেছিলেন। শিব ভগবানুবাচ, যিনি উচ্চ থেকে উচ্চতর তিনিই সবার পিতা , যাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়, তিনিই বসে বোঝান। তোমরা ওঁনার বাচ্চারা হলে শিবশক্তি । শিবশক্তির মহিমা গীতে শুনেছ তাই না । শিবশক্তি জগত অস্বা অতীতে এসেছিলেন যা স্মরণীয় হয়ে আছে । অতীতে এসেছিলেন আবারও আসতে হবে । যেমন সত্য যুগ অতীত হয়ে গেছে, এখন কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ আসবে। এখন হল পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গম । নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া এসে চলে গেছে, আর এখন হল পুরানো দুনিয়া । যে সত্য যুগ অতীত হয়ে গেছে তা আবার ভবিষ্যতে আসবে । এটাই বুঝতে হবে । জ্ঞান শুধুমাত্র বোঝার । ওটা হলো ভক্তি আর এটা হলো জ্ঞান । সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে এটা বুঝতে হবে । তাকে না বুঝলে মানুষ কিছুই জানতে পারবে না । ড্রামার আদি - মধ্য -অন্তকে বুঝতে হবে । হদের (সীমিত) যে ড্রামা তার আদি মধ্য অন্তকে তো জানে কিন্তু এ হলো বেহদের (অনন্ত , সীমাহীন) ড্রামা এর আদি - মধ্য - অন্তের কথা মানুষ বুঝবে না । বাবা যিনি বেহদের মালিক , তিনিই এসে বোঝান যে শিব ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয় । কৃষ্ণকেও শ্রী বলা হয় , কেননা বাবাই ওনাকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন । বেচারার ভারতবাসী এটাও জানেনা যে, কৃষ্ণই নারায়ণ হন । আমরা এখন বলি বেচারারা অবুঝ । সবাই গরিব দুঃখী পতিত । আমরাও ছিলাম কিন্তু এখন পবিত্র হচ্ছি । পতিত পাবন বাবাকে আমরা পেয়েছি । কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয় না । নতুন পবিত্র দুনিয়ার রচয়িতা বাবা যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমান বলা হয়, উনিই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান, পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানান । সমগ্র সৃষ্টি এখন পতিত, রাবণই পতিত বানায় । পতিত -পাবন একমাত্র ঈশ্বর । কোনও অবস্থাতেই কোনও মানুষ পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে না । এখানে তো সারা দুনিয়ার প্রশ্ন । মনে করো এক দুই কোটি সন্ন্যাসী পবিত্র, ৫ - ৬

কোটি তো অপবিত্র, তবে একে তো পতিত দুনিয়াই বলবো তাই না! বাস্তবে হল শিব ভগবানুবাচ - পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতেই পারে না । বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের পবিত্র বানাবার সাথে সাথে এই সৃষ্টিকেও পবিত্র করি । পতিত - পাবনের অর্থই হলো বিশ্বকে পবিত্র বানানো । শিববাবা স্বয়ং বলেন আমি পতিত থেকে পবিত্র বানাই, তোমাদেরই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে । নতুন দুনিয়া হলো আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম, এটাও কেউ জানে না । শিববাবাকেও কেউ জানে না । জিজ্ঞাসা কর তোমরা যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার শিব জয়ন্তী পালন করছ উনি কবে এসেছিলেন ? নিরাকার তিনি, তবে কীভাবেই বা এসেছিলেন ? নিরাকারকে তো কোনও শরীরের মাধ্যমে আসতে হবে তবেই তো কর্ম করতে পারবেন । আত্মা শরীর ছাড়া কর্ম কি করে করবে ? পরমাত্মা এসে নিশ্চয়ই উচ্চ বানানোর কর্মই করবেন। সারা বিশ্বকে পবিত্র বানানো একজনের হাতেই আছে। মানুষ তো দুঃখীর থেকে দুঃখী । ভক্ত যখন ভগবানকে স্মরণ করে তখন ভগবান তো একজনই হওয়া উচিত । ভক্ত অনেক । শিব ভগবানুবাচ , আমি শিব ভগবান বাচ্চারা তোমাদের রাজযোগ আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান বোঝাই অর্থাৎ এখন তোমাদের আত্মার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান হয়েছে । যেমন আমার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে আর আমি এসেছি তোমাদের শেখাতে । সৃষ্টি চক্র তো ঘুরবেই । পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । কেউ তো নিমিত্ত হবে তাই না, আমি আসি তোমাদের ৫ বিকার রূপী জেল থেকে মুক্ত করতে । আমি শিব যিনি এই (ব্রহ্মাবাবার) শরীরে বিরাজমান । তোমরা বলবে আমি আত্মা এই শরীরে বসে আছি, আমার শরীরের নাম অমুক । শিববাবা বলেন আমার তো নিরাকারী শরীর তো নেই। আমি হলাম পরমপিতা , আমার নাম হল শিব । আমি পরমপিতা পরমাত্মা জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ । আমার একটাই নাম শিব । তোমরাই হলে শালিগ্রাম, ৮৪ জন্মে তোমাদেরই অনেকবার নাম বদল হয়েছে । আমার তো একটাই নাম । আমি পুনর্জন্ম নিই না । গীতায় যাঁর নাম লেখা আছে উনি তো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন । এমন নয় যে কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছেন । এটাই বুঝতে হবে । মানুষের হাতে কিছুই নেই, যা করার তা পরমপিতাকেই করতে হবে । মানবকে শান্তি সুখ দেওয়া এ তো বাবারই কাজ । সবসময় এক বাবারই মহিমা করতে হবে অন্য কারও নয় । লক্ষ্মী - নারায়ণেরও মহিমা নেই, কিন্তু তারা রাজস্ব করে গেছেন বলে ভাবা হয় যে এনারাই স্বর্গের মালিক । অবাক হয়ে দেখো ঐ জড় চিত্র গুলিকে আর এখানে তোমরা চৈতন্যরা বসে আছ । শিব ভগবানুবাচঃ তোমরা হবে রাজারও রাজা, পূজ্য হবে তারপর হবে পূজারী । পূজ্য লক্ষ্মী নারায়ণ হবে তারপর আবার পূজারী হয়ে যাবে। এরপর যা অতীত হয়ে যাবে তারই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে । এটাই প্রমাণ করে বলতে হবে যে, এমন নয় যে ঈশ্বর নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী হন । না । মানুষ এটাও জানেনা যে আমি পরমাত্মা, কোথায় আমার নিবাস ? আমার যে বাচ্চারা শালিগ্রাম তারাও তো জানেনা আমার নিবাস কোথায় । আত্মা আর পরমাত্মার একটাই নিবাসস্থান সুইট হোম । শুধু সুইট ফাদার হোম বলে না । এখন তোমরা জান নির্বাণধাম আমাদেরও ঘর । ওখানে আমাদের ফাদার আছেন । শুধু ঘরকে স্মরণ করলে ব্রহ্মের (তত্ত্ব) সাথে যুক্ত হবে তাতে বিকর্ম বিনাশ হবে না । যতই ব্রহ্ম যোগী, তত্ত্ব যোগী হোক তবুও বিকর্ম তাদের বিনাশ হবে না । তবে হ্যাঁ, ভাবনা থেকে করলে অল্প কালের জন্য সুখ প্রাপ্তি হয় । যত স্মরণ করবে ততই শান্তি অনুভব করবে । তাই বাবা বলেন ওদের যোগ ভুল । তোমাদের স্মরণ করতে হবে বাবাকে । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । কৃষ্ণ এমন বলবে না, উনি তো বৈকুণ্ঠের মালিক । উনি থোড়াই বলবেন অশরীরী হয়ে শিববাবাকে স্মরণ করো বা আমাকে স্মরণ করো। সম্পূর্ণ বিষয়টিই গীতাকে কারেন্ট করার উপরই নির্ভর করছে । গীতা খন্ডন হওয়ার কারণেই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপটাই হারিয়ে

হারিয়ে গেছে । বলে দেয় ঈশ্বর নাম- রূপ হীন । এখন নাম রূপ কাল তো আত্মারও আছে । আত্মার নাম আত্মা আর উনি পরমপিতা পরমাত্মা । পরম অর্থাৎ সুপ্রিম, উচ্চ থেকেও উচ্চতম। উনি জনম - মরণ রহিত । অবতার গ্রহণ করেন । ড্রামায় যাঁর পার্ট আছে তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করেন আর তাঁর নাম রাখেন ব্রহ্মা । ব্রহ্মা নামের কখনও বদল ঘটেনা । ব্রহ্মা দ্বারাই স্থাপনা করেন । উনি কৃষ্ণের শরীরে থোড়াই আসবেন ? যদি উনি অন্য শরীরেও আসেন তবুও তাঁর নাম ব্রহ্মাই হবে । মানুষ বলে অন্য কারও শরীরে কেন তিনি আসেন না ? উনি আর কার শরীরে আসবেন ? উনি আসেন জ্ঞান দান করতে । দিনে - দিনে মানুষ একটু একটু করে বুঝতে পারবে । তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হবে । তোমাদের স্থিতি খুব ভালো হতে হবে, যেমন ড্রামায় অভিনয়কারীরা জানে যে আমরা আমাদের বাড়ি থেকে স্টেজে এসেছি অভিনয় করার জন্য, ঠিক তেমনই আমরা আত্মারা এই শরীর রূপী বস্ত্র পরিধান করে অভিনয় করছি আর অভিনয় শেষ হলে ফিরে যেতে হবে, শরীর ত্যাগ করতে হবে । তোমাদের তো খুশি হওয়া উচিত, ভয় পাওয়া উচিত নয় । তোমরা অনেক উপার্জন করছ, শরীর ত্যাগ করার সময় নিজেরাই বুঝতে পারবে আমি কতখানি উপার্জন করেছি । তোমরা ভাবো যারা শরীর ত্যাগ করেছে তাদের মধ্যে কেউ উঁচু পদ পাবে, কেউ অনেক সার্ভিস করেছে, এখন অন্য শরীর ধারণ করেছে । ইনএডভান্স চলে গেছে । তার পার্ট এটুকুই ছিল । হতে পারে কিছু না কিছু জ্ঞান শোনার জন্য আবার আসতে পারে । উত্তরাধিকারী তো হয়ে গেছে তাই না । কার সাথে হিসেব নিকেশ আছে তা মিটাতে গেছে। আত্মার মধ্যে তো জ্ঞানের সংস্কার আছে তাই না । সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে তা কখনও হারায় না । কোথাও ভালো সার্ভিস করলে জ্ঞানের সংস্কার আত্মার সাথে যায় আর কিছু না কিছু ভালো সার্ভিস করে । এমন নয় যে সবাই এভাবে যাবে । না । তবে এটা ঠিকই যে, যোগের মধ্যে থাকলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে। স্বভাব খুব ভালো হতে হবে । বাচ্চারা বলে বাবা তুমি কত মিষ্টি । আমিও তোমার মতো মিষ্টি হব । আমিও জ্ঞানের সাগর হব । বাবা বলেন নিজেকে দেখে জিজ্ঞাসা কর আমি কি মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়েছি ? মাতা - পিতার মতো অন্যদের জ্ঞান দান কি করছি ? আমার দ্বারা কেউ হতাশ হচ্ছে না তো ? শান্তি নিজের মধ্যে ধারণ করেছি ? শান্তি আমাদের স্বধর্ম তাই না ! নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করতে হবে, দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনও বিকার নেই তো ? যদি কোনও বিকার থেকে থাকে তো পাশ করতে পারবে না । এভাবে নিজের সাথে নিজেকে কথা বলতে হবে । এ হলো বিচার সাগর মন্বন করে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলা, শ্রীমতের দ্বারা । বাকি তো সবাই আসুরি মতে ইমপারফেক্ট হয়ে গেছে । আমরাও কতো ইমপারফেক্ট ছিলাম। কোনও গুণ ছিল না । গীতও আছে না! আমি নিগুণহারী কোনও গুণ নেই আমার । কতো সুন্দর কথা গুলো । মহিমা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার । গুরু নানকও ঔনার মহিমা করে গেছেন। মানুষকে বোঝাতে হবে । এটাও বাচ্চারা জানে যে, কল্লের শুরুতে যাদের স্যাপলিং(কলম/চার) ছিল তারাই আসবে আর ধারণ করবে । আর নয়তো নিজের ইচ্ছানুসারে আসবে আর চলে যাবে । এখন তো তোমরা জান যে আমাদের নলেজফুল ফাদার যে নলেজ দিচ্ছেন তা আর কারও মধ্যে নেই । আমরা গুপ্তবেশে আছি । এরপর আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গের মালিক হব । কর্ম তো সবাই করছে । কিন্তু মানুষের কর্ম সবই বিকর্ম কেননা সবই রাবণ মতে করছে । আমরা শ্রীমতে কর্ম করি, শ্রীমত দেন বাবা । বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা বাচ্চারা হলে মুক্তি সেনা । মুক্তি সেনা তাদের বলে যারা কারও ডুবন্ত নৌকাকে পারে নিয়ে আসে । দুঃখিকে সুখী করতে পারে । এখন তোমরা শ্রীমত দ্বারা সবাইকে বিষয় সাগর থেকে মুক্ত করছ। আসল কান্ডারী তো শিববাবাই তাই না ! আমরা তো মূর্খ ছিলাম । বাবার মত পেয়ে অন্যদেরও মত দিচ্ছি । বাবা সামনে এসে শ্রীমত দেন । রাবণের তো কিছু নেই যে এসে

দেবে, মায়া রূপী বিকারে টেনে নিয়ে যায় । এখানে তো বাবা মত দেন, ঠিক যেমন স্কুলে শিক্ষক পড়ান । বাবা জ্ঞানের সাগর । রাবণকে সাগর বা নলেজফুল বলা হয়না । তোমরা এখন শ্রীমতে চলছ, ব্রাহ্মণ হয়ে যজ্ঞের সেবা করছ । তোমাদের রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে হবে। ওরা যখন যজ্ঞ রচনা করে শাস্ত্রও রাখে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে, কিন্তু রুদ্র কোথায় ? এখানে তো রুদ্র শিববাবা সত্যিই আছেন । বর্তমানে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা হচ্ছে । যা অতীতে হয়েছিল তা এখন বর্তমান । মানুষ অতীতকেই স্মরণ করে, আর তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি উত্তরাধিকার নিচ্ছ । যা কিছু অতীতে হয়েছিল তাই এখন বর্তমানে হচ্ছে, আবার তা অতীত হয়ে যাবে । এভাবেই প্রতি মুহূর্ত অতীত হয়ে যায় । এখন সঙ্গমযুগ বর্তমান, কলিযুগ অতীতে ছিল এরপর সত্যযুগ আসবে। অতীতে যা ঘটেছিল তার স্মারক আছে, যাদের স্মারক আছে তারাই বর্তমানে চৈতন্য স্বরূপে রয়েছে । যে উঁচু পদ লাভ করে, মালা তারই তৈরি হয় । রুদ্র মালা না ! এখন তো এ সবই হল জড় চিত্র । নিশ্চয়ই কিছু করে গেছেন তাই তো রুদ্র মালা বলা হয় তাই না!

তোমরা চৈতন্য অবস্থাতেই শিববাবার মালার নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে । যত যোগে থাকবে ততই সমীপে গিয়ে রুদ্রের গলার হার হতে পারবে । এখন আমরা সঙ্গমে । এভাবে নিজের সাথে নিজেকে কথা বলতে হবে । এখন তোমাদের তো জ্ঞান আছে, তোমাদের অন্তরেও এটাই চলতে থাকে যে আমরা প্রকৃতই শিববাবার সন্তান । আমরা বিশ্বের মালিক হব, তারপর চক্রে আসব । একেই স্বদর্শন চক্র বলে । কিছু মানুষ তোমাদের বলে যে তোমরা অন্যদের কেন নিন্দা কর ? তাদের বোলা, ভগবানুবাচ লেখা রয়েছে। আমরা কারও নিন্দা করিনা । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্নেহের স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ করতে হবে । সবাইকে ডুবন্ত নৌকা থেকে শ্রীমত দ্বারা পারে নিয়ে আসতে হবে । যারা দুঃখী তাদের সুখ দিতে হবে ।

২) অন্তরে স্বদর্শন চক্র ঘোরাফেরা থাক। রুদ্র মালার সমীপে যাওয়ার জন্য স্মরণে থাকতে হবে । জ্ঞান মন্বন করতে হবে, নিজের সাথে নিজে অবশ্যই কথা বলতে হবে ।

বরদান :- কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সবার আশ্রয় দাতা হয়ে বিশ্বকল্যাণকারী হও

সমগ্র কল্পে ব্রহ্মা বাবা আর ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধ -সম্পর্কে আসা তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ আত্মা । পাশ কাটানো আত্মা নয়, বিশ্বের আশ্রয়দাতা হয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা তোমরা । পরিবারের অবিনাশী প্রেমের সুতোয় বন্ধন থেকে বেড়িয়ে যেতে পার না । আর তাই যে কোনও কথাবার্তায়, যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সেবায়, কোনও সাথীর থেকে সরে গিয়ে নিজের অবস্থাকে ভালো রাখার সংকল্প কখনও করবে না । এমন স্বভাব থাকলে কোথাও টিকতে পারবে না ।

স্লোগান :- কর্মভোগ বর্ণনা করার পরিবর্তে কর্মযোগ স্থিতির বর্ণনা কর ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য যখন লাভ করেছ, তবে এবার প্রথম হওয়ার পুরুষার্থে মনোনিবেশ করো। মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ ও পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারলেই প্রথম হতে পারবে"

প্রশ্ন :- নিজের 'মনমতে' কার্য-করণের ফলাফল আর 'শ্রীমৎ' অনুসারে কার্য-করণের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর :- যে নিজের মত অনুসারে কার্য করে, পরবর্তী সময়ে তাকে তার সেই কর্মের জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ পেতে হয়। নিজের 'মনমত' অর্থাৎ 'মায়ার-মত' - তাতেই কেউ হয়ত দেউলিয়া হয়ে যায়, কারও বা শারীরিক রোগ-ভোগ হয় আবার কারও হয়ত অকালেই মৃত্যু হয়, -এসবই হল, সেই কার্য-করণের পশ্চাত্তাপ। কিন্তু বাচ্চারা, বাবার 'শ্রীমৎ' অনুসারে চললে তোমাদের কার্যগুলি এমনই শ্রেষ্ঠ হয় যে, যার ফল স্বরূপ পরবর্তী অর্দ্ধকল্প সেই কার্য-করণের দরুণ আর কখনও অনুতপ্ত হতে হয় না।

গীত :- (বাবা) তোমাকে পেয়ে সবকিছুই পেয়ে গেছি আমি, ধরা তো ধরা আকাশও পেয়ে গেছি (রাজ্য-ভাগ্য-সম্পদ সহ যা কিছু পাবার তা তো বটেই, এমন কি সম্পূর্ণ জগৎটাই তো পাওয়া হয়ে গেছে)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীতের দুটি মাত্র লাইন শুনলে তোমরা। তোমরা যখন অসীম বেহদের বাবাকে এখন পেয়েই গেছো, তবে তো সেই বাবার সমগ্র বিশ্বের বাদসাহী তোমরা বাচ্চারাই পাবে। অতি সাধারণ বুদ্ধির যারা, তারাও তা বুঝতে পারে যে, একদা যখন ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন আর অন্য কোনও ধর্মের অস্তিত্বই ছিল না। আর সেটা ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। যেমন (ইংল্যান্ডে) প্রথম এডওয়ার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, এইভাবে তাদের রাজত্ব চলে, ঠিক তেমনই। যদিও এই এডওয়ার্ড-দের রাজত্ব চলে ইউনাইটেড কিংডম, অর্থাৎ ইংল্যান্ডে। তেমনি ভারতেও যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন সমগ্র বিশ্বেই সেই রাজত্বের বিস্তার ছিল। কিন্তু লোকেরা এখন সেই কথাটাই ভুলে গেছে। যাই হোক, বাচ্চারা, এখন তোমরা তোমাদের বাবাকে যখন পেয়েছো, তার অর্থ এই যে, তোমরা বিশ্বেরও রাজত্ব পেয়েছো। তাই তো বাবা স্বয়ং বলছেন, বাচ্চারা তোমরা তো তা ভুলেই গেছো। যেখানে একদা এই ভারতেই যখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন তা ছিল সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্য, আর তোমরাই ছিলে সমগ্র বিশ্বের মালিক। তখন এই দেশ ভাগাভাগির ব্যাপার-সাপার এসব কিছুই ছিল না। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাথায় শোভিত ছিল জোরা-মুকুট। ধনী লোকেরা ও রাজ-রাজারাজাও তাদেরকেই পূজা করার জন্য নিজেদের মহলে তাদের নিমিত্তে মন্দিরও বানায় - হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের কিস্বা রাম-সীতার। লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন ভারতের রাজা-রানী ছিলেন, তেমনি রাম-সীতাও ছিলেন একই ভারতের রাজা-রানী। কিন্তু ওনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছিলেন সত্যযুগের আর এনারা (রাম-সীতা) ত্রেতার। আর তারপরের যারা রাজা-রানী তারা হলেন দ্বাপর ও কলিযুগের। পবিত্র সত্যযুগের ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ আর দ্বাপরের রাম-সীতা। এরপরেই শুরু হয় বিকারী রাজাদের রাজত্ব। আর সেই বিকারী রাজারাও কেমন স্বভাব-সংস্কারের হয়, শিববাবা ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে ইতিপূর্বে সেসব তো তোমাদের জানিয়েছেনই। সবচেয়ে

বেশী মহিমা হয় পূজ্যদের তারপরে পূজারীদের। অবিনাশী নাটকের পটচিত্র অনুসারে সবাইকেই এমনকি সতোপ্রধানদেরও ক্রমাগত একসময়ে তমোপ্রধান হতে হয় অবশ্যই। তাই বাবা বলছেন- ওহে বাচ্চারা, এই তোমরাই পূর্বে সত্যযুগে যখন সতোগুণী মহারাজা-মহারানী ছিলে, তখন তোমরাও সম্পূর্ণ পবিত্রই ছিলে। আর একথাটাই সর্বদা তোমাদের মনে ধারণ করে রাখতে হবে। বাস্তবে তোমরাই কিন্তু সেই পূজ্য ছিলে, যা এখন আর নও। আবারও নিজেদের পুরুষার্থের গুণ অনুসারে সেই পদই পেতে চলেছো তোমরা। তোমাদের সেই পূজ্য অবস্থা থেকে পূজারী বানিয়েছে মায়া। তাই এখানে এখন যে ঈশ্বরীয় শিক্ষা পাচ্ছো, তাকে সঠিক রীতিতে ধারণ করতে হবে। যেমন শিক্ষার্থীরা কলেজের শিক্ষাকে বুদ্ধিতে ধারণ করে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা যেন অবশ্যই থাকে, তোমরা ভারতবাসীরাই একদা দেবতা ছিলে।

কল্প পূর্বেও বাবা এসে এভাবেই রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। জ্ঞানের মুখ্য কথাই হলো - গীতার বাণী। কারও সাথে দেখা হলে, তার কাছে জানতে চাও - সে কি কখনও গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেছে ? গীতাতে যে লেখা আছে "ভগবান উবাচ:"- তবে ভগবান তা কিভাবে শুনিয়েছিল ? কিন্তু, একথা কি কখনও শুনেছো তোমরা, ভগবান স্বয়ং শিক্ষাদান করেন ? একমাত্র গীতাতেই তা উল্লেখিত-"ভগবান উবাচ:"! কিন্তু তোমরা বি.কে.বাচ্চারা জানো, ভগবান স্বয়ং রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন তোমাদের। তার সাথে নাবা একথাও জানান, উনি-ই তোমাদেরকে রাজার থেকে বড় রাজা বানাবেন। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা (ভগবান শিবের বদলে) সেখানে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগের রাজকুমার। কৃষ্ণও এই উত্তরাধিকারী স্বত্বপদ পেয়েছে তার নিজের বাবা (শিব)-এর থেকে। যা কৃষ্ণ কেবল একাই পায় না। পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের যেমন রাজধানী ছিল, পূর্বের মতনই আবারও ঠিক তেমনই রাজ্য স্থাপন হতে চলেছে। কৃষ্ণের আত্মাও এখন ৮৪-জন্ম সম্পূর্ণ করে আবার সেই রাজত্ব পেতে চলেছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও এসব অবশ্যই থাকা উচিত। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও ভগবান স্বয়ং এমন ভাবেই এই জ্ঞান ও যোগ পার্শের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর একমাত্র শিব-ভগবানই হলেন জ্ঞানের-সাগর, সুখের-সাগর। কিন্তু কৃষ্ণকে কোনও মতেই জ্ঞানের-সাগর, সুখের-সাগর এই উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। একমাত্র শিববাবাই সমগ্র সৃষ্টি জগতের তত্ত্ব সমেত সবকিছুই পবিত্র করে পরম সুখের বানিয়ে দেন। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই তা করতে পারে না। ব্লিস অর্থাৎ ক্ষমা-ও করতে পারেন একমাত্র বাবা-ই। বর্তমান দুনিয়ায় যে দিকেই তাকাও, যা কিছু দৃষ্টি-গোচর হয়, সবকিছুই এখন একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায়। তাই তো মুশল ধারার বৃষ্টিতে কত কিছুই লোকসান হয়ে যায়। অকালে ঝড়-শ্লোতেও তেমনই লোকসান হয়। এ সবই জাগতিক নিয়মের পরিপন্থী। কিন্তু সত্যযুগে অনিয়মের এমন কোনও কিছুই লোকসানের ঘটনা ঘটে না, যেহেতু প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে। তখন চাষ-বাগ ও তার সঠিক সময় অনুসারেই হয়। চাষের জলসিঞ্চনও ঠিক মতনই হয়। প্রকৃতিতে কোনও প্রকারেরই উপদ্রব হয় না তখন। কিন্তু, এখনকার দুনিয়াতে মায়ার এতই উপদ্রব যে, লোকেদের দুঃখ-কষ্টের আর শেষ নেই। 'মায়া' শব্দের প্রকৃত অর্থটাই তো জানে না এখনকার মানুষেরা। কিন্তু তোমরা এখন তা সহজেই বুঝতে পারছো, কেন এই বাবাকে পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। তাই একমাত্র তোমরাই বাবাকে সঠিক সন্মোদনে ডাকতে পারো।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদেরকে এমন ধারায় কর্ম-কর্তব্য শেখান, যাতে কখনও কোনও কর্মের কার্য-করণের দরুণ কোনও প্রকারের পশ্চাতাপ না করতে হয়। কিন্তু যারা তাদের নিজেদের

মনমত অনুসারে চলে, তারা প্রত্যেকেই সেই কর্মের জন্য অনুতাপ অবশ্যই করে। সর্দি-কাশি-জ্বর হওয়াটাও কর্মভোগের মধ্যেই পড়ে। আর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সে তো কর্মেরই অনুতাপ। বাবা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ কর্মই শেখায় তোমাদের। যে যত ভালভাবে তা শিখবে, স্বর্গ-রাজ্যে সে তত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। যেমন নাটকে কেউ কেউ স্পেশাল রিজার্ভ সীটের ব্যবস্থা করিয়ে নেয়। এরপর সবাই তাদের ক্রমিক অনুসারে, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস এমনই হয়। কেবলমাত্র বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা সামনের দিকের সীট পেয়ে থাকে। তেমনি পড়াশোনাতেও এমনই ক্রমিক অনুসারে হয়ে থাকে। বাবা আবার জানাচ্ছেন, উনি আসেন বাম্বাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানাতেই। যে যত মনোযোগ সহকারে যেমন পঠন-পাঠন করবে, সে তেমনই পদ পাবে। আর এই পাঠও যে অতি সাধারণ। কিন্তু, পাঠ যিনি পড়াচ্ছেন তিনি আবার নিরাকার। তাই তিনি অবশ্যই ব্যাসদেব মুনি বা কৃষ্ণ কিশ্বা অন্য কেউ নন। যেহেতু তাদের সবারই তো আকার বা চিত্র আছে। এমন কি ব্রহ্মারও তো চিত্র আছে। কৃষ্ণেরও চিত্র আছে। আর যার সূক্ষ্ম বা স্থূল চিত্র থাকে, তাকে কখনই ভগবান বলা যায় না। ভগবান কেবল এক ও একমাত্র একজনই - যাকে (নিরাকার) শিব বলা হয়। যদিও মন্দির তো অনেক থাকে, কিন্তু সেখানেও ওনার নাম তো সেই একটাই (শিব-মন্দির), যা কেউ বদলাতেও পারে না। এক ও একমাত্র উনি-ই সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু এসব কথা জানাচ্ছেন কে ? --নিরাকার পরম-আত্মা স্বয়ং তা জানাচ্ছেন, যিনি পরম-পিতা পরম-আত্মা পরম-ধাম নিবাসী। প্রত্যেক আত্মাই যার সন্তান। তোমরা আত্মারাও সেই পরমধাম থেকেই এখানে এসেছো এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, নিজ কর্মফল অনুযায়ী যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট অভিনয় করতে। এখন প্রত্যেক এক এক জন অভিনয়কারীর বায়োগ্রাফী বা জীবনপঞ্জী তো আর বাবা বলবেন না। কেবল প্রধান যে তার বিষয়েই বলা যেতে পারে। জাগতিক নিয়মেও বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই লোকেরা তাদের জীবনপঞ্জী জানিয়ে থাকে। তবে সমগ্র অসীম-বেহদের সৃষ্টিতে উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ মনুষ্য কে ? বিশ্ব-রঙ্গমঞ্জের এই নাটকে উঁচু থেকেও অতি উঁচুর পাট কার ? --এসবের সঠিক ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে তোমাদের। এসবই বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারী বাম্বাদেরকে। আর একমাত্র তিনিই তা পারেন, যেহেতু এই নাটকের একমাত্র রচয়িতা-পরিচালক বাবা স্বয়ং। শিববাবাই সেই নির্দেশ দেন ব্রহ্মাকে। অগেব ব্রহ্মাকেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করতে হবে। আর তা স্থাপনা হয়ে গেলে, তারপর ব্রহ্মাকেই তার পালনা করতে হবে তাদেরকে। শিববাবা নিজে এসব কিছু করেন না, উনি তা করান ব্রহ্মার দ্বারা। যেমন উনি তোমাদেরও নির্দেশের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন শুধু, কিন্তু করো তো তোমরা নিজেরাই। যেহেতু উনি "করনকরাবনহার"! ওনার কর্ম-কর্তব্য হলো - জ্ঞানের পাঠ পড়ানো, যাতে তোমরা উৎসাহের সাথে তা করতে পারো। শ্রীমতেই তোমরা তা পাও- এটা করো, ওটা করো এবং কি কি করবে না তাও। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই ব্রহ্মা এই স্থাপনা কার্য সম্পাদন করে, তারপরেই রাজ্য পরিচালনা করেন। ব্রহ্মার সাথে সাথে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও সেই রাজ্য পরিচালনার অংশীদার।

বাবা আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, একমাত্র উনি-ই নিরাকার আর বাকীরা সবাই সাকারী বা আকারী। আর সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই সব আত্মাধারীদের ওনার নির্দেশ দেন শ্রীমৎ-এর মাধ্যমে। আত্মাধারীরাও তা শোনে তাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা, শব্দ করে কথা বলেন মুখের দ্বারা। অতএব সবচাইতে মুখ্য বা প্রধান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। এরপরেই আছেন ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকর, যারা সূক্ষ্মম-বতনবাসী। এর পরের ধাপে থাকেন সঙ্গমযুগের জগদম্বা সরস্বতী আর জগৎপিতা ব্রহ্মা।

এই অনুসারে এনারা সবাই মুখ্য ভূমিকায়। এনাদের দ্বারাই রচনার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড হয়ে থাকে। এর সাথে তোমরা বি.কে.-রা সবাই মিলেই ভারতকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত কর। বাবার সাহায্যেই তোমরা সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতা হতে পারো। সত্যযুগ হল-ই দেব-দেবী সম্প্রদায়ের। তাই বাবা জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদেরকে এমন সুন্দর কর্ম শেখাচ্ছেন, যার ফলে কখনই তোমাদের দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয় না। কিন্তু এসব কিছুই নির্ভর করছে তোমাদের নিজ-নিজ পুরুষার্থের উপর। তোমাদের তেমন আগ্রহ থাকলে, বাবার প্রিয় হয়ে ফাস্ট-ক্লাসের টিকিটও পেতে পারো, চাইলে সূর্য-বংশী হতে পারো, আবার চন্দ্র-বংশীও হতে পারো। এ তো তোমরা প্রত্যক্ষই করছো, তোমাদের মাঝে-বাবাই সবচেয়ে বেশী পুরুষার্থ করেছে। ওনারা সেবাও প্রচুর করতেন। তাই তো ওনারা মহারানী-মহারাজা হতে যাচ্ছেন। এখন কি তবে তোমরা ওনাদের সেই সিংহাসন আঁকড়ে ধরবে, নাকি ফেল-এর খাতায় নাম লেখাবে ? জগৎ অস্থির তো অনেক মহিমা জগতে। তিনিই প্রকৃত সরস্বতী, অর্থাৎ ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা তাদের মন্দিরগুলিকে পৃথক পৃথক তৈরী করে রেখেছে। যেমন রাজস্থানের আজমেরে কেবল ব্রহ্মার এক বিশাল মন্দির আছে। ব্রহ্মা হলেন জগৎ-পিতা আর জগদম্বা হলেন জগৎ-মাতা। এনারা একত্রেই জগৎ রচনার প্রধান কারিগর।

মুখ্য ধর্ম হলো চারটি। তাদের মধ্যে থেকেই আবার অনেক ছোট ছোট ধর্মের ও বর্ণের শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয়। আর এই ভাগাভাগির কারণ, তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া। তারা যেখানেই যায়, সেখানেও তা চলতে থাকে। তাই তো এত ভাগাভাগি। কিন্তু সত্যযুগে এমন কিছুই হয় না। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- "ওহে আমার আদরের মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদেরকে তা ভালভাবে বুঝতে হবে, অবিনাশী নাটকের এই পটচিত্রকে। একথা তো তোমাদের ভাল মতনই বোধগম্য হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। শাস্তির পরমধাম থেকে এখানে আসো তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। গর্ভে থেকেই তোমরা আত্মারা শরীর ধারণ করো, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য। আর তোমাদের এই নাটক এখন শেষের পর্যায়ে। তাই তোমাদের এই অভিনয়-ও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। অতএব এই বিনাশী শরীর ত্যাগ করে, অশরীরী অবস্থাতেই ঘরে ফিরতে হবে তোমাদের। কারণ বাবা পরমাত্মা যিনি তোমাদের আত্মাদের পিতা, তিনি এসেছেন এখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।" তারই স্মরণে তো শিব-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। অতএব নিশ্চয় উনি এই সময় কালেই অবতরিত হবেন। কিন্তু কোথায় এবং কখন-কিভাবে, কার শরীরকে আধার বানাবেন, এখানে এসে উনি কি বা করবেন- এসবের কোনও কিছুই কেউ জানে না। কিন্তু ভারতকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাবেন উনি। আর সেই বাবা-ই যদি না আসেন, তবে বাচ্চাদেরকে এসব শেখাবেই বা কে ? যেহেতু আর যারা আছে তাদের সবারই মত তো কলিযুগী সংস্কারের আসুরী মত। তাদের দ্বারা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। একমাত্র এই বাবা-ই তোমাদের সেই শ্রেষ্ঠ-মত দিতে পারেন। অতএব আর অন্য কোনও মতে চলবে না অবশ্যই। একমাত্র এই বাবা-ই যে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর। অতএব উনি অবশ্যই খুব উন্নতই বানাবেন। সুতরাং কেবলমাত্র ওঁনার শ্রীমংকেই গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনও মতে চলতে গেলেই তোমরা ধোকা খেয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপেই শ্রীমং অনুসারে চলতে পারলে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন উন্নত হতে পারবে। ওনারা এত উন্নত বলেই তো ওনাদের এত মহিমা। তাই তো লোকেরা ওনাদের উদ্দেশ্যে কীর্তনও করে - "তোমরাই আমাদের প্রকৃত মাতা-পিতা।" তেমনি এই বাবাও- বাবা, শিক্ষক, সদগুরু - এই তিনরূপেই তোমাদের এই শ্রীমং দেন। যার দ্বারা তোমরা চাইলে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই হতে পারো। আর এই জ্ঞান তোমাদের আছে, যা তোমরা অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো। তা হয় অবশ্য

জ্ঞান ধারণের ক্রমিকের তারতম্য অনুসারেই। যদিও একথা তো তোমাদের জানাই আছে। মাম্মার সামনে যে আসতো, মাম্মা তাকে কত সুন্দর ভাবে জ্ঞানে উজ্জীবিত করে দিতেন। এই বাবাও তেমনি উজ্জীবিত করে দেন। অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরও উচিত, বাবাকেই অনুসরণ করা। বাবার প্রতি এই ভাবধারা থাকা উচিত, বাবা যা শোনাবেন, তোমরাও অন্যদেরকে তা শোনাবে। যা খুবই সহজ ও সরল (পুরুষার্থ)। অন্যদেরকে তা জানাও, যেহেতু স্বয়ং ভগবানের মুখ-কমল-নিঃসৃত বাণী এগুলি। ভগবান তো নিরাকার। তোমরা তো জানোই, বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক আগে থাকতেই রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু তার বাস্তব রূপ পায় অনেক পরেই। (যেমন নাটকের চিত্রপট আগে লেখা হয়, আর তা মঞ্চস্থ হয় অনেক পরে।) শাস্ত্রে যেমন যেমন থাকে, যেভাবে তার চিত্রাঙ্কন করা হয়- সেভাবেই তা মঞ্চস্থ হয়। সেটাই আবারও মঞ্চস্থ হয়। খুবই গুহ্য রহস্য এই ব্যাপারটা। বাবা এমনই সব গুহ্য থেকেও অতি গুহ্য রহস্যগুলি শোনাতে থাকেন বাচ্চাদেরকে, যাতে তারা তা অনুধাবন করে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারে। ব্যসদেব তো অনেক শাস্ত্রই লিখেছে, কিন্তু তবুও তিনি তো মনুষ্যই। তবে ভগবান বলা যায় কাকে - যিনি সব আত্মাধারীদের বাবা। যা কৃষ্ণ কখনই হতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রা কৃষ্ণের ইতিবৃত্তের-প্রকৃতি বা ইতিহাস-ভূগোল তাও তো জানো। আর ভগবান স্বয়ং যেখানে সমগ্র সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা। এই রাজযোগ একমাত্র ভগবানই তা শেখাতে পারেন - কৃষ্ণ যা আদৌ পারবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে সেই আশক্তির নেশা থাকা উচিত যে, তোমরা তেমন রাজযোগ শেখার অভ্যাস করছো, যার দ্বারা আগামীতে রাজকুমার-রাজকুমারী হতে যাচ্ছে। যেমন ব্যারিস্টারী পঠন-পাঠনের সময়,,কেবল মাত্র সেই পাঠ্যসূচীর প্রতিই আগ্রহের নেশা থাকে, যাতে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্যের দ্বারা ব্যারিস্টার হয়ে সেই নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে পারে।

একথা তোমরা খুব ভালই জানো, মরতে তো হবে সকলকেই। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে বলছেন, জীবনের সেই শেষ মুহূর্তের আগেই যতটা পারো পুরুষার্থ করো। (সঙ্গমযুগের) এই সময়টা বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সময়। মহাভারতেও তা বর্ণিত আছে। কৌরবরা ছিল বিপরীত বুদ্ধির আর পাণ্ডবেরা প্রীত বুদ্ধির। তাই নিয়মানুসারে প্রীত বুদ্ধিধারীদের হয়েছিল প্রতিষ্ঠা আর বিপরীত বুদ্ধিধারীদের বিনাশ। এটাই লাভ এই জ্ঞানের পাঠে। প্রথমে নিজের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আনতে হবে, বাবা তোমাদেরকে রাজারও রাজা বনাবার জন্য এই জ্ঞানের পাঠ পড়চ্ছেন। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে বাদে বাবা এই ভাবেই আসেন বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য। যেহেতু অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকে কোনও পরিবর্তন হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা তো এটা বুঝতেই পেরেছো, একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা যিনি সত্য অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সত্য কথাই বলেন। অন্যান্য সব মানুষেরাই, যারা অন্যদেরকে ঈশ্বরীয় পথের দিশা দেখায়, আবার কতকিছু রচনার দাবীও করেন তারা- তা সবই তো মিথ্যা রটনা। যদিও মানুষেরা সেই অন্যায়কে জানে ও বোঝে কিন্তু তার গভীর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লেগে যায় তাদের। কিন্তু, টেন তো তার নির্ধারিত সময়েই আসবে - তাই না! সকাল ৮-টার পরিবর্তে দুপুর ২-টোর সময় তো আর আসবে না। তোমরা পুরুষার্থ করতে করতে এটাই ভাববে, কত শীঘ্র স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু স্টেশন-মাস্টার বাবা জানাচ্ছেন, গাড়ী ছাড়ার পতাকার সিগন্যাল এখনও দেখানো হয়নি, এখনও তার কিছু সময় বাকী আছে। রাজ্য পুরোপুরি স্থাপিত হলে তবেই তোমাদের সেই গাড়ী চলতে শুরু করবে। অনেক বাচ্চারা তাতে বলে- বাবা, এখানে (এই পাপের দুনিয়ায়) এসে আমরা খুব হয়রাণ হয়ে গেছি। উত্তরে বাবা জানান - এটাই তোমাদের এক নম্বর

জন্ম, তাই এই জন্মে তোমাদের হয়রাণ হলে চলবে না মোটেই। তোমাদেরকে স্মরণের উদ্দেশ্যেই তো "বন্দে মাতরম্" গাওয়া হয়। অতএব যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে তোমাদেরকেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের এই সময়কালে এক ও একমাত্র সত্য-বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। সর্বদা তোমাদের এই আসক্তির নেশায় থাকতে হবে যে, এই রাজযোগ শিখে আগামীতে রাজকুমার-রাজকুমারী হতেই হবে।

২) যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকেই পবিত্র বানাবার সেবা করতে হবে। এই বিশেষ প্রধান জন্মে কখনও হয়রান হলে চলবে না।

বরদান :- নিজের মধ্যে সদা শুভ ভাবনা ও উদারতার দ্বারা অন্যের হৃদয় সিংহাসনে স্থান করতে পারা উদার ও মহৎ হৃদয়বান হও

বিস্তার :- নিজের মধ্যে সর্বদা শুভ আশা রাখো, নিরাশ হয়ো না কখনও। বাবা যেমন ওনার প্রতিটি বাচ্চার প্রতি শুভ আকাঙ্ক্ষা রাখেন। সেক্ষেত্রে যেমন প্রথম হওয়া বাচ্চা, তেমনি লাষ্ট হওয়া বাচ্চাও - তা সে যেমনই হোক না কেন, কেউ-ই যেন হতাশ না হয়, সদাই যেন আশাবাদী হয়। তেমনি তোমরাও যেমনি নিজের প্রতি, তেমনি অপরের প্রতিও সেবাকার্যে নিরাশ হবে না এবং মনে হতাশা আনবে না। এমনই হৃদয়ানন্দ হও। রাজা অর্থে মহান হৃদয়, যার হৃদয় সদাই উদার ও মহৎ হয়। কারণ কোনও প্রকারের দুর্বল সংস্কার ধারণ করে না রাজা। তেমনই জ্ঞানী আত্মা হয়ে মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে বিচার বিবেচনা করে বিজয়ী আত্মা হও।

স্লোগান :- "আপ ঔর বাপ" (নিজে এবং বাবা) দু'জনে এমন বন্ধনে থাকো, যাতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি কোনও ভাবেই তা বিচ্ছিন্ন করতে না পারে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – যখন নির্মল চারাগাছের ওপরে ৫ বিকারের ময়লা আস্তরণ পড়ে, তখন থেকেই ব্রষ্টাচার (দুর্নীতি) বৃদ্ধি পায়। তোমাদেরকে এখন শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে।”

প্রশ্ন:- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রী শ্রী শিববাবার কাছ থেকে কোন্ মত পাওয়া যাচ্ছে?

“উত্তর:- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য বাবার শ্রীমং হল - বাচ্চারা, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার সার্ভিসে থাকো, ৮ ঘন্টা না হয় ওই গভর্নমেন্টের সার্ভিস কর, কিন্তু ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ কর অথবা স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। তার সাথে শঙ্খধ্বনি করে সবাইকে বলো যে ঘর-গৃহস্থে থেকেও কমল ফুলের মতো থেকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও”

গীত:- এইসব খেলা কে রচনা করেছেন...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনল। বাচ্চারা আগে সত্যযুগে অনেক সুখ ভোগ করত, খুব আনন্দে (মস্তিতে) ছিল। কেবল খুশি আর খুশি ছিল। তখন কেবল ভারতভূমি-ই ছিল, অন্য কোনো ভূমি ছিল না। যেমন রাজা-রানী, সেইরকম তাদের প্রজা - সকল ভারতবাসী-ই খুব খুশি এবং মস্তিতে ছিল। সেখানে কোনো ব্রষ্টাচার ছিল না। সত্যযুগে দেবী দেবতারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তাদের মহিমার অনেক গায়ন রয়েছে। সেখানে রাজা-রানী এবং প্রজা সকলেই মহিমাযোগ্য ছিল। তারপর মায়া এসে তাদেরকে জাপটে ধরে। নাটকের এই দৃশ্যটা তো পূর্ব-নির্মিত, একে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। বাবা-ই ভারত এবং বিশ্বকে সদাকালের জন্য সুখী, শান্তিময় বানান এবং সবকিছু করার পরে নিজে গুপ্ত হয়ে যান। এটা কার মহিমা? পরমপিতা পরমাত্মার। ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। সেটা ছিল সতোপ্রধান দুনিয়া, দুঃখের নাম-নিশানাও ছিল না। তারপর অর্ধেককল্প পরে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে। সত্যযুগের দেবী দেবতাদের জন্য গায়ন আছে - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম। ওখানে তো কখনো ব্রষ্টাচার থাকবে না। ওখানে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। যে চারাগাছ নির্মল ছিল, তার ওপরে ৫ বিকারের ময়লা জমার ফলে ক্রমশ ব্রষ্টাচারী হতে হতে এখন একেবারে ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। যে রাজা-রানী এবং প্রজারা শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই এখন ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। গান করে - আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই। হে গড ফাদার, তুমিই কৃপা কর - এইভাবে প্রার্থনা করে। দেবী দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - আমাকেও এইরকম বানাও। ওরা তো ড্রামাকে জানে না যে দেবী দেবতারা আবার কবে এইরকম হবে। অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে, ব্রষ্টাচারের নাম পর্যন্ত ছিল না। এখন তো সকল মানুষ-ই ব্রষ্ট (অসাধু) হয়ে গেছে। যেমন রাজা-রানী, সেইরকম তাদের প্রজা। তাহলে ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে হওয়া যাবে? - এর উত্তর কেউই জানে না। এই দুনিয়াটাই হল পতিত। তাই ব্রষ্টাচার তো হবেই। বাবা এখন বলছেন - যা কিছু তুমি বুঝেছ, সেটা অন্যকেও বোঝাও।

বাবার মহিমার গায়ন আছে - নিজে নিজে সবকিছু করে, নিজেকে নিজেই গুপ্ত করেছে। নিরাকার ভগবানকে তো আসতেই হবে। শিব জয়ন্তী পালন করে। তিনি কিভাবে আসেন সেটা তোমরা

বাচ্চারা এখন জানো। শিববাবা হলেন পতিত পাবন। তাঁকে সেই সময়েই আসতে হয় যখন সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে যায়। তিনি এসে পবিত্র বানান। দুই-চারজনকে তো পবিত্র বানাবেন না। রাজা-রানীর মতো প্রজারাও পবিত্র ছিল। বর্তমানে তো রাজা-রানীও পতিত এবং তাদের প্রজারাও পতিত। এখন তো রাজা-রানী নেই। আগে অনেক রাজা ছিল, তবে এখন তাদের রাজত্ব আর নেই। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন ধনবান ব্যক্তি এবং জমিদাররা অনেক সম্পদ দিত। যদি কেউ ২০-৩০ হাজার দিত, তাহলে সে টাইটেল (উপাধি) পেয়ে যেত। বাবার তো অভিজ্ঞতা আছে। শিববাবাও অভিজ্ঞ রথ নিয়েছেন। যেমন-তেমন রথ তো নেবেন না। বড় বড় রাজারা খুব ফাস্টক্লাস ঘোড়া রাখে। জানোয়ারদের মধ্যেও কোনো কোনোটা খুব ভালো হয়। যেমন উট খুব ভালো প্রাণী। বসলে মনে হয় যেন এরোপ্লেন যাচ্ছে। কোনো কোনোটা আবার এমন হয় যে অনেক চাবুক মারতে হয়। ৫ হাজার বছর আগে এই ভারত-ই স্বর্গ ছিল। এটা তো প্রসিদ্ধ। খ্রিস্টানরাও বলে যে যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল। সুতরাং কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। নিজেরাই কল্পের আয়ু বলে, আবার নিজেরাই সত্যযুগকে লক্ষ বছর বলে দেয়। বাবা যেসব পয়েন্টস বলেন সেইগুলো ধারণ করে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। কিন্তু বোঝায় না। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে আমরা শ্রেষ্ঠাচারী ছিলাম। রাজা-রানীদের মতো তাদের প্রজারাও শ্রেষ্ঠ ছিল। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। ওখানে কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশ্যপ ইত্যাদি কেউই ছিল না। হিরণ্যকশ্যপ ইত্যাদিকে সত্যযুগে এবং কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। রাবণকে ত্রেতাযুগে নিয়ে গেছে। সকল অসুরের পৃথক পৃথক নাম দিয়েছে। কুশ্ককর্ণ ইত্যাদি সবই হল অসুরের নাম। এখন সবাই আসুরিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আসুরিক মত অনুসারে পরিচালিত হয়। এখন বাবা এসে শ্রীমৎ দিচ্ছেন। কৃষ্ণের কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ। এরপর তোমরা দেবতা হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। ওখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তো অন্য কোনো ধর্ম স্থাপন হয়নি। দুই যুগের আয়ু প্রায় একইরকম - ১২৫০ বছর। সত্যযুগে ছিল দৈবী রাজ্য, ত্রেতাযুগে ঋত্রিয় রাজ্য... সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ। সেই সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ কে স্থাপন করেছিল? এইরকম কি বলা যাবে যে রাম চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করেছিল এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ সূর্যবংশী রাজধানী স্থাপন করেছিল? না, এই দুটোই পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেন। বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সত্য এবং ত্রেতাযুগের রাজত্ব স্থাপন করেন। এইরকম গায়নও আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ কমলের দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা বলেন - এখন তোমাদেরকে যে জ্ঞান শোনাচ্ছি সেটা এরপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। যারা ইসলাম, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম স্থাপন করেছে, তাদের নাম-রূপ-দেশ-কাল ইত্যাদি কেউই ভুলে যায় না। ওদেরকে তো সবাই জানে। কিন্তু আমি কিভাবে এই দেবতা ধর্ম স্থাপন করি সেটা সবাই ভুলে যাবে। এরপর দ্বাপরযুগে আবার কত ধর্ম স্থাপন হবে। কেবল ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মেই কত শাখা হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে কেবল লড়াই করে। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা কিভাবে সবকিছু করার পর নিজেকে গুপ্ত করে নেন। স্বর্গে যারা দেবী দেবতা ছিল, তাদেরকে এরপর মায়া এসে জাপটে ধরে। তারা এখন সম্পূর্ণ গুণহীন হয়ে গেছে। গায়ন করে - আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই। সেইজন্য গুণবান দেবতাদের পূজা করে। বড় বড় রাজাদের অন্দরমহলে মন্দির থাকে। পূজা করে। এমন কোনো রাজা নেই যার কাছে কোনো মন্দির নেই। এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যে শিববাবার মত অনুসারে চলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ নিতে হবে। তাহলেই আমরা দেবী দেবতা হব। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। বাবা বলেন, কোনো বিষয়ে কোনোরূপ সংশয় উৎপন্ন হলে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস কর। বাবাকে স্মরণ কর।

মায়া এমন যে স্বর্গের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে দেয় না। বাবা জানেন যে অনেক তুফান আসবে। কিন্তু চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করা উচিত যে এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়? সন্তানের বিয়ে - এই পরিস্থিতিতে কি করব? কেউ হয়তো মারা গেছে - আমার কি করণীয়? মতামত নেওয়া উচিত। শ্রেষ্ঠ হতে হলে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কৃষ্ণের মতামত তো হতে পারে না। কৃষ্ণ কিভাবে পতিত দুনিয়াতে আসবে? কৃষ্ণের আত্মা তো নিজেই এখন অস্তিম জন্মে রাজযোগ শিখছে। শুধু কি কৃষ্ণের আত্মা শিখছে? যারাই দেবী দেবতা ঘরানার আত্মা, তারা সবাই ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন, যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের ওপরে অনেক পাপের বোঝা আছে। হয়তো কেউ গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে। ৮ ঘন্টা গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতে হয়। বাকি যতটা সময় আছে, সেই সময়ে স্মরণ কর। কমপক্ষে ৮ ঘন্টা তুমি আমার সেবা কর, বাবাকে স্মরণ কর, স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও, শঙ্খধ্বনি কর। কোন্ শঙ্খধ্বনি? সবাইকে বল - ঘর-গৃহস্থ থেকেও কমল ফুলের মতো থেকে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। যেহেতু বাবা স্বর্গ রচনা করেন, তাই স্বর্গের উত্তরাধিকার তো পাওয়া উচিত। এই ভারতই স্বর্গের মালিক হয়। এখন তো নরকের মালিক। নরকে দুঃখ পেলেই বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু এটাই জানে না যে বাবা কি দেবেন। বাবার উদ্দেশ্যে বলে যে তিনি হলেন সর্বব্যাপী, নুড়ি-পাথর সবকিছুতেই তিনি আছেন। বাবা বলেন - তোমরা কত ভুল করেছ। কিন্তু এটাও ড্রামাতেই আছে। এখন সেই ভুল থেকে বেরিয়ে এসো। এইসব ভক্তি করতে করতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ। ভক্তিও এখন ব্যভিচারী (বহুমুখী) হয়ে গেছে। মৃত্যু এখন অতি নিকটে, তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু বাস্তবায়ন এইরকম বাবাকেই ভুলে যায়। কিভাবে মায়াবী রাবণ রাজত্ব করে সেটাও কেউ জানে না। রাবণের কুশ পুতুল পোড়ায়। পরবর্তীকালে এইরকম রীতি চালু হয়েছে। রাবণকে জ্বালালেও প্রতি বছরই রাবণ আরও বড় হচ্ছে। আগে ১০ ফুট লম্বা বানাত, তারপর ১৫ ফুটের বানাত, তারপর ৫০ ফুট... একদম ছাদের সমান উঁচু বানায়। বুদ্ধেরও অনেক বড় চিত্র বানায়। এত বড় মানুষ তো হয়না। মানুষ তো খুব বেশি হলে ৬ ফুট লম্বা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এইরকমই হবে। এমন নয় যে সেখানে আয়ু বড় হবে বলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। না, মানুষ মানুষের মতোই হবে। এখন যেমন অনেক রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ কালো, কেউ কেমন...। ভারতে সবাই সুন্দর ছিল, এখন শ্যাম হয়ে গেছে। বাবা-ই সুন্দর বানান। তিনি হলেন অতি সুন্দর যাত্রী। তিনি তোমাদের সাথে কথা বলছেন। তাঁকে ভুলে গেলে চলবে না। একে (সাকারকে) না হয় ভুলে যাও। সর্বদা মনে কর যে বাবা আমাদের মতো প্রিয়তমাদের সুন্দর রাজকন্যার মতো বানাচ্ছেন। বলা হয় যে একটা জলাশয় আছে যেখানে ডুব দিলে মানুষ পরী হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরা জ্ঞানের সাগরের দ্বারা জ্ঞানের পরী হচ্ছি। এখন তো নরকের পরী আছ, তাই না? কেউ যতই ফ্যাশন করুক, পাউডার ইত্যাদি মাখুক, কিন্তু আসলে তো সে নরকেই আছে, তাই না? কাউকে যদি প্রশ্ন কর যে এটা স্বর্গ না নরক, তাহলে উত্তর দেবে - ধনীদেবের জন্য এটা স্বর্গ। স্বর্গ আর নরককে তো জানেই না। তাই শ্রীমতের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। শ্রীমৎকেও জানে না। যিনি এত শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন তাঁর নাম-রূপকেই আড়াল করে দিয়েছে। গায়ন করে - তুমি আমার মাতা পিতা, আমরা তোমার বালক...। এখানে মাতা কাকে বলা হয় সেটা তোমরা জানো। নিশ্চয়ই যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করে নুতনের রচনা করেন, তাকেই মাতা বলা হবে। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, শিববাবার নাতি-নাতনি। তাই বাবারও নাম আছে। মাঝখানে দালালরূপী বাবাকে থাকতেই হবে যার মাধ্যমে নাতি-নাতনিরা ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবে। ইনি তো হলেন দালাল, তাই এঁনার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না।

এনাকেও তো শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাই শিববাবার মত অনুসারে চলতে হবে। তোমরা ব্রহ্মার মাধ্যমে শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাও। কিন্তু বাবা বলছেন, তোমরা এনাকেও ভুলে যাও। তোমাদেরকে শিববাবার কাছ থেকে মত নিতে হবে। হয়তো শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। স্বর্গের রচয়িতা বাবার স্মৃতিচিহ্নকেই আড়াল করে দিয়েছে। যারা নরক বানিয়েছে, তাদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেছে। দিনে দিনে ব্রষ্টাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারোর মধ্যে যদি ক্রোধ আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মধ্যে এই ভূতটা আছে। সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে শ্রেষ্ঠাচারী কিভাবে বলব? তোমাদেরকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার স্মরণ এবং জ্ঞানের সাগরের জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর পরী হতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে শিববাবার মতামত অবশ্যই নিতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য অন্তর থেকে সমস্ত ভূতকে বার করে দিতে হবে। ব্রষ্ট (অসাধু) বানাতে পারে এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' অবস্থা দ্বারা মাস্টার দাতা হওয়ার যোগ্য তুমি জ্ঞানী আত্মা হও।

যে জ্ঞানী আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিমান, সে না চাইতেই সবকিছু পেয়ে যায়। চাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। যখন সর্বপ্রাপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায়, তখন কোনো কিছু চাওয়ার সঙ্কল্পও আসে না। এইরকম বাচ্চারা 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে যায়। এইরকম জ্ঞানী আত্মারা চাওয়ার পরিবর্তে দাতার সন্তান মাস্টার দাতা হয়ে যায়। তাদের চাওয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এত উঁচু স্বর্গীয় প্রাপ্ত হয় যে নাম-মান-খ্যাতির ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না।

স্লোগান:- যে নিজের মন, বুদ্ধি এবং সংস্কারের ওপরে সম্পূর্ণ রাজত্ব করে, সে-ই হল স্বরাজ্য অধিকারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন অলৌকিক যাত্রাপথে, তোমাদের দেহের চেতনাকে এবং পুরানো দুনিয়া ভুলে গৃহে ফিরে যেতে হবে, একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকতে হবে"

প্রশ্ন:- সাক্ষীভাবে থেকে কোন প্রশ্নটি প্রত্যেককে নিজেকে করতে হবে ?

উত্তর :- যেমন বাবা সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক বাচ্চার স্থিতি দেখেন, এদের স্থিতি কিরকম ? বাবাকে পেয়ে অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে কি না ? এইরকমই নিজেকে জিগ্গোস করতে হবে, আমি নিজেকে কতটা সৌভাগ্যশালী মনে করি ? কত খুশী অনুভূত হয় ? বাবার কাছ থেকে সব সম্পদ নিয়েছি? উত্তরাধিকারী বানিয়েছি ? যোগবলের দ্বারা সব পাপ ভস্ম করে পুণ্য আত্মা হয়েছি ?

গীত :- রাত্রের যাত্রী হয়ো না ক্লান্ত

ওম্ শান্তি। এটা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যেমন আত্মা শান্তিস্বরূপ সেইরকমই পরমপিতা পরমাত্মাও শান্তিস্বরূপ। ওম্ এর অর্থও বোঝানো হয়েছে, ওম্ অর্থাৎ অহম আত্মা, মম মায়া (এ হল আমার শরীর)। সন্ন্যাসীরা বলে অহম্ ব্রহ্মস্মি। তারা ব্রহ্মকে ঈশ্বর মনে করে। সৃষ্টি অর্থাৎ রচনাকে মায়া বলে দেয়। অহম্ ব্রহ্মস্মির এইরকম অর্থ বের করে। কিন্তু এ সবকিছুই ভুল। মানুষ যা কিছুই করে সব শোনা কথার উপর নির্ভর করে। যে যা বুঝিয়েছেন, যা রীতি-নীতি চলে আসছে, সেই অনুসারেই চলে। আর তারই নাম হয়ে যায়। এটাও নাটকে অঙ্গীভূত। এখন বাবা বলেন হে যাত্রীরা কোথাকার যাত্রী ? পরমধামের যাত্রী। এটা হল আত্মাদের রুহানি যাত্রা রুহ অর্থাৎ আত্মাদের জন্য। আত্মাদের ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা। গাইড তো অবশ্যই প্রয়োজন। যারা বিলেত থেকে আসে তারাও দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্য গাইড পায় প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান গুলি দেখার জন্য। পরমপিতা পরমাত্মাকেও গাইড বলা হয়, পান্ডাদের গাইড বলা হয় অতএব বাবা বলেন বাচ্চারা- আমি এসেছি তোমাদের বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কত সুন্দর এই যাত্রা। যার জন্য ভক্তেরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে আসছে। বলে, এস, আমাদেরকে নিজ ধাম পরমধামে নিয়ে চলো। ওই সব শরীরী যাত্রা নানা রকমের আছে। কত শরীরী পান্ডা আছে। কিন্তু রুহানি পান্ডা একজনই আছেন। ওরা আবার পান্ডব সেনা, শক্তি সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। এ কোনো যুদ্ধের ব্যাপার নয়। বাবা বসে বোঝান - হে মিষ্টি বাচ্চারা! আগে এটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত যে তিনি অবশ্যই তোমাদের বাবা। তোমাদের বুদ্ধিযোগ বাবার কাছেই যাওয়া উচিত। বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানে এটা হলো দুঃখধাম, পতিত দুনিয়া, নরক। এর নামই হল হেল। বলেও - লেফট হেভেনলি এবোড। ...নিশ্চয় কোনো নতুন ব্যাপার। মানুষ জানেনা, কেবল বলে দেয় না জেনেই। রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে তাই বলে দেয়, অমুকের জ্যোতি, মহা জ্যোতিতে মিশে গেছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা হয়ে গেছে। জানেনা যে এটা সৃষ্টি নাটক। আত্মা অমর। এই অবিনাশী আত্মায় ৮৪ জন্মের ভূমিকা গেঁথে আছে। পরমাত্মারও ভূমিকা গাঁথা আছে। এটাকে বলা হয় বিস্ময়কর ড্রামা। পরমাত্মারও থেকেও অনেক বেশি পার্ট তোমাদের রয়েছে। উনি হলেন এই সৃষ্টি রূপী নাটকের ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর। তোমরা যারা দেব-দেবী হবে তাদের তো বেশি ভূমিকা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের ভূমিকা। সত্যযুগে বা ত্রেতাতে বাবার কোনো ভূমিকা নেই। সেখানে বাবাকে কিছুই করতে হয় না। এই সময় আমি খুব সার্থিস করি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এবং ভক্তদেরও

খুশি করতে হয় । ভক্তদের দর্শন হলে ভাবে আমরা ঈশ্বর পেয়ে গেছি । ভক্তদেরও কত নাম রয়েছে । ওটা হল ভক্ত মালা আর এটা হলো রুদ্র মালা । জ্ঞান মালায় ভক্তি নেই। যারা জ্ঞান সাগর থেকে জ্ঞান ধারণ করে ভক্তদেরও উদ্ধার করে, তাদেরই পুনরায় রুদ্র মালা তৈরি হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ যে আমরা আলৌকিক যাত্রায় চলেছি । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে অধিক থেকে অধিক স্মরণ করতে হবে। আর সে যে বড়ই মধুর। বাবা রচয়িতাও, তিনি বাচ্চাদের রচনা করেন। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তৈরী করেন। তোমরা সকলে বলে থাক যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান আর তাঁর প্রধান ডাইরেকশন (নির্দেশ) হল - "মন্মনাভব" । আমি এসেছি তোমাদের পড়াতে। হুবহু ৫ হাজার বছর আগেও আমি এই রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। আমি নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলি। তোমরা নিজেদের অর্গানসকে আধার করো। আমি এনার (ব্রহ্মাবাবা) অর্গানের আধার নিই। এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো দুনিয়া ভুলতে হবে, একেই বলা হয় সন্ন্যাস। সর্ব প্রথম সংকল্প করতে হয় - আমি হলাম আত্মা, দেহ নয়। এই দেহের চেতনা ভুলে যেতে হয়। পুরানো দুনিয়া মন থেকে ত্যাগ করতে হবে। এখন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, অতএব আমার শ্রীমতে চলো। দেহ সমেত দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া কোনো রকম রাজ্যত্ব খোড়াই পাওয়া যাবে! বিশ্বের মালিক হতে হবে। যে জ্ঞান আমার মধ্যে আছে সেই জ্ঞানই এখন তোমাদের মধ্যে আছে। সংক্ষেপে এবং ডিটেইলসে (বিস্তারিত ভাবে) বোঝানো হয়। বীজ থেকে এত বড়ো বৃক্ষের বিস্তার হয়। যখন বৃক্ষের ডিটেইলসে যাবো তখন আরো বিস্তার আছে। বাবা বলেন এখন এই পুরানো বৃক্ষকে ভুলে যাও। এখন কেবল আমাকে স্মরণ করতে থাকো। ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ এবং রচনার জ্ঞান দিই। এই রচনা কেমন করে করি, কি করে বৃদ্ধি পায়। এটাই হলো এই সৃষ্টি নাটককে বোঝার বিষয় । আর তা তো মানুষই জানবে। ভগবান মানুষকেই পড়াবেন। প্রধান হলো গীতা। গীতার নাম আছে। গীতায় আছে ভগবানুবাচ। এমন লেখা নেই ব্যাস ভগবানুবাচ। বলা হয় কৃষ্ণ ভগবান গীতা শুনিয়েছেন এবং ব্যাস লিখেছেন। সেটা তো আগে লেখা হয়েছে না ! এখন লেখা হলে তো বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা বড় জোর দু-চার হাজার রচনা করতে পার । এইরকম গীতা তো লক্ষ্য-কোটি সংখ্যায় আছে। তা সত্ত্বেও এই পুরানো শাস্ত্র বার করে তার থেকে কপি করে, যা সেই গীতায় অক্ষরে-অক্ষরে আছে তাই বেরোবে। ড্রামাতে তা পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে। যে সময়ের শাস্ত্র সেই সময়েই লেখা হবে । লক্ষী-নারায়ণ তারাই হবেন। সেখানেই তাদের প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ হবে ।

এই সময় বাবা এই কল্প বৃক্ষের এবং সৃষ্টি নাটকের জ্ঞান দিয়েছেন। বাবা বলেন এখন তুমি মিলিত হচ্ছ, কল্পে-কল্পে মিলিত হতে থাকবে। ভগবানুবাচও রয়েছে । আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। ভগবান নতুন সৃষ্টির রচনা করেন নিশ্চয়ই তোমাদের রাজা বানাবেন । দ্বাপরের তো করবেন না। বাবা বলেন কল্পে-কল্পে আমি সঙ্গমে আসি। গাইড তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে। সেই গুরুরা তো এক সময় শরীর ত্যাগ করে কিন্তু তাদের পরম্পরা চলতেই থাকে। বাবা বলেন আমাকে তোমাদের সকলকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সময় সম্পূর্ণ হলে তখনই আমি আসি। এই কথাগুলো আর কেউ বোঝাতে পারে না। মন্মনাভব শব্দটি গীতার আদিতো ও অন্তে আছে। তাতে বলা হয়েছে, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের লক্ষী-নারায়ণের মতন এই বিশ্বের মালিক বানাবো । রাজাদের রাজ্য

বানাবো । সেই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী পরিবারে তোমরা পুনর্জন্ম নেবে । এখন তোমরা কলিযুগে আছ, কলিযুগ থেকে আমি তোমাদের সত্যযুগে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি কল্পে-কল্পে এসে স্থাপনা করি। আমি এই সময়েই আসবো। আমিও এই ড্রামার বশ । সাফ্টী হয়ে প্রত্যেকের অবস্থাকে দেখতে থাকি, এদের অবস্থা কেমন ? বেহদের বাবাকে পেয়ে বাচ্চারা অতীন্দ্রিয় সুখ পায় কিনা ? প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো - আমরা নিজেদেরকে কতটা সৌভাগ্যশালী মনে করি ? বাবার সন্তান, তাহলে তাঁর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পেয়েছে কিনা ! এমন নয় যে বাবা সকলকেই লক্ষী নারায়ণ বানাবেন । এটা হল আধ্যাত্মিক পাঠ, যে যতটা পুরুষার্থ করতে পারে। স্কুলে পড়লে এইম - অবজেক্ট তো থাকে না। তোমরা জানো বাবা আমাদের ৫ হাজার বছর আগেকার মতন হুবহু রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবানুবাচঃ - আমি তোমাদের পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতায় রূপান্তরিত করি। গড যখন পড়াচ্ছেন তখন নিশ্চয় গড-গডেসই তৈরী করবেন তাই না। যেমন ব্যারিস্টারই ব্যারিস্টার তৈরী করেন। ভক্তি মার্গে ভগবতী-ভগবান বলে থাকে কিন্তু আসলে তারা হলেন দেব-দেবী। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম বলা হয়।

তোমরা জানো কেমন করে বাবা এসে আমাদেরকে পড়ান। প্রধান এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে আছে। চক্র তো বুদ্ধিতে ঘোরাতেই হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক কি করে হবে ? এই নাটকের রহস্য আর কেউ বুঝতে পারে না। এই সব ছবি ইত্যাদিও বাবাই তৈরী করেছেন। বাবা কি আর্টিস্ট ছিলেন নাকি ! এই জিনিস আর কেউ বানাতে পারে না। এগুলো হলো ম্যাপ। এই হলো বৃক্ষ, উপরে বীজ। কল্প বৃক্ষের নিচে জগদম্বা বসে আছেন, যিনি সকল সুখের কামনা পূর্ণ করেন। সত্য যুগে দুঃখের নামগন্ধ থাকে না। তোমরা বলবে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক তৈরী হচ্ছি। মানুষ থেকে দেবতা বানাতে দেরি লাগে না.....শিখেরাও তাঁর মহিমা কীর্তন করে। দেব-দেবীরাই স্বর্গের মালিক ছিল। তাঁরা এখন অন্য ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে, পুনরায় বেরিয়ে আসবে। আমরাও আগে আমাদের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম লিখতাম। এখন বলি আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের। যতই আমরা ব্রাহ্মণ ধর্ম লিখি তবুও ওরা আমাদের হিন্দু ধর্মই ভাবে। কেননা ওদের কাছে ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো শ্রেণীই নেই। আমরা দেব-দেবী বললেও ওরা পরিবর্তন করে হিন্দু লিখে দেবে কেননা ব্রাহ্মণ বা দেবী দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে । এখন বাচ্চারা তোমরা জানো আমরা দেবী দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। ওখানে যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা সকলেরই এই লক্ষী-নারায়ণের মতনই ড্রেস থাকে। পীতাম্বর(স্বর্ণালী) - এটাই হলো সত্যযুগী সূর্যবংশের ড্রেস। ত্রেতাতে রামরাজ্যে অন্য ড্রেস হয়। রীতি-নীতি আলাদা হয়। কৃষ্ণকে সব সময় পিতাম্বরধারী বলে।

তাহলে এখন এটা নিশ্চিত করতে হবে যে বাবা আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। এই মৃত্যু লোক এখন শেষ হওয়ার মুখে । এখন তোমরা সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে। সেই যোগবলের দ্বারাই পাপ কাটতে থাকবে, পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। তোমরা বাবার কাছে নিজেকে সমর্পন করো, পুণ্যের কাজ করো। পুনরায় স্মরণের দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। যে কোনো মানুষকে বোঝানো খুবই সহজ। ভগবানুবাচ কখনও শুনেছ ? সেই বাবাই হলেন স্বর্গের স্থাপনকারী। বাবা এবং তার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে। মহারাজা হতে চাও? তাহলে বলো তোমরা কত প্রজা বানিয়েছ ? এরকম অনেকে লেখে যে অমুকে আমাকে দৃষ্টি দিয়েছে, তীর লেগে

গেছে। প্রজা তৈরী করতে, উত্তরাধিকারী তৈরী করতে অনেক পরিশ্রম লাগে। প্রজা তো খুব সহজেই হয়ে যায়, কিন্তু গদিতে কে বসবে ? সেটাও পরিশ্রম করে তৈরী করতে হবে। মায়াজিত ও জগৎজীত হতে হবে। মায়ার কাছে পরাস্ত হলেই হার। বাবার থেকে শক্তি পেতে হবে। এই পরিশ্রম তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের করতে হবে। কোনো কথায় ভ্রম উৎপন্ন হলে জিজ্ঞেস করতে থেকো। বাবা পড়াচ্ছেন তাই কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়, তাই না ! অনেক ধরনের সংকল্পের ঝড় তো আসবেই। বুদ্ধিযোগ ভাঙার চেষ্টা করবে। ঝড় আসবে, মায়া খুব আক্রমণ করবে। তখন বলবে মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যেসব অসুখ কোনো দিন হয় নি সেগুলো এখন হতে থাকে। অনেক বাধা আসবে, এতে দুর্বল হবে না। আচ্ছা !

বাপদাদা মিষ্টি-মিষ্টি মম্মার হারানিধি বাচ্চাদেরকে জানায় ভালোবাসা, স্মরণ আর গুড মর্নিং। অলৌকিক বাবার অলৌকিক বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যে ফাস্ট-ক্লাস যাত্রা শিখিয়েছেন, সেই রুহানি যাত্রায় থাকতে হবে, শ্রীমতে দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হবে।

২) মায়ার ঝরে কখনোই দুর্বল বা সংশয় বুদ্ধি হবে না। কোনো কথাতেই ভ্রমিত হবে না।

বরদান :- রিয়েলাইজেশনের (আত্ম উপলব্ধি) দ্বারা দুর্বল থেকে শক্তিশালী আত্মায় রূপান্তরিত সর্বশক্তিমান ভব

মানব জীবনের মানবতার আধার আত্মার উপরই নির্ভরশীল। আমি কোন্ আত্মা, আমি কি - এটাই যদি রিয়েলাইজ করে নিই তাহলে শান্তি স্বধর্ম হয়ে যায়। আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, সর্বশক্তিমানের সন্তান - এই অনুভূতি নির্বল থেকে শক্তিশালী করে দেয়। এইরকম শক্তিশালী আত্মা বা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা যা চায়, যেমন ভাবে চায় সেটাই প্রাকটিকাল করতে পারে।

স্লোগান:- মনসা মহাদানী যে সে কখনোই সংকল্পের বশীভূত হতে পারে না।

**"নতুন জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতাকে অথরিটি সহ প্রত্যক্ষ করো তবে প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া
বাজবে"(মিটিংয়ে বাপদাদার আবির্ভাব)**

এই সভা তো মুকুটভূষিত এবং সিংহাসন অধিষ্ঠিত বিশেষ আত্মাদের, তাই না ! সবাই নিজেকে মুকুটধারী সিংহাসনাসীন মনে করছে তো ! সকলে তোমরা বেহদ সেবার দায়িত্বের মুকুটধারী, তাই না ! বেহদের মুকুট অর্থাৎ স্মৃতিস্বরূপে স্থিত । তোমরা প্রত্যেকে বেহদ-দায়িত্বের মুকুটধারী । বেহদ বাচ্চাদের মুকুট থেকে লাইট এবং মাইটের কিরণ বেহদে ছড়িয়ে পড়েছে । তোমরা লৌকিকের (হদের) থেকে বেরিয়ে অলৌকিক জগতের (বেহদের বাদশাহ হয়ে গেছ, তাই না ! যখন হদের দেহ বা হদের যেকোন কিছুর স্মৃতির উর্ধ্বে চলে গেছ, তখন দেহসহ দেহ সম্পর্কিত হদের সবকিছুর উর্ধ্বে চলে গেছ । বিশেষ সেবা-ই হলো হদ থেকে বেহদে নিয়ে যাওয়া । ব্রহ্মাবাবা কেন অব্যক্ত হয়েছেন ? হদ থেকে তোমাদের বার করে বেহদে নিয়ে যাওয়ার জন্য । ব্রহ্মাবাবার স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ হলো ফলো ব্রহ্মা ফাদারা ব্রহ্মাবাবা তাঁর রাইট হ্যান্ড বাচ্চাদের, তাঁর বিশেষ ভূজসকলকে অব্যক্ত বতন থেকে বেহদের সেবাস্থান থেকে বাহ প্রসারিত করে হাতে হাত রাখার জন্য ডাকছেন । বাচ্চাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার স্নেহ আছে । সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা ডাকছেন, বাচ্চারা বেহদে এসো । এই আওয়াজ তোমরা শুনতে পাচ্ছ ? ব্রহ্মাবাবার সবসময় বিশেষ আগ্রহ থাকে যে তোমরা প্রত্যেকে তাঁর সমান বেহদের মুকুটধারী হয়ে চতুর্দিকে প্রত্যক্ষতার লাইট এবং মাইট এমনভাবে ছড়িয়ে দাও যাতে সব আত্মারা নিরাশার জায়গায় আশার আলো দেখতে পায় । সবার অঙ্গুলি এই বিশেষ স্থানের দিকে যেন থাকে । যারা আকাশের উর্ধ্বে তাদের অঙ্গুলিনির্দেশ করে খুঁজছে, তাদের এই অনুভব করাও যে এই ধরিত্রীর নক্ষত্রগণ এই ধরিত্রীতে, বরদান ভূমিতে প্রত্যক্ষ হয়েছে । সূর্য, চন্দ্র এবং তারামন্ডল যেন এখানে অনুভূত হয় । সায়েন্টিস্টরা যেমন সায়েন্সের আধারে আকাশের তারামন্ডলের অনুভব করায় । একইভাবে, এই ধরিত্রীর চৈতন্য তারামন্ডল, দূরের সকলকেও অনুভব করাতে হবে । এই শুভ আশা পূরণ করার তোমরা সবাই নিমিত্ত আত্মা । তোমরা এইরকম বেহদের প্ল্যান বানিয়েছ, তাই না ! তোমাদের যথাশক্তি তোমরা প্ল্যান বানিয়েছ । এখন সময় অনুসারে বাচ্চাদের বাকি থাকা কোন্ সেবা বাপদাদা বাচ্চাদের থেকে আজ চাইছেন ?

বাপদাদা আজ রুহ-রুহান করছিলেন । তাঁদের রুহ-রুহান কি ছিলো ? বাবা বলেছিলেন, নিমিত্ত হওয়া আমার শ্রেষ্ঠ বাচ্চারা, হারানিধি বাচ্চা বলো, মুরব্বি বাচ্চা বলো বা সদা বাবার সাথী বাচ্চারা বলো, সবাই একসাথে বরদান ভূমিতে সেবার প্ল্যান বানানোর জন্য একত্রিত হয়েছে, সুতরাং, ব্রহ্মাবাবা বলেছিলেন, মিটিংয়ে যে পরিকল্পনা (যোজনা) তোমরা বানিয়েছ, সেটা তো খুব ভালো । কিন্তু একটা মুখ্য সেবা এখনো বাকি থেকে গেছে, যেটা করতে হবে । কারণ আপনি কতবড় অথরিটির সাথে আছেন এবং আপনার কতো রকমের অথরিটি আছে, জ্ঞানের অথরিটি, যোগবলের অথরিটি, শ্রেষ্ঠধারণা স্বরূপের অথরিটি, বাবার ডাইরেক্ট উত্তরাধিকারী হওয়ার অথরিটি, বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হওয়ার অথরিটি । কতো অথরিটি ! উদাহরণস্বরূপ, যাদের শাস্ত্রের অথরিটি আছে, তাদের কমবেশি কিছু ত্যাগ করে পবিত্র হওয়ার অথরিটি থাকে, শুধু এই একটাই অথরিটি আছে, তাও সত্যতার অথরিটি নেই । যদিও তারা মহান আত্মা কিন্তু পরমাত্মা বাবার সাথে সম্বন্ধে যথার্থ নলেজের

অথরিটি নেই। যাদের মাত্র একরকম অথরিটি আছে, তারা বিশ্বের সকল আত্মাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করছে আর মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করে সাথে নিয়ে চলছে। কত সময় ধরে তারা তাদের অথরিটি দেখিয়ে আসছে। কত নেশার সাথে অল্পকালের প্রাপ্তির ঝলক দ্বারা অন্যদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। সুতরাং, অনেক অথরিটি আছে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কি করতে হবে? জানো তোমরা, এখনো কি করতে বাকি আছে? সমাপ্তির জন্য আর কত সময় আছে বলে তোমরা আন্দাজ করছো? ১৯৮৪ পর্যন্ত নাকি ২০০০ পর্যন্ত? কত পর্যন্ত আন্দাজ করছো? তোমরা কি দু'হাজার সাল পূর্ণ করবে নাকি তার আগেই হবে? তোমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছ সেই হিসেবে কতদূর মনে করছো? কোন বিষয় এখনো করতে বাকি থেকে গেছে? নতুন দুনিয়ার জন্য তোমরা ধরণী প্রস্তুত করছো, কিন্তু নতুন দুনিয়ার আধার হলো, এই নতুন জ্ঞান। প্রথম মহিমা কি? তোমরা তো বলো, জ্ঞানের সাগর, তাই না! সুতরাং, মহিমাতে যা সর্বপ্রথম এবং সর্বোত্তম, সেই নতুন জ্ঞানকে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ করেছো? যতক্ষণ তোমাদের এই নতুন জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হচ্ছে, তো জ্ঞানদাতা কিভাবে প্রত্যক্ষ হবে? প্রথমে জ্ঞান আর তারপর দাতা। সুতরাং, জ্ঞানদাতা উঁচু থেকেও উঁচু নাকি তিনি একাই জ্ঞানদাতা, এটা প্রমাণ কিভাবে হবে? একমাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই এটা প্রমাণ হবে। আত্মা কি বলে আর পরমাত্মা কি বলেন, এই ফারাক যতক্ষণ মানুষের বুদ্ধিতে না আসবে ততক্ষণ তারা অতি তুচ্ছের নির্ভরতা ছেড়ে কিভাবে একের আশ্রয় নেবে! এখন তো তারা ছোট ছোট তুচ্ছ যাকিছু তার ওপর নির্ভর করে চলছে এবং সেটাই নিজেদের সবকিছুর আধার মনে করছে। যতক্ষণ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানদাতার আশ্রয় তাদের অনুভব হবে না ততক্ষণ হৃদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেনা। এখনো পর্যন্ত তোমরা শুধুমাত্র ধরণী প্রস্তুত করার এবং বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করার সার্ভিস করেছ। কার্য ভালো, পরিবারের ভালোবাসা আছে এবং ভালোবাসার গুণ বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়েছে। ধরণী তো প্রস্তুত হয়েছে গেছে, আরও হতে থাকবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন, নবীনতা, বীজ এইসবই নতুন জ্ঞান। তারা অনুভব করে নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই রূহানী ভালোবাসা, কিন্তু এখন ভালোবাসার সাথে তোমরা-আত্মাদেরও জ্ঞানের অথরিটি আছে, তোমরা যে সত্য জ্ঞানের অথরিটি, তা' প্রত্যক্ষতার প্রয়োজন থেকে গেছে। যারাই আসুক তারা যেন উপলব্ধি করে, এটা নতুন কিছু অর্থাৎ এটা নতুন জ্ঞান, যা অন্য কেউ আগে তাদের শোনায়নি যা তারা এখানে শুনেছে। তারা যেন বলে যে, তোমরা যারা এই জ্ঞান দিচ্ছ তোমাদের সেই জ্ঞান দেওয়ার অথরিটি আছে। অবশ্যই তোমাদের পবিত্রতা, শান্তি, ভালোবাসা, স্বচ্ছতার ফাউন্ডেশন এবং এই ফাউন্ডেশনের আধারেই ধরণী পরিবর্তন হয়েছে। এইগুলোই চার স্তম্ভ। আগে যা কারও বুদ্ধিতে থাকত না এখন সেখানে এই চার স্তম্ভের আধার দ্বারা তাদের বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়। এই পরিবর্তন তো হয়েছে। কিন্তু এখন মুখ্য বিষয়, এই নতুন জ্ঞানের আওয়াজ চতুর্দিক থেকে শোনা যেতে হবে। এখন পর্যন্ত লোকে যা কিছু বিষয়ে "হ্যাঁ" বলেছে, সেই সমস্ত বিষয়কে বী. কে. আলমাইটি অথরিটি প্রমাণ করে বলেছে "না", তারা যা কিছু বলে "না", তোমরা বলো "হ্যাঁ"। সুতরাং, হ্যাঁ আর না-এর মধ্যে রাতদিনের ফারাক হয়ে যায়। মহান আত্মারা এই মহান প্রভেদ প্রমাণ করেছে, এখন এই নাম প্রত্যক্ষ করো আর তখনই হবে জয়জয়কার। আত্মার জ্ঞান যদি যথার্থভাবে তাদের না-ও থাকে, তবুও তারা জ্ঞান শুনে তা' অন্য কোথাও তাদের কিছু শোনার সাথে মিশ্র করে দিয়ে বলে, ওখানেও এইরকমই বলে। যেমনই হোক, এই আওয়াজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে যে সারা দুনিয়া একদিকে আর বী. কে'রা আরেক দিকে; এই নতুন জ্ঞান শোনানোর অথরিটি তোমাদের। এই অথরিটি যেন প্রসিদ্ধ হয়। এর থেকেই শক্তিশালী আত্মারা সামনে আসবে, যারা তোমাদের পক্ষে ঢাকঢোল বাজাবে। তোমাদের ঢোল পেটানোর দরকার পড়বে না, কিন্তু এমন আত্মারা এটা নতুন কিছু জেনে যখন স্যাটিসফাই(সন্তুষ্ট) হবে, তখনই নতুন উদ্যমে ঢাকঢোল

বাজাবে । ধর্মযুদ্ধও এখনো বাকি আছে, তাই না ! গুরুদের গদি তো তোমরা এখনও টলাওনি ! এই সময়ে ডাল-পালা ইত্যাদি আরামের সাথে নিজেদের উৎসাহে মেতে আছে । বীজ কখন প্রত্যক্ষ হয় ? তোমরা জানো, বীজ ওপরে কখন আসে ? যখন ছোট ছোট ডালপালা একেবারে পাতাশূণ্য হয়ে শুকনো থেকে যায়, তখন বীজ ওপরে প্রত্যক্ষ হয় । তাহলে তার জন্য তোমরা প্ল্যান বানিয়েছ ? যখন তোমরা নিজের স্টেজে আসো তখন তোমাদের অরিজিনাল নলেজের প্রত্যক্ষতা তো অবশ্যই হওয়া উচিত । এমনকি যদি বরদান ভূমিতে এসে তারা শুধু বলে, এখানে খুব শান্তি, এখানে ভালোবাসাও অফুরান, যদি তারা এই অল্প কিছুতেই ঝুলি ভরে ফিরে যায় তাহলে বরদান ভূমিতে এসে তারা বিশেষ কি নিয়ে গেল ! এই নতুন জ্ঞানেরও তো প্রমাণ দিতে হবে, তাই না! এই নতুন জ্ঞানের অথরিটি দ্বারা অলমাইটি অথরিটি প্রত্যক্ষ হবেন । দাতা কে ! যখন তারা প্রেম আর শান্তি লাভ করে, নিশ্চিতরূপে তারা বিশ্বাস করে যে কোনো শ্রেষ্ঠ কারিগরই তোমাদের বানিয়েছেন । যতই হোক, এটা খুব অল্প সংখ্যকই বুঝতে পারে যে তিনি স্বয়ং ভগবান । তাহলে বুঝেছ তোমরা, এখনও কি বাকি থেকে যাচ্ছে ? এখন নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান চতুর্দিকে বিস্তারিত করো, বুঝেছ তোমরা ? কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় যদি বের হয়ও, আওয়াজ এমন বেরোতে হবে যে চতুর্দিকে সংবাদপত্রে হেঁচ পড়ে যায় - এই বী. কে'রা দুনিয়াকে সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান দেয় । তোমরা যে জ্ঞান দাও, সেই জ্ঞানের আধার কি হবে বলে তোমরা মনে করো এবং কিভাবে সেই জ্ঞান তোমরা প্রমাণ করবে, এইসব যখন সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে বেরোবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে জ্ঞানদাতার প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজছে । বুঝেছ তোমরা ? জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা তাদের প্রভাবিত হতে দাও । জ্ঞান দ্বারা প্রভাবশালী হওয়া এবং প্রেম দ্বারা প্রভাবশালী হওয়ার মধ্যে প্রভেদ কি ? তোমরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে তো দুটো ভাগ দেখেছিলে, তাই না ! তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, কিন্তু কেউ কেউ প্রেমের আধারে হয়েছে আর কেউ কেউ প্রেম এবং জ্ঞান এই দুইয়েরই আধারে হয়েছে । সুতরাং, প্রত্যেক গ্রুপের স্থিতির মধ্যে ফারাক তো থাকবেই । যারা জ্ঞান দ্বারা ভালোবাসাকে বোঝে, তারা বিঘ্নমুক্ত হয়ে ক্রমাগত চলতে থাকে । যারা শুধু ভালোবাসার আধারে চলে তারা শক্তিশালী আত্মা হবে না । জ্ঞানবল অবশ্যই প্রয়োজন । যাদের পড়ার প্রতি আর মুরলির প্রতি ভালোবাসা আছে, আর যাদের শুধু পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আছে, তাদের মধ্যে কতো প্রভেদ ! ব্রাহ্মণ জীবন এবং পবিত্রতা ভালো লাগার এই আধারে যারা এখানে আসে আর যারা জ্ঞানের আধারে আসে তাদের মধ্যেও কত প্রভেদ ! জ্ঞানের নেশা অলৌকিক, যা তোমাদের নিরাধার করে রাখে, বাস্তবে, ভালোবাসাও একটা শক্তি, কিন্তু যারা ভালোবাসার শক্তিতে চলে তারা সহায় ভিন্ন চলতে পারেনা । কোনো না কোনো আধার অবশ্যই প্রয়োজন । যাদের জ্ঞানের শক্তি আছে, তাদের মনন শক্তিও থাকবে । মনন শক্তি যত বেশি হবে ততই বুদ্ধির একাগ্রতার শক্তি অটোম্যাটিকালি বাড়াতে পারবে । আর যেখানে বুদ্ধির একাগ্রতা আছে সেখানে পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি তোমরা নিজে থেকেই বাড়াতে পারো । যেখানে ফাউন্ডেশনের জ্ঞান থাকেনা, সেখানে একাগ্রতার অভাবের কারণে পরখ করার ও নির্ণয় করার শক্তি দুর্বল হবে । আচ্ছা ।

বাপদাদা সবকিছু শুনছেন । তাঁর কৌতুকও হয় আবার তাঁর স্নেহের কারণে তোমাদের জন্য নিজেকে বিলিয়েও দেন । বাচ্চাদের সাহস দেখে তিনি খুব খুশি হন । ব্রহ্মাবাবা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, বাচ্চাদের তাঁর সমান বেহদের মালিক হওয়া উচিত । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করে আছেন, তাই না এবং দিনরাত বাচ্চাদের সেবায় তৎপর থাকেন । সূক্ষ্মবতনে তো দিনরাত নেই, কিন্তু স্থূল বতনে তো আছে । প্রত্যেক বাচ্চাকে তিনি বিশেষ আত্মা, সম্পূর্ণ আত্মা, সম্পন্ন আত্মা এবং সমান

হওয়া আত্মরূপে দেখতে চান। এইজন্য বাবা ব্রহ্মা বাবাকে বলেন, ধৈর্য ধরো ! যতই হোক, ব্রহ্মার অনেক উদ্যম আছে, তাই না ! এইজন্য তিনি বাবার সাথে তোমাদের সম্বন্ধে এই রুহ-রিহান করেন যে, তোমরা বাচ্চারা বাবার হাতে হাত রেখে তাঁর সমান হয়ে যাও। আদি থেকে শুরু করে ব্রহ্মাবাবার সাকার জীবনের কি বিশেষত্ব তোমরা দেখেছিলে ? তিনি সবসময় বলতেন, কব নহি, অব করো অর্থাৎ অন্য কোনো সময় নয় এখনই করতে হবে। কব শব্দ না তাঁর শোনার, না শোনানোর সংস্কার ছিল। কোনো বাচ্চা যদি বলতো যে, ঘন্টা খানেক পরে করবো, তখন কি বাবা তাঁকে ঘন্টাভর সময় নিতে দিয়েছেন ? কেউ বলতো, ট্রেন ছাড়তে আর ৫-১০ মিনিট আছে তো বাবা কি তাদের থামতে দিয়েছেন ? ট্রেন থেমে যাবে কিন্তু বাচ্চারা স্টেশনে পৌঁছেই যাবে। চলন্ত ট্রেন থামবে কিন্তু বাচ্চাদের পৌঁছাতেই হবে। প্র্যাকটিক্যালি তোমরা তো এইরকম হতে দেখেছিলে, তাই না ! একইভাবে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, সেটা স্ব-পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই হোক বা বিশ্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কব (কখন) শব্দের বদলে অব (এখন) শব্দ তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আসুক, সদা এতেই ব্রহ্মাবাবার আগ্রহ থাকতো। তাইতো তোমরা ফলো ফাদার করছো, তাই না ! আচ্ছা !

(কয়েকজন ভাই-বোন বাপদাদার থেকে ছুটি নিতে এসেছেন)

স্নেহের রেসপন্স তো তোমরা পেয়েছ, তাই না ! সন্টে দিল পর সাহেব সদা রাজী অর্থাৎ যাদের হৃদয় স্বচ্ছ তাদের প্রতি ভগবান সদা খুশি থাকেন। আদি থেকে প্রকৃত নির্ভাবান আত্মা তোমরা, এইজন্য বাবাও প্রকৃত অনুরাগীদের সদা স্নেহের রেসপন্স দিতে থাকেন। হৃদয়ে সদা বাবাই অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন এইজন্য অতি তীব্র পুরুষার্থে চলছো। তোমরা কর্মযোগী আত্মা, তাই না ! কর্ম আর যোগ কস্মাইন্ড, তাই তো ? তোমরা সদা ব্যালেন্স রেখে বাবার থেকে ব্লেসিংস নিয়ে ক্লিসফুল জীবনে থাকো। তোমরা এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাবা সদা প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি এই শুভ আশা রাখেন যে, এই বাচ্চাই বিজয়মালার দানা। আচ্ছা!

বরদানঃ- দুর্বল সঙ্কল্পের জাল সমাপ্ত করে পরতন্ত্রতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র আত্মা ভব

পরতন্ত্রতার বন্ধন নিজেরই মনের ব্যর্থ দুর্বল সঙ্কল্পের জাল। এই জাল কোশ্চেন রূপে আসে। যখন কোশ্চেন ওঠে, আমি জানিনা কি হবে, এইরকম হবেনা তো তখনই জাল তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের একটাই সমর্থ সঙ্কল্প হতে হবে, যা হবে তা' কল্যাণকারী হবে, শ্রেষ্ঠ বা ভালো থেকেও ভালো হবে - এই সমর্থ সঙ্কল্পের দ্বারা জালকে সমাপ্ত করে বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- "জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা"র প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ নম্রতা আর ভয়হীনতা।

২৬-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান দেন, যার দ্বারা সূর্যবংশী
ঘরানার স্থাপন হয়, তোমরা এখন সেই ঘরানার মালিক তৈরী হচ্ছে"

প্রশ্ন :- কোন্ বিষয়ের নিশ্চয়তা পাকা হলে সহজেই বাবার অবিনাশী বর্সার অধিকারী হতে পারবে ?

উত্তর :- প্রথমে এই নিশ্চয়তা আনতে হবে যে, বেহদের সেই বাবা স্বর্গ বানাতে এসেছেন, কাজ -
কারবার করেও এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা হলাম সেই বাবার সন্তান, আমরা স্বর্গের
মালিক হলে অপার খুশীতে থাকতে পারবো, আর সহজেই অবিনাশী বর্সার অধিকারী হতে পারবো ।
যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে তাদের অপার খুশীর পারদ সবসময় চড়ে থাকে । আর যদি খুশী না
থাকে তো বুঝতে হবে যে, আমার পাই - পয়সার তুল্য নিশ্চয়তা নেই ।

গীত :- যেই দিন থেকে তুমি, আমি মিলেছি -----

ওম শান্তি । এ কার মহিমা হলো ? পরমপিতা পরমাত্মার । তাঁকে বলাও হয় পরমধাম নিবাসী
পরমপ্রিয়, পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা হলে সেই অনুভবী বাচ্চা যাদের পরমপিতা পরমাত্মা আপন
করে নিয়েছেন আর তোমরা বাচ্চারাও পরমপিতা পরমাত্মাকে আপন করে নিয়েছো । পরম অর্থাৎ
উঁচুর থেকেও উঁচু । এখন আত্মাদের বুদ্ধিতে আসে যে, আমরা আত্মারা বাস্তবে পরমধামে পরমপিতা
পরমাত্মার কাছেই থাকি । দুনিয়াতে আর কারোরই এই জ্ঞান নেই । তারা তো নিজেদেরই পরমাত্মার
রূপ মনে করে, তাহলে তো কোনো জ্ঞানই থাকলো না । সেই পরমপিতা পরমাত্মা যখন এসে মিলিত
হন, তখন তিনি নতুন কথা শোনান নতুন দুনিয়ার জন্য । নতুন দুনিয়াতে থাকে নতুন দিন আর
নতুন রাত । পুরানো দুনিয়াতে থাকে পুরানো দিন আর পুরানো রাত আর অনেক প্রকারের অনেক
দুঃখ । বেশীরভাগই এখানে দুঃখী । রাতে কাম কাটারি চালায় আর দিনেও পাপ করতে থাকে । আর
নতুন দুনিয়াতে সর্বদা সুখই সুখ থাকে । এ কথা তো অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকবে । নতুন দুনিয়াতে থাকে
সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী । এমন বলা হয় না যে প্রিন্স - প্রিন্সেসের রাজধানী । রাজা
- রানীর রাজধানীই বলা হয় । বরাবর সত্যযুগে থাকে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণের ঘরানা । স্বর্গ থাকার
কারণে সেখানে থাকে অনেক সুখ । আর সেই সুখের জন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছো, সে হলো পবিত্র
রাজধানী । বাবা তোমাদের সেই নতুন দুনিয়ার মালিক বানান । সেই সময় এই বিশ্বে আর কোনো
ঘরানা বা ধর্ম থাকে না । যখনই কাউকে বোঝাবে তখন লিখিয়েও নেবে যে, হ্যাঁ এ হলো যথার্থ
কথা । প্রতি মুহূর্তে রিভাইস করলে নিশ্চিত হবে --- পবিত্র, নতুন দুনিয়াতে যথা রাজা - রানী
তথা প্রজারাও পবিত্রই থাকে । সদা সুখী থাকে তারা । এখন তো তারা সদা দুঃখী । সঙ্গমেই এই
উপহার দেওয়া হয় যে -- কলিযুগের অন্তিমে কি থাকে আর সত্যযুগের আদিতে কি হবে, আজ কি
আছে আর কাল কি হবে ? এখন বেহদের রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এরপর কাল তোমরা দিনে
রাজত্ব করবে । আজ হলো পতিত দুনিয়া আর কাল পবিত্র দুনিয়া হবে । সাধু - সন্ত আদি সবাই
গায় - পতিত - পাবন সীতারাম যখন দেখবে এমন গান গাইছে তখন জিজ্ঞেস করা উচিত,
তোমরা পতিত - পাবন কাকে মনে করে স্মরণ করো ? পতিত কে ? পাবন বা পবিত্রই বা কে
করেন ? পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া কেমন ? পতিতকে যিনি পবিত্র করেন তিনি অবশ্যই

আসবেন আর পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন। কলিযুগ অন্তকে পতিত দুনিয়া আর সত্যযুগ আদিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। তাকেই সবাই স্মরণ করে। পবিত্র দুনিয়া হলো স্বর্গ। তাহলে সেই স্বর্গ অবশ্যই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই স্থাপন করেন। সেই পবিত্র দুনিয়া, স্বর্গের রচয়িতা হলেনই পরমপিতা পরমাত্মা। নরকের রচয়িতা রাবণের কোনো মহিমা হয় না। মানুষ তাকে জ্বালায়। মানুষ জানে না, রাবণ নাম রেখে দিয়েছে। এর মতো কোনো মানুষ হতে পারে না। মানুষ তো পুনর্জন্ম নেয়। নাম রূপেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। রাবণের নাম - রূপ কখনোই পরিবর্তন হয় না। এই দশ মাথাই চলে আসছে। দিনে দিনে আধা ফুট লম্বা বানানো হচ্ছে কারণ রাবণ এখন বড় হয়ে যাচ্ছে। রাবণকে জ্বালিয়ে আসছে তবুও মানুষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে পতিত কে বানায়? এই পাঁচ বিকারকেই রাবণ বলা হয়। এই রাবণই দুঃখ দেয়, পতিত বানায়। তাই তো এই বিকারকে ত্যাগ করা উচিত, তাই না। সাধু - সন্ত ইত্যাদি অনেকেই এই বিকারকেই দানে নেয়। তারা বলে ---- আচ্ছা, তোমাদের মিথ্যা কথা বলা আমাকে দিয়ে দাও। বিশেষ করে কাম বিকারের জন্য বলে -- মাসে একবার কি দু'বার যাও। কিন্তু এখানে তো পাঁচ বিকারের কথা। কেবল একবার এক চোরকে ধরলে, অন্য চোর চুরী করতে শুরু করবে। তাই এই কথা কাউকে বোঝানো খুব সহজ। পতিত আত্মা, মহান আত্মা বলা হয়। পতিত পরমাত্মা বা মহান পরমাত্মা বলা হয় না। তাহলে পবিত্র কে বানাবে? অবশ্যই ভগবানের দিকেই ইশারা করবে। উপরের দিকেই নজর যাবে। তিনি কবে আসবেন? তাঁর নাম কি? ভারতে শিব জয়ন্তী তো প্রসিদ্ধ। তাঁর নামই শিব, অন্য কোনো নাম দেওয়া হয় না। বুদ্ধিতে অবশ্য লিপ্সাকারই আসবে। সোমনাথ -- বললেও বুদ্ধিতে সেই লিপ্সই আসবে।

এখন তোমাদের আত্মা জানে যে পরমাত্মা হলো আমাদের মতোই এক স্টার। এই যে তারারা, তাদের নক্ষত্র দেবতাও বলা হয়। নক্ষত্র কখনো ভগবান নয়। তোমরা হলে নক্ষত্র বা তারা। তোমাদেরও ভগবান বলা হবে না। তাহলে পরমাত্মা হলো এক বিন্দু। কিন্তু কিভাবে তার পূজা করা হবে? তাই ভক্তি মার্গের মানুষ লিপ্সের রূপ বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতো বড় জিনিস কিছু নয়। আত্মা তো ছোটো - বড় হয় না। তাই তাঁকে বড় বানানোও ভুল। কোনো মানুষেরই পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান নেই। এ অনেক বড় কথা। বলা হয়, একদম বিন্দু, কিন্তু তাঁকে স্মরণ কিভাবে করবো? আরে, আত্মাদের তো তাদের বাবাকে স্মরণ করা খুব সহজ। কেবল বাবার মহিমা পৃথক। আত্মারা তো একইরকম। আত্মার মধ্যেই ভালো বা খারাপ, উঁচু - নীচু সংস্কার থাকে। আবার আত্মার মধ্যেই জ্ঞান থাকে। আত্মা কতো ছোটো। আত্মার সংস্কার অনুসারেই মানুষ গরীব বা বড়লোক হয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞানই আছে। মানুষ পরমাত্মাকেই জানে না তাই তাদের আত্মার জ্ঞানও নেই। উল্টে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করে নিয়েছে। এই সমস্ত জ্ঞান আত্মাই ধারণ করে। আত্মাই তার সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এই আত্মাই আবার কথা বলে। মানুষ নিজেদের মানুষ মনে করে কথা বলে। এখানে নিজেকে আত্মা মনে করার অভ্যাস করতে হয়। আমাদের আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। মানুষ তো বলে দেয় আত্মা নির্লিপ্স। যদি নির্লিপ্সই হয় তাহলে সংস্কার কার মধ্যে ভরা হয়। মানুষ অনেক দ্বিধার মধ্যে রয়েছে। এই নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান বাবাকেই এসে দিতে হয়। পুরানো দুনিয়ায় থাকা মানুষরা এই জ্ঞান দিতে পারে না। তাহলে বাবাকে তো জানতেই হবে, তাই না। ভক্তদের ভগবানের থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। ভক্তিও তো চলে আসছে। মানুষ নুড়ি - পাথরের মধ্যে পরমাত্মাকে খুঁজতে থাকে। তারা মনে করে, সবাই পরমাত্মার রূপ। বাস্তবে সবাই হলো ভাই - ভাই। লক্ষ্মী -

নারায়ণ থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষই ভাই - ভাই যেহেতু তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যদি শিবের সন্তান বলা হয় তাহলেও তো তিনি নিরাকার আত্মা। ব্রহ্মার সন্তান শরীরগত ভাবে ভাই - বোন হয়ে যায়। কিন্তু আবার যখন গৃহস্থ ব্যবহারে আসে তখন এই ভাই - বোনের ভান ভুলে যায়। যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে কেউ বিকারে যাবে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা বিকারে যেও না। তোমরা এক বাবার বাচ্চারা সবাই ভাই - বোন। এখন ব্রহ্মা তোমাদের সামনে বসে আছে। তোমরা তার সন্তান, সবাই বি.কে। এ হলো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকার যুক্তি। জনকের উদাহরণ তো আছেই। প্রথমে এক একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া উচিত যে বাবা এসেছেন স্বর্গ বানাতে। ব্যস, এই ভীত যদি একবার লেগে যায় তাহলে চট করে বাবার হয়ে যাবে।

বাবা বলেন যে, তোমরা আমার হয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেবো। আমরা নিশ্চিত যে, ইনি হলেন সেই বেহদের বাবা। আমরা অবশ্যই তাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেবো। "মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব" কত সহজ কথা। কাজকারবার করেও যেন বুদ্ধিতে এই স্মৃতি থাকে যে, আমরা হলাম বাবার সন্তান। আমরা স্বর্গের মালিক হবো, তো এই খুশী থাকবে। এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র। এই ৮৪ জন্ম হলো সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। কেবল চক্র বললেই জন্ম সিদ্ধ হয় না তাই বলতে হবে, আমরা ৮৪ জন্ম জানা স্বদর্শন চক্রধারী। তখন বাবাও স্মরণে আসবে আর পাঁচ যুগও স্মরণে আসবে। এখন আবার আমরা স্বর্গে যাবো। আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিতে যেন চক্র ঘুরতে থাকে আর শরীর নির্বাহের জন্য কাজ - কারবারও করতে হবে। বাবা বলেছেন যে, স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান আমার ভক্তদের দাও। তাদের বোঝালে তারা চট করে নিশ্চিত হবে যে, বরাবর আমরাই ৮৪ জন্ম নিই। ৮৪ জন্ম যারা নেবে না, তাদের ধারণাও হবে না। ৮৪ জন্মের অর্থ হলো প্রথমে দিকে আমরা সূর্যবংশীতে আসবো। কেউ যদি অল্পও শোনে তবেও সে অবশ্যই স্বর্গে আসবে। কিন্তু ৮৪ জন্ম নেবে না, দেবীতেও আসতে পারে। তাদের খোড়াই ৮৪ জন্ম হবে। এ হলো জ্ঞানের মহান কথা। কতই না হিসেব - নিকেশ আছে। তবুও বাবা বলেন, আচ্ছা, যদি এমন গুহ্য রহস্য বুঝতে না পারো তাহলে শুধু বাবার হয়ে তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা তো নাও। আমরা হলাম শিব বাবার বাচ্চা। তিনি স্বর্গের রচয়িতা। এই নেশা থাকা উচিত। কিন্তু মায়া এই নেশায় থাকতে দেয় না। কেউ কেউ বলে -- বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো - এ কোনো বড় কথা নয়। মায়া আমাদের কি করবে? আমরা তো অবশ্যই এই বর্ষা পাবো। এ কত সহজ কথা। কারোর যদি এই ভীত বিদ্ধ হয় তাহলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করে খুবই খুশীতে থাকবে। যতক্ষণ এই খুশী না আসে ততক্ষণ বলা হবে পাই পয়সাতেই নিশ্চিত। যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাদের খুশীর পারদ সবসময় চড়ে থাকে। কোনো রাজার যদি সন্তান না থাকে তাহলে বলে, এই কেল্লার ভিতরে প্রথমে যে আসবে তাকেই দত্তক নেবে, তখন লাইন লেগে যায়। কোনো খেলাতেও লাইন লাগে। দুধের বোতলের জন্যও লাইন লাগে। প্রথম নম্বরে দাঁড়ানোর জন্য ভোরবেলা উঠে দাঁড়িয়ে যায়। না হলে বুঝতে পারে যে, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তেমনই এখানেও বাবার গলার হার হওয়ার জন্য লাইন লেগে যায়। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। বাবাকে স্মরণ করা হলো বুদ্ধির দৌড়। বাকি কাজ কারবার করতেই থাকো। হাতে কাজ করতে করতে বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আশিক আর মাসুক এক জায়গায় খোড়াই বসে থাকে। কাজ - কারবার করেও বুদ্ধি তার দিকেই থাকে। তাই এখানেও বুদ্ধি একজনের সাথে যুক্ত থাকা চাই, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। যে সময়

পাও তাতেই পুরুষার্থ করো। আবার গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে। এ কোনো কর্ম সন্ন্যাস নয়। শরীর নির্বাহ তো করতেই হবে।

এখন বাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে বলেন, আমি তোমাদের বাবা, আমিই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরা আমাকে আপন করে নেবে না? আমার যখন হয়েছে তখন আমার সাথে যোগ লাগাও আর আমার হয়ে তোমরা যদি পবিত্র না থাকো, নাম যদি বদনাম করাও তাহলে অনেক সাজা ভোগ করবে। সদ্ধুরুর নিন্দাকারী স্বর্গের দ্বারে পৌঁছাতে পারে না। আচ্ছা, বাপদাদা, মাতা - পিতা, যাদের থেকে সদা সুখের বর্ষা নাও, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রাজ্য ভাগ্যের অধিকার নাও, বাপদাদার এমন হারানিধি বাচ্চাদের স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার গলার হার হওয়ার জন্য বুদ্ধির দৌড় করতে হবে। এই স্মরণের যাত্রায় রেস করতে হবে।

২) শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করেও স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। কখনোই সদ্ধুরুর নিন্দাকারী হয়ো না। নামকে বদনাম করার মতো কোনো কর্ম করো না।

বরদান :- নিজের সাহসের (হিম্মত-এর) আধারে উৎসাহ - উদ্দীপনার পাথায় উড়তে থাকা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও

যা কিছুই হোক না কেন নিজের হিম্মত ছেড়ে না। অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজের মন খারাপ করো না। কি জানি, আমার তো এমন হবে না - এমন সঙ্কল্প কখনোই করো না। ভাগ্যবান আত্মারা কখনোই কারোর প্রভাব বা আকর্ষণে নীচে আসে না, তারা সর্বদা উৎসাহ - উদ্দীপনাতে ওড়ার কারণে সুরক্ষিত থাকে। যারা অতীতের কথা, দুর্বলতার কথা চিন্তা করে, অতীতের দিকে দেখে, এই অতীতে দেখার অর্থ হলো রাবণকে আহ্বান করা।

স্লোগান :- প্রত্যেকের মতকে সম্মান দেওয়ার অর্থ হলো সম্মান নেওয়া, সম্মান যারা দেয় তারা কখনোই অপমান করে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিজয়ী রত্ন হতে জীবনমৃত স্থিতিতে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার মালা হওয়ার পুরুষার্থ কর"

প্রশ্ন:- স্ব দর্শন চক্রের রহস্য স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাদের ধারণা নম্বর অনুযায়ী হয়, কেন ?

উত্তর :- কারণ এই ড্রামা যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্মণরাই ৮৪ জন্মের রহস্যকে যথার্থ ভাবি বুঝে স্মরণ করতে পারে। কিন্তু মায়া ব্রাহ্মণদের স্মরণ যাত্রায় বাধা উৎপন্ন করে, ক্ষণে ক্ষণে যোগ ছিন্ন করে। যদি এক রকম সমান ভাবে ধারণা হয়ে যায় তবে তো সবাই সহজে পাস করবে তাহলে লক্ষ জনের মালা তৈরি হবে। তাই রাজধানী স্থাপন করার জন্যে নম্বর অনুযায়ী ধারণা হয়।

গান: মরণ তোমারই সরণীতে

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। এ হল জীবনমৃত জীবনের জন্ম। মানুষ যখন দেহ ত্যাগ করে তার দুনিয়া শেষ হয়, আত্মা দেহ থেকে পৃথক হলেই মামা , কাকার কোনো সম্বন্ধ আর থাকেনা। বলা হয় - মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বাস্তবে কেউ যায়না। কিন্তু মানুষ ভাবে আত্মা ফিরে গেছে বা জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে আত্মাকে পুনর্জন্ম নিতেই হয়। পুনর্জন্মকেই জন্ম-মরণ বলা হয়। শেষের দিকে যে আত্মারা আসে, হতে পারে তাদের মাত্র একটি জন্ম গ্রহণ করতে হবে। দেহ ত্যাগ করে তারা ফিরে যাবে। পুনর্জন্ম নেওয়ার খুব ভারী হিসাব নিকেশ রয়েছে। কোটি কোটি মানুষ, এক একজনের বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। এখন তোমরা বাচ্চারা বল যে - হে বাবা, আমাদের দেহের সম্বন্ধ গুলি ত্যাগ করে তোমার গলার মালা হতে এসেছি অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় তোমার আপন হতে এসেছি। পুরুষার্থ শরীর দিয়ে করতে হবে। আত্মা একা তো পুরুষার্থ করতে পারবেনা। বাবা বসে বোঝান - যখন রুদ্র যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন সেখানে শিবের বিশাল চিত্র মাটি দিয়ে তৈরি করা হয় আর অনেক শালিগ্রামের চিত্র মাটি দিয়ে তৈরি হয়। এবারে সেই শালিগ্রাম গুলির কি পরিচয় যাদের চিত্র তৈরি করে পূজা করা হয় ? শিবের পরিচয় তো জানবে যে ইনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। শিবকে মুখ্য স্থানে রাখা হয়। আত্মাদের সংখ্যা তো অনেক। তাই শালিগ্রাম সংখ্যায় অনেক তৈরি করা হয়। ১০ হাজার বা এক লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি করা হয়। রোজ তৈরি হয় , রোজ ভেঙে আবার তৈরি করা হয়। খুব পরিশ্রম হয়। পূজারী ও যজ্ঞ আয়োজনকারী কেউ জানেনা এরা কে। এত সব আত্মারা কি পূজনীয় ? না। আচ্ছা, যদি ভারতবাসী ৩৩ কোটি শালিগ্রাম তৈরি হয়, সেও হতে পারেনা কারণ সবাই তো বাবাকে সাহায্য করেনা। এইসব খুবই গুহ্য কথা । চার-পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয় রুদ্র যজ্ঞ আয়োজনে। আচ্ছা, শিব হলেন পরম পিতা পরমাত্মা, সে ঠিক আছে তবে শালিগ্রাম এত সব কোন্ বাচ্চারা, যাদের পূজা হয় ? এই সময় তোমরা বাচ্চারাই বাবাকে জানো এবং সহযোগী হও। প্রজাও সহযোগ করে তাইনা! শিববাবাকে যে স্মরণ করে , তারা স্বর্গে এসে যাবে। যদি কাউকে জ্ঞান প্রদান না-ও করে তবুও স্বর্গে এসে যাবে। তাদের সংখ্যা অনেক হবে ! কিন্তু মুখ্য হল ১০৮। মাশ্বাও দেখ কত মূল্যবান রত্ন বিশেষ! কত পূজা হয় ওঁনার। এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহি অভিমানী অবশ্যই হতে হবে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে

থেকেছ। কোনও মানুষ এমন বলবেনা যে আমি আত্মা পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। সন্তান যদি হও তবে ওঁনার সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি জানা থাকা উচিত। পারলৌকিক পিতার বায়োগ্রাফি হল শ্রেষ্ঠতম। অতএব বাচ্চারা বলে জীবনমৃত হয়ে বাবা আমরা তোমার গলার মালা নিশ্চয়ই হব। আত্মাদেরও বিশাল মালা হয়। তেমনই মনুষ্য সৃষ্টির বিশালতম মালা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মুখ্য। ওঁনাকে আদম, আদিদেব, মহাবীর ইত্যাদিও বলা হয়। এইসব হল খুব গুহ্য কথা।

তোমরা বুঝতে পারো আমরা সব আত্মারা এক নিরাকার পিতার সন্তান এবং এই মনুষ্য সৃষ্টির বংশাবলী যাকে জিনোলজিক্যাল ট্রি (বংশ লতিকা) বলা হয়। যেমন সরনেম হয় - আগরওয়াল , তাদের সন্তান পুত্র পৌত্র আগরওয়াল-ই হবে। বংশাবলী রচনা হয় তাইনা। এক থেকে বৃদ্ধি হতে হতে বৃহৎ বৃক্ষ তৈরি হয়। যে আত্মারা আছে তারা হল শিববাবার গলার মালা। তারা হল অবিনাশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছে। নতুন দুনিয়ার রচনা কিভাবে হয় , তাহলে কি প্রলয় হয়ে যায় ? না। দুনিয়া তো থাকে শুধু যখন পুরানো হয় তখন বাবা এসে নতুন রূপ প্রদান করেন। এখন তোমরা জানো আমরা নতুন ছিলাম। আমাদের আত্মা পবিত্র নতুন ছিল। পিওর (খাঁটি) সোনা ছিল, সেই সোনার মতন আমরা আত্মারা গহনা অর্থাৎ সোনার শরীরও প্রাপ্ত করি, যাকে কায়া কল্পতরু বলা হয়। এখানে তো মানুষের এভারেজ (গড়) আয়ু ৪০-৪৫ বছর হয়। কারো ১০০ বছর হয়। সেখানে তোমার আয়ু এভারেজ ১২৫ বছর হয়, তার চেয়ে কম নয়। তোমাদের আয়ু কল্প বৃক্ষের সমকক্ষে গণনা করা হয়। কখনও অকালে মৃত্যু হবেনা। তোমরা আত্মারা হলে শিববাবার সন্তান, ব্রহ্মা দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জন্ম হবে, তার থেকে প্রজা রচনা করা হয়। সর্বপ্রথম তোমরা ব্রাহ্মণ হও ব্রহ্মা মুখবংশী। শিববাবা তো একজন তাহলে মাতা কোথায়? এইটি তো হল গুহ্য রহস্য। আমি ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের অ্যাডপ্ট করি। তখন তোমরা পুরানো দুনিয়ায় জীবনমৃত অবস্থায় থাক। তারা যে অ্যাডপ্ট করে ধনদান করার জন্যে। বাবা অ্যাডপ্ট করেন স্বর্গের বর্ষা প্রদান করার জন্যে, যোগ্য করে তোলেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে জীবনমৃত থাকতে শেখান। গৃহস্থে থেকে পবিত্র হয়ে বাবার আপন জন হতে হবে। আমরা সেখানকার বাসিন্দা তারপর সত্যযুগে সুখের পার্টি প্লে করি। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। শাস্ত্রে নেই। এখন বাবা বসে আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের পবিত্র করেন। আত্মার আবর্জনা পরিষ্কার করেন। তোমরা স্ত্রীনের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। তারা বসে "তিজরী" -র কাহিনী রচনা করেছে। সেসব বাস্তবে এখনকার কথা। তোমাকে ব্রহ্মান্ড থেকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত খবর প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাবা একবারই এসে বোঝান। সন্ন্যাসীদের তো পুনর্জন্ম হতেই থাকে। ইনি আসেন আর বাচ্চাদের শিক্ষা দেন। ব্যাস, এইসব তো নতুন কথা । শাস্ত্রে এইসব কথা নেই। এই হল বিশালতম কলেজ। নিয়ম হল এক সপ্তাহ ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যোগ ভাঙিতে বসতে হবে। গীতার পার্ঠ অথবা ভাগবত পার্ঠও এক সপ্তাহের জন্যে রাখা হয় তাইনা , তাই সাত দিন যোগ ভাঙিতে বসতে হবে। বিকারী তো সবাই , যদিও সন্ন্যাসী ঘর সংসার ছেড়ে নির্বিকারী হয় তবু বিকার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে নির্বিকারী হওয়ার জন্যে সন্ন্যাস করেন। অনেকে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন কারণ তারা উদাহরণ দেন। কেউ বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে দেহ ত্যাগ কবলে সেই সংস্কার অনুরূপ পুনরায় জন্ম হয়, অর্থাৎ শিশু অবস্থায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়ে যায়। জন্ম নিয়ে নিজেকে অপবিত্র ভেবে পুনঃ পবিত্র হওয়ার জন্যে সন্ন্যাস করে। তোমরা তো একবারই পবিত্র হয়ে দেবতায় পরিণত হও। তোমাদের সন্ন্যাস করতে হবেনা। সুতরাং তাদের সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ, তাইনা ! এইসব কথা নিজেরা বুঝতে পারবেনা। বাবা বসে বোঝান। তিনি হলেন পিতা, উত্তমের চেয়ে উত্তম, তোমরা

ওঁনার সন্তান হয়েছ। এ হল স্কুল, যেখানে নতুন নতুন বিষয় সম্বন্ধে পঠন পাঠন হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের গুহ্য থেকে গুহ্যতম জ্ঞান প্রদান করি। না শুনলে ধারণা হবে কিভাবে ? এবারে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা আমার আপন হয়েছ, এই দেহের ভান বা চেতনাকে ত্যাগ কর, আমি গাইড হয়ে এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

তোমরা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায়। তারা হল দৈহিক পান্ডা , তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তারা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যায়। তোমাদের হল রুহানী যাত্রা। তারা পাণ্ডবদের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে , যুদ্ধ স্থলে দেখিয়েছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের অনেক শক্তি চাই। সংখ্যায় অনেক হয়ে গেলে শক্তি বাড়তে থাকবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি তোমাদের দত্তক নিয়েছি এই ব্রহ্মার দ্বারা তাই এনাকে মাতা পিতা বলা হয়। এইরকম তো সবাই বলে তুমি মাতা পিতা আমরা তোমার সন্তান। আচ্ছা, ওঁনাকে তো গড ফাদার বলা হয়। গড মাদার বলা হয়না। তাহলে মাদার বলা হয় কিভাবে ? মানুষ জগদম্বাকে মাদার ভেবে নেয়। কিন্তু নয়, ওনারও মাতা পিতা আছে, তাহলে ওনার মাতা কে ? এইসব খুবই গুহ্য কথা। গায়ন তো রয়েছে কিন্তু প্রমাণ দিয়ে কে বোঝাবে ? তোমরা জানো ইনি হলেন মাতা পিতা। প্রথমে হল মাতা। যথাযথ ভাবে তোমাদের এই ব্রহ্মা মা-য়ের কাছে প্রথমে আসতে হয়। ব্রহ্মার ভিতরে প্রবেশ করে তোমাদের অ্যাডপ্ট করি, তাই তিনি হলেন মাতা পিতা। এইসব কথা শান্ত্রে লেখা নেই। এইসব বাবা বসে বোঝান - কিভাবে তোমরা মুখবংশী হও। আমি ব্রহ্মা মুখ দিয়ে তোমাদের রচনা করি। কোনো রাজা যদি মুখ দিয়ে বলেন যে তোমরা আমার । সে তো আত্মা বলছে। কিন্তু ওনাকে মাতা পিতা বলা যাবেনা। এ হল খুবই ওয়ান্ডারফুল কথা। তোমরা জানো আমরা শিববাবার আপন হয়েছি তাই এই দেহের অভিমান ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে আত্মা অশরীরী ভাবা পরিশ্রমের কাজ। একেই বলে রাজ যোগ ও জ্ঞান। দুই শব্দ রয়েছে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন বলা হয় রাম নাম জপ কর অথবা গুরুর নাম জপ কর। গুরুদেব দেহ ত্যাগ করলে তাদের সন্তানকে গুরুর আসনে বসানো হয়। এখানে তো বাবা গেলে সবাইকে যেতে হবে। এই হল মৃত্যুলোকের শেষ জন্ম। বাবা আমাদের অমর লোকে নিয়ে যান ভায়া মুক্তিধাম যেতে হবে।

এই কথাও বোঝান হয় যখন বিনাশ হবে তখন কলিযুগের এই স্থান তলিয়ে যাবে। সত্যযুগ উপরে উঠে আসবে। সমুদ্রের তলায় কিছুই যায়না। এখানে তোমরা বাচ্চারা সাগরের কাছে এসেছ রিফ্রেশ হতে। এখানে তোমরা সম্মুখে জ্ঞান ডাম্স দেখ, দেখানো হয় গোপ গোপীকারা কৃষ্ণের সঙ্গে ডাম্স করছে, এ সব হল বর্তমান সময়েরই কথা। চাতক পাখি সম বাচ্চাদের সম্মুখে বাবার মুরলী চলে। বাচ্চাদেরও শিখতে হয়। তারপর যে যত শিখতে পারে। বোঝান হয় বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করা। হে ভগবান বলা হয়, তিনি হলেন রচয়িতা। নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন। একমাত্র বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন যার সময়াবধি হল অর্ধকল্প। বাবা তোমাদের কত রহস্য বোঝান। বাচ্চাদের পরিশ্রম করে ধারণা করতে হবে। স্ব দর্শন চক্রের রহস্য বাবা কত সহজ করে বলেছেন। ৮৪ জন্মের চক্রকে ব্রাহ্মণরাই স্মরণ করতে পারে। এ হল বুদ্ধি দ্বারা যোগ যুক্ত হয়ে চক্রকে স্মরণ করা। কিন্তু মায়া ঋণে ঋণে যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সহজ হলে তো সবাই পাস করে নেবে। লক্ষ জনের মালা তৈরি হয়ে যাবে। এই ড্রামা নিয়ম অনুসারেই আছে। মুখ্য হল ৮, তাতে হেরফের হয়না। ত্রেতার শেষে যত প্রিন্স প্রিন্সেস আছে সবাই একত্রে নিশ্চয়ই এখানে পড়াশোনা করছে। প্রজাও পড়ছে। এখানেই রাজধানী স্থাপন হয়। বাবা রাজধানী স্থাপন করেন,

কোনো প্রিন্সেপ্টর (গুরু বা শিক্ষক) রাজধানী স্থাপন করেন না । এ হল খুবই ওয়ান্ডারফুল রহস্য। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কোথা থেকে এসেছে ? কলিযুগে তো রাজত্ব নেই। অনেক ধর্ম আছে। ভারতবাসী কাঙাল হয়েছে। কলিযুগের রাত পূর্ণ হয়ে , দিন আরম্ভ হয় এবং রাজত্ব চলে। এ কি হল ! আল্লাহ আলাদীনের খেলা দেখানো হয় না ! তাতে কারুনের খাজানা (অগাধ) বেরিয়ে আসে। তোমরা সেকেন্ডে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বৈকুণ্ঠ দর্শন করে আস। আচ্ছা !

মাতা-পিতা, বাপদাদা, বাচ্চারা পুরো পরিবার একসাথে বসে আছে। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন সবাইকে রিফ্রেশ করার সেবা করতে হবে। চাতক পাখির মতন জ্ঞান ডাঙ্গ করতে হবে, করাতে হবে।

২) এই দেহের চেতনাকে ত্যাগ করে পুরানো দুনিয়ায় জীবন্মুত হয়ে থাকতে হবে। অশরীরী থাকার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে স্বর্গের যোগ্য বানাতে হবে।

বরদান :- উড়ন্ত কলার বরদান দ্বারা সর্বদা অগ্রসর হওয়া সর্ব বন্ধন মুক্ত ভব

ব্যাখ্যা: বাবার আপন হওয়া অর্থাৎ উড়ন্ত কলার বরদানী হওয়া। এই বরদানকে জীবনে গ্রহণ করলে কখনও কোনো ভাবে পিছিয়ে থাকবেনা। সদা এগিয়ে থাকবে। সর্ব শক্তিমান বাবার সঙ্গ আছে অর্থাৎ প্রতি পদক্ষেপে অগ্রণী। নিজেও সদা সম্পন্ন থাকে এবং অন্যদেরও সম্পন্ন করার সেবা করে। তারা কোনোরকম বাধা দেখে নিজের চলা বন্ধ করবে না । এমন বরদানী বাচ্চারা কারো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্লোগান - যাদের কাছে সর্ব শক্তির স্টক আছে, প্রকৃতি তাদের কাছে দাসী হয়ে যায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- একমাত্র বাবা-ই হলেন সকলের সুখদাতা ভোলা ব্যাপারী (বণিক), তিনিই তোমাদের সব পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন দিতে আসেন, তাঁরই পূজা হয়"

প্রশ্ন :- তোমাদের ঐশ্বরীয় মিশনের কর্তব্য কি ? তোমাদের কি সেবা করতে হবে ?

উত্তর :- তোমাদের কর্তব্য হলো মানবের কল্যাণ করা । সবাইকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবার পরিচয় দেওয়া । তোমরা সবাইকে বলা যে - স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করো - তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে । তাদের লক্ষ্য কী হবে, প্রত্যেককে তোমাদেরকে তা দিতে হবে । যারা দেবী দেবতাদের মানে, এবং তোমাদের কূলের হবে, তারাই এই সব কথা বুঝবে । তোমাদের সব বক্তব্যই হল অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ।

গীত :- ভোলেনাথের থেকে অনন্য আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ শিববাবা বসে বোঝাচ্ছেন । ভোলানাথ শুধু এক শিববাবাই । গৌরীনাথ যে বলা হয়, গৌরী মানে শুধুই এক পার্বতী নয় । গৌরীনাথ বা বাবুলনাথ অর্থাৎ বাবুল কাঁটাকে যিনি ফুলে পরিণত করেন আর বিকারে শ্যামবর্ণ ধারণকারীদের যিনি গৌরবর্ণ করে তোলেন । সকল মহিমা শুধু সেই এক - এরই । এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় বা ড্রামা । যখন ড্রামা বলা হয়ে থাকে তখন ড্রামার মুখ্য অভিনেতাকে নিশ্চয়ই মনে পড়ে । প্রধান চরিত্রে নিশ্চয়ই হিরো হিরোইনদের জুটি থাকে। এখানেও মুখ্য নিশ্চয়ই কাউকে প্রয়োজন। মাতা - পিতার নাম সবার আগে । সূক্ষ্ম বতনে বলা হয় শঙ্কর পার্বতী । মানুষ ব্রহ্মা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নয় । ব্রহ্মা সরস্বতী বলে, কিন্তু ওঁনারা জুটি নন । বাস্তবে শঙ্কর পার্বতীরও জোড় বন্ধন নেই । বিষ্ণুর দুনিয়া সম্পর্কেও মানুষ জানেনা । ওঁনাকে যে অলংকরণে দেখা যায় তা ওঁনার নয় । এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের জোড় বলা হয় । ভোলানাথ তাঁকেই বলা হয় যিনি অতি সুখ দেন । ভোলানাথ ব্যাপারী, যিনি পুরানো জিনিস নিয়ে নতুন দেন । সবার প্রথমে বুদ্ধিতে ধারণা হতে হবে যে উচ্চ থেকে উচ্চতম কে ? অধিক সুখদাতাই বা কে ? যিনি অনেককেই সুখ দান করেন তাঁরই পূজা হয় । এই সব বিচার সাগর মন্বন করতে হবে । বিচার সাগর মন্বন কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ । তো চিন্তনের দ্বারা এটাই দেখা গেছে যে করা হয়েছে যে, মনুষ্যদের মধ্যে লক্ষ্মী -নারায়ণ হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর । আচ্ছা ওঁনারা কি সুখ দিয়েছেন যে মনুষ্য ওঁনাদের নামগান করে পূজা করে ? বাস্তবে ওঁনারা তো কোনও সুখ দেন নি, তবে হ্যাঁ সুখধামের মালিক ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের কে এমন তৈরি করেছেন ? এর আগেই বা তাঁরা কোথায় ছিলেন ? যদি বাবা তাঁদের এমন তৈরি না করতেন তবে তাঁরা কোথায় থাকত ? এ সবই এখন বাচ্চারা জানে । আত্মার তো কখনও বিনাশ হয়না । তাঁদের এমন কর্ম কে শিখিয়েছেন যে উচ্চ আসন গ্রহণ করেছেন ? নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন তাঁরা । দুনিয়া তাঁদের সম্পর্কে জানেনা যে অতীতে তাঁরা কি ছিলেন । তোমরা এখন জান যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ ৪৪ জন্ম ভোগ করে শেষে ব্রহ্মা সরস্বতী হয় । তবে কী লক্ষ্মী - নারায়ণের মহিমা গায়ন হবে , নাকি যিনি পুরুষার্থ করিয়ে প্রালঙ্ প্রাপ্তি করিয়েছেন তাঁর মহিমা গায়ন হবে ? কত গুহ্য রহস্য । বোঝাতে হবে লক্ষ্মী - নারায়ণ কি করে গেছেন । ওঁনাদেরই রাজত্ব চলছিল। কিন্তু গায়ন শুধু একজনের হয়ে আসছে । শঙ্করাচার্য এসে সন্ন্যাস ধর্মের রচনা করেছেন, পরে তাঁদের পরিচালনাও

করেছেন । তারপর তিনিও তমোপ্রধান অবস্থা প্রাপ্ত করেছেন এরপর তাঁকে সতোপ্রধান কে বানাবে ? মায়া সবাইকে তমোপ্রধান করে ছেড়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণ যাঁরা সতোপ্রধান ছিলেন তাঁরাও চক্র শেষে তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের একই পরিণতি । যত বড়োই নামিদামী ব্যক্তি হোক না কেন -- সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে প্রত্যেককে যেতে হবে । এই সময়ে সবাই পতিত। তমোপ্রধান এই দুনিয়াকে আবার সতোপ্রধান কে তৈরি করবে ? প্রথমে সতোপ্রধান সুখ ভোগ করে পরে দুঃখী হয় । এই রহস্য এখন আমার বাচ্চাদেরই এসে বোঝাই। ৮৪ জন্ম নিলে সতো থেকে তমো নিশ্চয়ই হতে হবে । প্রতিটি জিনিসকে সতো, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে । ধর্মগুরুদেরও তাই হয়। তারাও এখন তমোপ্রধান। এখন তবে উচ্চ থেকে উচ্চতম কে ? যিনি কখনওই তমোপ্রধান হন না । যদি তিনিও তমোপ্রধান হয়ে যান তবে ওঁনাকে সতোপ্রধান করবেন কে ? তাহলে তো তারই মহিমা হবে! এইভাবেই বিচার সাগর মন্ডন করতে করতে যে পয়েন্ট ভালো লাগে সেটাই শোনানো হয় । ভোলানাথ পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, সতোপ্রধান করে তোলেন সবাইকে । সবাই দুর্গতি থেকে মুক্তি পেয়ে সঙ্গতি লাভ করে। নম্বর অনুযায়ী যে প্রথমে আসবে, সে সতোপ্রধান, সতো, রজো হয়ে আবার তমোপ্রধানে পরিণত হবে । সব চেয়ে প্রথম যে আত্মা নীচে আসবে সে সুখ ভোগ করবে, দুঃখ নয় । মানুষ চিনতে পারে না যে, এই আত্মা নতুন তাই তার এতো সুখ আর মান । এখন সবারই তমোপ্রধান অবস্থা । (পাঁচ) তত্ত্ব, খনি ইত্যাদি যা কিছু আছে সব তমোপ্রধান । নতুন ছিল এখন পুরানো হয়ে গেছে । ওখানে (সত্য যুগে) আনাজ, ফল ফুল ইত্যাদি কতো সুন্দর হয় - তাও বাচ্চাদের সাক্ষাতকার করিয়েছি । সৃষ্টি বতনে বাচ্চার যা, গিয়ে বলে বাবা অমৃত পান করিয়েছেন । নিশ্চয়ই উচ্চতর শ্রেষ্ঠ বাবা যিনি শ্রেষ্ঠ জিনিসই দান করেন । বাচ্চাদের এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে উচ্চ থেকে উচ্চতর এক ভগবান । স্মরণও সবাই তাঁকেই করে । গড ফাদারও বলে থাকে । গড থাকেনই উপরে । আত্মা গড ফাদারকে স্মরণ করে তখনই যখন আত্মা দুঃখে থাকে। ভোলানাথ বাবা এসেই সুখ প্রদান করেন । তবে কেন ওঁনাকে স্মরণ করবে না ? আত্মা বলে শরীর নিয়ে যখন দুঃখ ভোগ করি তখন বাবাকে খুব স্মরণ করি। শত্রু রাবণ যখন দুঃখ দেয় তখনই বাবাকে স্মরণ করি । দুঃখে আমরা সব আত্মারাই পরমাত্মাকে স্মরণ করি, তারপর যখন স্বর্গে যাই তখন আর বাবাকে স্মরণ করিনা । এই কথা আত্মারাই বলে, বাবাকেই তো ডাকবে তাই না ! মানুষ তো ওঁনার পেশা, পরিচয় কিছুই জানেনা ; না ডামার রহস্য জানে, না আত্মা কিভাবে চক্রে আসে তা জানে । তোমরা বাচ্চারা এখন সব জান - মায়া রাবণ এসে কিভাবে দুঃখ দেয়। এই রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে দ্বাপর থেকে । এটাও বোঝাতে হবে , কেননা কেউ জানেনা যে সবচেয়ে পুরানো শত্রু হলো রাবণ। তার মতেই পার্টিশান ইত্যাদি হয়েছে ।

এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, আমরা শ্রীমত দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি । তিনিই হলেন সবার সঙ্গতি দাতা । তিনি যখন আসেন তখনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর দ্বারা কার্য করান । উচ্চ থেকে উচ্চতম তিনি, সেই একজন। ওঁনার পরিচয় কেউ জানেনা । এটাও একটা খেলা যা পূর্ব নির্ধারিত । বাবা এসে বোঝান - সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলো রাবণ, তার উপরেই বিজয়ী হতে হবে । বুঝবে তারাই যারা কল্পের প্রথমে বুঝেছিল। তারাই এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে । এখন নিজের মনে বিচার কর সত্যযুগ থেকে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত সম্প্রদায় কতখানি বৃদ্ধি পাবে! তো এত সব মানুষকে জ্ঞান প্রদান করবার সেবা করতে হবে । সবার মধ্যে জ্ঞানের বীজ রোপণ করতে হবে । জ্ঞানের তো বিনাশ হয়না । যারা লড়াই করে তাদেরও উদ্ধার করতে হবে । আমাদের দৈবী সম্প্রদায়

যেখানেই থাকুন না কেন বেরিয়ে আসবে । যারা লড়াই করে, তাদের বিষয়ে বলা হয়, যারা যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু বরণ করবে তারা স্বর্গে যাবে কিন্তু এমনটা বললেই তারা স্বর্গে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ওদের দিকে প্রকৃত লক্ষ্য দিচ্ছ। লক্ষ্য শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই দিতে পারে, মৃত্যু তো আসবেই । মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করবে, শিখ সম্প্রদায় গুরু নানককে স্মরণ করবে, কিন্তু খোড়াই তারা স্বর্গে যেতে পারবে ? স্বর্গে যাওয়ার সময় হল এই সঙ্গমযুগ । তো যুদ্ধ লড়াই ইত্যাদি যারা করে তাদেরকে তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই এই মন্ত্র দিতে পারবে না । স্বর্গের মালিক বানাতে পারেন একমাত্র সকলের উচ্চ যিনি, বাবা । ভগবানুবাচ তো ঠিকই রয়েছে যে যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করলে স্বর্গে যাবে। কিন্তু, সেটা কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে ? যুদ্ধ দুই রকম। এক হলো রুহানি (আধ্যাত্মিক) অপরটি হল দৈহিক । সেই সব গুলিবর্ষণকারীদেরও তোমরা জ্ঞান শোনাতে পার । গীতাতেও আছে মনমনাভব । বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ কর তবেই স্বর্গে যেতে পারবে । যখন সঙ্গমযুগ হবে তখনই স্বর্গে যেতে পারবে । ওসব হল জাগতিক কথা আর এ হলো আধ্যাত্মিক কথা । আমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সাথে, তার উপরেই আমাদের জমী হতে হবে । মৃত্যুপথযাত্রীকে মন্ত্র দেওয়া হয় । এরা তো যাচ্ছেই মৃত্যু বরণ করতে, তাই বাবার বার্তা তাদেরকে দিতে হবে । একদিন গভর্ণমেন্টও তোমাদের বলবে সবাইকে এই জ্ঞান শোনাও । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশনারি । তোমাদের কাজই হলো অনেকের কল্যাণ করা, তাদের বলা ভগবানকে স্মরণ করার কথা । এখন স্বর্গ স্থাপন হতে যাচ্ছে শুনে তারা খুব খুশি হবে । যারা এই কূলের হবে তারাই মানবে । দেবতাদের যারা মান্য করে তারাই এই কথাগুলো বুঝবে আর তাদের কল্যাণও হবে । বাবাকে স্মরণ না করলে স্বর্গে যেতে পারবে না । স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করলে তবেই কল্যাণ হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যারা লড়াই করে তারা লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যায়, ফিরে এসে আবারও তারা লড়াই করে । আত্মা তো সংস্কার নিয়েই যায় তাই না ! স্বর্গে তো যেতে পারবে না। যারা ভারতের সেবা করে তার ফল তো তাদের পাওয়া উচিত তাই না ! ওদের প্রতিও সার্ভিস করতে হবে । বড় বড় মাপের মানুষদের বোঝাতে হবে। যার দ্বারা তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের বলবে এখানে এসে ভাষণ দাও । যেমন এক মেজর বাবাকে (ব্রহ্মা) চেয়েছিলেন । যেখানে সেখানে বোঝাবার জন্য ঢুকে পড়তে হয় । বড়দের বোঝালে ছোটরাও তারপর আসে। কিন্তু গুরুদের তোমরা বোঝাতে গেলে তাঁর শিষ্যরাই ওঁনার মাথা খারাপ করে দেবে আর তাঁকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে গদিতে বসাবে, কেননা এ হলো (বাবার এই জ্ঞান) একদম নতুন জ্ঞানের কথা । সারা দুনিয়াতে একটি মনুষ্যও গীতাকে পুরোপুরি বোঝেনি । বলে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই বিনাশ জ্বালা (অগ্নি) প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারপর কি হয়েছিল জানেনা । মানুষ কিছুই জানেনা । এই সময় সব কিছুই তমোপ্রধান । ক্রিস্চানরাও মানে যে ক্রাইস্ট এখন ভিখারি রূপে আছে । তারপর ভিখারিকে আমীর (বিত্তবান) কে বানাতে ? সবার সঙ্গতি দাতা একজনই – পরমাত্মা। তোমরা বাচ্চারা যদি বিধি পূর্বক বসে বোঝাও তবে অনেকেরই কল্যাণ হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি পতিত – পাবন তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে। যে উপযুক্ত হবে সেই আসবে । যাদের স্বদর্শন চক্র বা মনমনাভবর অর্থ বুদ্ধিতে আছে তাদেরই ব্রাহ্মণ বলা হবে । ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হওয়া যাবে না । প্রজা তো অনেক হবে । ত্রেতার শেষ পর্যন্ত যারা আসবে তারাই এই মন্ত্র পাবে। তীর তাদেরই লাগবে যারা এই কূলের হবে । তোমাদের তীর এখন ধারালো হচ্ছে । শেষে গিয়ে খুব তীক্ষ্ণ বাণ লাগবে । সন্ন্যাসীদেরও বাণ লেগেছে তাই না ! ওরা ভাবে ভগবানই এই বাণ মারেন । তোমাদের জ্ঞান বাণ এখন ধারালো রিফাইন হতে যাচ্ছে । মুখ্য বাণ একটাই মনমনাভব । যথার্থ রূপে বোঝাও যে এই সঙ্গমযুগেই স্বর্গে যেতে পারবে । মহাভারতের লড়াই

সামনে অপেক্ষা করছে। ওটাও যুদ্ধের ময়দান আর এটাও যুদ্ধের ময়দান। মায়াকে পরাজিত করতে মেহনত করতে হয়। সাধারণ প্রজাও অনেক হবে। যারা এই কূলের নয় তারা কখনও ভগবানকে স্মরণ করবে না। সার্ভিসের জন্য বিচার সাগর মন্ডন চলতে থাকলে তোমাদের জ্ঞানের অনেক পয়েন্টস স্মৃতিতে থাকবে আর যুদ্ধেও বিচার সাগর মন্ডন চলতে থাকবে যে -- এইভাবে চললে বিজয়ী হতে পারবো। বুদ্ধি তো চলেই তাই না! প্র্যাকটিসও করে। যখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয় তখনই ময়দানে লড়াই করতে যায়। তোমাদের কাছে অনেক আসবে। ভগবানের দরজায় ভক্তদের ভীড় হয়। মশার মতো আসবে। প্রাইম মিনিস্টার বা রাজা - রাণীদের কাছেও এতো ভীড় হয়না, যতটা ভক্তদের ভীড় হয় ভগবানের কাছে। এরপর সেই ভাবনাতেই আসবে। তখন কোনও খারাপ বিচার তাদের মনে থাকবে না। ইনি তো হলেন নিরাকার বাবা, তাই না! বুদ্ধিতে আছে যে ভগবানের কাছে তো ভক্তদেরই ভীড় হবে, সবাইকেই আসতে হবে। এখানে আমাদের জড় চিত্রের স্মৃতি একদমই যথাযথ। শিববারাও চিত্র আছে। আছে জগত্পিতা জগৎ অম্বারও চিত্র। এ হল তোমাদের এখনকার গ্রুপ -- শক্তি সেনার। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্র আর মনমনাভবর অর্থ বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করতে হবে। সবাইকে (তাদের) লক্ষ্য দেওয়ার সেবা করতে হবে।

২) মায়াকে জয় করতে হলে বিচার সাগর মন্ডন করে, জ্ঞানের গভীরে গিয়ে রক্ত বের করে আনতে হবে।

বরদান :- অনুভবের সম্পন্নতা দ্বারা সদা উৎসাহ -উদ্দীপনায় স্থিত মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হও

অনুভবই হলো বৃহত্তর অথরিটি। প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি জ্ঞানের পয়েন্টের অনুভবে সম্পন্ন হও, তবেই চেহারাখুশির উৎসাহ - উদ্দীপনার ঐচ্ছল্য দেখা দেবে। এখন শোনানো আর শোনানোর সাথে সাথে অনুভবের প্রতিমূর্তি হওয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন করো। অনুভবের অথরিটি যার আছে, সে সর্বদা নিজেকে পরিপূর্ণ আত্মা অনুভব করবে। বীজ যেমন ভরপুর হয়, তেমনই জ্ঞান, গুণ, শক্তি গুলি সকলের মধ্যে ভরপুর হওয়ার কারণে মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হয়ে যায়।

স্লোগান :- অমৃতবেলা হল বিশেষ প্রভু পালনার বেলা। এর মহস্বকে জেনে সম্পূর্ণ লাভ ওঠাও।

২৯-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কর্ম ও গুণগুলির কথা অবশ্যই স্মরণে রাখবে তোমরা, তা স্মরণে থাকলেই তোমরাও বিকর্মাভীত হতে পারবে এবং বিকারের ময়লা-আবর্জনাগুলিও ভুল্ল হবে"

প্রশ্ন :- অতি সহজেই কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা জন্মে ?

উত্তর :- ১) যার মধ্যে পুরোনো উল্টো-পাল্টা সংস্কার থাকে না। যার মন ও বুদ্ধি স্মরণের যোগে শুদ্ধ হয়, জ্ঞানের ধারণাও তার ভাল হয়।

২) কেবলমাত্র পবিত্র বুদ্ধিতেই এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন ধারণ করা যায়।

৩) আহার যার একদম শুদ্ধ থাকে। আহারের পূর্বে বাবাকে নিবেদন করে তারপর তা গ্রহণ করলে জ্ঞানের ধারণা সুন্দর ধারণ হয়।

এইভাবেই জ্ঞানকে ধারণ করতে করতে তোমরাও মুরলীধর হতে পারবে।

গীত :- মন চায় হৃদয় ভরে
ডাকি তোমারে.....

ওঁম শান্তি! পরমাত্মাকে ডাকে আত্মারাই। কিন্তু তোমরা যদি কেবল আত্মা বলা, অন্যেরা তখন বলতে পারে আত্মা তো থাকে নির্বানধামে। সেই কারণেই বলা হয় "জীবাত্মা" "পরমাত্মাকে" ডাকে। পরমাত্মার বিষয়ে ভক্তদের মন-বুদ্ধি কত জায়গাতেই না ঘুরতে থাকে। যেহেতু জাগতিক লোকেরা এসবের বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা ভাবে পরমাত্মা তো সর্বব্যাপী, তাই তাদের বুদ্ধিও নানা দিকে ভ্রমিত হতে থাকে। এই সর্বব্যাপী ধারণার জন্যই তারা এমনও বলে যে, সবকিছুতেই ভগবান রয়েছে। অথচ তারাই আবার ভগবানকে ডাকে, বুদ্ধিতে কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও থাকে না। তাই পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি বুদ্ধিও যায় না তাদের। এমন কি কোনও জীবাত্মার বুদ্ধিতে এটাও আসে না, তারা কেন ঐ জ্যোতির্লিঙ্গকে স্মরণ করে ? আর কি বা প্রাপ্তি হয় তা থেকে, যে কারণে এত ভক্তিভরে তাকে স্মরণ করে ? স্মরণ তো তাকেই করা উচিত, যে খুব ভাল কিছু উপহার দেয়। তেমন উপহারে সমগ্র জীবনও তার কথা মনে থাকে। আর কেউ সামান্য কিছু উপহার দিলে, তা মনে থাকে অল্প সময়ের জন্য। ধরো, যে খুবই গরীব, তাকে যদি কেউ ঘর-বাড়ী বানিয়ে দেয়, কিংবা কোনও কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যার বিয়েতে সাহায্য করে, তখন সারা জীবন ধরে সে তাকে মনে রাখবে। এমন কি তার নাম, ধাম, চেহারা সবকিছুই মনে থাকবে। অন্যকেও বলবে, অমুকে আমার এই বাড়ী বানিয়ে দিয়েছে। তেমনি এখানেও তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, এই বাবাই তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানায়। লোকেরা তো না আছে আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান, আর না আছে পরমাত্মার বিষয়ে কোনও জ্ঞান। "আত্মা"- যা সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম, যাকে সেভাবে বোঝাও যায় না। কখন বা সে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে, আর কখন বা বাইরে বেরিয়ে যায়। এসব বিষয়ও অতি সূক্ষ্ম বিষয়। তার সাক্ষ্যাংকার হতে পারে কেবল দিব্য-দৃষ্টি দ্বারাই। লোকেরা যে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলে, তারা সেই ব্রহ্মের কথাই বলে, যেখানে শুধুই আলো আর আলো, অথও আলোই দেখে তারা। তার মধ্যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের আলোর উজ্জ্বলতা অবশ্যই বেশী। কিন্তু পরমাত্মা তো আর তা নয়। মানুষেরা যেমনটা ভাবে। বাচ্চারা, পূর্বে তোমরাও সেই লিঙ্গ-রূপকেই ভাবতে। কিন্তু এখন তোমরা সঠিক

বুঝতে পারছো, আসলে তা দিব্য-জ্যোতির্বিদ্যু তারার মতন। আত্মারও সেই একই রূপ। অন্য কিছু হতে পারে না। আত্মার মতন পরমাত্মাও তেমনি বিন্দুরূপ।

লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মহিমা কেন, কি এত বিশেষত্ব আছে তাদের মধ্যে ? তাদের আত্মা ও শরীর উভয়ই সতোপ্রধান। কত সুন্দর, হর্ষিত-মুখ, উজ্জ্বল চেহারা! আত্মা অতি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। তোমাদের তা বোঝানোও হয়, সেই আত্মাতেই যখন বিকারের ময়লা-আবর্জনার প্রলেপ পড়ে, তখন তার উজ্জ্বলতা কম হয়ে যায়। উজ্জ্বলতা কম বা বেশীর ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্ম বিষয়। যাকে ক্ষুদ্র দীপকের মতন বলে উদাহরণ দিয়ে থাকি। আত্মা তার থেকেও ক্ষুদ্র এক তারার মতন। কারও যদি সাক্ষ্যাংকারও হয় তবে তা হয় মুহূর্তের জন্য, এই দেখা হলো আবার অদৃশ্যও হয়ে গেল। বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে স্মরণ করছো। স্বয়ং বাবাই তো ওনার রূপের বর্ণনা জানান। তোমরা এও জেনেছো, এই বাবা অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্মগুলি ভঙ্গ হয়। যদিও অনেকেই তা করে, কিন্তু তারা তো বাবাকে জানতেই পারেনি এবং সেই স্মরণের পদ্ধতিটাও জানা নেই তাদের। না জানার কারণে তাদের বিকর্মগুলিও ভঙ্গ হয় না। তারা এটাও জানে না যে, যোগযুক্ত হতে পারলে তবেই বিকর্মজীত হওয়া যায়। কি করলে কি ফল হয় এটাও তাদের জানা নেই। তাই বাবা তোমাদেরকে সেসব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে যোগযুক্ত হয়ে বিকর্মজীত হতে হয়, কিভাবে ৫-বিকারের ময়লা-আবর্জনাগুলি ভঙ্গ হয়। এসবের ব্যাখ্যা জানার পর, তোমরা খুব খুশীতে স্মরণে যোগযুক্ত হতে পারো। জাগতিক লোকেরা তো এটাই জানে না যে, বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। আর বাবা এখন তোমাদেরকে সেই জ্ঞানই দিচ্ছেন। অন্যান্য লোকেরা তো অন্ধ-শ্রদ্ধার অন্ধকারেই নিমজ্জিত। অবশ্য তার দ্বারাও তারা ক্ষণিকের সুখ পেতে পারে।

পরমাত্মাকে এখানে ডাকা হয়। তোমরা কিন্তু জানো, ওঁনাকে ডাকার দরকারই নেই। অথচ যেখানে তারা পরমাত্মাকে চেনে না, জানে না, তবে তাকে ডাকবেই বা কিভাবে ? যাকে স্মরণ করা হয়, তার মাহাত্ম্যকে, বৃত্তি-পেশা, কর্ম-কর্তব্যকে এবং গুণগুলিকে তো অবশ্যই জানা দরকার। পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় জানা না থাকার কারণে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে কি কি না করেছে তারা - সেই বোধটাও নেই তাদের। এখন এখানে বসে বাবা তোমাদেরকে সেগুলিই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। এমন কি গীতের মাধ্যমেও জানানো হয়- বাবা, তুমি এসো, এসে আমাদেরকে তোমার প্রকৃত জ্ঞানে শিক্ষিত কর, যা জেনে আমরাও যেন আবার তা অন্যদের শোনাতে পারি। ভক্তি-মার্গের অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের তৈরী করা গীতা-শাস্ত্রে সত্যের পরিমাণ এতই কম যে, তা যেন আটাতে এক-চিমটি নুন মেশানো হয়েছে মাত্র। ঠিক একই ভাবে ভক্তি-মার্গের গানগুলিতেও অল্প কিছু সত্যও আছে। যদিও গীতগুলিতে বাবার মহিমাই করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাবাকে আসার আহ্বান করা হয়, বলা হয়, তুমি এসে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান শোনাও, যা শুনে আমরাও যেন আবার তা অন্যদেরকেও শোনাতে পারি। বাবা, তুমি এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও যাতে আমরাও মুরলীধরের মতন হতে পারি। যে কারণে মুরলীধরকে জ্ঞানী আত্মা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমারা তো জানো, তোমাদের এই বাবা হলেন নিরাকার। কিন্তু উনি আসেন কি ভাবে ? বাচ্চারা, এখন তোমরা তা বুঝতে পারো, আত্মারা আসে পরমধাম থেকেই। প্রথমে প্রবেশ করতে হয় মাতৃ-গর্ভে। জীব আত্মারা সবাই সেই বাবাকেই স্মরণ করে। যদিও তারা সেই বাবার বৃত্তি-পেশা, কর্ম-কর্তব্য কিছুই জানে না। তাই তারা বোকার মতন ডাকতেই থাকে। কিন্তু যতই তোমরা ডাকো না কেন, তাতেও যে বাবা আসবেন না। বাবা জানাচ্ছেন- উনি আসেন ওনার নির্দিষ্ট সময় অনুসারে, অর্থাৎ যখন সঙ্গমযুগ শুরু হয়, তখন। কিন্তু

সঙ্গমযুগ শুরু হয় কখন ? যখন ঘোর রাত্রির অবসান ঘটিয়ে প্রত্যুষের আলো ফোটান অপেক্ষায় - এর মধ্যবর্তী সময়কাল। সঙ্গমযুগের সাথে সাথেই বাবাও এসে হাজির হন। আর এই সঙ্গমযুগেই বাবা বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে প্রকৃত জ্ঞানের পাঠ পড়ান। আর এসব কথা একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই তা ভালই জানো। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন, তিনি এখানে আসেন কিভাবে। তিনি হলেন নিরাকার। যে কথা কেউ কখনও ভেবেও দেখে না। গত কল্পে যদি উনি কলিযুগের শেষে এসে থাকেন, তবে এই কল্পেও তো সেই কলিযুগের শেষেই আসতে হবে ওনাকে। প্রতি কল্পেই এমন কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগ শুরুর পূর্ব মুহূর্ত অর্থাৎ সঙ্গমযুগেই আসতে হয় ওনাকে। উনি যখন আসেন, তবে তো নিশ্চয় কিছু কর্ম-কর্তব্যও করার উদ্দেশ্যেই আসেন উনি। -তা হলো, এই সৃষ্টি-জগতকে পবিত্র বানাতে আসন উনি। একথা বলাও হয়, উনি আসেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করাতে। কিন্তু উনি আসেন কি ভাবে, তা কেউই জানে না।

বাবা এসে প্রথমেই প্রজার রচনা করেন। তারপর রাজযোগের শিক্ষা দেন। কিন্তু কাদের তিনি সেই রাজযোগ শেখাবেন ? - যারা সত্যযুগের দেবতা বর্ণের হবে। অবশ্য তার পূর্বে হবে ব্রাহ্মণ বর্ণের। এই কারণেই ওনাকে অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করতে হবে। ব্রহ্মাকেই তো প্রজাপিতা বলা হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মা তবে আসেন কোথা থেকে ? উনি কি তবে নীচে নেমে আসেন সেই সূক্ষ্ম-বতন (লোক) থেকে ? যেমন বিষ্ণুর অবতরণকে দেখানো হয়, গরুর পক্ষীতে আসীন হয়ে উড়তে উড়তে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে। কিন্তু এখানে তো বিষ্ণু আসতেই পারে না। বিষ্ণু তো আর একটা রূপ নয়, বিষ্ণুর রূপ দুটি, লক্ষ্মী আর নারায়ণ। ওনাদেরও এই উন্নত পদের প্রাপ্তি হয়, এই জ্ঞান-পাঠের দ্বারাই। এই বিষ্ণু যিনি পালন কর্তা ওনারই দ্বৈত ভূমিকা, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ। কিন্তু এমনটা মোটেই নয় যে, গরুর পক্ষীতে আসীন হয়ে নীচে নেমে আসছেন উনি। এছাড়া লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মারা একত্রে একই সময়ে আসেন না এখানে। প্রথমে আসবে নারায়ণের আত্মা, তারপরে আসে লক্ষ্মীর আত্মা। তাদের স্বয়ংবর হবার পরেই সেই যুগল রূপকে বিষ্ণু বলা হয়। রাধা আর কৃষ্ণ এই দুই রূপের একত্রিত যুগল রূপই হলো বিষ্ণু-রূপ। এক বিষ্ণুরই দুই রূপ। তাদের শৈশব-কালও দেখানো উচিত। কিন্তু, লোকেরা তো এসবের কিছুই জানে না। এখন বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যিনি প্রথম নম্বর, তিনি যখন ওনার (ব্রহ্মা) ৮৪-জন্ম পুরো করেন, তখন বাবাকে এসে ওনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয়, আবারও ওনাকে প্রথম নম্বরের বানাবার জন্য। আর সেই আত্মাও ওনার ৮৪-জন্ম কর্মের ফল ভোগ করতে করতে বৃদ্ধাবস্থাতেই এসে পৌঁছবেন অবশ্যই। এই কারণেই ওনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। তাই বাবা ওনারই শরীরে প্রবেশ করেন।

মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা কবে, কখন এবং কিভাবে এই মনুষ্য-সৃষ্টির এই রচনা করেন। এসবের জ্ঞান যা কোনও মানুষের থাকতেই পারে না। মানুষেরা কেউ কোনও ভাল কিছুর আবিষ্কার করতে পারলে, প্রথমে তারা শাসক সরকারের কাছে যায়। তারপর সরকারও তাকে সাহায্য করে তার উন্নতি ও বৃদ্ধিতে। এই জ্ঞানের পাঠও তেমনি। শুরুতে বাবা এসে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকেই প্রকৃত-জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। শুরুতে ওনার বুদ্ধিতে উনিও তা অল্প-অল্পই বুঝতে পারতেন, ধীরে-ধীরে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকল। কত গুহ্য রহস্যের কথাগুলিই না জানতে পারছে তোমরা! শুরুতে যে জ্ঞান খুবই হালকা ধরনের ছিল, তার মর্মার্থ এখন গভীর থেকেও গভীরতম রূপে পাচ্ছে তোমরা। কিন্তু তার ধারণা ও ধারণ ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত

আত্মার পূর্বের উল্টো-পাল্টা সংস্কারগুলিকে মুছে ফেলা যায়, যেগুলির প্রলেপ পড়েছে ভক্তি-মার্গে। একমাত্র যোগযুক্ত হতে পারলেই সেই বিকর্মগুলি যেমন বিনাশ হতে থাকে তেমনি বুদ্ধিরও শুদ্ধি হতে থাকে। প্রথম দিকে সামান্য জ্ঞান শোনাতেই কত সুন্দর নেশার ঘোর চড়তে থাকে তোমাদের, তাই তো তোমরা এমন ভাবে দৌড়ে দৌড়ে আসতে থাকো প্রকৃত জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। যদিও এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ তা ছেড়ে চলেও যায়। যেহেতু মায়া তাদেরকে হয়রাণ করতে থাকে। কিন্তু তোমরা তো এখন ব্রহ্মা-বাচ্চার বাচ্চা হয়ে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী হয়েছো। যা অন্যদেরকেও তেমনি ভাবে বোঝাতে হবে। তা না হলে লোকেদের মধ্যে অযথা ভীতি আসবে। বাবাকে তো এই ব্রহ্মার শরীরকেই আধার বানাতে হবে। যেহেতু একমাত্র ইনিই সেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ। ছোট কোনও বাচ্চার মধ্যে প্রবেশ করলে, সে তো আর তা পারবে না। বাবা জানাচ্ছেন, তাই উনি এসে ব্রহ্মার এই শরীরকেই আধার বানান, যেহেতু অনেক জন্মের শেষে এটাই ওনার অন্তিম জন্ম। এছাড়াও ইনি যেমন অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তেমনি আবার অনেক গুরুর সঙ্গও করেছেন। তাই উনি এত অনুভবী ও অভিজ্ঞ। বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি তার শরীরেই প্রবেশ করেন যার বাণপ্রস্থ অবস্থা। কারণ শাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়গুলিকে তবেই তো সে অন্যদেরকে সঠিক ধারায় বোঝাতে পারবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন খুব ভালভাবেই তা অনুধাবন করেছো বাবা আসেন কি প্রকারে আর এসে কিভাবে সাধারণ মানুষকে দেবতা বানান। অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়াকে নতুন বানান। উনি আবারও তোমাদের নতুন করে গড়ে তুলছেন। এই পুরোনো শরীর ধারণ করেই রাজযোগ শিখে তার দ্বারা আবারও তোমরা সত্যযুগে প্রবেশ করে নতুন কাঞ্চন কায়া পাবে। তখন তো তোমাদেরকেই দেবী-দেবতা বলা হবে। সেখানে কোনও মায়ার অবস্থান নেই। এভাবেই তোমরা অন্যদেরকেও তা বোঝাতে পারো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা প্রকৃত অর্থে কি!

ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা, একথা সবাই মানে। লোকেরা তো এটাও বিশ্বাস করে, ভগবান তার রচনা রচিত করেন আদিদেব অ্যাডম এবং বিবি (ব্রহ্মা ও সরস্বতী) দ্বারাই। গীতাতে একথার উল্লেখ আছে, একমাত্র শিববাবা-ই পারেন রাজাদেরও রাজা বানাতে, শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাতে। একমাত্র তিনিই পারেন এই জ্ঞান-অমৃত খাইয়ে অসুর থেকে দেবতায় পরিণত করতে। যদিও এসব লেখা আছে শাস্ত্রগুলিতে, কিন্তু প্রথমে উনি শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণ বানান। তোমরাও সেভাবেই বোঝাতে পারো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাই হলে সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের। আর সেই ব্রাহ্মণ প্রজাদের পিতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাস্তবে তোমরাই সেই ব্রহ্মারই সন্তান। আর ব্রাহ্মণদের আবির্ভাব শুরু হয় এই সঙ্গমযুগেই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সেই জ্ঞানের পাঠ পড়ো ব্রহ্মার মাধ্যমে। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই শিববাবার এই বিশাল রুদ্র-যজ্ঞের রক্ষক। যে রুদ্র-যজ্ঞে তোমরা তোমাদের বিকর্মগুলিকে আহুতি দাও। যজ্ঞেই তো সবকিছু স্বাহা করা হয় - তাই না ? অতএব এই রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞে তোমরা যেন নতুন করে আর কোনও প্রকারের ময়লা-আবর্জনা দিও না, কেবল নিজের পুরোনো পাপগুলিকেই স্বাহা করবে। এই রুদ্র-যজ্ঞে কোনও আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন পড়ে না। আর না তো তোমাদের কোনও আওয়াজ বা শব্দ করতে হয়। জাগতিক যজ্ঞগুলিতে তো কত ভাবেই কত আওয়াজ করা হয় - স্বাহা, স্বাহা করে জোরে জোরে মন্ত্রও উচ্চারণ করতে হয়। আর বি.কে.-দের তো কেবল যোগে বসে যোগযুক্ত হতে হয়। কোনও আওয়াজও হয় না তোমাদের এই যজ্ঞে। একেবারে চুপ-চাপ শান্ত অবস্থা। অথচ, এই যোগ অগ্নিতেই পাপ ভস্ম হয়। এই রুদ্র-জ্ঞান-যজ্ঞের যোগ অগ্নিতে আমরা আমাদের ৫-বিকারকে স্বাহা করতে পারি, যার ফলে পাপও ভস্ম হয়ে যায়।

সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা বলা হয়। তাকে আবার জগৎ অম্বাও বলা হয়। যেহেতু উনি সাবার আকাঙ্ক্ষা-বাসনা পূর্ণ করেন। এই অম্বাই পরবর্তীতে লক্ষ্মীর রূপ হন।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে পয়েন্টস্ তো অনেক কিছুই বোঝানো হয়। কিন্তু সেগুলির প্রতি যথেষ্ট ধারণাও হওয়া চাই। সঠিক ধারণা একমাত্র তখনই হতে পারে, যদি যোগের দ্বারা নিজেদের বিকর্মগুলিকে ভঞ্জন করতে থাকো। বুদ্ধি পবিত্র না হলে, এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন টেকেও না বুদ্ধিতে। তোমাদের তো একথাও বোঝানো হয়েছে, প্রথমে বাবাকে ভোগ লাগিয়ে, তারপরে তা খাওয়া উচিত। যেহেতু এসব কিছুই যে ওনারই দেওয়া। তাই প্রথমে ওনাকে স্মরণ করে, ভোগ লাগানো উচিত, তারপর ওনাকে আহ্বান করা উচিত। এরপর ওনাকেই সাথে নিয়ে একসাথে মিলে খাওয়া উচিত। বাবা সম্পূর্ণ পবিত্র, আর আমরা হলাম অপবিত্র (ভীলনিয়া =ভীল নারীদের মতন অপবিত্র)। আমরা যখন বাবাকে স্মরণ করতে বসি, তখন কি বাবাও আমাদের সাথে বসে থাকেন ? - যেখানে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলতে পারি না ? তিনি কি আমাদের মতন ভীলনিয়াদের সাথে বসে খেতে পারেন ? তাই বাবা কেবল সেই ভোজনের ঘ্রাণটুকুই মাত্র নেন তৎসহ অর্পণ কারীর মনের ভাবটিকে । ঘ্রাণ নেওয়া মানে তো আর খাওয়া হলো না। তার সুগন্ধ নেন মাত্র। কিন্তু হ্যাঁ, কেউ যদি ৭৫% (শতাংশ) ধারণা ধারণকারী খুব ভাল বাচ্চা ভোজন বানিয়ে বাবাকে সেই ভোজন নিবেদন করে, তবে সেক্ষেত্রে তাকে তার সেই বাসনা পূর্ণের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, যেহেতু এই বাবা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ। আমাদের মতন পতিতদের সাথে উনিও ভোজন করবেন, এটা যে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত। হয়ত বা উনি কেবল ঘ্রাণটুকুই নেবেন ? -উত্তরে বাবা বলেন, উনি সেই ঘ্রাণটুকুও বা কেন নিতে যাবেন, যেখানে উনি নিষ্কামী। তাই ঐ ঘ্রাণটুকুও নেবার কামনা পর্যন্ত ওনার আসে না। যেখানে উনি ১০০%(শতাংশ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামী। ভোগ যা নিবেদন করা হয়, তা তো উপরে যায়। সেখানে বহুরূপে অবস্থান করেন একজন, যিনি তা দেবতাদের খাইয়ে দেন। যেহেতু দেবতাদেরও আগ্রহ ব্রহ্মাভোজনে। তাই বাবা-মাম্মা এবং দেবতাদের আত্মারা উপর থেকে এসে সেখানে বসে তা ভোজনও করেন। আর তারা তা গ্রহণ করেন কেবল তখনই যখন তা সম্পূর্ণ রুচিসম্মতভাবে কোনও যোগীর দ্বারা রান্না করা হয়। দেবতারাও এই ব্রহ্মা-ভোজনের মহিমা করেন। বাবা আবার জানাচ্ছেন, তিনি আসেন বাচ্চাদের সেবার জন্য, সম্পূর্ণ নিষ্কাম রূপে। ভক্তরা যতই ৩৬-প্রকারের বা ১০৮ প্রকারেরই ভোগ নিবেদন করুক না কেন, ভক্তরাই তা নিবেদন করে এবং নিজেরাই তা ভাগ করে খায়। ভগবান সেখানে নিষ্কামী। তবুও তাকে তা নিবেদন করতে হয়। বড়-বড় রাজা-মহারাজারা কখনই কোনও জিনিস নিজের হাতে নেয় না। যদিও তাদের মধ্যেও আবার নানা ধরণের হয়। কেউ কেউ আবার তা নিয়েও নেয়। এই ব্রহ্মাবাবা তা জানেন, যেহেতু এনারও অনেক বড়-বড় রাজা-মহারাজাদের সাথে যোগাযোগ ছিল। আমরাও তেমনি বাবার প্রতিই ভোগ নিবেদন করি। আমাদের কামনা থাকে আমরা যেন বাবার থেকে বিশ্বের মালিকানার রাজস্ব পেতে পারি। বাবা তো হলেনই দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ দাতা। যদিও এসব অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের কথাবার্তা। আসলে ভোগ কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। এখানে বসেই সেই বৈকুণ্ঠের সাক্ষ্যাংকার হয়। তখন মনে হয় যেন এই জগৎ থেকেই হারিয়ে গেছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যদিও বাবা নিষ্কামী (অভোক্তা), তবুও ভোজনকে ভোগ নিবেদন করতে হবে অবশ্যই। খুব শুদ্ধতার সাথে ভোজন বানিয়ে বাবার সাথে বসেই ভোজন খেতে হবে।

২) শিববাবার এই রুদ্র-যজ্ঞে যোগবলের দ্বারা নিজের পাপগুলিকে ভষ্ম করতে হবে। কোনও প্রকার শব্দের মধ্যে না গিয়ে চুপ-চাপ শান্ত থাকতে হবে। বুদ্ধিকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অথরিটির (অধিকারীর) আসনে স্থিত থেকে সহজযোগী জীবনের অনুভব করতে পেরে মহান আত্মা হও

বিস্তার :- স্পীকার যেমন তার আসনে সহজেই বসতে পারে, তেমনই সর্ব অনুভব অথরিটির আসন নিতে হবে। অথরিটির আসনে সদা স্থিত থাকতে পারলে তবেই তুমি সহজযোগী, সদা কালের যোগী, স্বতঃ যোগী হতে পারবে। এমন অথরিটিধারীর সামনে মায়া তোমাকে নত করার বদলে নিজেই নত হয়ে যায়। যেমনি হৃদের অথরিটিধারী বিশেষ ব্যক্তিদের সামনে সবাই নত হয়ে যায়। অথরিটির মহানতাই সবাইকে নত করায়। তেমনি তোমার মতন মহান আত্মারা অনুভবের অথরিটিতে থাকতে পারলে, স্বতঃতই সবাই নত হবে।

স্লোগান :- সদা নিজে খুশী থেকে, খুশীর সম্পদ বিলিয়ে অন্যদের মধ্যেও খুশীর হিল্লোল ছড়িয়ে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ সেবা।

"মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা :- তোমাদের হল রুহানী স্মরণের যাত্রা, তোমাদের শরীরকে কোনো কষ্ট দিতে হবে না, চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :-কোন বাচ্চাদের সর্বদা খুশী থাকে ? স্থায়ী খুশী না থাকার কারণ কি ?

উত্তর :- যারা পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের থেকে মমত্ব ত্যাগ করে বাবা আর তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করে, তাদেরই স্থায়ী খুশী থাকে । যাদের স্মরণের যাত্রায় মায়ার তুফান আসে, অবস্থা শীতল হয়ে যায়, তাদের খুশী স্থায়ী থাকে না । ২) যতক্ষণ না ভবিষ্যতের রাজত্ব নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ, ততক্ষণ খুশী কায়ম থাকতে পারে না ।

গীত :- আমাদের সেই পথেই চলতে হবে, যেথায় মোরা পড়ব উঠবো আবার নেবোও সামলিয়ে
আমরা হলাম সেই দীপ যাকে অন্যদের জন্য জ্বলতে হবে

ওম্ শান্তি । এই কথা বাবা বাচ্চাদের বলছেন, এ তো বোঝার কথা । এতো সন্তান এক প্রজাপিতা ব্রহ্মার ছাড়া আর কারোর হয় না । কৃষ্ণকে কখনো প্রজাপিতা বলা হয় না । নামের গায়ন আছে না ! প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যা হয়ে গেছে, তাই এখন উপস্থিত । তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা অনেক । এরা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মারও কোনো বাবা আছেন । বাচ্চারা জানে যে আমাদের ঠাকুরদাদা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব । তিনি এখন নতুন দুনিয়ার রচনা করছেন অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে নতুনে পরিবর্তিত করছেন । এই পুরানো দুনিয়াতে এই শরীরও হলো পুরানো । নতুন দুনিয়াতে সতোপ্রধান নতুন শরীর হয় । তা কিভাবে হয় - এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো । এই হলো নতুন দুনিয়ার নতুন শরীর । এদের মহিমা ভারতবাসী জানে । এঁরা স্বর্গের নতুন দুনিয়া, নতুন বিশ্বের মালিক । যা নতুন দুনিয়া ছিলো তাই এখন পুরানো হয়ে গেছে । ৮৪ জন্ম নিতে হয়, তাই না । এরও সম্পূর্ণ হিসেব আছে । কারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় ? সবাই তো তা নেয় না । ৮৪ জন্ম কেবল তারাই নেয় যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট থাকে । যারা প্রথমে এই সৃষ্টিতে ছিলো । প্রত্যেকটি কথা প্রিয় বাচ্চাদের তো ধারণ করতে হবে । এখানে কোনো মানুষই মানুষকে বোঝায় না, এখানে তো নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা মনুষ্য শরীরে বসে বোঝান । এটাই হল তাঁর মহানতা । তিনি যদি না বোঝাতেন তাহলে আমরা কিছুই জানতাম না । আমরা তো সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলাম । এখন আমরা এই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্তকে জেনেছি । তারা কে বা কারা ---- এই বেহদের ড্রামায় সবথেকে মুখ্য পার্টধারী কে কে । এই অবিনাশী ড্রামা বানানো এক ড্রামা । গাওয়া হয় ---- বানানো আছে এবং বানানো হচ্ছে ---- এই গায়ন ভক্তিমার্গে করে কিন্তু এ এখন বোঝানো হয় যে, এই ড্রামার খেলা কিভাবে বানানো হয়েছে ।

বাবা বসে বোঝান, প্রিয় বাচ্চারা, এ তো তোমরা জেনেই গেছো যে তোমাদের যাত্রায় যেতে হবে । মানুষ খুব কষ্ট সহ্য করে যাত্রায় যায় । এখন তো এরোপ্লেন বা ট্রেনে তা খুবই সহজ হয়ে গেছে । আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যাত্রায় যেতো । চলতে চলতে ঝড়ও আসতো । মানুষ বেহাল হয়ে যেতো । তখন কেউ কেউ আবার ফিরেও আসতো । তো অর্ধ কল্প, দ্বাপর যুগ থেকে শুরু করে শরীরের

যাত্রা চলে আসছে। ভক্তিমার্গে মানুষ কেন যাত্রায় যায়? ভগবানকে খুঁজতে। ভগবান তো কোথাও বসে নেই। ভগবানের জড় চিত্রের পূজা করা হয়। যারা অতীতে থেকে গেছে, মানুষ তাদেরই জড় চিত্র বানায়। চৈতন্যতে তো ভগবানকে পাওয়া যায় না। শিবলিঙ্গ আদি, এ সবই জড় চিত্র। এই জড় চিত্রকে দেখার জন্য মানুষ যাত্রা করে। এ হলো ভক্তিমার্গের এক রীতি - রেওয়াজ। সবই জানে কিন্তু কারোর বায়োগ্রাফি জানে না যেই ইনি কে বা কবে এসেছেন? শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় কিন্তু তাঁকেও কেউ জানে না। আজকাল তো এইসব উৎসবের গুরুত্ব কমে গিয়েছে, কেননা এর নাম - রূপ ইত্যাদি প্রায় লোপ হয়ে যাবে। এখন তোমরা জানো যে উঁচুর থেকে উঁচু হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। সাগর থেকেই এখন তোমরা জ্ঞান পাচ্ছো। সেই বেহদের বাবাই এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত আছেন। অমরনাথও তো শিব বাবা, তাই না! দেখানো হয় যে, বরফের লিঙ্গ হয়ে যায়। মানুষকে ঠকানোর জন্য গালগল্প তো অনেক বানানো হয়েছে। তো সেই শরীরের যাত্রায় অনেক পরিশ্রম হয়। এ হলো রুহানী যাত্রা, এতে শরীরের কোনো পরিশ্রম নেই। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, তোমরা বেহদের বাবার সন্তান। ভক্তিমার্গে মানুষ জন্ম - জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছে। এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে। বাবা বলেন যে, তোমরা ৬৩ জন্ম খুঁজতে খুঁজতে নামতে থেকেছ। প্রথমে একদম কড়ি তুল্য ভক্তি করতে। তাও তো এই দুনিয়াকে তমোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। ঝাড়কে (বৃক্ষ) তো অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। একজন মানুষও আমার কাছে ফিরে আসতে পারে না। নাটকে সবাইকে নিজের নিজের অভিনয় করতে হবে। সত্যো, রজো এবং তমোতে অবশ্যই আসতে হবে। নান্দার ওয়ানের উদাহরণ নাও। এক নন্দর লক্ষ্মী - নারায়ণ সত্যোপ্রধান ছিলেন, এখন তমোপ্রধান। যাঁর মধ্যে আবার শিব বাবা প্রবেশ করেছেন, কেননা এনাকেই আবার এক নন্দর হতে হবে। এর সাথে মাকেও রাখা হয়। মায়েদেরই তো উত্তরণ হয়। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, মায়েদের নামই উচ্চ করা হয়। মাতা সর্বদাই পতিব্রতা হয়। পুরুষ কখনোই পত্নীব্রতা হয় না। বন্দে মাতরম্ --- বলা হয়। এই সময় তোমরা বাবার হয়েছ। তাহলে তোমরা হয়ে গেলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। মাতা - গুরু ছাড়া কখনোই কারোর উদ্ধার হয় না। গুরু তো অনেক আছে। তবুও কলিযুগে ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। এখানে কতো গুরু - গোঁসাই আছে। হরিদ্বার ইত্যাদি কোথায় কোথায় তাদের মন্দির বানানো আছে। না হলে বাস্তুবে মন্দির তাকেই বলা হয় যেখানে দেবতারা থাকেন। সন্ন্যাসীদের কখনো মন্দির হয় না। মন্দিরে তো দেবতারাই থাকেন কেননা তাঁদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র। এই মহাত্মাদের যদিও বা আত্মা পবিত্র কিন্তু তারা পবিত্র শরীর পেতে পারেন না কেননা এখানে তত্ত্বও তমোপ্রধান। এখন তোমরা দেবতা হচ্ছে। তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন পরমপিতা পরমাত্মা। এ হলো সত্যোপ্রধান সন্ন্যাস। ওদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এ কথা বাবা ছাড়া কেউই শেখাতে পারেন না। তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে, ওদের হলো শরীরের যাত্রা আর তোমাদের রুহানী যাত্রা। এতে কর্মেন্দ্রিয়ের কোনো কাজই নেই, কোনো পরিশ্রমের কথাই নেই। এ খুবই সহজ। ওই শরীরের যাত্রা অনেক প্রকারের আছে। এই রুহানী (আধ্যাত্মিক) যাত্রা হলো একটি। এ হলো রাজস্ব লাভের যাত্রা। এই যে লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র সামনে আছে, দুনিয়ার মানুষ খোঁড়াই জানে যে, এনারা এই রাজযোগের যাত্রা করে এই পদ পেয়েছিলেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এনারা এই প্রালঙ্ক কিভাবে পেয়েছিলেন। উপর থেকে কোনো নতুন আত্মা তো আসে নি যাঁদের ভগবান এই রাজস্ব দিয়েছিলেন। তা নয়। এনাদের পুরানো থেকে নতুন করা হয়েছে, যাকে বলা হয় রিজুভিনেট (পুনর্নবীকরণ) অর্থাৎ কায়াকল্পতরু বলা হয়। তো বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন যে এনারা রুহানী যাত্রা করেছিলেন। রাজযোগ বলের যাত্রায় এনারা এমন হয়েছেন। বাবা রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে আসেন তাই এখন তোমাদের যাত্রা চলছে। তোমরা বসে থেকে বা চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে

যাত্রায় আছো । তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা এই স্মরণের দৌড় লাগাও আর তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হয় । যত তাড়াতাড়ি তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে তত তাড়াতাড়ি তোমরা বাবার গলার হার হতে পারবে । তোমরা এখন ওই চার ধামের যাত্রা করো না । ওইসব ভক্তিমার্গে শরীরের দ্বারা তীর্থে যায়, ঘরে ফিরে এসে আবার বিকর্মী হয়ে যায় । যত সময় যাত্রায় থাকে তত সময় নির্বিকারী থাকে । আজকাল তো হরিদ্বারে গিয়ে দেখো পান্ডারা খুব নোংরা থাকে । মানুষ যখন যাত্রায় যায় তখন পবিত্র থাকে আর সেখানকার পান্ডারা অপবিত্র থাকে । তোমাদের যাত্রা কতো স্বচ্ছ । কোনোরকম ধাক্কা খেতে হয় না । বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, উঠতে - বসতে, চলতে ফিরতে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । ইনি আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলছেন । আত্মা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সব শোনে । আত্মা মুখ দিয়ে বলে, চোখ দিয়ে দেখে । আত্মা এই চোখের দ্বারা দেখা যায় না, না পরমাত্মাকে দেখা যায় । এই দুইকেই দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না । অনুভব করা যায়, তখনই তো বলে, আমার মধ্যে আত্মা আছে । আমার আত্মা দুঃখী । আমার আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করবে । আত্মা তো কথা বলে । পরমাত্মাও আত্মার সঙ্গে কথা বলে - হে প্রিয় বাচ্চা, আত্মারা, এখন তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে । আমি তোমাদের যাত্রা করা শেখাই । তোমরা পবিত্রতা ছাড়া আমার কাছে আসতে পারো না । আত্মা হলো পবিত্র । প্রথম - প্রথম আত্মা সতোপ্রধান থাকে, তারপর সতো, রজো আর তমোগুণী হয় । শরীরও সতো, রজো আর তমো হয় । সতোপ্রধানকে গোরা আর তমোপ্রধানকে কালো বলা হয় । এ কতো বোঝার কথা । তোমরা জানো যে, আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা রয়েছে এখন আবার এসে মিলিত হয়েছে । মানুষ, মানুষের সাথে মিলিত হবে । আত্মা, আত্মার সাথে মিলিত হবে । পরমাত্মাও তাদের সঙ্গে মিলবে । আত্মা আর পরমাত্মা এই দুইয়ের সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে হয় কেননা তিনি অতি সূক্ষ্ম তারার মতো । এখন এমন কোনো সায়েন্টিস্ট নেই, যে বলতে পারে আত্মা কিভাবে প্রবেশ করে । এই কথা তারা কিছুই জানে না । আমাদের অতি প্রিয় হলেন বাবা । ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে । এমন নয় যে সবাই ভগবান । সবাই যদি ভগবান হবে তাহলে ভক্তরা আরাধনা! বন্দনা, সাধনা কেন করেন, কি কারণে করেন ? সকলেই মুক্তি বা জীবনমুক্তি চায়, কেননা এখানে সকলেই দুঃখী, তারা চায় শান্তি হোক । কিন্তু বেচারী দুঃখীরা জানে না যে শান্তিধাম কাকে বলা হয়, মুক্তি কোথায় হয় । এও তারা জানে না । বলার জন্য বলে দেয় যে পার নির্বাণে গেছে । কেউই জানে না ।

এখন তোমরা বাচ্চারা যাত্রায় আছো । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা খুব সাবধানে চলতে হবে । তুফান তো অনেক আসবে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মায়া সেই বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেবে । তখন সেই অবস্থা ঠান্ডা হয়ে যায় । খুশীর পারদ নেমে যায় । না হলে খুশীর পারদ তো স্থায়ী থাকা চাই । এই চোখে যদি সেই রাজস্ব দেখা তাহলে খুশী কয়েম থাকে । এখানে তোমরা বুদ্ধি যোগের দ্বারা জানো যে রাজস্ব পাওয়া যায় । এই রাজপদের জন্যই আমরা পড়ছি । এই খোলা চোখে দেখতে পাও না তাই মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল ফুলের সমান থাকো । পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুর সঙ্গে মমস্ব ছিন্ন করো । এক বাবাকে স্মরণ করো । প্রথমে তোমাদের বাবার কাছে যেতে হবে তারপর নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে । বাবা আর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো তারপর যখন তোমরা এখানে আসবে, সে হবে প্রালম্ব । তখন তাঁকে আর স্মরণ করবে না । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো ভবিষ্যতের প্রালম্ব পাওয়ার জন্য । এখানে মানুষ পুরুষার্থ করে জীবিকার জন্য । আমরা ভবিষ্যতের জীবিকার জন্য পুরুষার্থ করছি ।

গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে আবার এই কোর্সও করতে হবে। এই জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, তারপর তোমাদের আর পুরুষার্থ করতে হবে না। ওখানে তোমরা পুরুষার্থ করো না, প্রালঙ্ ভোগ করো। তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যৎ বানাচ্ছি ওখানে প্রালঙ্ ভোগ করবো। ওখানে স্মরণ থাকবে না যে আমরা প্রালঙ্ ভোগ করছি। তাহলে তো পুরুষার্থও স্মরণে আসবে। পুরুষার্থ আর প্রালঙ্ দুইই ভুলে যায়। প্রালঙ্ ভোগ করতে থাকে, অতীতের কোনো কথাই মনে থাকে না। এখন তোমরা তোমাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে জানো, আর কোনো মানুষই নেই যারা অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে জানতে পারে। একেই বলা হয় ত্রিকালদর্শী।

বাবা রুহানী যাত্রা আর শরীরের যাত্রার কন্ট্রাস্টও খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন। শরীরের যাত্রা জন্ম - জন্মান্তর করে এসেছো, এই রুহানী যাত্রা হলো এক জন্মের। স্বর্গে যাবে তারপর ফিরে আর এই মৃত্যুলোকে আসবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যপ্রধান সন্ন্যাসের দ্বারা আত্মা এবং শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাতে হবে। পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীরের মমত্ব ত্যাগ করতে হবে।

২) ত্রিকালদর্শী হয়ে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। এই জ্ঞান ধারণ করে স্থায়ী খুশীতে থাকতে হবে।

বরদান :- নিজের চেহারা রূপী দর্পণের দ্বারা মনের শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়ে যোগী আত্মা হও

যা মনে চলতে থাকে তার ঝলক ললাটে অবশ্যই আসে। এমন মনে করো না যে মনে তো আমাদের অনেককিছুই আছে। কিন্তু মনের শক্তির দর্পণ হলো চেহারা বা মুখ। যতই তুমি বলো যে, আমার যোগ তো খুব সুন্দর, আমি সদা খুশীতে নাচতে থাকি, কিন্তু উদাস চেহারা দেখলে কেউ মানবে না। "পেয়ে গেছি" এই খুশীর ঔজ্জ্বল্য যেন চেহারায় দেখা যায়। শুকনো মুখ নয়, চেহারায় খুশী দেখা গেলেই বলা হবে -- "যোগী তু আত্মা"।

স্লোগান :- যখন সরল স্বভাব, সরল বাণী এবং সরলতা সম্পন্ন কর্ম হবে, তখনই বাবার নাম উচ্ছল করতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা পুরানো পাপ কর্মের হিসাবের খাতা ক্লিয়ার করে নতুন পুণ্য কর্ম জমা করতে হবে, যোগবলের দ্বারা এভারহেলদি ওয়েলদি হতে হবে"

প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগের কোন্ বিশেষত্ব গুলি সম্পূর্ণ কল্পে আর কখনোই পাওয়া যায় না ?

উত্তর :- সঙ্গম যুগেই পাঁচ হাজার বছর পর আত্মা ও পরমাত্মার সুন্দর মঙ্গল মিলন হয়। এ হল পিতার সঙ্গে সন্তানের মিলনের এবং বর্ষা প্রাপ্তির সময়। বাবা সব আত্মাদের এই সময়েই জ্ঞান প্রদান করেন, সকলের উদ্ধার করেন। সঙ্গম যুগে দেবী দেবতাদের স্যাপলিং রোপণ করা হয়, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে তারাও জ্ঞান প্রাপ্ত করে পুরানো ধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সবাই নিজের পুরানো হিসেব মিটিয়ে ফিরে যায়। এমন বিশেষত্ব আর কোনো যুগের হয়না।

ওম্ শান্তি। তোমাদের অবশ্যই এই ভাবে বলতে হবে - "পরম পিতা শিব"। পরমাত্মা অথবা খোদা, গড তো অনেকেই বলে। কিন্তু ফাদার - এর নাম নিশ্চয়ই চাই। ফাদার - এর নাম হল শিব। তিনি হলেন নিরাকার, তাইনা! আত্মারাও বাস্তবে হল নিরাকার। এখানে এসে সাকার রূপ ধারণ করে। বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা সেখান থেকে বাচ্চাদের বা প্রিন্সিপেল পাঠান পাঠ প্লে করতে। এবারে গড ফাদার বললে মানুষের বুদ্ধিতে লৌকিক পিতার কথা মনে আসবেনা। দৈহিক পিতা নিজের সন্তানের পিতা হন। কিন্তু হে পরম পিতা বললে বুদ্ধি উপরের দিকে যায়। আত্মা-ই স্মরণ করে। দৈহিক পিতাকেও আত্মা-ই স্মরণ করে, যিনি দেহ প্রদান করেন। তবুও আত্মার প্রকৃত পিতাকেও স্মরণ তো করবে তাইনা। কিন্তু তিনি কে, ফাদার বলে আহবান কে করে? কেন ওঁনার কাছে দয়ার ভিক্ষা চাওয়া হয়? তিনি হলেন সকলের পিতা - এই কথা সবাই জানে। কিন্তু যদি সবাই যদি পিতা হয় তবে এই আহ্বান প্রমাণিত হবেনা। বলা হয় পরমাত্মা সবকিছু দিয়েছেন। এই সন্তান-ও পরমাত্মা প্রদান করেছেন। তাই গড কে অবশ্যই স্মরণ করা হয়। আহবান করা হয় এসে আমাদের পবিত্র করুন, উদ্ধার করুন, এই দুঃখ থেকে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাবেন তাইনা। সবাইকে উদ্ধার করে শান্তিধাম ও সুখধাম নিয়ে যান। কল্প কল্প কল্পের সঙ্গম যুগে আসেন। এমন নয় মধ্যকালে আসেন। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তখনই আসেন যখন নাটক পুরো হয়। বাবা বলেন আমি একবারই আসি। আমায় ক্ষণে ক্ষণে আসতে হয়না। আমি একবারই আসি, যখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায় কারণ ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যদি প্রথমে আসি তাহলে ৮৪-র চক্র পূর্ণ হবেনা। চক্রের অন্ত সময় আসা দরকার তাইনা। যখন আসি তখন সবচেয়ে প্রথমে বাচ্চাদের পিতা রূপে পরিচিত হই, তারপরে শিক্ষক, সদগুরুও হই। পিতা জন্ম দেন, শিক্ষক শরীর নির্বাহের জন্যে শিক্ষা প্রদান করেন এবং গুরুর শরণে যেতে হয় সদগতির জন্যে। গুরুর শরণে এখানেই যেতে হয়, সত্যযুগে গুরুর প্রয়োজন হয়না। সেখানে পিতা ও শিক্ষক থাকেন। এমনও নয় পিতা, শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন। পিতা ও শিক্ষক আলাদা হয়। এখানে পিতা, শিক্ষক, গুরু হলেন একজনই। বাচ্চারা তোমাদের উনি অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা হলে মুখ বংশী, তারপর চাই পড়াশোনা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। ড্রামায় মুখ্য ক্রিয়েটর, মুখ্য এক্টর কে কে আছে। সম্পূর্ণ বিশ্ব চক্রের নলেজ বলে দেন। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন ও স্থূলবতনের সম্পূর্ণ খবর বলে দেন। এই সম্পূর্ণ চক্রটি কিভাবে পরিক্রমা করে, সর্ব প্রথম নতুন দুনিয়ায় কে কে আসে! প্রথমে বাচ্চাদের এই কথা জানা উচিত যে তিনি হলেন আমাদের বেহদের পিতা। ব্রহ্মাও

বলেন আমাদের পিতা হলেন শিব। ব্রহ্মা সান অফ শিব। শিববাবাও বলেন এই ব্রহ্মা আমার সন্তান। আমায় ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি। প্রথমে ব্রহ্মার নাম ছিল লেখরাজ , পরে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। আমি ব্রহ্মাকে আপন করি। মানুষ তো না জেনেই বাবা বাবা বলে। শিবের চিত্রের সামনে যায় কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে বোঝেনা যে শিব হলেন আমাদের পিতা। লৌকিক পিতার যদি চিত্র দেখে নেয় তবে ঝট করে বলবে ইনি আমাদের পিতা। শিবের সামনে সেই ভাবে কথাটা বলবেনা। যদিও তারা পরমাত্মাকে জানে তবুও সেরকম ভাব নিয়ে বলবেনা যে ইনি আমাদের পিতা। শুধুমাত্র বন্দনা করে ভক্তি মার্গের নিয়ম অনুযায়ী। তাতে লাভ কি , সেসব বুদ্ধিতে আসবেনা। এইসব বাবা বসে বোঝান। নিশ্চয় করানোর জন্যে অনেক পয়েন্টস দেন কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের জন্যে । সে মিলিটারি হোক বা সিভিলিয়ান , জ্ঞান হল সবার জন্য।

তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার সদগুরু। এই হল আমাদের অনেক পুরনো মিলন মেলা। পাঁচ হাজার বছর পর এসেছি। একেই বলে আত্মা ও পরমাত্মার মধুর মঙ্গল মিলন। পরম পিতা পরমাত্মা এসে সব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি হলেন এই সময়েই সবার উদ্ধারকর্তা । সবাই তো শিক্ষা প্রাপ্ত করবেনা। শিক্ষা তারাই প্রাপ্ত করবে যারা দেবতা রূপে পরিণত হবে। মনুষ্য সৃষ্টির বিশাল এই কল্প বৃক্ষের (ঝাড়) থেকেই স্যাপলিং বা চারা রোপন করেন। আজ গভর্নমেন্টও বিভিন্ন রকমের স্যাপলিং রোপণ করে। বাবাও স্যাপলিং রোপণ করেন, যারা এই কুলের তারা বেরিয়ে আসে। যারা দেবী দেবতা ধর্মের বা এই ফাউন্ডেশনের হবে তাদের-ই স্যাপলিং লাগবে। তোমরা হলে আসলে দেবী দেবতা ধর্মের তারপরে অন্য ধর্মের স্যাপলিংও লাগবে, যারা কনভার্ট হয়েছে (ধর্মান্তরিত হয়েছিল) তারা বেরিয়ে আসবে। বিভিন্ন ধর্মের যেমন পার্সী, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই আসে তাইনা। আমাদের দৈবী ধর্মের যে ঝাড় আছে তারই স্যাপলিং রোপণ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালি বুঝতে পারো যে তিনি আমাদের পিতা হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক ও সদগুরু। মানুষ বলে পিতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন , অমুক শিক্ষক শিক্ষা দিয়েছেন। পরে গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। কেউ আবার করেও না। প্রত্যেকের নিজস্ব মান্যতা আছে। সবাই ইচ্ছা অনুরূপ নিজ ইষ্ট-কে স্মরণ করে। বাবাকে স্মরণ করবে বা আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করবে। এখন তোমাদের অন্য সবার কথা ভুলে একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তিনি হলেন একমাত্র সত্য পিতা , সত্য শিক্ষক , সদগুরু। সত্য খণ্ডের স্থাপনা করেন যিনি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের চক্রের হিস্ট্রি-জোগ্রাফি বলে দেন। আমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হই তাই স্মরণ তো অবশ্যই করতে হবে। এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চক্রে জানো আর এইসব কল্পের সঙ্গম যুগেই জানতে পারো। মধ্য কালে কেউ জানতে পারেনা। বাবা তো কল্প কল্প পড়ান , কল্পের সঙ্গম যুগে । সম্পূর্ণ সৃষ্টির হিস্ট্রি জোগ্রাফির রহস্য অন্য কেউ বোঝাতে পারেনা, কেবল বাবা-ই পারেন। বাবার সাহায্যে তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা হও। সেখানে এই নলেজ লুপ্ত হয়ে যায়। নাটক পুরো হয়েছে, এখন আত্মার ভিতরে রাজত্বের যে পার্ট আছে, সেসব আরম্ভ হবে। এই সময় তোমাদের পার্ট হল শিক্ষা গ্রহণ করার। বাবার আগমন, বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করা, উঁচু পদের অধিকারী করা - বর্তমান সময়ের পার্ট। পদ প্রাপ্ত হলেই সব শেষ। তখন এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কোনো মানুষের এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ নেই। সন্ন্যাসীরা তো চক্রে স্বীকার করেননা। ঝাড় দেখালে বলে দেয় এইসব হল কল্পনা। তাই বাচ্চারা তোমাদের ধারণ করতে হবে। যোগ পুরোপুরি না থাকলে ধারণ হবেনা। বুদ্ধি পবিত্র হবেনা। বলা হয় যে

বাঘিনীর দুধ কেবল সোনার পাত্রে রাখা যায়। সেইরকম এই জ্ঞান অমৃত বাচ্চারা প্রাপ্ত করে। বুদ্ধি রূপী পাত্র টি লোহা থেকে সোনায়ে পরিণত হলে জ্ঞান ধারণ হবে, এর জন্যে ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হয়। খুব সহজ, বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। সত্যযুগে কে রাজত্ব করেছে, কত সময় করেছে, বংশ হয় তাইনা। অতএব বলা হবে দৈবী বংশ ১২৫০ বছর রাজত্ব করেছে, তাহলে কি যুদ্ধে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে? না। এখনকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ চক্রের বিষয়বস্তু তোমরা যাকেও বোঝাবে সে খুশি হবে। যদি মিলিটারির হয় তবুও, দিল্লিতে আসতো তারা। তাদেরও বাবা বোঝাতেন যে তোমরা শুনেছ, যখন গীতা শোনানো হয় তখন তাতে রয়েছে ভগবানুবাচ - যারা যুদ্ধ স্থলে মরবে তারা আমায় প্রাপ্ত করবে, স্বর্গবাসী হবে। কিন্তু এমন নয় যে শুধু গীতা পড়লে বা শুনলে স্বর্গে গমন হয়, যদি স্বর্গবাসী হতে হয়, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে হয় তার জন্য বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমৎ অনুসারে চলো। এই জ্ঞান এখন প্রাপ্ত হয় কারণ স্বর্গের দ্বার এখনই খোলে। এই জ্ঞান এখনকার জন্যেই। শিববাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

এখন বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন আমায় স্মরণ করো। ঐ গুরুর পরিবর্তে এক শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। তিনি হলেন একমাত্র পিতা সবার পিতা। ঔনার কাছেই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়। শান্তি ও সুখের বর্সা ঔনার কাছেই প্রাপ্ত হয়। এই সময়টি হল বাবার সাহায্যে বাবার কাছে মিলিত হওয়ার অথবা বর্সা প্রাপ্ত করার। সত্যযুগে ছিল একটি ধর্ম অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনার কাজ হল পরম পিতা পরমাত্মার, দ্বিতীয় কারো নয়। যারা বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, রাজ যোগ শেখে তারা স্বর্গে যায়। তোমরা জানো যে এখন কলিযুগের অন্ত সময়। মহাভারী লড়াই সামনে রয়েছে, যারা পড়বে তারা সেই পদ প্রাপ্ত করবে। বাকিরা সবাই হিসেব মিটিয়ে ফিরে যাবে। তোমাদের এখন প্রাক্টিক্যালের নিজের পাপের খাতা মিটিয়ে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। জ্ঞান ও যোগে যত থাকবে ততই পুরানো খাতা ভস্ম হয়ে নতুন জমা হতে থাকবে। যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বাড়বে। তোমরা এভারহেলদি, ওয়েলদি হয়ে যাবে। জ্ঞান ও যোগ দ্বারা দুইয়ের প্রাপ্তি হয়। এইটি তোমাদের জন্যে হসপিটালও, কলেজও। বাস্তবে এইটি হল প্রকৃত ইউনিভার্সিটি। গভর্নমেন্টের ইউনিভার্সিটি গুলিকে ইউনিভার্সিটি বলা যাবেনা। ইউনিভার্স তো সম্পূর্ণ বিশ্বকে বলা হয়। তাতে বিশ্বের কোনো নলেজ নেই। সেসব হল দৈহিক জগতের নলেজ। কত সীমারেখায় আবদ্ধ রয়েছে। ইউনিভার্সিটিকে হিন্দিতে বলা হয় বিশ্ব বিদ্যালয়। সম্পূর্ণ বিশ্ব থেকে যে এসে পড়তে চায়, পড়তে পারে। ঐ ইউনিভার্সিটিতে এরকম হয়না। এখানে যে কেউ এসে পড়তে পারে। বিশ্বের রচয়িতা স্বয়ং এই বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আমরা এইরকম লিখি। এবারে ইউনিভার্সিটি ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে র মধ্যে তফাৎ কি! ঐ হল হিন্দি, এই হল ইংরাজি শব্দ। বিশ্বের র রচয়িতা এই বিশ্ব বিদ্যালয় রচনা করেছেন। যেখানে বাবা মানুষকে দেবতা, রাজার রাজা করেন। উদ্ধার করেন। শ্রীমৎ তো প্রাপ্ত হয় কিন্তু অসুরী মতের মানুষ শ্রীমত-কে স্বীকার করেনা। এখানে এই শ্রীমতের আধারে কত শ্রেষ্ঠ হয়। নিজের তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে তাও আবার গুপ্ত ভাবে। বাবাও গুপ্ত রূপে আসেন। কৃষ্ণ কিন্তু গুপ্ত হতে পারবেনা। কিন্তু বাবার পরিচয় না থাকার দরুন কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে তথা কৃষ্ণের ডাক্স দেখিয়েছে। সে-তো প্রিন্স প্রিন্সেস নিজেদের মধ্যে করবে নিশ্চয়ই। সেখানে প্রজা তো যেতে পারবেনা। বাবা বোঝান খুব ভালো করে। বলেন জ্ঞান ধন নিয়ে দান করতে থাকো। খুব উচ্চ মানের পড়াশোনা এবং খুব সাধারণ ভাবে পড়তেও হবে। চেয়ারে আসন পেতে বসা সম্ভব নয়। পায়ের ওপর পা তুলে বসা -- এ হল রাজাদের মতন বসার

স্টাইল। যদিও তোমরা যেমন ইচ্ছে বসতে পারো। সত্যযুগে মুখে সোনার চামচ থাকে। বাচ্চারা সাফাংকারও করেছে। বিমান ভরে ভরে সোনা আসে কিভাবে। মহল ইত্যাদি খুব শীঘ্র তৈরি হয়। এখনও বাবা দেখেছেন বিদ্যুৎ, মোটর ইত্যাদি কত কি তৈরি হয়েছে। আনাজ কত সস্তা ছিল আগে। তাহলে সত্যযুগে কত সস্তা হবে। এখানে সোনার মুদ্রা ১০০ টাকা হলে ঐখানে ১ পয়সা হবে। কত তফাৎ দেখ । সুতরাং তোমাদের এক জন্মের পড়াশোনার দ্বারা ২১ জন্মের রাজস্ব প্রাপ্ত হয় আর কি চাই। বাবা যুক্তি বলে দেন। কন্যা সন্তান যদি জ্ঞান গ্রহণ না করে তবে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়। পুত্র যদি জ্ঞান গ্রহণ না করে তবে বলা হয় নিজে অর্জন করো নিজেই বিবাহ করে সংসার করো। বাবা প্রত্যেকটি কথায় পরামর্শ দেন। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গিয়ে যদি বাবার স্মরণে শুধুমাত্র ফল গ্রহণ করবে তাহলে পবিত্র হবে। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে যে জ্ঞান ধন প্রাপ্ত হয় সেসব দান করতে হবে। গুপ্ত রূপে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে হবে।

২) অন্য সবার কথা ভুলে একমাত্র বাবাকে সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক ও সত্য গুরু রূপে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- বিন্দু স্বরূপ বাবার স্মরণে থেকে প্রতিটি সেকেন্ড উপার্জন জমা করতে পারা পদমাপদমপতি হও

ব্যাখ্যা: তোমরা বাচ্চারা এক এক সেকেন্ডে পদ্মগুলোর বেশি উপার্জন জমা করতে পারো। যেমন একের সামনে একটি বিন্দু বসালে ১০ হয়ে যায়, আরেকটি বিন্দু দিলে ১০০ হয়ে যায় ঠিক তেমনি এক সেকেন্ড বিন্দু রূপ বাবাকে স্মরণ কর, সেকেন্ড পেরোলে আরেকটি বিন্দু লেগে যাবে, এত বিশাল উপার্জন জমাকারী তোমরা বাচ্চারা এখন পদমাপদমপতি হয়ে যাও তারপরে অনেক জন্ম বসে থাকে। এমন উপার্জন করতে পারা বাচ্চাদের জন্যে বাবাও গর্ব বোধ করেন।

স্লোগান - নষ্ট হওয়া কাজ, ব্রষ্ট সংস্কার ও বিনষ্ট মুড-কে শুভ ভাবনার সাহায্যে সঠিক করা হল শ্রেষ্ঠ সেবা ।